

সচিত্র
গ্রহ-রসতত্ত্ব
বা
এণ্ডোক্রিনোলজি

পরিষদিত দ্বিতীয় সংস্করণ

এন্ড্রিমেন্টস অব এণ্ডোক্রিনোলজি, ইনকম্প্যাটিবিলিটি ইন্.
প্রেস্ক্রিপশন, ইন্ফ্যান্টাইল সিরোসিস অব দি লিভার,
প্র্যাকটিক্যাল প্রেস্ক্রিপশন প্রভৃতি
সুবিখ্যাত ইংরাজী ও বাঙ্গালা চিকিৎসা গ্রন্থপ্রণেতা এবং
ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ডের সম্পাদক
ডাঃ শ্রীমশৈবকুমার মুখোপাধ্যায় এম, বি,
প্রণীত

কলিকাতা

১৯৭ নং বহুবাজার স্ট্রীট

চিকিৎসা-প্রকাশ কার্যালয় কর্তৃক

ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার দ্বারা
প্রকাশিত।

[মূল্য ৩ টিন টাকা]

Printed by—
Nripendra Nath Banerjee,
BELA PRINTING WORK'S.
91B. Bowbazar Street, Calcutta.

ভূমিকা

এণ্ডোক্রিনোলজি বা গ্রন্থিবস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশী দিনের নয়; কিন্তু বেশী দিনের না হইলেও, অথবা ইহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা অত্যাশঙ্কনীয় অংশরূপে পবিণত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্তর্মুখীবস সম্বন্ধে বহু নতন তথ্য এবং থাইবয়েড, ইনস্যালিন, পিটুয়াট্টিন, এড্রিনালিন প্রকৃতি বহু অন্তঃবস-ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়া চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। শারীরিক অনেক অস্বাভাবিক পবিবর্তন, বিকৃতি এবং অদ্ভুত পীড়ার প্রকৃত কারণ এতদিন অজ্ঞাত ছিল; প্রকৃতিবশেই এই সকল ঘটয়া থাকে এবং ইহাদের সংশোধন, আবেগ্যসাধন—মানবমান্যেব অতীত বলিয়াই এতদিন, সাধাবণেব বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থিবস বিজ্ঞানেব কল্যাণেই এই সকল অস্বাভাবিক পবিবর্তন, বিকৃতি অজ্ঞাতপূর্বক বিবিধ দৈহিক ক্রিয়া এবং অদ্ভুত পীড়ার প্রকৃত রহস্য আজ লোকলোচনেব গোচরীভূত—ইহাদের আবেগ্যসাধন এবং সংশোধন, আজ সম্ভব হইতেছে ফলতঃ, গ্রন্থিবস তত্ত্ব বিজ্ঞান আজ চিকিৎসা জগতে এক নতন আলোক-সম্পাৎ করিয়াছে বলিলেও, অত্যাক্তি হয় না।

কিন্তু দুঃখেব বিষয়, প্রচলিত পাশ্চ পুস্তকগুলিতে গ্রন্থিবস-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিখিত থাকে, তাহা খুবই সংক্ষিপ্ত—এতদসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভেব পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। পশ্চিমীভূত অন্তর্মুখীবস সম্বন্ধীয় ইংবাজী পুস্তকগুলির অধিকাংশই বৃহৎকার এবং অনেকগুলি পুস্তক এত বিভিন্ন মতামতে পূর্ণ যে, তাহা সংক্ষেপে হইতে পারে না। সকল পুস্তক এত বিভিন্ন মতামতে পূর্ণ যে, তাহা সংক্ষেপে হইতে পারে না। সকল পুস্তক এত বিভিন্ন মতামতে পূর্ণ যে, তাহা সংক্ষেপে হইতে পারে না। সকল পুস্তক এত বিভিন্ন মতামতে পূর্ণ যে, তাহা সংক্ষেপে হইতে পারে না।

চিকিৎসকগণের উপযোগী—প্রকৃত সিদ্ধান্তপূর্ণ পুস্তক বিরল বলিলেই হয় । এই অভাব দূরীকরণার্থ ই আমি “এলিমেন্টস্ অব এণ্ডোক্রিনোলজি—Elements of Endocrinology” নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রণয়ন করি এবং ইহা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থিরস-তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক “প্র্যাক্টিক্যাল অর্গানোথেরাপী” প্রণেতা ডাঃ হেনরি, হারোয়ার এম, ডি, (Dr. Henry R, Harrower M.D.) মহোদয়ের ভূমিকা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয় ।

বাঙ্গালা ভাষায় এণ্ডোক্রিনোলজি বা গ্রন্থিরস-তত্ত্ব সম্বন্ধী কোন পুস্তকই প্রকাশিত হয় নাই । সুতরাং বঙ্গভাষাভিজ্ঞ পল্লী চিকিৎসকগণ এতদ্বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা পান না । অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি এবং অন্তঃস্থীকস সম্বন্ধে যে সকল বিষয়কর অভূতপূর্ব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে—যে সকল অন্তঃরস আবিষ্কৃত হইয়া ঔষধরূপে উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, পল্লী-চিকিৎসকগণ তদসম্বন্ধে কোনই জ্ঞানলাভ করিবার বা এই শ্রেণীস্থ ঔষধ সমূহের উপযোগিতা গঠনের সুবিধা পাইতেছেন না । এই অন্তঃস্থি ও অভাবের পবিহাব উদ্দেশ্যে, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-প্রকাশ পত্রের সুবোধ্য সম্পাদক বিবিধ চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণেতা বন্ধুবর ডাঃ শ্রীধীবেন্দ্রনাথ ঠালদার মহাশয় মৎপ্রণীত উল্লিখিত ইংরাজী—“এলিমেন্টস্ অব এণ্ডোক্রিনোলজি” (Elements of Endocrinology) পুস্তকখানির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন । তাহারই অনুরোধ ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং পল্লী চিকিৎসকগণের একটা প্রকৃত অভাব উপলব্ধি করতঃ, উক্ত ইংরাজী পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া, তাহারই উপর এই বঙ্গানুবাদিত পুস্তকের প্রকাশভাব অর্পণ করি । ধীরেন্দ্র বাবুর আন্তরিক যত্ন এবং সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে এই

বঙ্গভূবাসিত পুস্তকখানি—‘গ্রন্থিঃসত্ব’ বা ‘এণ্ডোক্রিনোলজি’ নামে প্রকাশিত হইল।

এই বঙ্গভূবাসিত পুস্তক খানি যে, একমাত্র যৎপ্রণীত ইংরাজী পুস্তকের নিছক অনুবাদ, তাহা নহে ; ‘এলিমেন্টস অব এণ্ডোক্রিনোলজি’ পুস্তকখানি ফুরাইয়া যাওয়ায়, ইহার নূতন সংস্করণের জন্ত পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, উহা সংশোধনার্থ ‘সাইক্লোপিডিয়া অব মেডিসিন’ (Cyclopedia of Medicine), ‘ইন্টারনাল সিক্রিসন’ (Internal Secretions) প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুবিখ্যাত ডাঃ সাজুস মহোদয়কে (Dr. Sajous) প্রদত্ত হয়। বর্তমান এই বঙ্গভূবাসিত পুস্তকে ডাঃ সাজুসের সংশোধিত বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাঃ সাজুসের নাম আজ জগতের সর্বত্র সুপরিচিত। গ্রন্থিঃস-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে আজ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার জন্ত ডাঃ সাজুসের নিকট আমরা ধনী। তাহার জায় মনীষির সংশোধন-সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হওয়ায়, পুস্তকের উপযোগিতা অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত গত ৮।১০ বৎসর যাবৎ নানাস্থান হইতে গ্রন্থিরোগগ্রস্ত বহু সংখ্যক রোগী চিকিৎসার্থ আমার নিকট আসিয়াছেন, এই সকল রোগীর চিকিৎসা ব্যপদেশে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি—আমার সেই পরিণত অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শনের ফলও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুস্তকাস্তর্গত সমুদয় বিষয়ই যতদূর সম্ভব সরল ভাষায়—চিত্রাদি সাহায্যে, বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই পুস্তকখানি পাঠে পল্লী-চিকিৎসক বহুগণ উপকৃত হইলে, সমুদয় যত্ন, চেষ্টা সকল জ্ঞান করিব।

৪৪নং বাহুড় বাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

গ্রহিরস-তত্ত্বের (এণ্ডোক্রিনোগজি) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল
গ্রহিরস-তত্ত্ব সংস্করণ বাঙ্গলা ভাষায় এই পুস্তকখানিই প্রথম। এইরূপ
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের একটা বাঙ্গলা সংস্করণ এরূপ বহু সময়ের মধ্যে নিঃশেষ
হওয়া বস্তুতঃই বিস্ময়ের বিষয়। বলা বাহুল্য, ইহা বঙ্গভাষানুরাগী
চিকিৎসকগণের গ্রহিরস-তত্ত্ব বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভের ঐকান্তিক
স্বপ্নহারই প্রকৃষ্ট পরিচয়। চিকিৎসক এবং সাধারণের মধ্যে এই পুস্তকের
সমধিক সমাদর দৃষ্টি উৎসাহিত হইয়া বর্তমান এই দ্বিতীয় সংস্করণে আরও
অধিকতর নূতন বিষয়ের সংযোগ করা হইল। এতদ্বিন্ন আলোচ্য
বিষয়ের বোধ সৌকর্য্যার্থ, এবার এই ২য় সংস্করণে ৪৫ খানি মূল্যবান
হাফটোন চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপ বহু সংখ্যক মূল্যবান হাফটোন চিত্র সন্নিবেশ করায় বহু
ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়াছে। এজন্য পুস্তকের মূল্য ২।০ টাকা স্থলে ৩. তিন
টাকা করা হইল। পূর্বাপেক্ষা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি এবং কাগজ ও
মুদ্রাক্ষণের উৎকর্ষতা প্রকৃতির জন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়িয়া দিলেও, ৪৫ খানি
হাফটোন চিত্র এবং মূল্যবান আর্ট পেপারে উহাদের মুদ্রাক্ষণের ব্যয়ের
তুলনায় এই ১।০ আট আনা মূল্য বৃদ্ধি কখনই অসঙ্গত বিবেচিত হইবে না।

এক্ষণে প্রথম সংস্করণের স্থায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গভাষানুরাগী
চিকিৎসকগণের উপকারে আসিলে এবং তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইলে
বহু চেষ্টা এবং অর্থব্যয় সফল হইবে

চিকিৎসা-প্রকাশ কার্যালয়

১৯৭নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১লা জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮ সাল।

বিনয়াবনত—

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ হালদার।

চিকিৎসা-প্রকাশনা-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

কয়েকখানি অফুৎকট

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক

এণ্ডোক্রিনোলজি (ডাঃ শ্রীমন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় M.B. প্রণীত) গ্রন্থিরস-তর সর্বাঙ্গীয় অভিনব পুস্তক, বিলাতি বাইণ্ডিং ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহুচিত্রে বিভূষিত মূল্য ৩ টাকা।

ঔষধের অসম্মিলন (ডাঃ শ্রীমন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় M.B. প্রণীত) বাবতীয় ঔষধের অসম্মিলন সর্বাঙ্গীয় সমুদয় জ্ঞাতব্য তথ্য পূর্ণ—প্রত্যেক চিকিৎসক ও কম্পাউণ্ডারের মিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ; সুন্দর, সুঘণ খচিত বিলাতি বাইণ্ডিং ৩৫০ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য ১১০ টাকা।

ইন্ফ্যান্টাইল মিডার (ডাঃ শ্রীমন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় M.B. প্রণীত) । ছেলোদের বহুত পীড়ার চিকিৎসা পুস্তক । বিলাতি বাইণ্ডিং ৩০০ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; মূল্য ২ টাকা।

ট্রপিক্যাল ফিডার (ডাঃ আর, সি, রায় L.M.P. প্রণীত) বাবতীয় জ্বর এবং জ্বর চিকিৎসা সহজে সমুদয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও আধুনিক বিহয় সম্বলিত সুবিভূত পুস্তক । প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । বিলাতি বাইণ্ডিং ১ম ও ২য় খণ্ড একত্র মূল্য ৩০ তিন টাকা আট আনা । ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ও পরিশিষ্ট একত্র ৪ টার টাকা । একত্র হইভাগ ... মূল্য ৭ টাকা ।

মডার্ন ট্রিটমেন্ট অব ডিমেসেন্টেরী (আধুনিক রক্তমাশয় চিকিৎসা) ডাঃ আর, সি, রায় প্রণীত—সব রকম রক্তমাশয়ের চিকিৎসা সহজে অভিনব পুস্তক । ৬০০ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বিলাতি বাইণ্ডিং মূল্য ৩০ টাকা ।

বিভূত ইন্ডেকসন চিকিৎসা (ডাঃ আর, সি, রায় প্রণীত) ৪র্থ সংস্করণ, বাবতীয় ইন্ডেকসন প্রক্রিয়া, সব রকম রোগের ইন্ডেকসন চিকিৎসার এবং ইন্ডেকসিরো ঔষধ সহজে অভিজ্ঞতা

লাভের একমাত্র পথ প্রদর্শক পুস্তক প্রায় ১৩০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বহু চিত্রে বিভূষিত পরিশিষ্ট সহ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড উৎকৃষ্ট বিলাতি বাইণ্ডিং ... মূল্য ৪৥০ টাকা :

ইন্স্কুয়েঞ্জা চিকিৎসা (ডাঃ আর, সি, নাগ প্রণীত),
২০০ শতাব্দিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, বিলাতি বাইণ্ডিং মূল্য ১২ টাকা :

ডিজিজ অব ভাইট্যাল অর্গ্যান (ডাঃ আর, সি, নাগ প্রণীত), ফুস্ফুস, মস্তিষ্ক, শ্বাসবিধান ও হৃদপিণ্ডের যাবতীয় পীড়ার চিকিৎসা। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে ১৥০ টাকা :

প্রাক্টিক্যাল টি টিজ অন ভিনিরিয়াল ডিজিজ
(ডাঃ আর, সি, নাগ প্রণীত), সরল বাঙ্গলা ভাষায় সঙ্গমজ ও শুক্রসম্বন্ধীয় এবং জনেন্দ্রিয়ের যাবতীয় পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসা। ... মূল্য ৫০ বার আনা :

প্রসূতি ও শিশু চিকিৎসা (ডাঃ ডি, এন. হালদার প্রণীত)
গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশুদিগের পীড়ার চিকিৎসাদি সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে। ৪র্থ সংস্করণ ... মূল্য ৫০ আনা :

সরল চিকিৎসা-প্রণালী—সঙ্গমজ ও শুক্র সম্বন্ধীয় এবং জনেন্দ্রিয়ের যাবতীয় পীড়া, বিবিধ স্ত্রীরোগ ও অশ্রান্ত পীড়ার ফলপ্রদ চিকিৎসা-প্রণালী সবিস্তারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রায় ২০০ শতাব্দিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ... মূল্য ১৩০ আনা :

বাঙ্গলা ফিজিওলজি (ডাঃ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস প্রণীত)। সরল সহজ বোধগম্য বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত, ফিজিওলজি সম্বন্ধীয় সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। বিলাতি বাইণ্ডিং ১০৫ খানি চিত্রে বিভূষিত মূল্য ৪৥০ টাকা :

প্রাপ্তিস্থান—চিকিৎসা-প্রকাশ কার্যালয়

১১৭নং বহুসাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্রষ্টব্য—পত্র লিখিলে পুস্তক বিভাগের বিস্তৃত মূল্য তালিকা পাঠান হয়।



ডাঃ শ্রীমন্ত্রাষকুমার মুখোপাধ্যায় এম. বি.
গনিত-তত্ত্ব (এণ্ডোক্রিনোলজি) প্রণেতা
এ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল বেকডেন সম্পাদক ।

চিত্র-সূচী



বিষয়

পুস্তকের পত্রাঙ্ক

গ্রন্থকারের ফটোচিত্র (পুস্তকের প্রথমে)

"ক" চিত্র	—দেহস্থ গ্রন্থিসমূহ	১
"খ" "	—গ্রন্থিরস-তত্ত্ব আবিষ্কারকণের ফটোচিত্র	"
"গ" "	—গ্রন্থিরস-বিজ্ঞানের প্রধান গবেষক সাক্সের ফটোচিত্র	"
১ম "	—থাইরয়েড গ্রন্থি	৩৪
২য় "	—থাইরয়েড গ্রন্থি পরীক্ষা-প্রণালী	৪২
৩য় "	—থাইরয়েড গ্রন্থির সামান্য অকর্মণ্যতা	৬২
৪র্থ "	—জন্মের থাইরয়েড উচ্ছেদের ফল	৭০
৫ম "	—অধিক বয়সে মিক্সিডিমা	৭৩
৬ষ্ঠ "	— " " "	৭৪
৭ম "	—শৈশবীয় মিক্সিডিমা	৭৫
৮ম "	—জড়বামন (ক্রেটিন) স্ত্রীলোক	৭৯
৯ম "	—জড়বামনের উপর থাইরয়েড চিকিৎসার ফল	৮১
১০ম "	—এক্সফ্‌ থ্যালামিক গয়টার	৮৪
১১শ "	—এক্সফ্‌ থ্যালামিক গয়টার	৯৫
১২শ "	—সাধারণ গয়টার	৮৬
১৩শ "	—প্যারাথাইরয়েড ও থাইরয়েড গ্রন্থি...	৯৮
১৪শ "	—পিটুইটারি গ্র্যাণ্ড	১১২
১৫শ "	—এক্সোমেগালি রোগীর সুখাকৃতি	১১৬
১৬শ "	—পিটুইটারি-রসাম্বিকজনিত গ্রন্থির অতিরিক্ত	১১৭
১৭শ "	—পিটুইটারি-রসাম্বিতা হেতু মেদ বৃদ্ধি	১২১
১৮শ "	—অধিক বয়সে পিটুইটারি-রসাম্বিতা হেতু মেদ বৃদ্ধি	১২২

বিষয়—

পুস্তকের পত্রাঙ্ক

১৯শ চিত্র—	অল্পবয়সে পিচুইটারি-রসালতা হেতু মুখাকৃতির পরিবর্তন	১২২
২০শ ”	—বাল্যাবস্থায় পিচুইটারি রসের অল্পতা হেতু দেহ ও জননেদ্রিয়ার বৃদ্ধির অভাব ...	১২৩
২১শ ”	—পোষ্ট-পিচুইটারি-রসের অভাব হেতু মেদ বৃদ্ধি ...	১২৪
২২শ ”	—পিচুইটারি আব (টিউমার) ও এন্টিরিয়ার ও পোষ্টেরিয়ার পিচুইটারির যৌগিক ক্রিয়া বিপর্যয় ...	১৩৯
২৩শ ”	—সুপ্রোরেনাল ও মূত্রগ্রন্থি ...	১৪১
২৪শ ”	—অণ্ডগ্রন্থি (টেস্টিস—Testis) ...	১৮৭
২৫শ ”	—অণ্ডগ্রন্থির রসাতাবজনিত জননেদ্রিয়ার বর্দ্ধনাভাব ...	১৯১
২৬শ ”	—ওভারি (অণ্ডাধার) ...	২০১
২৭শ ”	—বাল্যে পিনিয়াল গ্রন্থিতে আব হইলে অকাল যৌবন ...	২০২
২৮শ ”	—বাল্যে ওভারির ক্রিয়াহীনতা বশতঃ যৌবনের অভাব	২১১
২৯শ ”	—ওভারির ক্রিয়াধিক্য হেতু অকাল যৌবন ...	২১৫
৩০শ ”	—ওভারি ও উহার অভ্যন্তরস্থ কর্পাস লিউটিয়াম ...	২১৯
৩১শ ”	—গ্যাসেন্টা (ফুল) ...	২২৬
৩২শ ”	—প্যানক্রিয়াস ও উদরীয় যন্ত্র সমূহ ...	২৩৩
৩৩শ ”	—প্যানক্রিয়াস মধ্যস্থ আইসলেটস অব ল্যান্গারহেলস ...	২৩৪
৩৪শ ”	—ইন্সুলিন আবিষ্কারক বেষ্টিংএর ফটোচিত্র ...	২৩৯
৩৫শ ”	—বেষ্টিং কর্তৃক প্রথম ইন্সুলিন ইঞ্জেকসন ...	২৩৯
৩৬শ ”	—থাইমাস গ্যাণ্ড ...	২৭৭
৩৭শ ”	—থাইমাসের রসালতা হেতু জননেদ্রিয়ার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি	২৮৫
৩৮শ ”	—পিনিয়াল গ্রন্থি ...	২৮৯
৩৯শ ”	— ” ” সেবনের ফল ...	২৯১
৪০শ ”	—পিনিয়াল গ্রন্থিতে আব (টিউমার) হেতু অকাল যৌবন	২৯১
৪১শ ”	—থ্রোটেট গ্রন্থি ...	২৯৮

চিত্র-সূচী সমাপ্ত।

গ্রহি-রসতত্ত্ব বা এণ্ডোক্রিনোলজি

বিষয়ানুযায়িক সূচীপত্র

(বাঙ্গলা বর্ণানুক্রমিক)

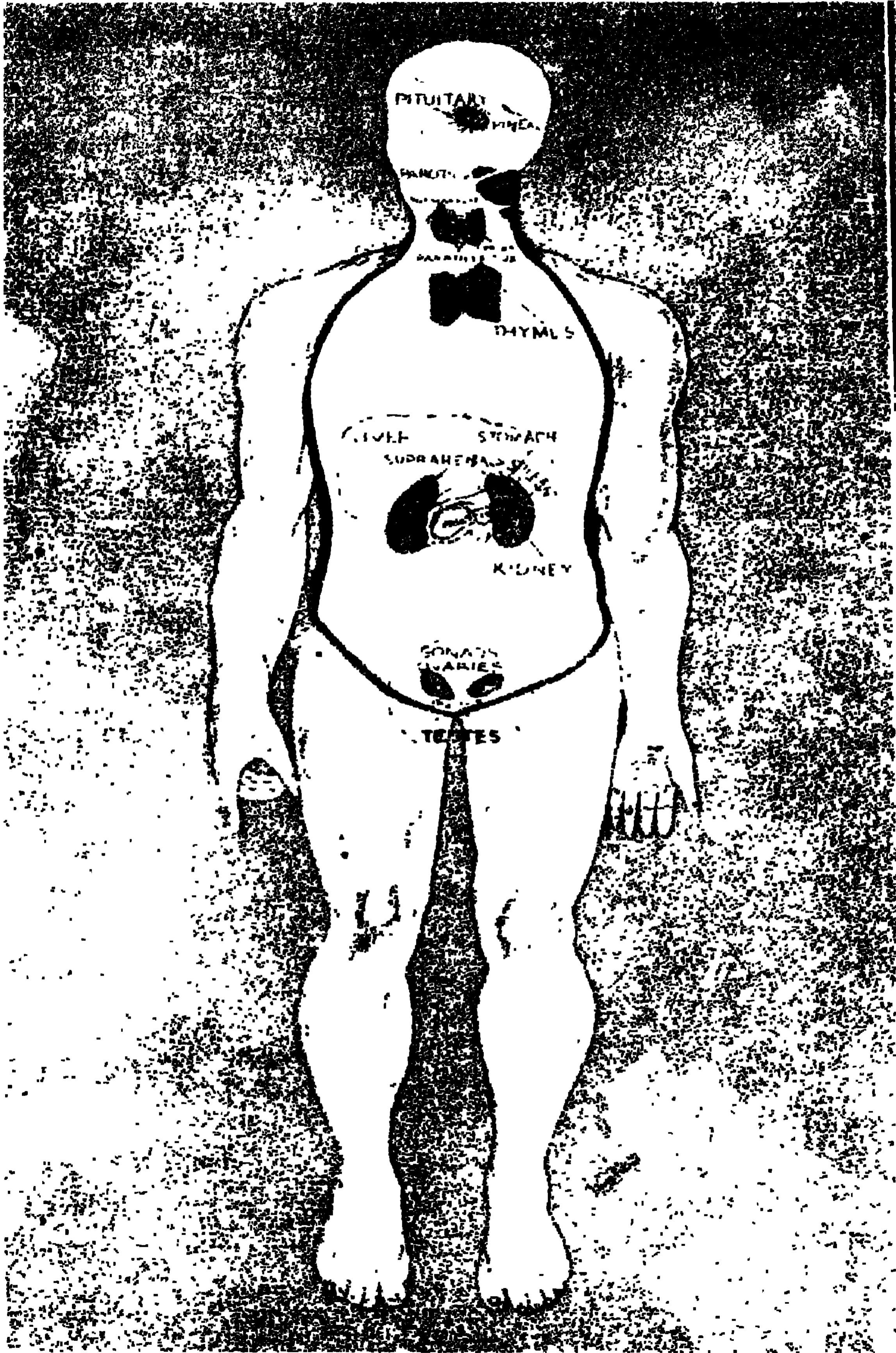
[পুস্তকের শেষে বিস্তৃত সূচীপত্র ও রোগ-নির্ঘণ্ট
প্রদত্ত হইয়াছে]

বিষয়—	পুস্তকের পত্রাঙ্ক	সূচীপত্রের পত্রাঙ্ক
অণুগ্রহি (টেস্টিস)	১৮৬ ...	৩০৫, ৩০৬
অণুঃরসস্রাবী গ্রহি সমূহের ক্রিয়া	১৮ ...	৩০৭
ইনসুলিন ...	২৩৩, ২৩৫, ২৩৭ ...	৩০৮, ৩০৯
এড্রিনালিন গ্রহি ...	২২, ১৪০ ...	৩০৯, ৩১০
এড্রিনালিন ...	১৪২ ...	৩১১—৩১৩
গুভারি ...	২০১ ...	৩১৪—৩১৬
ঔষধরূপে গ্রহির ব্যবহার	৩২ ...	৩১৬
কর্পাস লিউটিয়াম ...	২১৯ ...	৩১৬, ৩১৭
ক্রোম ...	২৩৩ ...	৩১৭
টনসিল ...	২২৪ ...	৩৪০

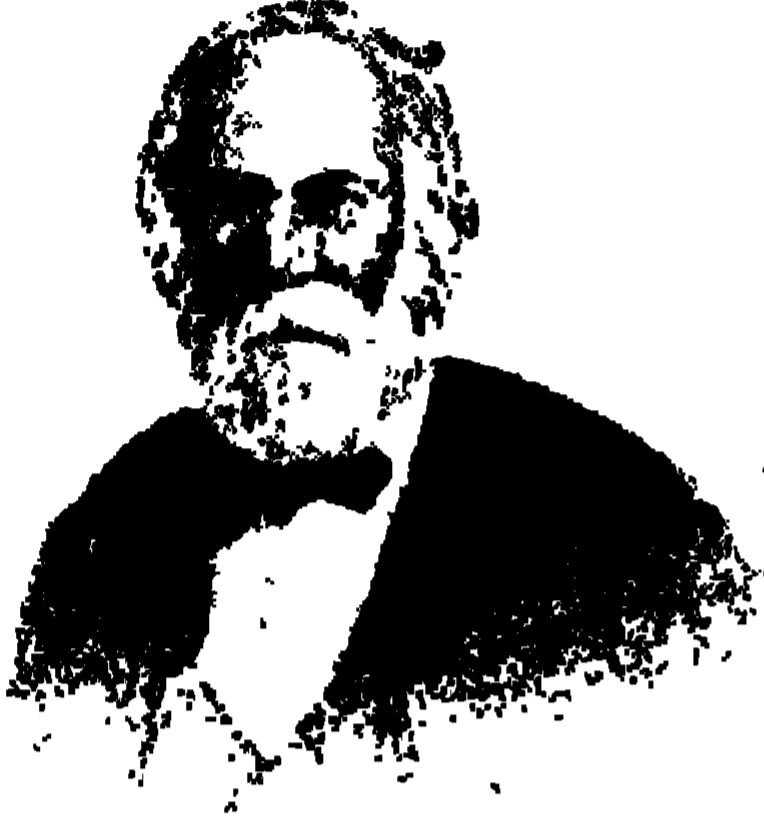
বিষয়—	পুস্তকের পত্রাঙ্ক	সূচীপত্রের পত্রাঙ্ক
ডিহাধার (ওভারি) ...	২০১ ...	৩১৮
ড্যুওডিনায় ...	২৬৫ ...	"
থাইমাস গ্রন্থি ...	২৭৭ ...	৩১৯—৩২১
থাইরয়েড গ্রন্থি ...	৩৫ ...	৩২১, ৩২৪
প্যানক্রিয়াস (ক্লোম) ...	২৩৩ ...	৩২৪
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি ...	৯৮ ...	৩২৫
প্যাসেন্টা (ফুল) ...	২২৫ ...	"
পিটুইটারি গ্রন্থি ...	১০৯ ...	৩২৬
পিটুইট্রিন ...	১২৬, ১৩১ ...	৩২৭
পিটুইট্রিনজাত নূতন ঔষধ	২৩৬ ...	৩২৮
পিট্রেসিন ...	" ...	"
পিটোসিন ...	২৩৭ ...	"
পিনিয়াল গ্রন্থি ...	২৮৯ ...	"
প্রোটেট্ গ্রন্থি ...	২৯৮ ...	৩৩০
ফুল (প্যাসেন্টা) ...	২২৫ ...	৩২৫
ম্যামারি ম্যাণ্ড (স্তনগ্রন্থি)	২৩১ ...	৩৩১
মূত্রগ্রন্থি (কিডনি) ...	২৯৬ ...	"
যকৃত (লিভার) ...	২৭০ ...	৩৩২
সুপ্রারেনাল গ্রন্থি ...	১৪০ ...	৩৩৩
স্তনগ্রন্থি (ম্যামারি ম্যাণ্ড)	২৩১ ...	৩৩১
হিমোগ্লোবিন ...	৩০১ ...	৩৩৪

বিষয়ানুযায়িক সূচীপত্র 'সমাপ্ত'।

ক—চিত্র—দেহস্থ গ্রন্থিসমূহ ।



খ—চিত্র—দেহস্থ অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি সম্বন্ধীয়
তথ্য আবিষ্কারকগণ



CHARLES EDOUARD BROWN-SEQUARD 1817-1894
The Father of Endocrinology



ANDREAS VESALIUS 1514-1564 WHO WAS THE FIRST TO ACCURATELY
DESCRIBE THE GLANDS OF INTERNAL SECRETION



THEOPHILE DE BORDENY 1722-1778 WHO WAS THE FIRST TO OBSERVE THE
CORRELATION OF ENDOCRINE GLANDS TO DISTURBANCES OF ENDOCRINE FUNCTION



CALEB HILLIER PARRY 1755-1822 WHO WAS THE FIRST TO MAKE CLINICAL
OBSERVATIONS ON DISTURBANCES OF THE ENDOCRINE GLANDS



WILLIAM BEAUMONT 1795-1858 WHO WAS THE FIRST TO PERFORM
EXPERIMENTS ON LIVING HUMAN GLANDS



CLAUDE BERNARD 1813-1878 WHO WAS THE FIRST TO USE THE TERM
"INTERNAL SECRETION" THROUGH EXPERIMENTS ON ANIMALS

গ—চিঃ



Late **Charles E. DE. M. Sajous M. D.**
The Father of Modern Science of Endocrinology.

প্রাণি-রসতত্ত্ব বা এণ্ডোক্রিনোলজি

দেহের ভিতর

ঔষধ ভাণ্ডার

“শরীরম্ ব্যাধি মন্দিরম্”—এ কথাটা যে কতদূর সত্য, সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিম্প্রয়োজন, তবে ভগবান মানুষের দেহটাকে কেবল ব্যাধির মন্দির করিয়াই সৃষ্টি করেন নাই ; সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভিতর, ব্যাধির ঔষধের ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া, রোগ প্রতিকারেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্মই রোগ হইলেই মানুষ মারা যায় না—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, দেহ ও রোগের যুদ্ধে, দেহই জয় লাভ করে। দেহের ভিতর প্রকৃতির যে ঔষধ ভাণ্ডার আছে, বর্তমানে তাহার সামান্য মাত্র পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এই ভাণ্ডারের দ্বার সম্পূর্ণরূপে আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইলে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

সৃষ্টির আদিম অবস্থায় মানুষ পীড়িত হইলে, বনের গাছগাছড়া ও লতাপাতা খাইয়া, নিজেই নিজেদের রোগের চিকিৎসা করিত। কুকুর, বিড়াল প্রকৃতি জন্তুকেও অমুহু হইলে, ঘাস প্রকৃতি খুঁজিয়া খাইতে দেখা যায়। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অসভ্য যুগে মানুষ—সাপ, বেঙ,

বাঘ, ভল্লুকের মাংস প্রভৃতি অনেক জিনিষই ঔষধার্থ ব্যবহার করিত। কিন্তু দেহের ভিতর যে ঔষধ ভাণ্ডার আছে, তাহার সন্ধান মানুষ তখনও পায় নাই। সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত প্রাণীজ ঔষধগুলি অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তারপর যে দিন জীবদেহে ঔষধের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইল, সেই দিন হইতে আবার জান্তব ঔষধের ব্যবহার আরম্ভ হইল।

ধাতব ও উদ্ভিজ্জ ঔষধগুলির রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি থাকিলেও, এইগুলি মানুষের দেহের সহিত সমপ্রকৃতিসম্পন্ন নহে। মানুষের দেহের ভিতর যে সকল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেক জীবজন্তুর দেহের ভিতরও সেগুলি পাওয়া যায়। এই সকল ঔষধ, জীবজন্তুর গ্রন্থি (গ্যাণ্ড—gland) হইতে প্রস্তুত হইলেও, মানবদেহের সহিত সমপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং ইহাদের ঔষধীয় ক্রিয়া—ধাতব বা উদ্ভিজ্জ ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং মনে হয়—এই স্বাভাবিক ঔষধগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ভৈষজ্য-তত্ত্বে যুগান্তর উপস্থিত হইবে এবং সাধারণতঃ আমরা এখন যে সকল ঔষধ ব্যবহার করিতেছি, তৎস্থলে এই সকল প্রাণীজন্তুজ স্বাভাবিক ঔষধ সমূহেরই একাধিপত্য স্থাপিত হইবে; আর তৎসহ ঔষধ প্রস্তুতের কারখানাগুলি কসাইখানায় পরিণত হইবে।

দেহের :ভিতর ঔষধ ভাণ্ডার :—ইহা হয়ত অনেকের নিকট অবিখ্যাস্য হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে অবিখ্যাসের কিছুই নাই—ইহা ব্রব সত্য।

আমাদের দেহ-যন্ত্র, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সতত ক্রিয়াশীল—সর্বদাই ইহা কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। দেহের এই অনুরূপ কার্য্য-প্রণালী—

প্রধানতঃ দুইটা যন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। যথা—

- (১) স্নায়ুবিধান ;
- (২) কতকগুলি গ্রন্থি-নিঃসৃত রস ;

স্নায়ুর কার্যকারিতা সকলেই জানেন। আমরা এখানে গ্রন্থিনিঃসৃত রসের বিষয় আলোচনা করিব।

দেহের মধ্যে যে “ঔষধ-ভাণ্ডারের” উল্লেখ করিয়াছি, সেই ভাণ্ডারই দেহস্থ গ্রন্থিসমূহ; আর এই সকল গ্রন্থি-নিঃসৃত ‘রস’ (secretion) ও গ্রন্থিসমূহের ঔপাদানিক পদার্থ সমূহই (substance) ‘ঔষধাধারী’। দেহস্থ এই গ্রন্থির রসে ভগবান কিরূপ ঔষধীয় শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং বিজ্ঞানবলে ক্রমশঃ এই শক্তি কিরূপে আবিষ্কৃত ও রোগারোগ্য করণে প্রবুদ্ধ হইয়া কি প্রকার সফল পাওয়া যাইতেছে, যথাক্রমে তদ্বিষয় আলোচিত হইবে।

গ্রন্থির প্রকারভেদঃ—

প্রাণীদেহে যে সকল গ্রন্থি (গ্ল্যান্ড—glands) আছে, সাধারণতঃ তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

- (১) নলযুক্ত গ্রন্থি (Glands with duct) ;
- (২) নলবিহীন গ্রন্থি (Ductless glands.) ;

গ্রন্থির প্রধান কার্যই হইতেছে—“রস” (secretion) প্রস্তুত করা। এইরূপ প্রত্যেক গ্রন্থির মধ্যে রস নিঃসৃত হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থিতে একটা করিয়া নল (duct) থাকে। এই নল দিয়াই ঐ গ্রন্থি-নিঃসৃত রস বহির্গত হয়। এই গ্রন্থিগুলিকেই “নলযুক্তগ্রন্থি” বলে। আর যে সকল গ্রন্থিতে এইরূপ নল থাকে না, তাহাদিগকে “নলবিহীন গ্রন্থি” (Ductless Gland) বলে।

এই নলহীন গ্রন্থি মধ্যোত্ত রস (secretion) প্রস্তুত হয়। অথচ এই গ্রন্থিগুলিতে, ঐ রস বহির্গত হইবার নল নাই। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই অদ্ভুত গ্রন্থিগুলির রস কোথায় যায়? বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই নলবিহীন গ্রন্থির ভিতর যে সকল শিরা আছে, গ্রন্থিগুলির রস একেবারে সোজাসুজি তন্মধ্যস্থ রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। পক্ষান্তরে, যে সকল গ্রন্থির নল (Duct) আছে, তাহাদের মধ্যোত্ত কতকগুলি হইতে দুই রকমের রস নিঃসৃত হয়। যক্কৎ (লিভার), ক্লোম (প্যানক্রিয়াস), মূত্রযন্ত্র (কিডনি), অণ্ডকোষ (টেষ্টিস), অণ্ডাশয় (ওভারি), এই ধরনের গ্রন্থি। সাধারণ সাধারণ গ্রন্থির ন্যায় ইহাদের নল আছে এবং সেই নলপথে ইহাদের সাধারণ রস বাহির হয়। ইহা ছাড়া, আর এক প্রকার রস এই 'গ্রন্থিগুলির ভিতর প্রস্তুত হয়, যাহা নলের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায় না— একেবারে রক্তের সহিত মিশিত হয়। অথচ এই গ্রন্থিগুলিকে "নলবিহীন গ্রন্থি" বলা যায় না।

গ্রন্থিরসের বহির্গমন :- সাধারণ গ্রন্থি-নিঃসৃত রস, নলপথে বাহির হইয়া যায়, এজন্য ইহাদিগকে আমরা "বহির্মুখী রস" এবং যে সকল গ্রন্থির রস কোন নলপথে বাহির না হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে (external secretion); রক্তের সহিত মিশিয়া যায়, তাহাদিগকে "অন্তর্মুখী রস" (internal secretion) বলিব। এই ধরনের "অন্তর্মুখী রস" যে সকল গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগকে "অন্তঃরস-স্রাবী গ্রন্থি" (endocrine glands) বলে।

যে সকল "অন্তঃরস-স্রাবী গ্রন্থি" আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, একটা তালিকা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

অন্তঃরস-স্রাবী গ্রন্থির তালিকা

ইংরাজী নাম	বাঙ্গালা নাম	অবস্থান
১। থাইরয়েড্‌ গ্যাণ্ড (Thyroid gland)	১। কণ্ঠগ্রন্থি	১। কণ্ঠনালীর (throat) সম্মুখে এবং ঠিক কণ্ঠর নিম্নে অবস্থিত।
২। প্যারাথাইরয়েড্‌ (Parathyroid)	২। উপকণ্ঠ গ্রন্থি	২। থাইরয়েডের পশ্চাতে অবস্থিত।
৩। পিটুইটারি (Pituitary)	৩। ...	৩। কব্জীর (Skull) অস্থি মধ্যস্থ একটা গহ্বরের মধ্যে—মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত।
৪। পিনিয়াল (Pineal)	৪। ...	৪। মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত।
৫। থাইমাস (Thymus)	৫। শৈশবীয় গ্রন্থি	৫। ষ্টার্ণামের উর্দ্ধাংশের ঠিক পশ্চাতে হৃদ্যবরণ কিল্লীর সম্মুখে এবং নিম্নে চতুর্থ পঙ্করাস্থি পর্য্যন্ত স্থানে অবস্থিত।
৬। সুপ্রায়েনাল্ বা এড্রিনাল্ গ্যাণ্ড (Suprarenal or Adrenal)	৬। ...	৬। প্রত্যেক মূত্রবস্তুর (kidney) উর্দ্ধকোণে অবস্থিত।
৭। ওভারি (Ovary)	৭। ডিম্বকোষ	৭। স্ত্রীলোকের জরায়ুর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।
৮। প্লাসেন্টা (Placenta)	৮। ফুল	৮। স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় জরায়ুর মধ্যে থাকে।

অশ্বঃরস-প্রাণী গ্রন্থির তালিকা

ইংরাজী নাম	বাঙ্গালা নাম	অবস্থান
৯। ম্যামারি গ্যাণ্ড (Mammary Gland)	৯। স্তনগ্রন্থি	৯। বক্ষঃদেশের উভয় দিকে অবস্থিত।
১০। টেষ্টিস্ (Testis)	১০। অণুগ্রন্থি	১০। পুরুষের অণ্ডকোষের ভিতর উভয় পাশে অবস্থিত।
১১। প্রস্টেট্ (Prostatic Gland)	...	১১। পুরুষের মূত্রাধারের (Bladder) নিকটে অবস্থিত; ইহার ভিতর দিয়া মূত্রনলী গিয়াছে।
১২। কিড্‌নি (Kidney)	১২। মূত্রযন্ত্র বা বৃক্ক	১২। উদরগহ্বরের পশ্চাত্তাগে উভয় পাশে অবস্থিত।
১৩। লিভার (Liver)	১৩। যক্ৰঃ	১৩। উদরগহ্বরের মধ্যে দক্ষিণ পাশের উপরদিকে অবস্থিত।
১৪। প্যানক্রিয়াস্ (Pancreas)	১৪। ক্রোম	১৪। উদরগহ্বরের মধ্যে অবস্থিত।
১৫। গ্যাস্ট্রিক ও ডিওডি়নাল গ্যাণ্ড (Gastric and Duodenal Gland)	১৫। পাকস্থলী ও অন্ত্রের গ্রন্থি।	১৫। পাকস্থলী ও অন্ত্র অবস্থিত।

এই সকল গ্রন্থি-নিঃসৃত অস্তমুখী রস খুব সামান্য পরিমাণে নিঃসৃত হইলেও, ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ। আমাদের স্বাস্থ্য, শক্তি, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি ইহাদের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই সকল গ্রন্থির মধ্যে কোনটা যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং উহা হইতে যে পরিমাণে “অস্তমুখী রস” নিঃসৃত হওয়া আবশ্যিক, তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে শরীরের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হওয়া অবশ্যস্বাভাবী। এরূপ ক্ষেত্রে, যে রসের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, তাহার অভাব পূর্ণ করিতে না পারিলে, ঐ গোলযোগের শাস্তি হওয়া অসম্ভব। এই গ্রন্থিগুলি বা তুহাদের নিঃসৃত রস, ঔষধরূপে প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার নাম—“অর্গানোথেরাপি”। অর্গানোথেরাপিকে আমরা “অস্তঃরস চিকিৎসা” বলিব।

“অন্তর্মুখী রস” আবিষ্কারের ইতিহাস

“অন্তর্মুখী রস” আবিষ্কারের ইতিহাস পড়িবার বিষয়। মানব দেহের এই বিচিত্র শক্তির সহিত আমরা গত অর্ধশতাব্দী মাত্র পরিচিত হইয়াছি। ইহার পূর্বেও অবশ্য মানুষ, প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ছই একটী গ্রন্থি ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলেও, তখন কিন্তু তাহারা এগুলি অন্ধভাবে ব্যবহার করিত—কোন গ্রন্থির ভিতরে এরূপ শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা তাহারা জানিত না।

প্রাচীন যুগ—

প্রাচীন ভারতে—প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে, ধ্বজভঙ্গের প্রতিকারার্থ অণুকোষ ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। এতদর্থে ছাগের অণুকোষ ছুঙ্কের সহিত সিদ্ধ করিয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া হইত। ইহা হইতে বুঝা যায়—অণুকোষের সহিত যৎ পুরুষের কামাঙ্গের পুষ্টির (sexual growth) সম্বন্ধ আছে, প্রাচীন আয়ুর্বেদকারগণ তাহা জানিতেন।

আয়ুর্বেদ মতে—বায়ু, পিত্ত ও কফের উপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। কফ বা শ্লেষ্মা শব্দে “রস” বুঝায়। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, ইহা কি সাধারণ “বহিঃরস” (external secretion)? না আর কিছু? শ্লেষ্মা শব্দ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে বেক্রম শিথিল ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার কোন প্রকার বিশদ ব্যাখ্যা করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। নাসিকা বা ফুস্ফুস হইতে নির্গত কফকেও শ্লেষ্মা বলা হইয়াছে। ইহা যে, “বহিঃরস” (external secretion), ইহা বলাই বাহুল্য। আবার অগ্ৰত দেখি যে, মহর্ষি আশ্রম বলিতেছেন—“রূপ ও সৌন্দর্য্যের মূল এই শ্লেষ্মা”। ইহা হইতে মনে হয় যে,

প্রাচীন ঋষিগণ “অন্তুমূখী রসের” সন্ধান না পাইলেও, তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রোক্ত “ওজঃ” এবং বেনাস্তুর “প্রাণময় কোষ” বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যেন “অন্তুমূখী রসের” অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।

চীনদেশে—চীনদেশে এখনও পর্য্যন্ত অনেক রোগে জীবদেহ হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ধ্বজভঙ্গ ও ধাতুদৌর্ভল্য রোগে ছাগের অণুকোষ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে; যক্ষ্ম রোগে চীনা চিকিৎসকগণ শূকরের যক্ষ্ম, গো-পিত্ত (ox-bile) ও সিকা বা ভিনিগার একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেয়। পুরাতন সর্দি চিকিৎসায় শূকরের ফুস্ফুস ব্যবহৃত হয়। চীনাদের মতে—রক্ত একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন। হৃদয়চিকিৎসায় শিরঃস্রাব, ইহার হরিণের মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা (spinal cord marrow) ব্যবহার করে। প্রসবে বিলম্ব হইলে ইহার শুষ্ক “ফুল” (placenta) খাইতে দেয়।

প্রাচীন ইউরোপে—সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটসের (Hippocrates) সময়েও, প্রাণীজ ঔষধ ব্যবহৃত হইত। নিভারের রোগে ব্যাঘ্রের নিভার, আব (tumour) হইলে খরগোসের মস্তিষ্ক প্রভৃতি সেই সময়ে ঔষধরূপে ব্যবহার করা হইত। তৎকালীন চিকিৎসকগণ কামোদ্দীপক ঔষধরূপে হরিণের অণুকোষ ব্যবহার করিতেন।

নিম্নলিখিত গ্রন্থিগুলি (Endocrine Glands) প্রাচীন ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের জানা ছিল বলিয়া মনে হয়। তবে এগুলি হইতে যে, “অন্তুমূখী রস” নির্গত হয়, ইহা অবশ্য তাঁহারা জানিতেন না।

(১) থাইরয়েড্‌ গ্যাণ্ড—গ্যালেন (Galen) ও ভাসেলিয়াস্ (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে) থাইরয়েডের উল্লেখ করিয়াছেন।

- (২) সুপ্রারেন্যাল্ গ্যাণ্ড—ইউস্টেচিয়স্ (Eustachius) ইহার অস্তিত্বের বিষয় অবগত ছিলেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক।
- (৩) পিটুইটারি গ্যাণ্ড—গ্যালেন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।
- (৪) থাইমাস্ গ্যাণ্ড—প্রাচীন গ্রীকগণ এই গ্রন্থিটার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন যুগে ভারত, চীন, গ্রীস ও রোমে গ্রন্থি-চিকিৎসার প্রচলন ছিল। কিন্তু কালে জীবজন্তুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঔষধরূপে ব্যবহার করার প্রথা চিকিৎসকদের মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছিল এবং ইহা ডাকিনীবিদ্যার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে আবার এই চিকিৎসার দিকে ডাক্তারদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। ফরাসী রাজার রাজ্য পঞ্চদশ লুইয়ের (Louis XV) চিকিৎসক ডাঃ থিওফিল্ (Theophile de Burdeu) একটা অভিনব মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে—“দেহের প্রত্যেক যন্ত্র (organ) এক এক প্রকার বিশেষ পদার্থ বা রসের কারখানা এবং ঐ সকল যন্ত্র-নিঃসৃত রসগুলি একেবারে রক্তের সহিত গিয়া মিশে ও তাহার ফলে দেহের বিভিন্ন বিধান বা যন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়”। এই মত অনেকটা আধুনিক “অস্তঃরস চিকিৎসা” মতের অনুরূপ।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যুগ (Experimental Work)

দেহের মধ্যে যে “অন্তর্মুখী রস” আছে, তাহা সর্বপ্রথম বার্থোল্ড্ (Berthold) নামক জর্নৈক ডাক্তার ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেন। তিনি মোরগের অণ্ডকোষ লইয়া, উহা তাহার দেহের ভিতর অস্থানে বসাইয়া দিয়াছিলেন। লোকে যেমন গাছের কণ্ডম করে, ইহা কতকটা সেইরূপ (graft)। কোন পুরুষ প্রাণীর অণ্ডকোষ বাদ

দিলে, তাহার পুরুষত্বের লক্ষণগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয় ; কিন্তু এরূপভাবে দেহের অন্ত্র অণুকোষ কলম করিলে, আর পুরুষত্বের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ইহা হইতে বার্থোল্ড্ স্থির করিলেন যে, দেহের বিভিন্ন অংশের কার্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক সহক (reciprocity) আছে, তাহার মূল—এই অণুকোষ। অণুকোষের রস রক্তের মধ্যে মিশিয়া, দেহের সর্বত্র কার্য করে। বার্থোল্ডের এই মত কিন্তু সেকালের চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

তারপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এডিসন্ (Addison) এক প্রকার রোগে সুপ্রায়েন্ডাল গ্রন্থির পরিবর্তন হইতে দেখিয়া, উক্ত গ্রন্থি নষ্ট হওয়ার ফলেই, এ রোগ হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। এডিসনের নাম হইতে ঐ রোগের নাম “এডিসন্ ডিজিজ” (Addison's disease) বা “এডিসনের পীড়া” হইয়াছে।

ইহার এক বৎসর পরে ব্রাউন সেকার্ড (Brown Sequard) সুপ্রায়েন্ডাল গ্রন্থি কি প্রয়োজনে আসে, তাহা দেখান। কোন জন্তুর দেহ হইতে এই গ্রন্থি বাদ দিলে এডিসনের রোগ হয় এবং রোগী অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

ঐ বৎসরেই জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সিফ্ (Schiff) প্রমাণ করেন যে, “থাইরয়েড গ্র্যাণ্ড্” দেহের একটা মহা প্রয়োজনীয় গ্রন্থি। তিনি দেখাইলেন যে, কোন কুকুরের থাইরয়েড্ গ্রন্থি বাদ দিলে, উহার “মিক্সিডিমা” (Myxedema) নামক রোগ হয়। পরে উনি ইহাও দেখাইয়াছিলেন যে, থাইরয়েড বাদ দিবার পর, যদি ঐ গ্রন্থি জন্তুর উদর গহ্বরের ভিতর কলম করিয়া দেওয়া যায় বা তাহাকে থাইরয়েড খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে মিক্সিডিমা হয় না।

ব্রাউন সেকার্ডের বয়স যখন ৭০ বৎসর, তখন তিনি অণ্ডকোষের সার নিজ দেহে ইঞ্জেকশন লইয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীর (Paris) প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক সভার একটি অধিবেশনে, তিনি নিজের দেহে অণ্ডকোষের সার ইঞ্জেকশন করিয়া কি ফল পাঠিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করেন। উক্ত ইঞ্জেকশনে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ডাঃ মেরিং (Mering) ও মিনকোফ্ফি (Minkowski) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে দেখাইলেন যে, শরীর হইতে ক্রোম বা প্যানক্রিয়াস্ (Pancreas) কাটিয়া বাদ দিলে, প্রস্রাবে চিনি দেখা দেয়। ইহার পর এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে এবং কয়েক বৎসর পূর্বে ডাঃ ব্যাণ্টিং (Banting) প্যানক্রিয়াসের অন্তর্মুখী রস—“ইনসুলিন” আবিষ্কার করিয়া, চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।

আইসেনবার্গ (Eiselberg) নামক একজন চিকিৎসক, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, প্যারাথাইরয়েড্ (Parathyroid) কাটিয়া বাদ দিলে, “টেটানি” (Tetany) রোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু যদি অল্প জন্ডর প্যারাথাইরয়েড্ পরীক্ষাধীন জন্ডর উদর গহ্বর মনো কলম করিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আর এই পীড়া (Tetany) হয় না।

ডাঃ হেবনার (Heubner) সাড়ে চারি বৎসর বয়সের একটি শিশুর শব ব্যবচ্ছেদকালে দেখিতে পান যে, তাহার “পিনিয়াল্” গ্রন্থিতে (Pineal) একটি টীউমার (আব) হইয়াছে। এই শিশুর বয়সের তুলনায়, দেহের সাধারণ গঠন—বিশেষতঃ, জননেন্দ্রিয় খুব পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, দেহের বৃদ্ধির সহিত পিনিয়াল গ্রন্থির একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

পিটুইটারি গ্যাণ্ড (Pituitary) কিন্তু এতদিন কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। এই গ্রন্থি কেরোটীর ভিতরে—মস্তিষ্কের তলদেশে, অবস্থিত। সুতরাং ইহা বইয়া প্রাণীর উপর কোনরূপ পরীক্ষা করা তেমন সহজসাধ্য নয়। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্বে (:১৯০৮ খৃষ্টাব্দে) বুখারেস্টের (Bucharest) ডাক্তার নিকোলাস পাউলস্কো (Nicholas Paulasco) অঙ্গ করিয়া পিটুইটারি গ্রন্থি বাহির করিবার এক নূতন উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি দেহ হইতে পিটুইটারি গ্রন্থি বাদ দিয়া দেখাইলেন যে, ইহার কল-হৃত্য। এই পিটুইটারি গ্রন্থির রস—পিটু ইট্রিন (Pituitrin) আজ চিকিৎসা জগতে একটা প্রধান ঔষধরূপে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে অস্তমুখী রসগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এখনও কয়েকটা গ্রন্থি আমাদের নিকট হুকোধ্য হইয়া আছে।

অস্তমুখী রসের অস্তিত্বের প্রমাণ

প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত গ্রন্থিসমূহ হইতে যে অস্তমুখী রস নিঃসৃত হয়, তাহা কি উপায়ে জানা যায়? বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল উপায়ে অস্তমুখী রসের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা যথাক্রমে কথিত হইতেছে।

(:) গ্রন্থির আকৃতিগত প্রমাণ (Histological Proof) :—যে সকল গ্রন্থি হইতে অস্তমুখী রস নিঃসৃত হয়, তাহাদের আকৃতির মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব থাকে। যথা :—

(ক) এই গ্রন্থিগুলি বহু সংখ্যক কোষ (Cell) সমষ্টি বলিলেও অত্যাঙ্গু হইবে না।

(খ) গ্রন্থির ভিতর অবস্থিত উক্ত কোষগুলির মধ্যে অনেক দানাদার

দানা পদার্থ (granules) দেখা যায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল কোষ হইতে রসস্রাব হইয়া থাকে।

(গ) কোষ গুলির মুখ রক্ত-প্রণালীর (blood vessels) অভিমুখে থাকে। ইহার কারণ—উক্ত কোষমধ্যে অন্তর্মুখী রস প্রস্রাব হইয়াই, উহা একেবারে রক্তের সহিত মিশিয়া যায়।

যে সকল গ্রন্থি হইতে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী, এই উভয় প্রকার রসই নিঃসৃত হয়, তাহাদের কোষগুলির মুখ দুইদিকে থাকিতে দেখা যায়—কতকগুলি গ্রন্থির মুখ উক্ত নলের (duct) অভিমুখে, আর বাকিগুলির মুখ রক্তবাহী শিরার অভিমুখে।

এই তিনটি বিশেষত্ব যে গ্রন্থিতে থাকে, তাহাকে আমরা অন্তর্মুখী রসস্রাবী গ্রন্থি বলিয়া অনুমান করিতে পারি।

(২) জীবদেহে পরীক্ষার ফল (Physiological proof) :—কোন গ্রন্থির আকৃতি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই, উহা হইতে অন্তর্মুখী রস নিঃসৃত হয় বলিগেই হইবে না, ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে। এই প্রমাণ দুই প্রকার উপায়ে করা যাইতে পারে। যথা :—

(ক) প্রত্যক্ষ প্রমাণ :—আমরা বলিয়াছি যে, এইরূপ গ্রন্থিনিঃসৃত রস একেবারে রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গ্রন্থির রস শুধু যে, গ্রন্থিমধ্যস্থই পাওয়া যাইবে, তাহা নয়—উহা হইতে যে সকল রক্তের নল (blood vessels) বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও থাকিবে। সুতরাং উক্ত গ্রন্থির রস কোন প্রাণীদেহে ইঞ্জেকশন করিলে যে ফল হইবে, ঐ গ্রন্থি হইতে নির্গত ধমনী মধ্যস্থ রক্ত লইয়া ইঞ্জেকশন করিলেও, ঠিক সেইরূপ ফল পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য কার্যকরিত্বও এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে।

এইরূপে সুপ্রারেণ্ণান্ গ্রহি হইতে যে রক্তের নলগুলি বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যস্থ রক্তেও যে এড্রিনালিন থাকে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

(খ) পরোক্ষ প্রমাণ :—অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অন্তর্মুখী রসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কারণ, একেত এই প্রকার রস অত্যন্ত অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহার উপর আবার রক্তে মিশিবার পর আরও স্বল্পতর হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে জীবদেহে কতক গুলি পরীক্ষা দ্বারা রসের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। এই পরীক্ষা গুলির বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে—

(i) 'গ্রহি হইতে যে ধমনীগুলি বাহির হইয়াছে, সে গুলিকে বাঁধিয়া রক্ত বহির্গমনের পথ বন্ধ করিলে, বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্যানক্রিয়াসের রস—"ইন্সুলিন, এইরূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্যানক্রিয়াসের ধমনী বাঁধিলে প্রস্রাবে চিনি দেখা দেয় (বহুমূত্রের লক্ষণ উপস্থিত হয়)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্যানক্রিয়ান্ হইতে এমন একটা জিনিষ বাহির হইয়া রক্তের সহিত মিশিতেছে, যাহার অভাবে বহুমূত্র পীড়া উপস্থিত হয়।

(ii) গ্রহি উচ্ছেদ করিয়া তাহার ফল দেখিয়াও অন্তর্মুখী রসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। দেহ হইতে কোন গ্রহি কাটিয়া বাদ দিলে কি ফল হয়, দেখা যাক।

কোন জন্তুর প্যানক্রিয়াস যদি কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ জন্তুর প্রস্রাবের সহিত চিনি বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহার গৃহ্য অবগুণ্ঠাবী। কিন্তু যদি এইরূপে প্যানক্রিয়ান্ বাদ দিবার পর অন্য প্রাণীর প্যানক্রিয়ান্ উহার উদর গহ্বরের ভিতর কলম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বহুমূত্রের লক্ষণ বিনুপ্ত হইবে।

ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, প্যানক্রিয়াসের মধ্যে এমন একটা জিনিষ তৈয়ারী হয়, যাহার অভাবে দেহ মধ্যে শর্করা পরিপাক হয় না।

(iii) ঔষধরূপে গ্রহি প্রয়োগের ফল—চিকিৎসার ফলে অধুনা বিশেষরূপেই পরিলক্ষিত হইতেছে।

থাইরয়েড্ গ্রহির দোষ হইলে রোগীর দেহ ফুলিয়া উঠে (Myxedema)। এই রোগে থাইরয়েড্ গ্রহি খাওয়াইলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষার ফল :—(Chemical proof) :—অন্তুমুখী রসের অস্তিত্ব পূর্বে প্রমাণ করা গিয়াছে ; কিন্তু যতক্ষণ না গ্রহি হইতে রসটি পৃথক করা যাইতেছে, ততক্ষণ উহা সম্পূর্ণ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহা সম্পন্ন হইতে পারে। এতদর্থে—

(ক) প্রথমতঃ গ্রহির অন্তুমুখী রসটিকে পৃথক করিতে হইবে।

(খ) ঐ রসের প্রধান উপাদান (active principle) বাহির করিতে হইবে।

(গ) গ্রহিনিঃসৃত রসের ভিতর যে মূল উপাদান (active principle) আছে, তাহা গ্রহি হইতে যে সকল ধমনী বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যেও থাকি চাই।

উল্লিখিত কয়েকটা বিষয় নিস্পন্ন ও প্রমাণিত হইলেই বুঝা যাইবে যে, গ্রহি হইতে একটা রস নিঃসৃত হইতেছে এবং সেই রস রক্তের সহিত মিশিতেছে।

সুপ্রারেণ্ডাল্ গ্রহি হইতে “এড্রিনালিন”, পিটুইটারি হইতে “টেথেলিন” (Tethelin), থাইরয়েড্ হইতে “থাইরক্সিন” প্রভৃতি

আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, এই রসের পরিমাণ এত কম যে, এরূপ রাসায়নিক পরীক্ষার উপরও তত নির্ভর করা যায় না।

যাহা হউক, এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মানব দেহের ভিতর “ঔষধ ভাণ্ডার” কবির কল্পনা নহে—ইহা বাস্তব সত্য এবং বৈজ্ঞানিকের কঠোর পরীক্ষার ফল।

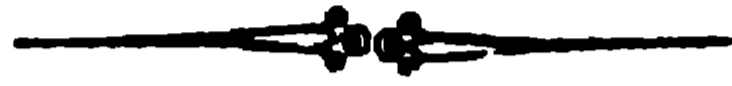
—

মানুষের রূপ, যৌবন ও

বলবীর্ষ্যের উৎস

অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া

Functions of Endocrine Glands.



মানুষের রূপ, যৌবন, বলবীর্ঘ্য, শক্তিনামর্থা, সমস্তই অন্তর্মুখী রসের উপর নির্ভর করে। দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উত্তমরূপে পরিচালনার জন্ত অন্তর্মুখী রসের প্রয়োজন। এই গ্রন্থিগুলি নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার ফল—রোগ ও মৃত্যু। পক্ষান্তরে, ইহাদের কার্যক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও, শরীরের ভিতর নানা প্রকার গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

অন্তর্মুখী রসের ক্ষমতা অদ্ভুত। যদিও ইহাদের পরিমাণ খুব বেশী নয়; কিন্তু তাহা হইলেও, এইরূপ সামান্য পরিমাণ রসের দ্বারা দেহবস্তুর বেক্রমভাবে পরিচালিত হয়, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়জনক। অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি হইতে কত অল্প পরিমাণে রস নিঃসৃত হয় এবং ইহা কতদূর কার্যকরী, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। এড্রিনাল গ্রন্থি হইতে সমস্ত দিনে মাত্র ৫৪ ফোঁটা হইতে আড়াই ড্রাম রস (এড্রিনালিন্) নিঃসৃত হয়। এই এড্রিনালিনের মাত্র ১৫ ফোঁটা ইঞ্জেকশন করিয়া, অনেক সময় মৃতপ্রায় রোগীকে বাঁচান যায়। থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসের মধ্যে যে মূল উপাদান—“থাইরক্সিন” আছে, তাহার মোট পরিমাণ এক আউন্সের পাঁচ হাজার ভাগের একভাগ মাত্র। অথচ এই সামান্য “থাইরক্সিন” না থাকিলে মানুষ বাঁচে না। সুতরাং প্রাচীন যুগের মানুষেরা যে, এই সকল অন্তর্মুখী রসের সন্ধান পান নাই, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

এই অন্তর্মুখী রসগুলির আবিষ্কারের সহিত, আমরা জীবদেহের এক গুপ্ত শক্তির পরিচয় লাভ করিয়াছি—যে শক্তির বলে, জীব অনবরত মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াও, জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য, বর্তমানে এ শক্তির যৎসামান্য আভাস মাত্র আমরা পাইয়াছি।

বহির্মুখী রস গ্রন্থির নল পথে বাহির হইয়া যায়। অন্তর্মুখী রস বাহির হইবার একরূপ কোন পথ না থাকায়, একেবারে রক্তের সহিত মিশে।

প্রত্যেক বহির্মুখী রসের ক্রিয়ার জন্ত উপযোগী উত্তাপ আবশ্যিক। কিন্তু অন্তর্মুখী রসের ক্রিয়ার জন্ত কোনরূপ বাঁধাধরা উত্তাপ প্রয়োজন হয় না এবং অল্প বা ক্ষার দ্বারাও ইহার গুণের ব্যতিক্রম হয় না।

অন্তর্মুখী রস রক্তে শোষিত হইয়া দেহের যে কোন স্থানে অল্পক্ষণের মধ্যে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে; বহির্মুখী রসের ক্রিয়া কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ ও মস্তুর।

স্নায়বিক শক্তি ও অন্তর্মুখী রসের ক্রিয়ার পার্থক্যঃ—অন্তর্মুখী রস ও স্নায়ুর ক্রিয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। যেখানে তাড়াতাড়ি কোন কাজ করা দরকার, সেখানে স্নায়ু তাহা করে; কিন্তু যেখানে দীর্ঘকালস্থায়ী ক্রিয়ার দরকার, সেখানে অন্তর্মুখী রসের প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্নায়ুর ক্রিয়া কতকটা টেলিগ্রাফের মত; আর অন্তর্মুখী রস যেন পোষ্ট অফিসের দ্বারা পত্র প্রেরণ। স্নায়বিক ক্রিয়া প্রকাশের জন্ত টেলিগ্রামের তারের মত স্নায়ু সমষ্টি আছে। কিন্তু পোষ্ট অফিসের কার্খ্যের জন্ত যেমন কোন তারের বন্দোবস্ত নাই—ডাক পিওন চিঠি বিলি করে; তেমনি অন্তর্মুখী রসের বাহন—রক্ত। স্নায়ুর সংবাদ টেলিগ্রামের মত শীঘ্র পৌঁছে, আর অন্তর্মুখী রস, ডাকবাহিত চিঠির মত পৌঁছিতে অনেক দেরী লাগে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্রিয়ার পার্থক্য, নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। মনে করুন—কোন শিকারীকে যেন হঠাৎ বাঘে আক্রমণ করিয়াছে। যখনই সে বাঘকে দেখিল, তখনই তাহার দেহের ভিতর আয়ু উদ্বেগিত হইল এবং তাহার হস্ত হিত বহুগুণে বাঘটিকে মারিবার জন্ত উত্তীর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুপ্রোরেনাল গ্রন্থি হইতে এড্রিনাল রস নিঃসৃত হইতে থাকিবে। এই সময়ে যদি ক্রমাগত এড্রিনাল রস নিঃসৃত না হইত, তাহা হইলে আয়ুর ক্রিয়া তখনি থামিয়া যাইত এবং শিকারী বাঘের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিত না।

আয়ু ও অন্তর্মুখী রস, এই দুই শক্তির সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে মানুষ বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়।

আমাদের দেহ যেন একটা রাজ্য। সত্যকার রাজ্যে যেমন টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিল—অমুক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, অমনি সেই স্থানে সৈন্যসামন্ত প্রেরিত হইল। দেহের মধ্যেও কতকটা সেইরূপ হয়।

আমাদের চারিপাশে—সংসারে ও কর্মক্ষেত্রে যে সকল ঘটনা হইতেছে, আমাদের দেহের ভিতরও তাহার ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। আয়ুর সাহায্যে এইগুলি মস্তিষ্কে উপনীত হয় এবং মস্তিষ্ক উহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে। যদি কোন গ্রন্থির অন্তর্মুখী রস অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয়, মস্তিষ্ক তখনি আয়ুর ভিতর দিয়া সেই গ্রন্থিকে অধিক রস নিঃসরণ করিবার জন্ত আদেশ প্রেরণ করে। এই আদেশ মত সেই অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি তখন রস নিঃসরণ করিতে থাকে এবং ঐ রস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া, দেহের যেখানে প্রয়োজন, সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়। পূর্বেও ঐ শিকারীর উদাহরণেই দেখা যাইবে যে,— শিকারীকে বাঘে আক্রমণ করিবামাত্র আয়ুর সাহায্যে সেই সংবাদ

সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থিতে-গেল এবং তাহার কলে এড্রিনালিন্ রস নিঃসৃত হইতে আরম্ভ করিল ।

শ্নায়ু দুই রকমের আছে এক প্রকার শ্নায়ু আমাদের ইচ্ছাবীন (Voluntary), ইহাকে “ইচ্ছিক শ্নায়ু” বলে । আর অণুপ্রকার শ্নায়ুর উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই । ইহাকে “স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্নায়ু” বলে (Autonomous nerves) । “স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্নায়ু” আবার দুই প্রকার বথা—সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক (Sympathetic) এবং অসহানুভূতিক বা প্যারাসিম্প্যাথেটিক্ (Para-Sympathetic) । আমাদের ইচ্ছার অনবীন এই স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্নায়ুগুলির সহিত, অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ।

কোন কোন স্থানে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্নায়ু উত্তেজিত করিলে, অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হয় । আবার এই গ্রন্থি-নিঃসৃত রসও স্বতঃপ্রবৃত্ত শ্নায়ুকে উত্তেজিত করে ।
উদাহরণ :—

(১) সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থি :—

(ক) সিম্প্যাথেটিক্ শ্নায়ু উত্তেজিত করিলে এড্রিনালিন্ রস নিঃসৃত হয় ।

(২) থাইরয়েড্ গ্রন্থি :—

(ক) সহানুভূতিক (সিম্প্যাথেটিক্) শ্নায়ু উত্তেজিত করিলে, থাইরয়েড্ হইতে অধিকতর পরিমাণে রস নিঃসৃত হয় ।

(খ) থাইরয়েড্ গ্রন্থিকে উত্তেজিত করিলে আবার সহানুভূতিক শ্নায়ু উত্তেজিত হয় । থাইরয়েডের অতিরিক্ত ক্রিয়ার ফলে, যে রোগ (Grave's disease) হয়, তাহাতে রোগীর নাড়ী দ্রুত হয়, গায়ে খুব

ঘাম হয় এবং চোখ দুইটা যেন বাহির হইয়া আসিতেছে মনে হয় ; এই লক্ষণগুলি সমস্তই সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুর উদ্ভেজন্য ফল ।

অত্যাণ্ড অস্তঃরসশ্রাবী গ্রন্থির সহিত সহানুভূতিক স্নায়ুর সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা একরূপ ভাবে প্রমাণ করা কঠিন । কিন্তু সম্বন্ধ যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় ।

জীব-জগতের ক্ষুদ্রতম প্রাণী—জীবাণু ! ইহাদের দেহমধ্যে কোন স্নায়ু নাই ; অথচ ইহারা চলিয়া বেড়ায় এবং আহার গ্রহণ করে । ইহাদের এই যে গতিশক্তি, ইহা শুধু রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভেজন্য ফল । জীবাণুগুলি কতকটা চালকবিহীন ইঞ্জিনগাড়ীর মত ।

জীবাণু হইতে উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে আমরা প্রথম অস্তঃরসশ্রাবী গ্রন্থি দেখিতে পাই । ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতর প্রাণী যেগুলি, তাহাদের জীবনযাত্রা প্রাণী অধিকতর জটিল হওয়ায় অস্তমূর্গী রসের ধীর ও মৃদুমন্দ্র ক্রিয়া দ্বারা আর কাজ চলে না—অনেক কাজ অধিকতর শীঘ্র করা আবশ্যিক হইয়া পড়ে । ব্যাঘ্রকে আহারের জন্ত অনেক কলকৌশল করিতে এবং লাকাইয়া হঠাৎ পশুকে আক্রমণ করিতে হয় ; আবার হরিণকেও বাঘের কবল হইতে উদ্ধার পাঠবার জন্ত দ্রুতপদে পলায়ন করিতে হয় । এইরূপ শীঘ্র কাজ করিবার জন্ত স্নায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে । উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর দেহে এজন্য অস্তঃরসশ্রাবী গ্রন্থি ও স্নায়ু উভয়ই থাকে ।

পূর্বে আমরা দ্বিবিধ গ্রন্থি-রসের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে এই দুই প্রকার রস অর্থাৎ অস্তমূর্গী ও বহিমূর্গী রসের পার্থক্য কি তাহা দেখিব ।

অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী রসের পার্থক্য

	বহির্মুখী রস (External Secretion)	অন্তর্মুখী রস (Internal Secretion)
<p>(১) উত্তাপের সহিত সম্বন্ধ</p>	<p>(১) যে কোনরূপ উত্তাপে বহির্মুখী রস কার্য্য করিতে পারে না। প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ উত্তাপ দরকার; উহার কম বেশী হইলে রস নির্বাহ্য হইয়া যায়।</p>	<p>(১) সকল প্রকার উত্তাপের মধ্যেই ঠিক থাকে :</p>
<p>(২) অন্ন ও ক্ষার পদার্থের সহিত সম্বন্ধ</p>	<p>(২) অন্ন বা ক্ষার পদার্থের সংযোগে ইহাদের গুণের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে।</p>	<p>(২) অন্ন বা ক্ষার পদার্থের দ্বারা ইহাদের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না।</p>

অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী রসের পার্থক্য

	বহির্মুখী রস (External Secretion)	অন্তর্মুখী রস (Internal Secretion)
<p>(৩) ক্রিয়াস্থান</p>	<p>(৩) দেহের যে অঙ্গে, যে বহির্মুখী রস পাওয়া যায়, উহা কেবলমাত্র সেই স্থানেই কার্য করে। যেমন--পাকস্থলীর বহির্মুখী রস, কেবলমাত্র পাকস্থলীর ভিতরই খাদ্য পরিপাক করে।</p>	<p>(৩) অন্তর্মুখী রস, রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়, যেখানকার গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হয়, সেখানে ছাড়া দেহের ভিতর অন্য স্থানেও কার্য করিতে পারে। যেমন - স্ক্রোপারেনাল গ্রন্থি-নিঃসৃত এড্রেনালিন রস দেহের রক্তের চাপশক্তি বৃদ্ধি করে।</p>
<p>(৪) ক্রিয়াশক্তি</p>	<p>(৪) ইহাদের ক্রিয়া প্রকাশিত হইতে অধিক সময় লাগে।</p>	<p>(৪) ইহাদের ক্রিয়া অধিকতর শীঘ্র প্রকাশিত হয়।</p>

খাদ্য ও অন্তর্মুখী রসের সম্বন্ধ

আমাদের খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বড় নিকট। অন্তর্মুখী রসও খাদ্যের উপর নির্ভর করে।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসের মূল উপাদান—“থাইরক্সিন”। এই থাইরক্সিন, খাদ্য হইতে প্রস্তুত হয়। খাদ্যে যে ছানা জাতীয় (Protein) পদার্থ থাকে, তাহা পরিপাক হইবার পর “ট্রিপ্টোফেন” (tryptophane) নামক এক প্রকার পদার্থে পরিণত হয়। এই “ট্রিপ্টোফেন” হইতে আয়োডিন সহযোগে “থাইরক্সিন” প্রস্তুত হয়। অতএব খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছানা জাতীয় পদার্থ না থাকিলে, থাইরয়েড্ গ্রন্থি অন্তর্মুখী রস প্রস্তুত করিতে পারে না।

সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থির রস—এড্রিনালিন্ ; ইহাতে “টাইরোসিন” (tyrosin) জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। টাইরোসিন একপ্রকার এমিনো এসিড (amino-acid)। ইহা প্রোটিন (protein) প্রস্তুতের একটা সোপান। অতএব এড্রিনালিন্ প্রস্তুতের জন্তও ছানা জাতীয় খাদ্য পাওয়া আবশ্যিক।

এইরূপ অগাণ্ড গ্রন্থিগুলির সহিতও খাদ্যের সম্বন্ধ আছে।

অন্তর্মুখী রস ও ভিটামিনের সম্বন্ধ

(Internal Secretions and Vitamine.)

শাক সব্জি, ফল, মূল প্রভৃতির মধ্যে ভিটামিন্ নামক এক প্রকার বীর্ঘ্যবান পদার্থ আছে। এই ভিটামিনকে বাঙ্গালায় আমরা “খাদ্যপ্রাণ” বা “খাদ্যবীর্ঘ্য” বন্দিতে পারি।

খাদ্যে ভিটামিনের সহিত অন্তর্মুখী রসগুলির বোধ হয় কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমরা খাদ্যের সহিত যে ভিটামিন গ্রহণ করি, উহাই বোধ হয় রূপান্তরিত হইয়া অন্তর্মুখী রসে পরিণত হয়। খাদ্যে যদি

পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন না থাকে, তাহা হইতে অস্বাস্থ্যবাহী গ্রন্থিগুলি নিবীৰ্য্য হইয়া পড়ে।

ভিটামিন দেহের শক্তি ও রোগপ্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। ভিটামিন ও অস্বাস্থ্যবাহী রস, উভয়ের অভাবে শরীরে প্রায় একই প্রকার লক্ষণসমূহ উপস্থিত হয়।

অস্বাস্থ্যবাহী রস ও ঔষধের সম্বন্ধ

(১) পারদ :—ডাঃ সাজুসের (Sajous) মতে, পারদ থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্ভেজিত করে। আমাদের দেশী মকরধ্বজ, পারদ হইতে প্রস্তুত—“সালফাইড অব মার্কারি” (Sulphide of Mercury)। মকরধ্বজ সেবনে যে উপকার হয়, তাহা বোধ হয় থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্ভেজনা করিবার পারদের যে শক্তি আছে, তাহারই ফল। থাইরয়েড গ্রন্থির উদ্ভেজনায় ফলে, দেহের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি ও দেহ মধ্যস্থ বিবাক্ত পদার্থ সমূহ নষ্ট করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খুব অল্প মাত্রায় ক্যালসোমেল (Calomel $\frac{1}{8}$ gr.) বা হাইড্রার্জ কাম ক্রিটা (Hydrarg Cum Creta) প্রয়োগ করিলেও একই ফল পাওয়া যায়।

(২) আয়োডিন্ (Iodine) :—আয়োডিন্ থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্ভেজিত করে। থাইরয়েড গ্রন্থির রস মধ্যস্থ “থাইরক্সিন” প্রস্তুতের জন্য আয়োডিন্ প্রয়োজন হইয়া থাকে।

(৩) আর্গট্ (Ergot) ও ইন্সুলিন (Insulin) :—ইহার থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যশক্তি হ্রাস করে।

(৪) ফস্ফরাস্ (Phosphorus) :—পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ ভাগের (Anterior Pituitary) সহিত ইহার যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে

বর্তমানে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের সহিত যদিও অল্প সংখ্যক ঔষধের সম্বন্ধ প্রমাণিত হইয়াছে ; তথাপি মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা ঔষধের দ্বারা এই সকল গ্রন্থির কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব।

অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ

Intra-Relation between the Endocrine glands.

দেহের মধ্যে যে সকল অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি আছে, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। একটা অণুটার কাজে হয় সাহায্য করে, না হয় তাহার বিপরীত কাজ করিয়া উহার ক্রিয়া, সীমা অতিক্রম করিতে দেয় না। আমরা যাহা কিছু করি, তাহা সমস্তই অন্তঃস্রাবী রসগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাপেক্ষ।

কোন অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিই একেবারে স্বাধীন নয়—অন্যান্য গ্রন্থিগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া ইহাদের কাজ করিতে হয়। সম ও বিষম প্রকৃতির গ্রন্থিগুলির মধ্যে উহাদের সামঞ্জস্যের উপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যতক্ষণ সব গ্রন্থিগুলি মিলিয়া মিশিয়া কাজ করে, ততক্ষণ মানুষ সুস্থ থাকে, ইহাদের মধ্যে কোনমাল উপস্থিত হইলেই অসুস্থ হয়। একটা গ্রন্থির যদি অস্বাভাবিক বা ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গ্রন্থিগুলিরও কার্যক্ষমতার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া অনুসারে বিভাগ

অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে, তাহাদের ক্রিয়া অনুসারে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। যথা :—

(১) ক্যাটাবলিক শ্রেণী (Catabolic group) :—

থাইরয়েড, সুপ্রায়েনাল এবং পিটুইটারি গ্রন্থি, এই বিভাগের অন্তর্গত।

ইহারা পরস্পরের সহযোগে কাজ করে। সহায়ভূতিক স্নায়ুগুণের (সিম্প্যাথেটিক্—Sympathetic nerves) সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে।

(২) এনাবলিক্ শ্রেণী (Anabolic group) :—

যে সকল গ্রন্থির সহিত খালি পরিপাকের নিকট বা দূর সম্বন্ধ আছে, সেগুলি এই বিভাগের অন্তর্গত; যেমন প্যানক্রিয়াস্। এতদ্ব্যতীত প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিও সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে পড়ে।

এই বিভাগের গ্রন্থিগুলি প্যারা-সিম্প্যাথেটিক্ স্নায়ুর (Parasympathetic nerves) সহিত একযোগে কাজ করে।

এক বিভাগের অন্তর্গত অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি, কেবলমাত্র সেই বিভাগের অন্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থির সহিত একযোগে কাজ করে। একটা গ্রন্থি যদি কোন কারণে বিকল হয়, তাহা হইলে সেই বিভাগের অন্যান্য গ্রন্থিগুলি তাহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

আবার এক বিভাগের কোন গ্রন্থি হইতে যদি কোন কারণে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে পীড়ার উৎপত্তি অবশ্যস্রাবী। কিন্তু দেহের ভিতর ইহারও প্রতিকারের উপায় আছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, এক বিভাগের গ্রন্থিগুলির কার্য, অন্য বিভাগের বিপরীত। এক বিভাগের কোন গ্রন্থি যদি অতিরিক্ত কার্য করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অন্য বিভাগের গ্রন্থিগুলি তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিপরীত গুণসম্পন্ন অন্তঃস্থী রস অধিকতর পরিমাণে নিঃসরণ করিয়া, উহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়। যেমন মোটরগাড়ীর গতিবেগ বন্ধ করিবার “ব্রেক্” (brake)। এক বিভাগের গ্রন্থি, অন্য বিভাগের গ্রন্থির উপর কতকটা ব্রেকের কাজ করে। যতক্ষণ

এই ব্লেট্ট ঠিকমত কাজ করিতে পারে, ততক্ষণ গ্রন্থির অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে কোন রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। আমরা এখানে একটি উদাহরণ দিব :

কোন রোগীর সুপ্রোরেনাল গ্রন্থি যদি কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্যানক্রিয়াস হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে ইন্সুলিন নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। সুপ্রোরেনাল ও প্যানক্রিয়াস, ইহারা দুইটি বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থি।

জীবনের অবস্থার সহিত গ্রন্থির সম্বন্ধ ও কার্য

অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলির কার্য পদ্ধতি—কতকটা যৌথ কারবারের (লিমিটেড কোম্পানির) অনুরূপ। প্রত্যেক লিমিটেড কোম্পানির একটি করিয়া বোর্ড অব ডাইরেক্টর সভা থাকে এবং তাহার একজন নির্দ্ধাচিত সভাপতি থাকেন। নির্দ্ধারিত সময় অন্তর সভাপতি পরিবর্তন হয়। এক এক সময় এক একজন সভাপতি হইয়া কোম্পানির কার্য পরিচালনা করেন। অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিসমূহের কার্যও ঠিক এইরূপে সম্পন্ন হয়।

মানব জীবনে—শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় এবং বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কয়েকটি বিভিন্ন অবস্থা আছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়—এক ক.বয়সে, এক একটি অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি প্রবল হয়। এইজন্য বিভিন্ন বয়সে, মানুষের দেহ ও মনের এত পরিবর্তন উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

মানব জীবনের এই বিভিন্ন অবস্থায় অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থির কার্যাদি-করূপ ভাবে প্রকাশ পায়, যথাক্রমে তাহা কথিত হইতেছে। যথা :—

(১) শৈশবে (during infancy) শৈশবকালে “থাইমাস”

গ্রন্থির ক্রিয়া সর্বাধিক প্রবল থাকে। থাইমাস যদি না থাকিত, তাহা হইলে শিশুর করোটীর গ্রন্থিগুলি অকালে সংযুক্ত হইত এবং শিশুর মস্তিষ্ক বর্ধিত হইবার স্থান পাইত না।

শৈশবে আরও দুইটি গ্রন্থি সক্রিয় হয়। যথা :—(১) পিটুইটারি গ্রন্থি করোটীর গর্ভনে সহায়তা করে এবং (২) পিনিয়াল গ্রন্থি শিশুর জননেন্দ্রিয়কে অকালে বর্ধিত হইতে দেয় না; ইহার ফলে দেহ সর্বতোভাবে সুগঠিত হইবার সুযোগ লাভ করে।

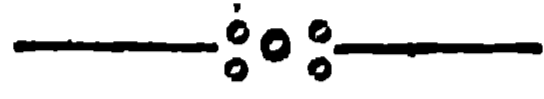
(২) যৌবনের প্রারম্ভে (puberty) :—বালকবালিকা যখন যৌবনের সন্ধিক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সুপ্ত কামগ্রন্থিগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে। এই সময় কামগ্রন্থিগুলির (Sexual gland) রাজত্বকাল। জননেন্দ্রিয় সমূহ এই সময় বর্ধিত হয়।

(৩) যৌবনে (during youth) :—যৌবনকাল থাইরয়েডের যুগ। এই সময় থাইরয়েড গ্রন্থি বর্ধিত ও কর্মক্ষম হয় পিটুইটারি গ্রন্থির সহযোগে দেহ গর্ভনের ভার গ্রহণ করে।

(৪) প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্যে (after the climacteric and in old age) :—মানুষ যৌবন হইতে বতই বার্দ্ধক্যের পথে অগ্রসর হয়, অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি ও তত ক্ষীণবীৰ্য্য হইতে থাকে। বার্দ্ধক্যে একমাত্র সুপ্রারেনাল গ্রন্থির ক্রিয়া ঠিক থাকে; এইজন্য এই বয়সকে আমরা সুপ্রারেনালের যুগ বলিতে পারি। সুপ্রারেনাল গ্রন্থি যখন অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তখনই মৃত্যু হয়।

আমাদের বাঙ্গালী জাতি অল্প বয়সে অকালপক হইয়া, বার্কিকোর অনেক পূর্বে অকালে ভবনীলা. সাঙ্গ করে। বাঙ্গালীর যৌবনে, থাইরয়েড্ ও পিটুইটারি গ্রন্থি সম্যক্ বিকশিত হয় না। বার্কিকোর লক্ষণ—সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি। কিন্তু ইহা আমাদের যৌবনেই দেখা দেয়। বাঙ্গালা দেশের লোক যে, হঠাৎ হজুকে মাতিয়া উঠে, কিন্তু বেশী দিন এক কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে না, তাহার কারণও ইহাই। এইজন্যই আমাদের দেশে কেবল হজুকই হয়—স্থায়ী কাজ বড় একটা হয় না।

ঔষধরূপে অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থির ব্যবহার



দেহের ভিতর যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহার অধিকাংশই যে আপনা হইতে প্রতিকার হইয়া থাকে ইহার কারণ—দেহমধ্যে অন্তঃরসস্রাব গ্রন্থিগুলির অস্তিত্ব। ইহারাই প্রকৃতির ঔষধ-ভাণ্ডার।

মানব দেহে যে অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি আছে, গো, মেঘ প্রভৃতি জীবদেহেও সেগুলি পাওয়া যায়। অতএব প্রকৃতি যে ভাবে অন্তঃরসস্রাবী রসগুলি দেহরক্ষা কার্যে ব্যবহার করে, আমরাও ঐ সকল প্রাণী হইতে সংগৃহীত রসগুলি সেইভাবে ঔষধরূপে প্রয়োগ করিতে পারি।

ভেড়া প্রভৃতি কয়েকটা জন্তুর দেহগঠন ও মানবদেহের গঠন প্রণালীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। আমরা গাছপালা লতাপাতা হইতে প্রস্তুত যে সকল ঔষধ ব্যবহার করি, তাহাদের সহিত মানবদেহের পার্থক্য ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ধাতুবিচিত ও রাসায়নিক ঔষধগুলি ও আমাদের দেহের সহিত সমপ্রকৃতি সম্পন্ন নহে। এই সকল বিজাতীয় ঔষধ অপেক্ষা ভেড়া প্রভৃতি যে সকল পশুর মাংস আমরা খাই, তাহাদের দেহমধ্যে প্রস্তুত—প্রকৃতিদত্ত ঔষধগুলি যে, মানবশরীরে অধিকতর উপকারী হওয়া সম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা আজ পর্যন্ত অধিকাংশ অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থির কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পারি নাই।

ঔষধার্থ অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি

প্রয়োগের উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত কয়েকটা উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি প্রয়োগ করা যায়। যথা :—

(১) অভাব পূরণের জন্য (Substitutive) বা পরিবর্তে ব্যবহার :- মানুষের কোন গ্রন্থির যদি অঙ্গহানি বা ক্রিয়াশক্তির হ্রাস হয়, তাহা হইলে অন্য প্রাণী হইতে ঐ গ্রন্থি সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রয়োগ করিলে, উহার অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে।

(২) গ্রন্থির ক্রিয়ার অনুরূপ কার্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে ব্যবহার :- প্রত্যেক অন্তর্মুখী রসের এক একটা বিশেষ ক্রিয়া আছে। অনেক সময় এই বিশেষ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ, সেই বিশিষ্ট ক্রিয়াসম্পন্ন গ্রন্থি ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন পিটুইটারি গ্রন্থির কার্য— জরায়ুকে সঙ্কুচিত করা; এজন্য জরায়ুকে সঙ্কুচিত করিবার প্রয়োজন হইলে, উক্ত গ্রন্থির রস—“পিটুইট্রিন” ব্যবহার করা হয়।

(৩) অন্য অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থির সাহায্য বা তাহার কার্যক্ষমতা দমন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার :- কোন গ্রন্থি হইতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্তর্মুখী রস নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে অন্য প্রাণী হইতে সেই গ্রন্থি প্রয়োগ করিলে, এই অভাব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

আবার যদি কোন গ্রন্থি হইতে অত্যধিক পরিমাণে অন্তর্মুখী রসস্রাব হইয়া রোগোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থির বিপরীত ক্রিয়া বিশিষ্ট কোন গ্রন্থি প্রয়োগ করিলে, উক্ত গ্রন্থির ক্রিয়াধিক্য দমিত হইতে পারে।

ঔষধার্থ গ্রন্থির প্রয়োগ-বিধি

অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি দেহের ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করে না—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। একটা গ্রন্থি বিকল হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলির অল্প বিস্তর পরিবর্তন উপস্থিত হয়। এইজন্য অনেক সময় যে গ্রন্থিটা রুগ্ন হইয়াছে, শুধু সেইটাই প্রয়োগ করিলে

আশঙ্করূপ উপকার পাওয়া যায় না—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা সমক্রিয়াবিশিষ্ট গ্রন্থিও ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু আজকাল যে ভাবে অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি ব্যবহার করা হইতেছে, তাহাও কোনমতে সমর্থন করা যায় না। পেটেন্ট ঔষধ বিক্রেতাদের যে সকল অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিবৃদ্ধ ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়, তাহাদের এক একটীর মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থি থাকে। এই ঔষধগুলির ব্যবহার আজকাল অনেকটা ফ্যাসন হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ঔষধ ব্যবহারের ফলে, রোগীর যে গ্রন্থিগুলি প্রয়োজন, তাহা ব্যতীত অনেক অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থিও অকারণে দেহের ভিতর গিয়া অনিষ্ট করিতে পারে। এইরূপ অন্ধকারে টিল মারাকে চিকিৎসা বলা চলে না। কোন্ অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি রুগ্ন হইয়াছে, প্রথমে তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার পর তদনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই সমীচিন।

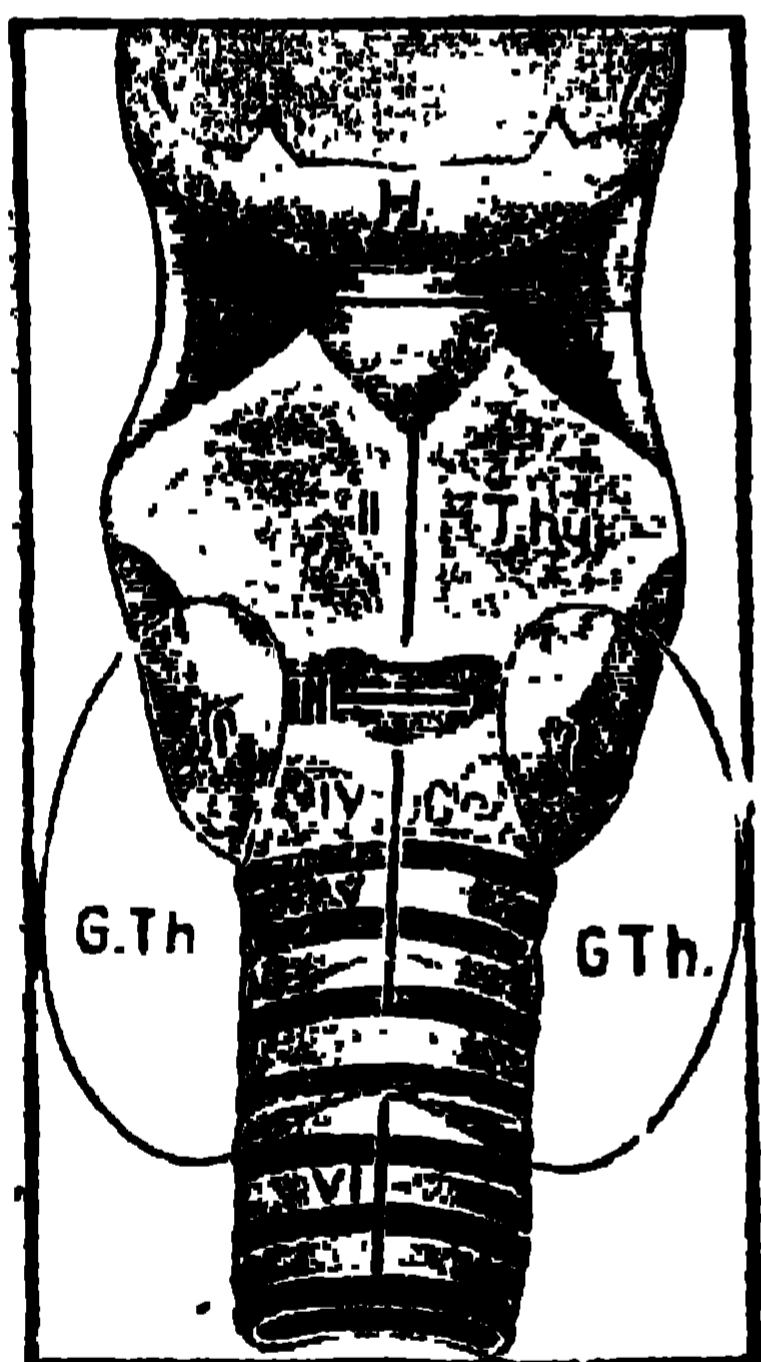
* * * * *

দেহস্থ অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলির সাধারণ পরিচয় মোটামুটি ভাবে আলোচিত হইল। অতঃপর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রত্যেক গ্রন্থির সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এবং এক একটা গ্রন্থির অকর্মণ্যতা বা তাহার ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ যত রকম পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, তদসমুদয় পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসাদি ধারাবাহিকরূপে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

থাইরয়েড্ গ্রন্থি – Thyroid Gland.

দেহমধ্যে যে সকল শক্তিশালী অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি আছে, তন্মধ্যে থাইরয়েড্ অগ্রতম। যে গ্রন্থির অভাবে অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়, তাহা যে আমাদের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, উহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না। থাইরয়েডের কোন বাঙ্গলা নাম নাই; তবে ইহাকে আমরা “কণ্ঠগ্রন্থি” বলিতে পারি।

১ম চিত্র—থাইরয়েড গ্রন্থি



চিত্রপরিচয়—“থাইরয়েড্ গ্রন্থি”।

IV, V, VI, চিহ্নিত গোলাকার অংশগুলি কণ্ঠনলী (ট্রেকিয়া—Trachea)। এই কণ্ঠনলীর উভয় পার্শ্বে G. Th. চিহ্নিত গ্রন্থি ২টি “থাইরয়েড্ গ্রন্থি”। উভয় থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যভাগ একত্র সংযুক্ত। চিত্রস্থ II চিহ্নিত স্থানে হাইয়েড (Hyoid) গ্রন্থি এবং Thy চিহ্নিত স্থানে থাইরয়েড্ উপগ্রন্থি (কার্টিলেজ) আছে। ইহার সহিত থাইরয়েড্ গ্রন্থির কোন সংস্পর্ক নাই।

অবস্থিতি :—থাইরয়েড্ গ্রন্থি

গলার সম্মুখভাগের নিম্নদেশে অবস্থিত। এজন্য কোন রোগের ফলে থাইরয়েড্ বড় হইলে, গলার সম্মুখে যেন একটা “আব” হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আকৃতি :—‘থাইরয়েড্’ শব্দটির অর্থ—তালের জায় (গ্রীক ভাষায় থাইরয় অর্থে—তাল বুঝায়)। ইহার আকৃতি কতকটা প্রাচীন গ্রীকদিগের

ঢালের গ্ৰায় ; এজন্য ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। থাইরয়েড্‌ গ্রন্থি দুই অংশে বিভক্ত ; এই দুইটা অংশ পরস্পরের সহিত মধ্যভাগে একটা যোজক দ্বারা সংযুক্ত। থাইরয়েডের চারিপাশে একটা সূক্ষ্ম আবরণী আছে। ইহার মধ্য হইতে রস বহির্গমনের জন্ত কোন নল (duct) নাহি ; অতএব ইহা একটা নলবিহীন গ্রন্থি।

থাইরয়েড্‌ গ্রন্থি হইতে একটা খুব সূক্ষ্ম অংশ কাটিয়া (section) যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার গঠন-প্রণালী সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে থাইরয়েড্‌ গ্রন্থিকে কতকগুলি বৃত্তাকারে সজ্জিত কোষসমষ্টির গ্ৰায় দেখা যায়। এই কোষগুলি শূণ্যগর্ভ বলিয়া মনে হইলেও, উহাদের ভিতর “কোলয়েড্‌” (colloid) নামক এক প্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। বৃত্তাকারে সজ্জিত কোষগুলির মধ্যে মধ্যে লিম্ফ ও শিরা দেখা যায়।

থাইরয়েডের অন্তর্মুখী রস :—থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির কোষগুলির ভিতর এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। এই রস কোন নলপথে গ্রন্থির বাহিরে যায় না—গ্রন্থির ভিতর যে শিরাগুলি থাকে, একেবারে তন্মধ্যস্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এই রস হরিদ্রাবর্ণ স্বচ্ছ কোলয়েড্‌ জাতীয় পদার্থ। ইহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সুপিরিয়র ভেনা কেভা (Superior Vena Cava) নামক ধমনীর ভিতর দিয়া ফুস্ফুসে উপস্থিত হয়। এইখানে রক্ত কণিকাগুলি, রক্ত হইতে থাইরয়েডের অন্তর্মুখী রস গ্রহণ করে।

থাইরয়েড্‌ রসের রাসায়নিক উপাদান :—থাইরয়েডের অন্তর্মুখী রস যে কিরূপ পদার্থ, তাহা এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি কেণ্ডাল (Kendal) নামক একজন রাসায়নিক পণ্ডিত থাইরয়েডের অন্তর্মুখী রসের মূল উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন।

তিনি এই মূল উপাদানের নাম দিয়াছেন—“থাইরক্সিন” (Thyroxin)। থাইরক্সিনের রাসায়নিক নাম—“থাইরো-আয়োডো-ইণ্ডোল”। এই রাসায়নিক নাম হইতে ঠহার মধ্যে কি কি উপাদান আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। থাইরক্সিনের মধ্যে “আয়োডিন্” আর “ইণ্ডোল্” আছে। আয়োডিন্ আমরা জানি, কিন্তু এই “ইণ্ডোল্” কি, তাহা জানা প্রয়োজন। আমাদের খাণ্ডে যে ছানা জাতীয় পদার্থ (protein) থাকে, তাহা পরিপাক ক্রিয়ার ফলে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষে ‘ইণ্ডোল্’ আকারে পরিণত হয়। অতএব থাইরয়েড্ গ্রন্থির অণ্ডমুখী রস প্রস্তুতের জন্ম, আমাদের খাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ছানা জাতীয় পদার্থ ও আয়োডিন থাকা আবশ্যিক।

থাইরক্সিন (Thyroxin) :—সম্প্রতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় থাইরয়েড্ রস হইতে থাইরক্সিন্ পৃথক্ করা গিয়াছে। থাইরক্সিনের আকৃতি সাদা দানাদার স্ফেটিক্ গায়। ইহা জলে দ্রব হয় না ; ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ উত্তাপে গলিয়া যায়। থাইরক্সিনে শতকরা ৬৫ ভাগ আয়োডিন থাকে ; এই আয়োডিন্ এমনভাবে থাকে যে, পরিপাক ক্রিয়ার ফলে উহা দেহের ভিতর বিচ্ছিন্ন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

থাইরয়েডের ক্রিয়া :—দেহের অবস্থা বিশেষে, দৈহিক বিধান এবং দৈহিক ক্রিয়াদির উপর থাইরয়েড্ কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা বলা যাইতেছে।

১। পরিপাক ক্রিয়ার উপর থাইরয়েডের প্রভাব :—মানবদেহকে ‘রাবণের চিতার’ সহিত যিনি প্রথম তুলন্য করিয়াছিলেন, তাহার কল্পনাশক্তি সত্যই প্রশংসনীয়। আমাদের দেহ সত্যই একটা

জীবন্ত অগ্নিকুণ্ড । আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ার ফলে জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্তদ্বারা কোষগুলিতে নীত হয় ।

রক্তে অক্সিজেন আছে । ভুক্ত খাদ্য দহনের জগু এই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় । পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শরীরের কোষসমূহে থাইরয়েড্ রস উপস্থিত থাকিলে, রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা কোষগুলির শতকরা বিশগুণ বর্দ্ধিত হয় । থাইরয়েড্ রসের সাহায্যে কোষমধ্যে দহন ক্রিয়া চলিতে থাকে এবং রক্তদ্বারা আনীত ভুক্ত খাদ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি এই অগ্নিকুণ্ডে দাহ হইয়া যায় এইখানেই পরিপাক ক্রিয়ার সমাপ্তি হয় । এইরূপে কোষগুলি অবিরত রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছে ও কার্বন্ ডায়োক্সাইড বাহির করিয়া দিতেছে । ইহার ফলে—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহমধ্যে রাবণের চিত্রা জ্বলিতেছে । এই জগু মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহার দেহে উত্তাপ বিद्यমান থাকে । আমাদের খাদ্য এই বহির ইন্ধন ভোগাইয়া থাকে । কাঁচ পুড়িয়া অঙ্গার হয় ; কোষমধ্যে খাদ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপান্তরিত চরম অংশও দাহ হইয়া অঙ্গারে (carbon) পরিণত হয় এবং কার্বন্ ডায়োক্সাইড আকারে বাহির হইয়া যায় ।

খাদ্য বিশেষের উপর থাইরয়েডের ক্রিয়া :-এইবার আমরা কোন্ খাদ্যের উপর থাইরয়েড্ কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা দেখিব ।

শ্বেতস্মার জাতীয় পদার্থ :-থাইরয়েডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইলে দেহমধ্যে যে শর্করা সঞ্চিত থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায় ।

ছানা জাতীয় খাদ্য (প্রোটিন) :-থাইরয়েড্ রস ছানা জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ।

খনিজ পদার্থ :—দেহের গঠনের জন্য ফস্ফরাস ও চুন জাতীয় পদার্থ বিশেষ প্রয়োজন ; এইগুলির উপর থাইরয়েডের যথেষ্ট প্রভাব আছে ।

(ক) ফস্ফরাস :—দেহের কোষগুলির ভিতর ফস্ফরাস থাকে । রক্তমধ্যস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিলে এই ফস্ফরাস পুড়িয়া যায় । থাইরয়েড্ এই দহনক্রিয়ায় সাহায্য করে । কোন কারণে থাইরয়েড্ রসের পরিমাণ যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে এই দহনক্রিয়াও বর্ধিত হইবে ।

(খ) চুন :—থাইরয়েড্ রসের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে, দেহ হইতে অধিক পরিমাণে চুন বাহির হইয়া যায় ।

২ । বিষাক্রিয়ানাশক ও রোগ প্রতিষেধক শক্তি :—
দথাক্রমে থাইরয়েড্ গ্রন্থির এই দ্বিবিধ ক্রিয়া বা শক্তির বিষয় কথিত হইতেছে ।

(ক) বিষ নাশক শক্তি (antitoxic power) :—আমাদের দেহের ভিতর পরিপাক ক্রিয়া ও অন্যান্য নানাবিধ কারণে বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় । থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের প্রভাবে এই সকল বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায় । কোন কারণে থাইরয়েড্ অকর্মণ্য হইলে, এই সকল বিষাক্ত পদার্থ দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া বিষক্রিয়া (auto-intoxication) উৎপাদন করে ।

(খ) রোগ-প্রতিষেধক শক্তি (immunising power):—দেহের ভিতর অনবরত সে সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহার ফলে যে, নানা প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি । ইহার উপর আবার যখন রোগ হয়, তখন

দেহমধ্যে বিবিধ রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়া আরও অধিক পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে। এইরূপ নানাপ্রকার জীবাণুর আক্রমণে মানুষ অভিভূত হইয়া পড়ে না কেন? ইহার কারণ এই যে, মানবদেহে যে থাইরয়েড্ রস আছে, তাহার জীবাণুনাশক শক্তিও আছে। থাইরয়েড্ বিষাক্ত ও অনিষ্টকর পদার্থ সমূহ এবং সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু সকল নষ্ট করে বলিয়াই, মানুষ এত প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও জীবিত থাকে।

থাইরয়েড্ রসে এমন কোন পদার্থ আছে—যাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, রক্তের বিষনাশক ও রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। রক্তে “অপ্সনিন্” (opsonin) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই “অপ্সনিন্” যে কি, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এইটুকু জানি যে, ইহা না থাকিলে রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে না। অপ্সনিন্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—“আমি খাণ্ড প্রস্তুত করি।” এই অপ্সনিন্ যেন--অরুচির চাটনি। ইহা না থাকিলে, বোধ হয় শ্বেতকণিকার মুখে জীবাণু রুচে না। রক্তের এই অপ্সনিন্ থাইরয়েড্ হইতে আসে। ইহা সম্ভবতঃ জীবাণুগুলিকে এমনভাবে অভিভূত করে যে, শ্বেতকণিকাগুলি সহজেই তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। থাইরয়েড্ যদি অকর্মণ্য বা রুগ্ন হয় এবং উহা হইতে পর্যাপ্ত রস নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে শরীর রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

৩। বয়সভেদে থাইরয়েডের ক্রিয়া :- জীবনের বিভিন্নাবস্থায় থাইরয়েডের কার্যকারিতা কিরূপ, যথাক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

(ক) ক্রণাবস্থা :—মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ক্রণের নিজের থাইরয়েড্ রস থাকে না ; মাতার রক্তে যে থাইরয়েড্ গ্রন্থির অস্তুঃরস থাকে, তাহা হইতে ক্রণ ঐ রস সংগ্রহ করে ।

(খ) শৈশবে :—শৈশবে দেহ বৃদ্ধির জন্য যে থাইরয়েড্ রসের প্রয়োজন, তজ্জন্য শিশুকে জননীর উপর নির্ভর করিতে হয় । মাতৃদুগ্ধের সহিত শিশু এই থাইরয়েড্ রস প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার শরীরের তুলনায় থাইরয়েড্ গ্রন্থি আকারে বৃহৎ থাকিলেও, উহার রস নিঃসরণের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে । শিশুর থাইরয়েডের কোষগুলির মধ্যে কোলয়েড্ পদার্থ খুব সামান্যই থাকে ।

(গ) বাল্যে :—দন্তোদগমের পর শিশু যখন মাতৃ-স্তনদুগ্ধ ব্যতীত অন্য খাদ্য খাইতে পায়, সেই সময় থাইরয়েড্ প্রথম কার্য্য করিতে আরম্ভ করে । ইহার পর হইতে বয়োবৃদ্ধির সহিত থাইরয়েডের কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।

(ঘ) যৌবনোন্মেষকালে (puberty) :—বালক-বালিকারা যখন যৌবনের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের দেহ ও মনের আমূল পরিবর্তন হইতে থাকে ; এই সময়ে থাইরয়েড্কে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় এবং থাইরয়েডের আকার ও উহার কোষ মধ্যস্থ কোলয়েডের পরিমাণ বৃদ্ধিত হয় ।

(ঙ) বার্দ্ধক্যে :—প্রৌঢ়াবস্থা হইতে মানুষ যতই বার্দ্ধক্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার থাইরয়েডের কার্য্যক্ষমতাও ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ।

(চ) স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় :—স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় থাইরয়েড্ একটু বড় হয়। স্তনের আকার বৃদ্ধি ও দুগ্ধ নিঃসরণ ক্রিয়া থাইরয়েডের উপর কতকটা নির্ভর করে।

স্ত্রীপুরুষভেদে থাইরয়েডের আকার :—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের থাইরয়েড্ আকারে বড় এবং অধিকতর কার্যক্ষম।

আহারের সহিত থাইরয়েডের সম্বন্ধ :—আমাদের খাওয়ার সহিত থাইরয়েডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। খাওয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন বা ছানাঙ্গাতীয় খাদ্য ও আয়োডিন্ বর্ধা থাকিলে, থাইরয়েড্ অন্তর্মুখী রস উৎপাদন করিতে পারে না। আমাদের বাঙ্গালী জাতির থাইরয়েড্ গ্রন্থি অত্যন্ত দুর্বল ; ইহার কারণ এই যে, আমাদের খাওয়া ভাত প্রভৃতি খেতসারজাতীয় খাদ্য অত্যন্ত অধিক থাকিলেও, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি ছানাঙ্গাতীয় খাওয়ার পরিমাণ খুব অল্প। বঙ্গদেশের মৃত্তিকায় (soil) আয়োডিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম ; এজন্য এদেশের শাকসব্জীতে আয়োডিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না ; ইহার ফলে, আমরা খাওয়ার সহিত দেহের প্রয়োজন মত আয়োডিন্ পাই না।

থাইরয়েড্ গ্রন্থিপরীক্ষা

২য় চিত্র ।



থাইরয়েড্ গ্রন্থি গলদেশের সম্মুখভাগের নিম্নাংশে অবস্থিত । ইহা হস্ত দ্বারা অনুভব (palpation) করা তেমন সহজসাধ্য নহে । অবশ্য কোন রোগবশতঃ থাইরয়েডের আকার বৃদ্ধিত হইলে, তখন তাহা অনুভব করা যায় ।

থাইরয়েড্ গ্রন্থি পরীক্ষা-প্রণালী

(২য় চিত্র দ্রষ্টব্য)

প্রথমতঃ রোগীকে তাহার ঘাড় পশ্চাদিকে অল্প হেলাইতে বলিবে ; এরূপ করিলে গলদেশের সম্মুখভাগে অবস্থিত যন্ত্র সকল বেশ স্পষ্ট

প্রতীয়মান হইবে। অতঃপর গলদেশের সম্মুখভাগের নিম্ন অংশে হাত রাখিয়া (২নং চিত্রানুযায়ী) রোগীকে টোক গিলিতে বলিবে। টোক গিলিবার সময় থাইরয়েড্ গ্রন্থি একটু উর্দ্ধে উখিত হয়। ইহা হইতে গলদেশের সম্মুখস্থ কোন ক্ষীতি (swelling) থাইরয়েড্ গ্রন্থির সংলিষ্ট আছে কি না, তাহা বুঝা যাইবে। গলদেশে “আব” বা অন্য কিছু হইলে থাইরয়েড্ এরূপভাবে উর্দ্ধে উঠে না।

- উপরি উক্ত উপায়ে হস্ত দ্বারা থাইরয়েড্ গ্রন্থি অনুভূত হইলে, উহার উভয় পার্শ্বস্থ দুই অংশ অনুভব করা যায়, কিন্তু উভয় অংশের মধ্যে অবস্থিত যোজক এত ছোট যে, তাহা বুঝা যায় না। স্ত্রীলোকদের সাধারণতঃ থাইরয়েডের যোজক একটু বড় থাকে। যৌবনোন্মেষ কালে ও ঋতু এবং অন্তঃস্বত্বাবস্থায় ইহা আরও বড় হয়। এইজন্য এই সকল অবস্থায় অনেক সময় যোজকও অনুভব করা যায়।

যদি হস্তদ্বারা অনুভব করিয়া থাইরয়েড্ আকারে বড় হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে টিপিয়া দেখিতে হইবে যে, উহা শক্ত কি নরম আছে। থাইরয়েড্ যদি বড় ও শক্ত হয়, তাহা হইলে “গয়টার” (Goiter—গলগণ্ড) রোগ বলিয়া সন্দেহ করিবে।

থাইরয়েডের ক্রিয়া পরীক্ষা

এই পরীক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

(১) সাধারণ পরীক্ষা।

(২) বিশেষ পরীক্ষা।

যথাক্রমে এই দুই প্রকার পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে।

১। সাধারণ পরীক্ষা :—সাধারণ ভাবে থাইরয়েডের ক্রিয়া

পরীক্ষা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(ক) রোগী পুরুষ, কি স্ত্রীলোক।

(খ) রোগীর বয়স।

রোগী শিশু হইলে—শিশুটী বামন (বেঁটে, খর্বাক) ও উহার সর্বাক— বিশেষতঃ, ঘাড়, কাঁধ ও পেট ক্ষীতভাবে পন্ন কি না, দেখা কর্তব্য। এই ক্ষীতি অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে বনিয়া যায় না, ইহা থাইরয়েড্ রসের অভাবজ্ঞাপক লক্ষণ।

যুবক হইলে—অকাল বার্কক্য থাইরয়েড্ রসের অভাবের লক্ষণ।

(গ) রোগীর দেহের গঠন ও মুখের আকৃতি :- যদি রোগীর মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়—যেন রোগী ভয় পাইয়াছে এবং চোখ দুটি যেন বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে থাইরয়েডের অতি রসশ্রাব হইতেছে বলিয়া, সন্দেহ করা যায়।

(ঘ) মাথার চুল :- যদি অকালে বা যৌবনেই মাথার চুল পাকিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহা থাইরয়েডের ক্রিয়াশক্তি হ্রাসের লক্ষণ।

(ঙ) গাত্রচর্ম :- রোগীর গাত্রে হাত দিয়া দেখিবে এবং স্বাভাবিক লোকের মতন ঘাম হয় কি না, জিজ্ঞাসা করিবে। থাইরয়েডের ক্রিয়াশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, গাত্রচর্ম শুষ্ক ও ঘর্মহীন হয় এবং চর্ম ফুলিয়া উঠে। কিন্তু এই ফুলা টিপিলে বসে না।

(চ) দেহের উত্তাপ :- থার্মোমিটার দ্বারা রোগীর দেহের উত্তাপ গ্রহণ করিবে। রোগীর হস্তপদ ঠাণ্ডা ও সাধারণ লোক অপেক্ষা দেহের উত্তাপ কম হইলে, উহা থাইরয়েডের শক্তিহীনতার লক্ষণ।

থাইরয়েডের অতিশ্রাব হইলে, রোগীর দেহের উত্তাপ বর্ধিত হয়। একটা রোগিণীর প্রসবের পর হইতে অল্প অল্প অল্প হইতেছিল। অল্প

কোন কারণ আবিষ্কার করিতে না পারায়, শেষে ক্ষয়রোগ বলিয়া সকলে সন্দেহ করেন। কলিকাতার সকল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকই তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন চিকিৎসায়ই ফল হয় নাই। এই সময় রোগিণীর আত্মীয়গণ রোগিণীকে আমার নিকট লইয়া আসেন। আমি রোগিণীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার চোখ দুটা স্বল্প বর্দ্ধিত ও গলার সম্মুখভাগ একটু ফুলা মতন বোধ হইল। রোগিণী বলিলেন যে, তাঁহার বুকের ভিতর প্রায়ই ধড়্ ফড়্ করে এবং এজন্য বড় কষ্ট হয়। আমার সন্দেহ হওয়ায়, রোগিণীকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার থাইরয়েড্ রস একটু বেশী পরিমাণে নিঃসৃত হইতেছে এবং ঐ জর ক্ষয়রোগের নহে—থাইরয়েডের অতিস্রাবের ফল। কিছুদিন চিকিৎসার পর রোগিণী বেশ ভাল হইয়া গিয়াছিলেন।

(ছ) নাড়ীর গতি :—থাইরয়েডের শক্তি হ্রাস হইলে, নাড়ীর গতি কম হয়। আমরা এরূপ একটা রোগীর নাড়ী মিনিটে ৪০ বার হইতে দেখিয়াছি। সুস্থ লোকের নাড়ীর গতি মিনিটে ৭২ বার থাইরয়েডের অতিস্রাব রোগে নাড়ী দ্রুত হয়।

(জ) পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্রিয়া :—কোষ্ঠবদ্ধতা থাইরয়েডের দৌর্বল্যের লক্ষণ।

(ঝ) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া :—রোগীর হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করিবে এবং হৃদকম্পন (palpitation) হয় কি না, জিজ্ঞাসা করিবে। হৃদকম্পন থাইরয়েডের অতিক্রিয়ার অন্ততম লক্ষণ।

(ঞ) স্নায়বিক লক্ষণ :—শিরঃপীড়া, কশ্মের অনিচ্ছা, হাযুশূল প্রভৃতি থাইরয়েডের দৌর্বল্যের লক্ষণ।

থাইরয়েডের অতিস্রাব হইলে সর্বদা মানসিক উত্তেজনার ভাব হয়।

(ট) রোগী স্ত্রীলোক হইলে :- ঋতু ঠিকমত হয় কি না এবং গর্ভাবস্থা বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহা জানিয়া লইবে। কারণ, ঋতুকালে ও অন্তঃস্বভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের থাইরয়েড্ স্বভাবতঃ একটু বড় হয়।

(ঠ) প্রস্রাব পরীক্ষা :- রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করা প্রয়োজন। থাইরয়েডের শক্তি হ্রাস হইলে, মূত্রের গুরুত্ব (specific gravity) বর্দ্ধিত হয় এবং ইউরিক্ এসিড ও ইউরিয়ার পরিমাণ কমিয়া যায়।

(ড) দন্ত :- রোগী শিশু হইলে তাহার দাঁতগুলি উঠিয়াছে কি না দেখিবোঁ। উপযুক্ত পরিমাণে থাইরয়েড্ রস না পাইলে, দস্তাদাগমে বিলম্ব হয়। অধিক বয়স্ক লোকের এইরূপ হইলে দাঁতে পোকা ধরে এবং দাঁতগুলি শ্লথ হইয়া অকালে পড়িয়া যায়।

(ঢ) বুদ্ধিবৃত্তি :- থাইরয়েড্ রসের অভাববশতঃ যে সকল শিশু বামনাকার প্রাপ্ত হয় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি খুব কমই থাকে।

২। বিশেষ পরীক্ষা (Special Tests) :-

নিম্নলিখিত দুইটা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা থাইরয়েডের ক্রিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। যথা :-

(ক) চরম পরিপাক ক্রিয়ার পরিমাণ নিরূপণ দ্বারা।

(খ) থাইরয়েডের সহিত এড্রিনালিনের ক্রিয়ার সম্বন্ধ দ্বারা।

যথাক্রমে এই দুইটা বিশেষ পরীক্ষার বিষয় বলা যাউতেছে।

(ক) চরম পরিপাক ক্রিয়ার পরিমাণ (Basal Metabolism Rate) নিরূপণ :- দেহান্তর্গত কোষগুলি, রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে। আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ার

ফল রূপান্তরিত হইতে হইতে, শেষে কোষগুলির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানে ঐ অক্সিজেনের আঁগুনে দগ্ধ হইয়া কার্বনে পরিণত হয়। দেহের কোষগুলির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাইরয়েড্ রস থাকিলে, তবেই কোষগুলি হইতে রক্ত অক্সিজেন্ গ্রহণ করিতে পারে। অতএব এই ক্রিয়ার জন্য রক্তমধ্যে থাইরয়েড্ রসের উপস্থিতি অত্যাৱশ্যক।

দেহের ভিতর রক্তে যে অক্সিজেন থাকে, তাহা আমরা নিশ্বাস গ্রহণকালে বায়ু হইতে প্রাপ্ত হই। এই বায়ু যখন ফুস্ফুসের ভিতর প্রবেশ করে, তখন ফুস্ফুস্ মধ্যস্থ রক্ত তাহা হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

থাইরয়েড্ রসের ক্রিয়াহানি বা উহার স্বল্পতা হইলে, রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অতএব কোন লোক বায়ু হইতে কি পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্যে লাগাইতে পারে, আমরা যদি তাহা জানিতে পারি, তাহা হইলে উহা হইতে তাহার থাইরয়েড্ রসের অবস্থাও বুঝিতে পারিব।

আহার, পরিশ্রম প্রভৃতি নানা কারণে দেহস্থ কোষগুলির অক্সিজেনের আবশ্যকতার তারতম্য হয়। এজন্য দেহের পক্ষে সাধারণতঃ কতটা অক্সিজেন প্রয়োজন, তাহা জানিতে হইলে, যাহাতে কোন বহিঃস্থ গোলযোগ আসিয়া উপস্থিত না হয়, যতদূর সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সুতরাং এই পরীক্ষা করার পূর্বে রোগীকে অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামে এবং সম্পূর্ণ অনাহারে রাখা উচিত।

রোগীর অক্সিজেন্ গ্রহণ ক্ষমতা ও মেটাবলিজমের মূল পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র মূল্যবান। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলে ইহা আছে। সম্ভব হইলে এই যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করা কর্তব্য।

পরীক্ষার দিন রোগীকে উপবাস করাইয়া এবং শয্যা শায়িত অবস্থায় রাখিয়া, তৎপরে বায়ু ও অক্সিজেন একত্রে মিশ্রিত করিয়া শ্বাস হইতে:

দেওয়া হয়। উক্ত যন্ত্রটি এরূপভাবে প্রস্তুত যে, রোগীর শ্বাসের সহিত যে কার্বন ডায়াক্সাইড বাহির হয়, তাহাও ঐ যন্ত্র দ্বারা শোষিত হইতে থাকে। পরীক্ষার পূর্বে যন্ত্রে অক্সিজেনের পরিমাণ জানা থাকে; সুতরাং কি পরিমাণে অক্সিজেন উহা হইতে ব্যয় হইল, তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। যে পরিমাণ অক্সিজেন্ যন্ত্র হইতে কমিয়াছে, তাহা রোগী গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রোগী কতটা অক্সিজেন্ গ্রহণ করিতে পারে, তাহা জানিতে পারিলে, উহা হইতে বেসাল্ মেটাবলিজম্ রেট্ বাহির করা যায়।

প্রত্যেক লোকের একটা নির্দিষ্ট বেসাল্ মেটাবলিজম্ রেট্ থাকে। এই রেটের কোন পরিবর্তন হয় না; ইহা বরাবর একইরূপ থাকে এবং সুস্থ অবস্থায় শতকরা ১০ ভাগের অধিক পরিমাণে কম বেশী হয় না।

থাইরয়েড্ নিবীৰ্য্য হইলে, B. M. R. (বেসাল্ মেটাবলিজম্ রেট্) সুস্থ লোকের অপেক্ষা কমিয়া যায়। থাইরয়েড্ হইতে অতিশ্রাব হইলে, ইহার ঠিক বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ B. M. R. অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং এমন কি, স্বাভাবিক রেট্ হইতে শতকরা ২৫ হইতে ৩০ বেশী হইয়া থাকে।

(খ) থাইরয়েডের রোগের সহিত এড্রিনালিনের ক্রিয়ার সম্পর্ক :—কোন লোকের থাইরয়েড্ যদি কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার এড্রিনালিন্ সহ্য করিবার ক্ষমতা (tolerance) বৃদ্ধিত হয়। থাইরয়েডের অতিশ্রাব রোগে ইহার ঠিক বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

এইবার কিরূপে এই পরীক্ষা করা হয়, তাহা বর্ণনা করিব।

গয়েচের এড্রিনালিন্ পরীক্ষা (Goetsch's Adrenalin test) :—রোগীকে পরীক্ষার কিছুক্ষণ পূর্বে হইতে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। প্রতি মিনিটে তাহার নাড়ী ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া কতবার হয়, তাহা গণনা করিবে এবং রক্তের চাপ (blood pressure) কত, তাহা রক্ত-চাপমান যন্ত্র (blood pressure instrument) দ্বারা দেখিবে। অতঃপর অর্ধ সি, সি, এড্রিনালিন্ সলিউশন (১ : ১০০০) অধঃস্ফটিক ইঞ্জেকশন দিতে হইবে। এড্রিনালিনের ফল লক্ষ্য করিবার জন্য, ইঞ্জেকশনের পর কিছুক্ষণ অন্তর রোগীর নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তের চাপ পরীক্ষা করিতে হয়। ইঞ্জেকশনের পর প্রথম দশ মিনিটকাল প্রতি আড়াই মিনিট অন্তর, তৎপরে এক ঘণ্টাকাল প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এবং পরবর্তী অর্ধ ঘণ্টাকাল প্রতি দশ মিনিট ব্যবধানে, এইরূপ পরীক্ষা করিতে থাকিবে।

থাইরয়েডের অন্তঃরস যদি অতিরিক্ত পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে এইরূপ রোগীর উপর এড্রিনালিন পরীক্ষার ফল এইরূপ হইবে। যথা ;—প্রথমে নাড়ীর গতি দ্রুত হইবে এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকালীন রক্তচাপ (systolic blood pressure) প্রথমে ১০ হইতে ৫০ মিলিমিটারে উঠিয়া যাইবে ; ইহার পর আরও একটু উঠিয়া দেড়ঘণ্টা পরে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে।

থাইরয়েডের প্রয়োগরূপ

থাইরয়েডের নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ গুলি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। যথা :—

১। শুষ্ক থাইরয়েড্ (Thyroideum Siccum) :—

শুষ্ক ভেড়ার থাইরয়েড্ গ্রন্থি হইতে মেদ ও তদ্ব্যয় অংশগুলি বাদ দিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকার কার্মাকোপিয়া অনুসারে—

৫ ভাগ টাটকা থাইরয়েড্ হইতে ১ ভাগ শুষ্ক থাইরয়েড্ প্রস্তুত হইতে পারে। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ায় কিন্তু এরূপ কোন অমুপাত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই।

প্রেসক্রিপ্‌সনে থাইরয়েড্ ব্যবহারকালে, অনেকে “থাইরয়েড্ এক্সট্রাক্ট” লিখিয়া থাকেন ; কিন্তু ইহা ভুল। কালমেঘের পাতা হইতে যদি উহার সার অংশ বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে আমরা “কালমেঘের এক্সট্রাক্ট” বলি। কিন্তু যদি কালমেঘের শুষ্ক পাতাগুলি কেবলমাত্র গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে কি কালমেঘের এক্সট্রাক্ট বলা যাইতে পারে? কখনই না! “থাইরয়েড্ সিকাম” শুষ্ক থাইরয়েডের গুঁড়া বাতীত কিছুই নয় ; ইহাকে থাইরয়েডের এক্সট্রাক্ট বা সার কখনই বলা যাইতে পারে না। প্রেসক্রিপ্‌সন লিখিবার সময় “থাইরয়েড্ সিকাম” বা সংক্ষেপে “থাইরয়েড্ সিক্” (Thyroid Sic.) লেখা কর্তব্য।

স্বরূপ :—থাইরয়েড্ সিকাম ফিকা বাদামি রঙ্গের চূর্ণ। ইহাতে শতকরা ২ ভাগ আয়োডিন থাকে।

মাত্রা :—শুষ্ক থাইরয়েডের মাত্রা ১/২ গ্রেণ হইতে ৪ গ্রেণ। আমেরিকার ফার্মাকোপিয়ায় ইহার মাত্রা ১৫ দেড় গ্রেণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মাত্রা বিভ্রাট :—থাইরয়েডের মাত্রা লইয়াও অনেক সময় ভুল হইতে দেখা যায়। বাজারে অনেক কোম্পানির থাইরয়েড্ কিনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু উহাদের প্রস্তুত-প্রণালী বিভিন্ন হইয়ায়, মাত্রার পার্থক্য থাকে। ফার্মাকোপিয়ায় যে মাত্রা দেওয়া হইয়াছে, তাহা শুষ্ক থাইরয়েডের মাত্রা। কিন্তু কোন কোন কোম্পানির থাইরয়েডের

বাক্সের উপর যে মাত্রা দেওয়া থাকে, তাহা “শুষ্ক থাইরয়েডের” নহে — “টাট্‌কা থাইরয়েডের” মাত্রা। “থাইরয়ডাম সিকাম” ফার্মাকোপিয়া অনুমোদিত ঔষধ এবং ফার্মাকোপিয়ায় শুষ্ক থাইরয়েডের মাত্রা যেমন নির্দিষ্ট হইয়াছে, সকলেরই সেইরূপ মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। ফার্মাকোপিয়াকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, এক এক জন এক এক প্রকার মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, গোলযোগ হওয়া অবশ্যচাৰী। থাইরয়েডের মাত্রার গোলযোগে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, একথা মনে রাখা কর্তব্য। যে সকল কোম্পানির ঔষধের মাত্রা “শুষ্ক থাইরয়েড্” অনুসারে দেওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র সেইগুলি ব্যবহার করা উচিত।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরি, কাণরিক ও রিক্টার কোম্পানি প্রভৃতির ঔষধে শুষ্ক থাইরয়েডের মাত্রা লিখিত থাকে।

থাইরয়েড্ প্রেস্ক্রিপ্‌সন করিবার সময় শুষ্ক থাইরয়েডের মাত্রাই উল্লেখ করা কর্তব্য। পরন্তু এই সঙ্গে “থাইরয়েড সিকাম” এই কথাটিও স্পষ্ট করিয়া প্রেস্ক্রিপ্‌সনে লেখা আবশ্যিক। নতুবা গোলযোগ হওয়া অসম্ভব নহে।

একবার এইরূপ একটা গোলযোগ হইয়াছিল। একজন চিকিৎসক একটি রোগীকে ৫ গ্রেণের থাইরয়েড্ ট্যাবলেট ব্যবস্থা করেন। রোগী সেই প্রেস্ক্রিপ্‌সনখানি লইয়া ঔষধ ক্রয়ের জন্ত একটা ডাক্তারপানায় গমন করেন। সেই দোকানে বারোজ ওয়েলকামের ট্যাবলেট্ ছিল না, তাহার উহার পরিবর্তে কাণরিক কোম্পানির “থাইরয়েড্ সিকাম” দেন। কয়েক দিন এই ঔষধ ব্যবহারের পর রোগীর বুক পড়্‌ পড়্‌ করিতে ও মাথা ধরিতে লাগিল এবং থাইরয়েড্ বিষাক্ততার লক্ষণ দেখা দিল। তাঁহার চিকিৎসক তখন ভয় পাইয়া আমার নিকট রোগীকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রেস্ক্রিপ্‌সনে ট্যাবলেট্ লেখা আছে,

দেখিয়া, আমার সন্দেহ হইল যে, ঔষধের ত ভুল হয় নাই? অনুসন্ধানে জানা গেল যে, আমার অনুমানই সত্য।

চিকিৎসক উক্ত রোগীকে ৫ গ্রেণের ট্যাবলেট্‌ থাইরয়েড্‌ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বারোজ ওয়েলকামের ট্যাবলেট্‌ থাইরয়েডের যে মাত্রা দেওয়া থাকে, তাহা “টর্টিকা থাইরয়েডের মাত্রা।” ৫ গ্রেণ টর্টিকা থাইরয়েড্‌, ১ গ্রেণ শুষ্ক থাইরয়েডের সমান। সুতরাং ৫ গ্রেণের ট্যাবলেট্‌ যখন ছিল না, তখন ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারের উচিত ছিল—তৎপরিবর্তে ১ গ্রেণের শুষ্ক থাইরয়েড্‌ দেওয়া। কম্পাউণ্ডার যে থাইরয়েড্‌ ট্যাবলেট্‌ দিয়াছিল, তাহার সহিত যে বারোজ ওয়েলকামের থাইরয়েড্‌ ট্যাবলেট্‌ (B. W. Co.) মাত্রার অনেক পার্থক্য আছে, তাহা সে জানিত না বলিয়াই, এই ভুল হইয়াছিল। রোগী ৫ গ্রেণ মাত্রায় যে “থাইরয়েড্‌ সিকাম” খাইতেছিল, তাহা ২৫ গ্রেণ ট্যাবলেট্‌ থাইরয়েডের সমান। ইহাতে যে বিবক্রিয়া হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

২। লাইকর থাইরয়ডাই (Liquor Thyroidei) :—
ইহার একশত ফোঁটায় একটা সম্পূর্ণ থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির সারাংশ আছে ইহা কিছুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, এক্ষণে ফার্মাকোপিয়া হইতে ইহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার মাত্রা ৫—১৫ ফোঁটা।

৩। থাইরক্সিন্ (Thyroxine) :—“থাইরক্সিন্” থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির অন্তঃরসের মূল কার্যকরী উপাদান। ইহার মাত্রা—০.২ হইতে ২ মিলিগ্রাম। ০.২, ০.৪, ০.৮, এবং ২ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট পাওয়া যায়।

থাইরক্সিন আবিষ্কারের পূর্বে সকলের ধারণা ছিল যে, আয়োডোথাইরিণ (Iodothyron) ও থাইরোপ্রোটিন (Thyroprotein)

থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের মূল উপাদান। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, এগুলি অপেক্ষা “থাইরক্সিন” খাটি জিনিষ। আয়োডোথাইরিণে ০.৩% আয়োডিন আছে এবং ইহার মাত্রা ১০ গ্রেণ ; থাইরোথ্রোটিনে শতকরা ০.৩৩ ভাগ আয়োডিন থাকে এবং ইহার মাত্রা ১/৫০ হইতে ১/১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

থাইরয়েডের প্রয়োগ-প্রণালী

থাইরয়েড্ একটা শক্তিশালী ঔষধ ; এজন্য প্রথমে ইহা খুব কম মাত্রা হইতে আরম্ভ করা উচিত। পরে রোগীর সহ্যমত ধীরে ধীরে —খুব সাবধানতার সহিত মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। প্রথম সপ্তাহে ১/৪ গ্রেণ করিয়া শুষ্ক থাইরয়েড্ প্রত্যহ একবার ; দ্বিতীয় সপ্তাহে ঐ মাত্রারই (১/৪ গ্রেণ) প্রত্যহ দুইবার, তৃতীয় সপ্তাহে প্রত্যহ তিনবার এবং চতুর্থ সপ্তাহে প্রত্যহ চারিবার ব্যবস্থের। পঞ্চম সপ্তাহে থাইরয়েড্ প্রয়োগ বন্ধ রাখিবে।

থাইরয়েড্ দ্বারা চিকিৎসার কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম বা নিষেধ নাই। উপরে যে মাত্রাদি দেওয়া হইল, তাহা কেবলমাত্র একটা আভাস দিবার জন্ম। প্রত্যেক রোগীর অবস্থা অনুসারে ইহা ব্যবস্থা করা কর্তব্য। রোগীর দেহে থাইরয়েড্ অন্তঃরসের যে পরিমাণে অভাব হইয়াছে, সেই পরিমাণ মত থাইরয়েড্ প্রয়োগ করিয়া, উহার অভাব পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অভাব পূর্ণের জন্ম যে পরিমাণে থাইরয়েড্ প্রয়োগ প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, থাইরয়েড্ বিষাক্ততার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। সকল রোগীর থাইরয়েডের অভাব সমান হয় না। এজন্য কাহারও কম দরকার, কাহারও বা বেশী দরকার হয়। কোন রোগীর কতটা

থাইরয়েড্ রসের প্রয়োজন, তাহা রোগীকে পরীক্ষা করিয়া, তবে ঔষধের মাত্রা স্থির করিবে।

সতর্কতা :—ঔষধরূপে থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে রোগীকে পর্যবেক্ষণাধীন রাখা আবশ্যিক এবং যদি কোনরূপ কুফল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখনি উহার প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিবে। থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যথা :—

(১) রোগীর নাড়ী ও হৃৎপিণ্ডের গতি :—থাইরয়েড্ প্রয়োগের ফলে যদি রোগীর নাড়ীর গতি বাড়িয়া যায় বা বুকের ভিতর ধড়্‌ধড়্ করে, তাহা হইলে কিছুদিনের জন্য ঔষধ বন্ধ রাখিবে।

(২) গাত্রোত্তাপ :—থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে প্রত্যহ গার্মোমিটার দ্বারা রোগীর উত্তাপ গ্রহণ করিবে। যদি থাইরয়েড্ প্রয়োগের পর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে ঔষধ বন্ধ করিবে।

নিষিদ্ধ প্রয়োগ :—নিম্নলিখিত অবস্থায় ঔষধরূপে থাইরয়েড্ ব্যবহার করা উচিত নহে। যথা :—

(১) যক্ষ্মা রোগী।

(২) হৃৎপিণ্ডের পীড়া বর্তমানে।

থাইরয়েড্, ঔষধের বিষক্রিয়া

কোন লোককে যদি অধিক মাত্রায় বা অনেক দিন ধরিয়া একাদিক্রমে থাইরয়েড্ খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। থাইরয়েড্ গ্রহি হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে অস্তুরস নিঃসৃত হওয়ায়, এক্সফ্যালমিক্ গয়টার' রোগের উৎপত্তি

হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে থাইরয়েড্ খাওয়ানো হইলে, এই কারণেই থাইরয়েডের বিষাক্ততার জন্য এক্সফ্থ্যালমিক্ গয়টারের ন্যায় লক্ষণ দেখা দেয়।

থাইরয়েড্ বিষাক্ততার লক্ষণ :- থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দিলে, বুঝিতে হইবে যে, থাইরয়েডের মাত্রা বড় বেশী হইয়া গিয়াছে।

(ক) নাড়ী :- দ্রুত ও দুর্বল।

(খ) হৃদপিণ্ড :- বুকের ভিতর ধড়্ ফড়্ করে এবং সময় সময় রোগী অজ্ঞানের মত হইয়া পড়ে।

(গ) স্নায়বিক লক্ষণ :- রোগী যেন অস্থির হইয়া পড়ে। মাথা ঘোরে এবং সর্বাস্থে বেদনা হয়। এই বেদনার বিশেষত্ব এই যে, ইহা যেন এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে সরিয়া সরিয়া যায় (wandering pain)।

(ঘ) শ্বাসপ্রশ্বাস :- শ্বাসকষ্ট (shortness of breath) হইতে পারে।

(ঙ) পাকস্থলী সম্বন্ধীয় লক্ষণ :- বমন ও মধ্য মধ্য উদরাময় হয়।

(চ) চর্ম্ম :- সারাগাত্রে চুলকানি হয়।

পঁচা থাইরয়েড্ হইতে প্রস্তুত ঔষধ যদি রোগীকে প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে আবার ঐ সকল লক্ষণের সহিত “টোমেন” (plomaine) বিষাক্ততার লক্ষণও উপস্থিত হইয়া থাকে।

থাইরয়েড্ বিষাক্ততা জনিত উপসর্গের প্রতিকার :- থাইরয়েডের মাত্রাধিক্যে বা অধিক দিন অকারণ

থাইরয়েড্ সেবন করার ফলে, যদি থাইরয়েড্ বিষাক্ততাজনিত উপরিউক্ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে—তৎক্ষণাৎ থাইরয়েড্ প্রয়োগ স্থগিত করা কর্তব্য। অতঃপর রোগীকে লাইকর আর্দেনিকেলিস্ ৫ ফোঁটা মাত্রার, প্রত্যহ ৩ বার করিয়া খাইতে দিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

অকর্মণ্য থাইরয়েড্ Hypo-thyroidism.

থাইরয়েডের ন্যায় শক্তিশালী গ্রন্থির রসনিঃসরণ ক্ষমতা যদি কোন কারণে কমিয়া যায় বা একেবারে বিনুপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থিকে “অকর্মণ্য থাইরয়েড্” বলা যায়। এইরূপ অবস্থায় উহা হইতে যথোচিত পরিমাণে অন্তঃরস নির্গত হইতে পারে না বা এককালীন রস নিঃসরণ স্থগিত হইয়া থাকে। এই অন্তঃরসের অভাবে দেহের ভিতর ভীষণ পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয়। পরিপাকক্রিয়ার ফলে, ভুক্ত খাদ্য যে চরম অবস্থায় পরিণত হয়, থাইরয়েড্ অন্তঃরস তাহার দহন ক্রিয়ায় সাহায্য এবং দেহ মধ্যস্থ অনিষ্টকর পদার্থসমূহ নষ্ট করে। সুতরাং থাইরয়েড্ রসের অভাব হইলে, দেহমধ্যে দহন ক্রিয়া উত্তমরূপে চলিতে পারে না; পক্ষান্তরে যে সকল দূষিত পদার্থ অনবরত দেহমধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, সেগুলি নষ্ট করিবার মত উপযুক্ত পরিমাণে থাইরয়েড্ অন্তঃরস না থাকায়, এটগুলি দেহের ভিতর জমিতে থাকে। এইরূপে রোগীর দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং রোগের আক্রমণে বাধা দিবার মানুষের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহাও কমিয়া যায়।

থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়া-বিকৃতির কারণ

নিম্নলিখিত কারণে থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্রিয়াবৈকল্য ঘটিতে পারে।

(১) খাদ্যের দোষ :- থাইরয়েড্ যে অস্তুমুখী রস উৎপাদন করে, তাহার মূল উপাদান—“থাইরক্সিন্”। এই থাইরক্সিন্, ছানা জাতীয় খাদ্য ও আয়োডিন হইতে প্রস্তুত হয়। অতএব খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও আয়োডিন থাকা আবশ্যিক ; ইহা না থাকিলে, থাইরয়েড্ গ্রন্থি অস্তুমুখী রস প্রস্তুত করিতে পারে না।

এতদর্থে মাছ, মাংস, দুধ, ছানা প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অত্যাৱশ্যক ; কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল পুষ্টিকর খাদ্যও, অতিরিক্ত পরিমাণে আহাৰ করা উচিত নয়। বহু দিন ধাবৎ অতিরিক্ত মাংস প্রভৃতি আহাৰ করিলে থাইরয়েড্ গ্রন্থিকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তাহার ফলে, পরিণামে থাইরয়েড্ দুৰ্বল ও অকস্মণ্য হইয়া পড়ে।

(২) বিষাক্ত পদার্থ :- খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক না হইলে, বা বহুদিন স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা বর্তমান থাকিলে, অজ্ঞমধ্যে মল পচিয়া নানারূপ দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই সকল দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাইরয়েড্ গ্রন্থিতে উপনীত হয় এবং উহার ক্রিয়াশক্তি হ্রাস করিয়া দেয়।

(৩) রোগ :- যে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রথম অবস্থায় থাইরয়েড্ গ্রন্থির প্রদাহ হইতে পারে। অনেক দিন রোগ ভোগ করিলে, থাইরয়েড্ শেষে শুকাইয়া (atrophy) যায়।

(৪) মানসিক দুশ্চিন্তা :- বহু দিন ধাবৎ মানসিক দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, উদ্বেগ প্রভৃতি থাকিলে থাইরয়েডের ক্রিয়াবৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে।

(৫) প্রাকৃতিক উত্তাপাধিক্য :- গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, অধিক উত্তাপে থাইরয়েড্ নির্বীৰ্য্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় মধ্য মধ্য ১১২° ডিগ্রি (কারেনহাইট) উত্তাপও হইতে দেখা যায়। এজন্য এদেশের লোকের থাইরয়েড্ গ্রন্থির শক্তি গ্রীষ্মকালে কমিয়া যায় ও শীতকালে বাড়ে।

(৬) বংশানুক্রম (Heredity) :- পিতামাতার থাইরয়েড্ রুগ্ন হইলে, তাহাদের সন্তানসন্ততির থাইরয়েড্ পূর্ণ কার্যক্ষম হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। মাতার স্তনদুগ্ধে যে থাইরয়েড্ রস থাকে, তাহা পাইয়া শৈশবে শিশুর দেহ বৃদ্ধি হয়। শৈশবে রুগ্না মাতার স্তনদুগ্ধে থাইরয়েড্ রস পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাইলে, শিশুর দেহ স্তগঠিত হইতে পারে না।

অকস্মণ্য থাইরয়েডের প্রকারভেদ :- থাইরয়েড্ গ্রন্থির রস নিঃসরণের পরিমাণ অনুসারে, তজ্জনিত পীড়ার লক্ষণ সমূহেরও তারতম্য হইয়া থাকে। থাইরয়েড্ রসের অভাব বলিলেই, অনেকে “মিক্সিডিমা” বা “ক্রেটিনিজম” বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু এই দুইটা রোগ, থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবের চরম অবস্থা। এই দুইটা রোগ উপস্থিত না হইলেও যে, থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। থাইরয়েড্ রসের পরিমাণ সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও দেহমধ্যে কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। এজন্য আমরা অকস্মণ্য থাইরয়েড্কে দুইভাগে বিভক্ত করিব। যথা :-

১। থাইরয়েডের সামান্য অকস্মণ্যতা।

২। থাইরয়েডের অত্যন্ত বা সম্পূর্ণ অকস্মণ্যতা।

ইহার ফলে ক্রেটিনিজম (Cretinism) ও মিক্সিডিমা উপস্থিত হয়।

যথাক্রমে এই দ্বিবিধ থাইরয়েডের বিষয় আলোচিত হইতেছে।

থাইরয়েডের সামান্য অকর্মণ্যতা

থাইরয়েডের সামান্য অকর্মণ্যতা উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। যথা :—

(ক) রোগীর আকৃতি :—রোগীকে তাহার বয়সের তুলনার বৃদ্ধ দেখায়। অর্থাৎ অকালবার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়।

(খ) কেশ :—রোগীর মাথার চুলগুলি অল্প বয়সে পাকিতে আরম্ভ হয় এবং চুল উঠিয়া যাইতে থাকে।

(গ) দন্ত :—দাঁতে পোকা ধরে এবং দাঁতগুলি শ্লথ হইয়া যায়।

(ঘ) চর্ম্ম :—রোগীর গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, কর্কশ ও বৃদ্ধ মনুষ্যের ত্যায় লোল হইয়া যায়।

রোগীর স্বন্ধে ও উদরদেশে মেদ বৃদ্ধি হয়। থাইরয়েড্ রুথ হইলে, দেহমধ্যে মেদময় খাদ্যের দহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইহাই মেদ-বৃদ্ধির কারণ।

(ঙ) কোষ্ঠবদ্ধতা :—অঙ্গের মাংসপেশীগুলি দুর্বল হওয়ায় তন্মধ্যস্থ মল উত্তমরূপে নিকালিত হইতে পারে না। ইহার ফলে, অন্ত্রমধ্যে মল জমিয়া পঁচিতে থাকে এবং দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠে।

(চ) হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর অবস্থা :—রোগীর হৃৎপিণ্ড দুর্বল, নাড়ী ক্ষীণ এবং রক্তের চাপ (blood pressure) কমিয়া যায়। স্বাভাবিক রক্তচাপ ১১০ মিলিমিটার; কিন্তু এই রোগে রক্তের চাপ ইহার কম—এমন কি, ৮০ অবধি হইতে দেখা গিয়াছে।

(ছ) স্নায়বিক লক্ষণ :—নিম্নলিখিত বিবিধ প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা :—

(i) দৌর্বল্য :—রোগী অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

(ii) সর্বাঙ্গে বেদনা :—থাইরয়েড্ রুগ্ন হইলে দেহমধ্যে নানারূপ বিষাক্ত পদার্থ জমিতে থাকে। ইহার ফলে হস্তপদ ও পৃষ্ঠদেশে বাতের ঞ্চার ব্যথা হইতে দেখা যায়।

(iii) শিরঃপীড়া :—শিরঃপীড়া বা আধ্‌কপালে মাথাধরা উপস্থিত হইতে পারে।

(জ) জনেন্দ্রিয় সংক্রান্ত লক্ষণ সমূহ :—জনেন্দ্রিয়ের সহিত থাইরয়েডের বিশেষ সম্বন্ধ আছে; এজন্য থাইরয়েড্ রুগ্ন হইলে জনেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বিবিধ পরিবর্তন উপস্থিত হয়। যথা :—

(i) রোগী পুরুষ হইলে, কামেচ্ছা কমিয়া যায় এবং প্রস্রাবে সহিত বীৰ্য্যপাত হয়।

(ii) রোগী স্ত্রীলোক হইলে যৌবনোন্মেষকালে প্রথম ঋতুদর্শনে বিলম্ব হয়। বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে—যে সময় জরায়ুর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির জন্ম থাইরয়েড্ রসের প্রয়োজন, সে সময়ে যদি থাইরয়েড্ রসের অভাব হয়—তাহা হইলে ঠিক সময়ে জরায়ু কার্যক্ষম হইতে পারে না। এই জন্মই প্রথম রক্তঃস্রাবে বিলম্ব হইয়া থাকে।

বয়স্ক। রমণীগণের থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব হইলে, জরায়ুর মাংসপেশীগুলি শ্লথ হইয়া যায়। ইহার ফলে, কোন কোন রোগীর রক্তস্রাব খুব বেশী (অতিরক্তঃ) হইতে দেখা গিয়াছে।

থাইরয়েড গ্রন্থির সামান্য অকর্মণ্যতাজনিত

রোগীর বিবরণ

থাইরয়েড্ গ্রন্থি সামান্য অকর্মণ্য হইলে, তদ্বশতঃ দৈহিক অবস্থা ষেরূপ হয় এবং যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা উল্লিখিত হইল। এস্থলে কয়েকটি রোগীর বিবরণ উল্লিখিত হইতেছে।

১ম রোগী ৪—সিঙ্গু দেশের একজন চিকিৎসক, তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইবার জন্ত, দুই বৎসর পূর্বে আমার নিকট গইয়া আসেন। তিনি একটি অনাথা বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী অনাথাশ্রমে পালিতা এবং বেশ শিক্ষিতা। রোগিণীর আকৃতি দেখিয়া তাঁহাকে অন্ততঃ ৪০।৪৫ বৎসর বয়স্কা বলিয়া মনে হইল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাঁহার বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। ডাক্তারকে, তাঁহার স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট দেখায়।

পূর্ব ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা :—রোগিণী বরাবরই ক্ষীণকায় এবং দুর্বল। দুই বৎসর হইল তাঁহার মাথার চুল বেশীর ভাগ উঠিয়া গিয়াছে এবং পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটা দাঁতও পড়িয়া গিয়াছে। চোখের জ্বর চুলও কম। কপালের চন্দ্র অল্প লোল।

রোগিণীর প্রথম স্বতন্ত্র দর্শনে বিলম্ব হইয়াছিল। এক্ষণে স্বতন্ত্র প্রায়ই ঠিক সময়ে হয় না। কোন সন্তানাদি হয় নাই। সঙ্গমেচ্ছা কম। কোষ্ঠবদ্ধতা আছে এবং পরিপাকশক্তি ভাল নয়। নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—উহা মিনিটে ৬৫ বার। বেসাল্ মেটাবলিজম্ রেট—১১, অর্থাৎ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া রোগিণীর দেহে থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসাতাব হইয়াছে, বলিয়া আমি স্থির করিলাম। রোগিণী শৈশবে মাতৃ স্তনদুগ্ধ পান নাই, সুতরাং স্তনদুগ্ধ থাইরয়েড্ রস লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভে—যে সময় থাইরয়েড্ গঠিত হয়, সেই সময়ে তাঁহাকে অনাথাশ্রমে অবস্থান করিতে হইয়াছিল; সেখানে পুষ্টির খাতি না পাওয়ায়, থাইরয়েড্ পরিপুষ্ট হইতে পারে নাই।

৩য় চিত্র থাইরয়েড, গ্রন্থির সামান্য অকর্মণ্যতা



৬২ পৃষ্ঠা—প্রথম বোগিনী

চিকিৎসা :—উল্লিখিত সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া রোগিনীকে প্রত্যহ ১ গ্রেণ মাত্রায় “ডেসিকেটেড্‌ থাইরয়েড্‌” ট্যাবলেট ব্যবস্থা করিলাম ।

চিকিৎসার ফল :—উক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করার পর রোগিনীর কোন সংবাদ পাই নাই । তারপর, কিছুদিন পূর্বে রোগিনীর স্বামী— উক্ত চিকিৎসকের একখানি পত্র পাইলাম । এই পত্রে জানিলাম যে,— তাঁহার জীর স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে, বর্তমানে তিনি সাত মাস গর্ভবতী, তাঁহার চুল পাকা বন্ধ হইয়াছে এবং নূতন চুল উঠিয়াছে । পূর্বের শ্রায় এখন আর কোষ্ঠবদ্ধতা নাই, বর্তমানে নাড়ীর গতি ৭০ বার ।”

২য় রোগী :—কলিকাতার কোন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, গত বৎসর আমার নিকট চিকিৎসার্থ আসেন । তাঁহার শরীর দুর্বল বলিয়া মনে হয়, কোন কাজ ভাল লাগে না এবং দেহের স্থানে স্থানে মধ্য মধ্য ব্যথা হয় । বয়স ৩০ বৎসর, কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার মাথার সমস্ত চুল পাকিয়া গিয়াছে । ইহাই তাঁহার রোগের বিবরণ ।

রোগীকে দেখিতে ৫০ বৎসরের ব্যক্তির শ্রায় । তাঁহার মাথার চুল অধিকাংশই পাকিয়া গিয়াছিল ; মুখের চর্ম অত্যন্ত লোল ; কিন্তু দাঁত ঠিক ছিল । গাত্রচর্ম শুষ্ক এবং যে সময় রোগীকে দেখিয়াছিলাম তখন অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলেও তাঁহার গায়ে ঘাম ছিল না । মধ্য মধ্য মাথা ধরে । কোষ্ঠবদ্ধতা আছে । নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অপেক্ষা কম । রক্তের চাপও কম । তাঁহার দুইটা স্তন্য আছে ।

সকল চিকিৎসকই, তাঁহার রোগ “ন্যায়বিক দৌর্ভাগ্য” বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং রোগী অনেক দিন ধরিয়া নারভিগর, কফো-লেসিথিন প্রভৃতি সেবন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই ।

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আমি বুঝিলাম যে, তাঁহার থাইরয়েড্ গ্রন্থি উত্তমরূপে কাজ করিতেছে না।

এই রোগীকেও ১ গ্রেন করিয়া “থাইরয়েড্ ডেসিকেটেড্ ট্যাব্লেট” প্রত্যহ একবার করিয়া কিছুদিন খাইতে দিয়াছিলাম। ইহাতেই তাঁহার সমুদয় উপসর্গ দূরীভূত হইয়াছিল। রোগী এখনও ভাল আছেন।

থাইরয়েড্ রসের পরিমাণ হ্রাসের সহিত কয়েকটা রোগের সম্বন্ধ

থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরস উপযুক্ত পরিমাণে নিঃসৃত না হইলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি রোগের সহিত থাইরয়েড্ রসের অভাবের সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

থাইরয়েড্ রসের পরিমাণ সামান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে দেহমধ্যে উৎপন্ন দূষিত পদার্থ সমূহ নষ্ট হইতে পারে না এবং দেহ বিষাক্ত হওয়ায়, নানা রোগের আধার হইয়া উঠে। ইহার ফলে, সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি পীড়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। যথা :—

(ক) আধকপালে মাথাধরা (Migraine) :—

অনেক সময় (অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নয়) থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাবের ফলে আধকপালে মাথাধরা উপস্থিত হইয়া থাকে।

(খ) গর্ভাবস্থায় বিষাক্ততা (Toxæmias of pregnancy and Eclampsia) :—

অন্তঃস্বভাবস্থায় দেহের ভিতর নানারূপ দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হওয়ায়, এই সময় থাইরয়েড্কে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। সুস্থ রমণীর থাইরয়েড্ এই অতিশ্রমে কাতর হয় না। কিন্তু যাহাদের থাইরয়েড্ পীড়াক্রান্ত হয়, তাহাদের দেহস্থ এই সকল দূষিত পদার্থ নষ্ট না হইয়া

রক্তে জমিতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ সমূহ, যথা—
—অতি বমন (Hyperemesis Gravidarum) এবং এমন
কি, আক্লেপ (Eclampsia) পর্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে।

(গ) বিবিধ চর্মরোগ :—একজিমা (Eczema), সোরায়েসিস (Psoriasis), ইক্টিওসিস্ প্রভৃতি চর্মরোগের সহিত থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসাতাবের কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। এস্থলে একটি রোগীর বিবরণ উল্লিখিত হইল।

রোগী :—একটী শিশু। শিশুটির মস্তকে একজিমা হইয়াছিল। শিশুর বয়স যখন সাত মাস তখন প্রথম একজিমা দেখা দেয়। বর্তমানে তাহার বয়স তিন বৎসর।

শুনিলাম—“প্রথমে মাথার উপরের চর্ম লাল হইয়া উঠে এবং তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ গুটি দেখা দেয়। গুটিগুলি ফাটিয়া বাইলে ভ্রম্মধ্য দিয়া রস নির্গত হইতে থাকে এবং ঐ স্থান অত্যন্ত চুলকায়।

শিশুটির এই একজিমা আরোগ্য করণার্থ অনেক প্রকার মলম, লোসন প্রভৃতি দ্বারা অনেক দিন চিকিৎসা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বরং রোগের বৃদ্ধি হয় বলিয়া, বর্তমানে একরূপ ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করা হইয়াছে। “খাণ্ডের দোষে একজিমা হইতে পারে,” এই ধারণায় শিশুর খাণ্ডের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা স্বৰ্বেও, কোন উপকার হয় নাই। কয়েক মাস হোমিওপ্যাথিক ঔষধও সেবন করান হইয়াছিল, তাহাতেও কিছু মাত্র ফল হয় নাই।

এই সময়ে এই শিশুর পিতা থাইরয়েড্ গ্রন্থির রসাতাবজনিত পীড়ার জন্য আমার চিকিৎসায়ীন ছিলেন। শিশুর মাতাও রোগী।

তাহার স্তনদুগ্ধের অল্পতা বশতঃ, শিশুটী কখন উপযুক্ত পরিমাণে মাতৃস্তন্য পায় নাই।

শিশুটীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝা গেল যে, থাইরয়েড্ গ্রন্থির রস পর্যাপ্ত পরিমাণে না পাওয়ার ফলেই ইহার এই একজিমা উপস্থিত হইয়াছে। থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবে, শিশুটীর দেহমধ্যে দূষিত পদার্থ সমূহ নষ্ট হইতে পারিতেছে না এবং তাহার ফলে, শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে।

শিশুকে অল্প মাত্রায় থাইরয়েড্ সেবনের ব্যবস্থা দিলাম এবং পরিষ্কৃত বাদাম তৈলের সহিত শতকরা একভাগ কার্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া, মস্তকে লাগাইতে বলিলাম। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্ত ক্যালোমেন্ ও সোডি বাইকার্ব একত্র মিশ্রিত করিয়া, উহা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়াইতে বলা হইল। শিশুর মস্তকে সাবান ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলাম এবং স্নানকালে ঐ স্থানে যতদূর সম্ভব কম জল লাগে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিলাম। বাদাম তৈল দ্বারা একজিমা আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করিতে বলা হইল। শিশুকে চিনি, মিষ্টান্ন, গুড় ও মাছ খাইতে নিষেধ করিলাম।

এইরূপ চিকিৎসায় এক মাসের মধ্যেই শিশু আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

(ঘ) প্রসবান্তিক উন্মাদ :-—প্রসবের পর কদাচিৎ কখন স্ত্রীলোকদের উন্মাদ হইতে দেখা যায়। থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব হইলে, গর্ভাবস্থায় দেহমধ্যে যে সকল দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট না হইয়া রক্তে জমিতে থাকে। এইরূপ বিষক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কের বিকৃতি উপস্থিত হয়। থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসাতাবে যে সকল রোগিনী

উন্মাদগ্রস্ত হয়, তাহারা গুম্ হইয়া থাকে ও তাহাদিগকে সর্বদাই ম্লানমুখ (Stuporous Melancholia) দেখা যায় ।

(ঙ) শয্যামূত্র :- শিশুদের শয্যায় মূত্রত্যাগের কারণ—অনেক সময় থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাব বলিয়া জানা গিয়াছে ।

(চ) বার্কিক্যের রোগ :- বৃদ্ধ বয়সে থাইরয়েড্ গ্রন্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং উহার অন্তঃরসের পরিমাণও কমিয়া যায় । পুরু কেশ, শিথিল দন্ত, লোল চর্ম, শিথিল ইন্দ্রিয়, পরিপাকশক্তির হ্রাস প্রভৃতি বার্কিক্যের চিহ্নগুলির সঙ্গে, থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাবজনিত লক্ষণ সমূহের আশ্চর্যজনক ঐক্য আছে । এইজন্য বার্কিক্যের কোন কোন রোগে “থাইরয়েড্ চিকিৎসায়” ফল পাওয়া যায় । অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ (incontinence of urine), রক্তের চাপ বৃদ্ধি (Arteriosclerosis) প্রভৃতি রোগে, অনেকে থাইরয়েড্ ব্যবহার করেন ।

(ছ) মেদোরুদ্ধি (Obesity) :- ইঞ্জিনের তাপ উৎপাদিত হয় কয়লা হইতে । দেহের কয়লা—চর্বি । এই চর্বি পুড়িয়া মানব দেহের প্রয়োজনীয় উত্তাপের সৃষ্টি হয় । দেহে যখন অতিরিক্ত চর্বি জন্মে, তখন বৃদ্ধিতে হইবে—চর্বির দহনক্রিয়া (oxidation) ঠিক মত হইতেছে না । চর্বি ঠিক মত দাহ না হইলে, উহা দেহমধ্যে জমিতে থাকে এবং তাহার ফলে দেহের স্থূলতা বৃদ্ধি হয় । অতিরিক্ত মোটা হওয়া, স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া যে ধারণা আমাদের দেশে আছে, তাহা ভ্রমাত্মক ; বরং উ অস্বাস্থ্যের লক্ষণই বৃদ্ধিতে হইবে ।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরস এই চর্বি দহনে সহায়তা করে । সুতরাং উহার অন্তঃরসের অভাব হইলে, দেহে চর্বি জমে । কিন্তু মোটা লোক-মাত্রেরই যে, থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব আছে, এমন কোন মানে

নাই। থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাব ব্যতীত অন্য কারণেও, লোক মোটা হইতে পারে।

থাইরয়েড্ রসের অভাব জনিত মেদোবৃদ্ধির লক্ষণ :—
থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাবজনিত মেদোবৃদ্ধির কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। যথা :—

রোগী বেশ মোটা, কিন্তু তাহার মুখ রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ (anaemic)। ইহাদের স্বক্কে ও উদর দেশে মেদোবৃদ্ধি বেশী হয়। মাংসপেশী খন্ডখন্ডে (flabby)। রোগী অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া উঠে। নাড়ী ক্ষীণ ও হৃদপিণ্ড দুর্বল। ক্ষুধা কম। এই ধরনের রোগীগুলির থাইরয়েডের অন্তঃরস, প্রয়োজনানুরূপ নিঃসৃত হইতেছে না বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশের নারীদের মধ্যেই এইরূপ মেদোবৃদ্ধি বেশী দেখা যায়।

থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবজনিত

উপসর্গসমূহের চিকিৎসা

থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবজনিত কয়েকটি উপসর্গের চিকিৎসা যথাক্রমে কথিত হইতেছে।

(ক) আধকপালে মাথাধরা (Migraine) :—থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাব হইলে “আধকপালে মাথাধরা” উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে অল্প মাত্রায় থাইরয়েড্ প্রয়োগ করিয়া আমরা অনেক স্থলে সুফল লাভ করিয়াছি। দেহের ভিতর যে সকল দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হওয়ার ফলে আধকপালে মাথাধরা উপস্থিত হয়, থাইরয়েড্ প্রয়োগে সেই সকল দূষিত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল রোগীর মাংস আহার নিষিদ্ধ এবং অধিক পরিমাণে জলপান
হিতকর

(খ) গর্ভাবস্থায় বিষাক্ততা (Eclampsia, Hyperimesis Gravidarum, Albuminuria etc.) :—গর্ভাবস্থায় শরীরে যে দূষিত ত্যজ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়, থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব বা স্বল্পতা হইলে, তাহা বিনষ্ট হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ঐ সকল দূষিত পদার্থজনিত বিষাক্ততা হেতু বিবিধ পীড়া হইয়া থাকে।

দেহস্থ ঐ সকল দূষিত পদার্থ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, এই সকল ক্ষেত্রে ১/২ গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ মাত্রায় থাইরয়েড্ প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

(গ) মেদোবৃদ্ধি (Obesity) :—যদি বুঝা যায় যে, থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব বশতঃ মেদোবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা হইলে থাইরয়েড্ ব্যবহার করা কর্তব্য ; অগ্ৰথা নহে। প্রথমে খুব অল্প মাত্রায়, যথা—দিনে ১/২ গ্রেণ থাইরয়েড্ দিবে ; তৎপরে ধীরে ধীরে সাবধানতার সহিত মাত্র বৃদ্ধি করিবে। মোটা লোকের হৃদপিণ্ডেও চর্কি জন্মে এবং উহা দুর্বল হইয়া যায়। এজন্য থাইরয়েডের মাত্রা ২ গ্রেণের বেশী কখনও দিবে না। রোগী যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে থাইরয়েডের সহিত “সুপ্রারেনাল” প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। রোগীর দেহের তাপ ও নাড়ীর গতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এইরূপ রোগীর চর্কিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ এককালীন নিষিদ্ধ।

(ঘ) উন্মাদরোগ :—যে সকল উন্মাদ রোগী মানমুখে ‘গুম্’ হইয়া থাকে (Stuporous melancholia), তাহাদের থাইরয়েড্ চিকিৎসায় উপকার হইতে পারে।

প্রসবাস্তিক উন্মাদে থাইরয়েড্ প্রয়োগে আমরা উপকার পাইয়াছি।

(ঙ) চর্মরোগ :—পুরাতন এক্জিমা, ছেলেদের মাথার এক্জিমা,

সোরাসেসিস্ (Psoriasis), ও ইকথিওসিস্ (Ichthyosis) রোগে থাইরয়েড প্রয়োগে অনেক সময় সফল পাওয়া যায়।

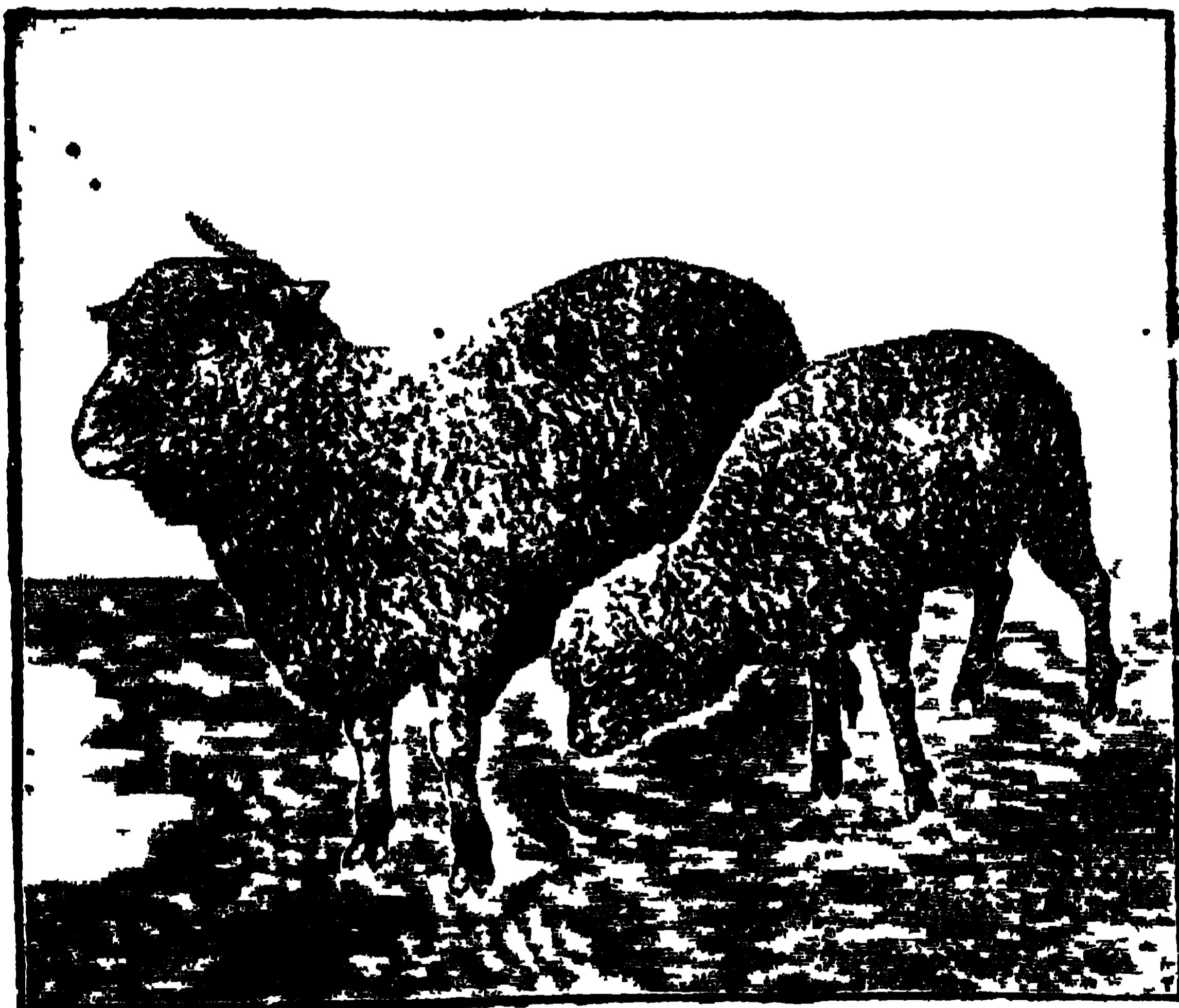
থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরস প্রয়োজন অপেক্ষা কম পরিমাণে নিঃসৃত হইলে, অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, পূর্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উহার অন্তঃরস ক্ষমতা যদি অত্যন্ত হ্রাস বা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহ মধ্যে যে সকল পরিবর্তন উপস্থিত এবং দেহের অবস্থা যেরূপ হইতে পারে, তাহা কথিত হইতেছে।

জন্তুর থাইরয়েড গ্রন্থি উচ্ছেদের ফল

কোন জন্তুর থাইরয়েড্ গ্রন্থি উচ্ছেদ করিলে, উহার অন্তঃরস নিঃসরণ যে, এককালীন স্থগিত হইয়া থাকে, সহজেই তাহা অনুমেয়। এক্ষণে স্থলে ঐ জন্তুর দৈহিক অবস্থা কিরূপ হয়, পরপৃষ্ঠায় ৪র্থ চিত্রস্থ মেম্ব-শাবক দুইটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

সমবয়সী দুইটা মেম্ব শাবক লইয়া, উহাদের মধ্যে একটীর থাইরয়েড্ গ্রন্থি উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। চারি বৎসর পরে দেখা গেল যে, যে ভেড়াটীর থাইরয়েড্ গ্রন্থি উচ্ছেদ করা হয় নাই, তাহার দেহ স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু যাহার থাইরয়েড্ গ্রন্থি উচ্ছেদ করা হইয়াছিল, তাহার দেহ স্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই। পর পৃষ্ঠায় ৪র্থ চিত্রস্থ বামদিকেব ভেড়াটীর থাইরয়েড্ উচ্ছেদ না করায়, উহার দেহ বর্দ্ধিত এবং দক্ষিণ দিকের ভেড়াটীর থাইরয়েড্ উচ্ছেদ করায়, উহার দেহ খর্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ দৈহিক খর্বতাকে “ক্রেটিন” (Cretin) বা “বামন” বলে।

৪র্থ চিত্র—জন্তুর খাইরয়েড, উচ্ছেদের ফল



(৭০ পৃষ্ঠা)

থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভ্যস্ত বা সম্পূর্ণ অভাবের ফলঃ—অবস্থা ভেদে ইহার ফল দ্বিবিধ আকারে প্রকাশ পায়। যথাঃ—

(১) মিক্সিডিমা (Myxædema) ;

(২) ক্রেটিন্ (Cretin) ;

(১) মিক্সিডিমা (Myxædema) ঃ—যৌবনের পর থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের একান্ত অভাবের ফলে সর্বত্র ফুলিয়া উঠে ; কিন্তু এই ক্ষীতি টিপিলে বসে না। এতদ্ব্যতীত এই সঙ্গে আরও কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

(২) ক্রেটিন (Cretin) ঃ—শৈশবাবস্থায় যদি থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের একান্ত বা সম্পূর্ণ অভাব ঘটে, তাহা হইলে উহার ফলে,—বয়ঃবৃদ্ধির সহিত শিশুর দেহ যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত, শারীরিক যন্ত্রসমূহ পরিপুষ্ট এবং মানসিক শক্তির ক্রমঃবিকাশ, ক্ষুরণ ও উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত লোক—“জড়বামন” বা “ক্রেটিন্” নামে অভিহিত হয়।

যথাক্রমে এই দ্বিবিধ অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) মিক্সিডিমা—Myædema.

জীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। সাধারণতঃ যৌবনের পর এবং মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। পঞ্চাশতরে, ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালিকারও এই পীড়া হইতে দেখিয়াছি।

মিক্সিডিমার লক্ষণ :—এই রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যথা :—

(ক) আকৃতি :—রোগীর সর্বাঙ্গ স্ফীত হয়। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত শোথ নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, শোথে যেমন স্ফীত অংশ অঙ্গুলী দ্বারা টিপিলে বসিয়া যায়, ইহাতে সেরূপ হয় না। মুখমণ্ডল স্ফীত এবং মুখের উপর—চর্মের যে স্বাভাবিক রেখাগুলি থাকে, সে গুলি বিলুপ্ত হওয়ায়, মুখ ভাবহীন (vacant appearance) বলিয়া মনে হয়।

হাতগুলি ফুলা ফুলা (spadelike) দেখায়। নাসিকা ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নীলবর্ণ (cyanosis) এবং গাত্রচর্ম কর্কশ শুষ্ক এবং অনেক সময় অঁস অঁস মত (scaly) হয়। মাথার চুল প্রায় উঠিয়া যায়। দস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত বা পড়িয়া যায়।

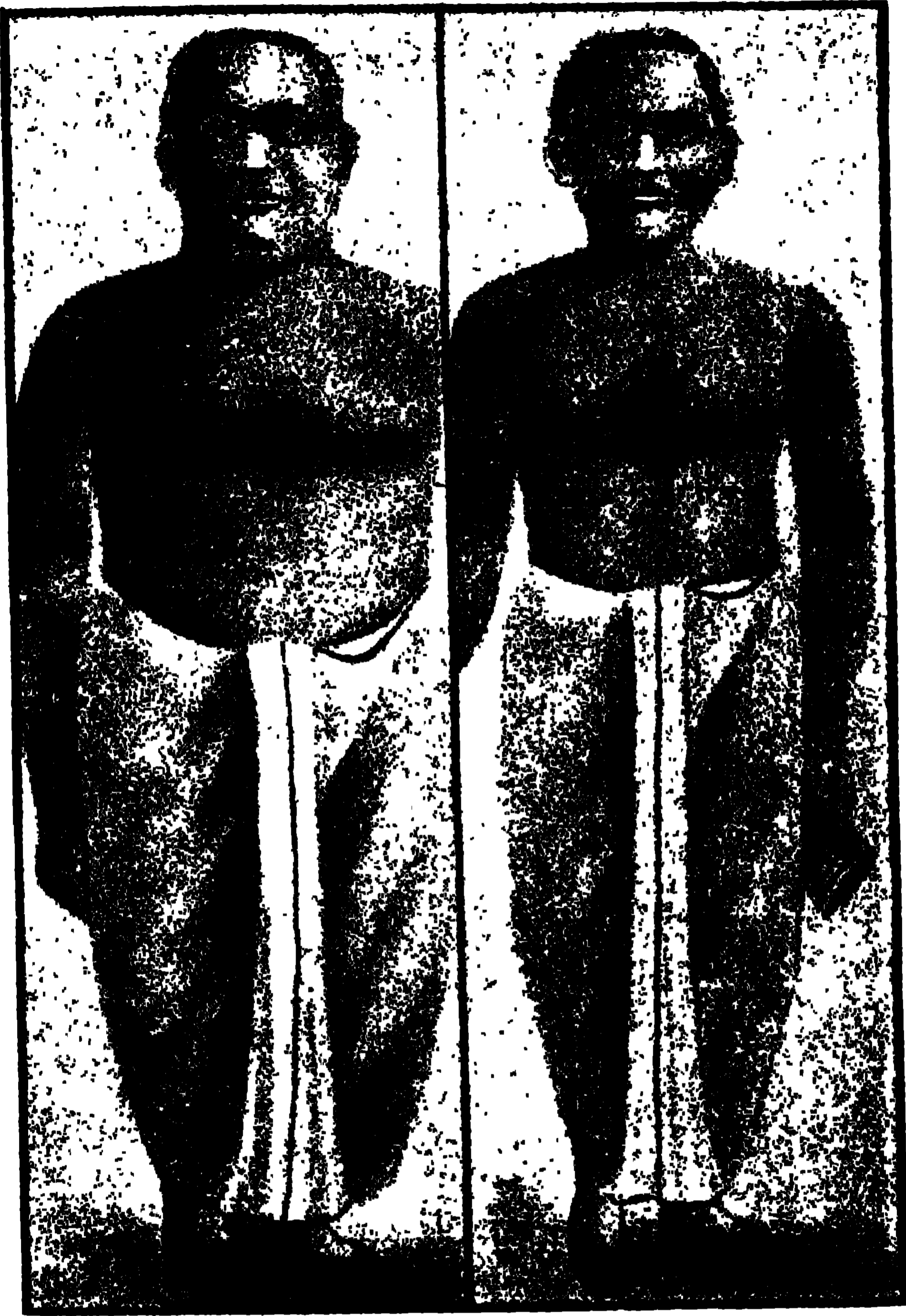
(খ) দেহের উত্তাপ :—দৈহিক উত্তাপ সাধারণতঃ স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা কম হয়।

(গ) নাড়ীর গতি :—নাড়ীর গতি অত্যন্ত কম হয়। আমরা একটা রোগীর নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৪০ বার মাত্র হইতে দেখিয়াছি।

(ঘ) কোষ্ঠবদ্ধতা :—এই রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা ও পাকস্থলীর গোলযোগ প্রায়ই বিদ্যমান থাকে।

(ঙ) স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ :—মিক্সিডিমা রোগে বিবিধ স্নায়বিক

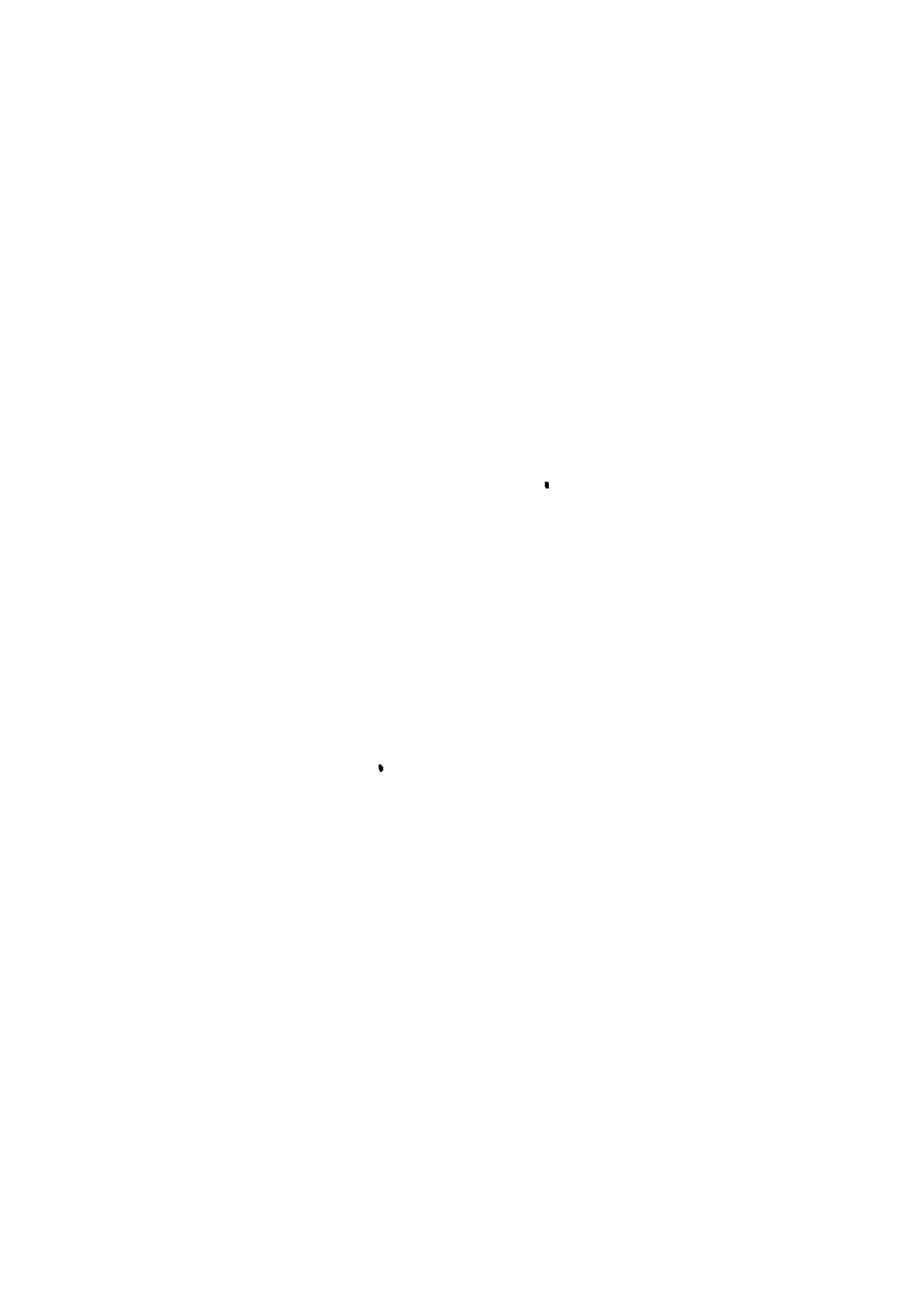
৫ম চিত্র—অধিক বয়সে মিস্ত্রিডিমা (৭৩ পৃষ্ঠা)



(ক)

(খ)

চিত্র-পরিচয় :—এই দুইটা চিত্র একই ব্যক্তির। এই ব্যক্তির থাইরয়েড্ গ্রন্থির অস্তঃরস কমিয়া যাওয়ায় সর্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠে। ইহার মুখমণ্ডল ফুলিয়া যেরূপ হইয়াছিল “ক” চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় ইহার দেহের ওজন ১১৬ পাউণ্ড হইয়াছিল। থাইরয়েড্ চিকিৎসায় ইহার সার্বাত্মিক ক্ষীতি এবং মুখমণ্ডলের ক্ষীতি অন্তর্হিত হইয়া রোগীর আকৃতি যেরূপ হইয়াছিল “খ” চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় ইহার দৈহিক ওজন কমিয়া ৭৩ পাউণ্ড হইয়াছিল।



লক্ষণ প্রকাশ পায়। বথা—মাংসপেশীতে বেদনা, শ্বাসশূল এবং কখন কখন শিরঃপীড়া হইতে দেখা যায়। রোগীর মাংসপেশীগুলি পুষ্টির অভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। রোগীর ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তি কমিয়া যায় এবং মানসিক জড়তা (mental torpor) উপস্থিত হয়।

(চ) ঋতু :-—রোগী স্ত্রীলোক হইলে ঋতু প্রায় অনিয়মিত হয় এবং কখন কখন অতিরিক্ত (menorrhagia) উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

অধিক বয়সে মিক্সিডিমা হইলে রোগীর শরীর বিরূপ অবস্থাপন্ন হয়, পঞ্চম চিত্রস্থ প্রতিকৃতি দুইটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

অধিক বয়সে মিক্সিডিমা রোগীর বিবরণ :-
ষষ্ঠ চিত্রস্থ রোগিণীর বয়ঃক্রম.২০ বৎসর। ইহার স্বন্ধে ও উরুদেশে মেদবৃদ্ধি এবং চক্ষুর ক্রতে গোমের অভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই রোগিণীর হস্তপদ শীতল এবং ইহার নাড়ীর গতি মিনিটে ৬০ বার মাত্র ছিল। রোগিণীর মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি খুব কম। স্ত্রীলোকটি গৃহ হইতে মধ্যে মধ্যে চলিয়া যাইত ; কিন্তু কেন যাইত, জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতে পারিত না। রাস্তার ধারের দোকান হইতে কয়েকবার কয়েকটা দ্রব্য তুলিয়া লওয়ায়, স্ত্রীলোকটি কয়েকবার পুলিশে চালান হইয়াছিল।

থাইরয়েড্ চিকিৎসা করার পর উক্ত স্ত্রীলোকটির অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল হইয়াছে।

অল্প বয়সে মিক্সিডিমা হইলে রোগীর অবস্থা বিরূপ হয়, ৭ম চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) শৈশবীয় মিক্সিডিমা আক্রান্ত বালিকার বিবরণ :-—বালিকাটি জনৈক ভদ্রলোকের কন্যা। এই কন্যাটি কয়েক দিনের মধ্যেই অস্বাভাবিক রকম মোটা হইয়া উঠে। কন্যার পিতা প্রথমে

ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কণ্ঠার গায়ে 'মাস' লাগিতেছে—কণ্ঠা দৃষ্ট পুষ্টি হইতেছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে এরূপ 'মোটা' হওয়ার, সকলের একটু সন্দেহ উপস্থিত হইল। মেয়েটির বয়স তখন সাত মাস মাত্র, পূর্বে তাহার কখনও কোন রোগ দেখা যায় নাই। ঐ সময় মেয়েটির শরীর কিরূপ অস্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, পর পৃষ্ঠাঙ্ক ৭ম প্রতিকৃতি দৃষ্টে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

উক্ত ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমি চিকিৎসা করিতাম; সুতরাং ঐ মেয়েটিকে আমি পূর্বেও দেখিয়াছিলাম। তাহার আকস্মিক 'মোটা' হওয়ার পর যখন আমার ডাক পড়িল, তখন গিয়া দেখিলাম—মেয়েটিকে আর চেনা যায় না। তাহার মুখ এমন ফুলিয়াছে যে, মুখের স্বাভাবিক যে রেখাগুলি ছিল, তাহা আর বুঝা যায় না। মুখ ভাবহীন বোকার মত। মেয়েটির মানসিক বুদ্ধিবৃত্তিও যেন পূর্বাপেক্ষা একটু জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, মনে হইল। তাহার নাক চওড়া এবং ঠোঁট দুইখানি স্থূল হইয়াছিল।

তাহার শরীরের ক্ষীণ স্থানগুলি টিপিয়া দেখিলাম যে, তাহা বসিয়া যায় না। কয়েকবার প্রেসার পরীক্ষা করিলামও, প্রেসাবে এল্‌বুমিন বা কাস্ট পাওয়া গেল না। প্রেসার বারে ও পরিমাণে স্বাভাবিকই ছিল।

চিকিৎসা :—এই বালিকাকে ১/২ গ্রেন মাত্রায় থাইরয়েড্ খাইতে দিয়া, আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গিয়াছিল। এই চিকিৎসায় তাহার দেহের ক্ষীণতা যেন যাহুমন্ত্রের জ্বায় বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং বালিকা পূর্বাৱস্থা প্রাপ্ত হইল।

ইহার এক বৎসর পরে, আর একবার ঐ বালিকা এরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেবারও থাইরয়েড্ ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

৬ষ্ঠ চিত্র—অধিক বয়সে মিক্সিডিয়া



(৭০ পৃষ্ঠা)

৭ম চিত্র—শৈশবীয় মিক্সিডিমা



(৭৪ পৃষ্ঠা)

৭৩—৭৪ পৃষ্ঠায় এই বালিকাটির পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসা সন্নিবেশিত
হইয়াছে।

এবার আরোগ্যের পর কিছুদিন যাবৎ থাইরয়েড্ ব্যবহার করান হইয়াছিল। বাতিকা এখন বেশ সুস্থ আছে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করাইলে বালিকা কালে বামনত্ব প্রাপ্ত হইত।

মিথ্রিডিয়ার চিকিৎসাঃ—দেহে থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব হইলে, সেই অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অন্য প্রাণীর (বিশেষতঃ, বানরের থাইরয়েড্ গ্রন্থি মানব দেহে কলম করিয়া (grafting) বসান হইয়াছিল, কিন্তু এই পরীক্ষা সফল হয় নাই। থাইরয়েড্ সেবনে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকার হয়।

বয়স্ক রোগীর থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবের ফলে মিথ্রিডিমা প্রকৃতি হইলে, প্রথমে খুব অল্প মাত্রায় থাইরয়েড্ খাইতে দেওয়া কর্তব্য। কারণ, রোগীর থাইরয়েড্ গ্রন্থি কতদূর অকর্মণ্য হইয়াছে ও কি পরিমাণে থাইরয়েড্ ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে, থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাব মোচন হইবে, তাহা বুঝা বড় কঠিন। যতটুকু দরকার, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাইরয়েড্ প্রয়োগ করিলে, বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা ; এজন্য সাবধানে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। আমরা সাধারণতঃ অর্ধ গ্রেণ শুষ্ক থাইরয়েড্ (desiccated thyroid 1/2 gr.) প্রথমে দিই ; তাহার পর দীরে দীরে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২ গ্রেণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকি।

থাইরয়েড্ প্রয়োগকালীন সাবধানতা :—ঔষধরূপে থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে রোগীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কারণ, অনেক সময় কিছুদিন থাইরয়েড্ প্রয়োগের পর, হয়ত হঠাৎ একদিন সাংগ্রাহিক বিষক্রমণ (Cumulative action) উপস্থিত হইতে পারে। থাইরয়েড্

প্রয়োগ কালে নিম্নলিখিত দুইটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যথা :—

(১) দেহের উত্তাপের প্রতি ;

(২) নাড়ীর (pulse) গতির প্রতি ;

যতদিন রোগী চিকিৎসাধীন থাকিবে, ততদিন প্রত্যহ অন্ততঃ ৩ বার করিয়া রোগীর দৈহিক উত্তাপ গ্রহণ করা কর্তব্য। শরীরের উত্তাপ $38^{\circ}5$ ডিগ্রির অধিক হইলে থাইরয়েড্ প্রয়োগ বন্ধ করা উচিত।

থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে প্রত্যহ অন্ততঃ একবারও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করা কর্তব্য। নাড়ীর স্বাভাবিক গতি মিনিটে ৭২ বার। কিন্তু থাইরয়েড্ প্রয়োগকালীন যদি নাড়ীর গতি ইহা অপেক্ষা মিনিটে ১৫ বার বা তাহার অধিক বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে কিছুদিনের অন্তর থাইরয়েড্ প্রয়োগ বন্ধ করা কর্তব্য।

যে সকল রোগীর নাড়ী (pulse) অনিয়মিত (irregular), রক্তের চাপ (blood pressure) কম এবং মাথাঘোরা ও অনিদ্রা বর্তমান থাকে, সেই সকল রোগীকে থাইরয়েডের সহিত “সুপ্রারেনাল্” প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। এতদর্থে নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবস্থেয় :

Re.

থাইরয়েড্ ডেসিকেটেড্ (শুষ্ক চূর্ণ) ... ১ গ্রেণ।

সুপ্রারেনাল্ ... ১/৪ গ্রেণ।

একত্রে এক মাত্রা। ক্যাপ্সুলের মধ্যে পুরিয়া সেব্য।

থাইরয়েড্ প্রয়োগকালে রোগীকে অহিফেন, মত্ত প্রকৃতি কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিতে নিষেধ করা কর্তব্য।

(২) জড়বামনত্ব বা ক্রেটিনিজম্

Cretinism.

যদি শিশু শৈশবাবস্থায় যথোচিত পরিমাণে থাইরয়েড্, অন্তঃরস না পায়, কিম্বা কোন কারণে তাহার থাইরয়েড্ গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায় ; তাহা হইলে শিশুর মানসিক শক্তির বিকাশ ও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি-স্থগিত হইয়া, শিশু জড়তাগ্রস্ত এবং ক্রমে বামনত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ অবস্থাকেই “জড়বামন” বা “ক্রেটিন” (Cretin) বলে। সাধারণতঃ যে সকল “গালা ক্লেপা” বামন দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবের ফল।

লক্ষণ :—শিশু বামনত্ব প্রাপ্ত হইলে, যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথাক্রমে তাহা কথিত হইতেছে।

(ক) আকৃতি :—রোগী বামন (খর্ব) এবং বয়সে শিশু হইলেও, তাহার আকৃতি বৃদ্ধের ঞায় হয়। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয় যে, তাহার বুদ্ধিগুণ কিছুই নাই। সর্কাস্ক ক্ষীত ভাবাপন্ন দেখায় ; হাত পা ছোট ছোট, পেটটা প্রকাণ্ড, ঠোঁট হুথানি পুরু এবং জিহ্বা বৃহদাকার। গাত্রচর্ম—বিশেষতঃ, কপালের চর্ম খাঁজযুক্ত লোল। মাথায় চুল কম এবং যেগুলি আছে, সেগুলি পাতলা ও কর্কশ।

(খ) দন্তোদগমে বিলম্ব হয়।

(গ) দেহের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম। গা ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ (cyanosed)।

(ঘ) নাকী স্রাব ও রক্তের চাপ (blood pressure) কম।

(ঙ) শিশু শীঘ্র দাঁড়াইতে সক্ষম চলিতে পারে না, অথবা অনেক বয়সে চলিতে শিখে।

(চ) বয়সের অনুপাতে মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি খুব কম।

(ছ) কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

(জ) রোগ কয়েক বৎসরের পুরাতন হইলে, কণ্ঠার উপরে চর্বি (supraclavicular pad of fat) জমে।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ

(১) রোগী :—পাঁচ বৎসর পূর্বে একটা দেড় বৎসরের শিশুকে দেখি। ছেলের তখনো বসিতে বা কথা কহিতে শিখে নাই এবং তাহার একটাও দাঁত উঠে নাই।

শিশুর আকৃতি দেখিয়া, তাহার আদৌ বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলিয়া মনে হইল না। মুখখানি ক্ষীতিভাবাপন্ন, নাক যেন বসিয়া গিয়াছে, কপালের চর্ম বৃদ্ধ ব্যক্তির গায় কোঁচকানো, চোখ অল্প ট্যারা। শিশুর মাথার আকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—উহা স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা (dolico-cephalic)। হাত দুইখানি ছোট ছোট ও মোটা; অঙ্গুলীগুলিও মোটা। মাথাব চুল খুব কম। শিশুর জিহ্বা মোটা, চওড়া ও বড় এবং সদাসর্বদা অল্প বাহির হইয়া থাকে।

শিশুর গায়ের জামা খুলিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, তাহার নাভিকুণ্ডের হার্নিয়া (umbilical hernia) আছে।

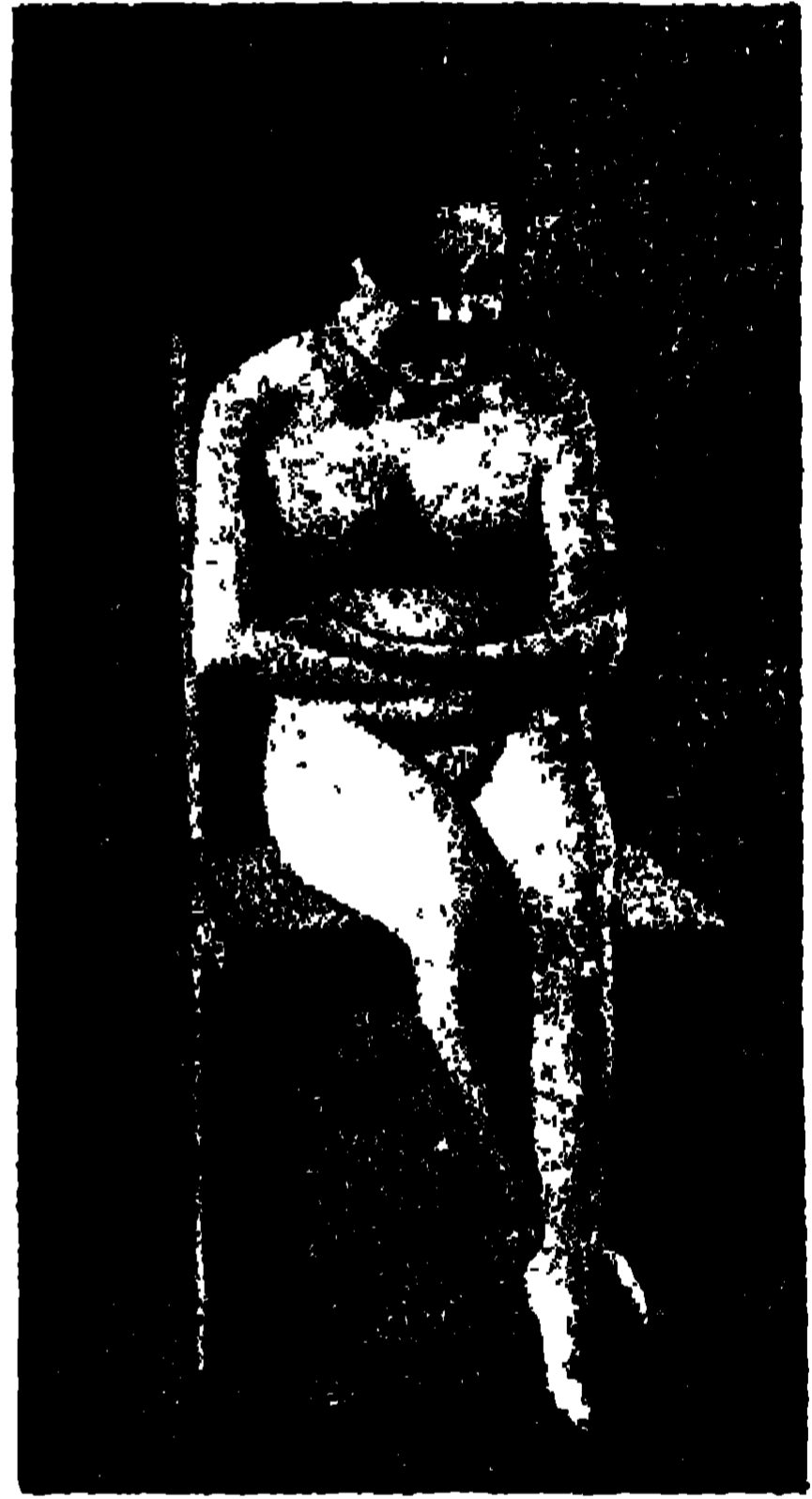
শিশুর আকৃতি ও লক্ষণসমূহ দেখিয়া “ক্রেটিন” (cretin) বলিয়া রোগনির্ণয় করিলাম।

চিকিৎসার কাল :—শিশুকে থাইরয়েড্ ব্যবস্থা করা হইল। তিন বৎসরব্যাপী থাইরয়েড্ দ্বারা চিকিৎসার ফলে, শিশু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সে চলিতে ও কথা কহিতে পারে। দাঁত

৮ম চিত্র—জড় বামন (ক্রেটিন-Cretin) স্ত্রীলোক



(ক)



(খ)

(৭২ পৃষ্ঠা)

৭৮ ও ৭৯ পৃষ্ঠায় ক্রেটিন স্ত্রীলোকের বিবরণ উল্লিখিত এবং উপরিস্থ
“ক” এবং “খ” চিত্রে উহাদের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

উঠিয়াছে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া থাকে না। নাভিকুণ্ডের হার্নিয়াও ভাল হইয়া গিয়াছে। প্রথম বৎসর চিকিৎসার বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই; তাহার পর হইতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে উন্নতি হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইহার রোগ শৈশবেই ধরা পড়িয়াছিল, অত্যাধা ইহাকে আজীবন 'গালা ক্যাপা' হইয়া, সংসারে সকলের গলগ্রহ ও অশান্তির কারণ হইয়া থাকিতে হইত। এই সকল রোগী প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করিলে দূরারোগ্য হইয়া থাকে।

(২) রোগিনী :- জনৈক স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক বামনত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা বিরূপ হয় পর পৃষ্ঠাস্থ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পর পৃষ্ঠার ৮ম চিত্রস্থ স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম ৩৩ বৎসর, কিন্তু বয়সানুসারে ইহার দেহের বৃদ্ধি আদৌ হয় নাই। বয়সে যুবতী হইলেও, আকার প্রকারে স্ত্রীলোকটি শিশুর স্থায়।

(৩) রোগী :- একদিন কলিকাতার পথের ধারে এক জড় বামন (cretin) ভিখারীকে দেখিয়াছিলাম। সে জাতিতে উড়িয়া এবং তাহার বয়স ৩১ বৎসর। এই লোকটি মাত্র দুই হাত লম্বা; দাঁড়াইতে পারে না, পথের ধারে যেখানে তাহাকে বসাইয়া দিয়া যায়, সে সেইখানে বসিয়া থাকে। তাহার মুখখানি ফুলা ও ভাবহীন। মাথার চুল কতকগুলি পাকিয়া গিয়াছে। দাড়ী ও গৌক সামান্য আছে। কণ্ঠের উপরিভাগে—চর্মনিম্নে চর্বি জমিয়াছে। হাত দুটি মোটা ও ছোট। পা দুটি বঁকা, পেট বড়। ইহারও মাথার আকৃতি লম্বা (dolico cephalic)।

লোকটির সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পরস্পর ও ধারার চাহিতে পারা ব্যতীত, অন্য কিছু বুঝিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না।

শৈশবে থাইরয়েড অস্বঃরসাত্ভাব ও ক্রেটিনিজমের চিকিৎসা

নানা কারণে শিশুদিগের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের অভাব হইতে পারে। শিশুকে যথাসময়ে চিকিৎসা করিলে, থাইরয়েড্ গ্রন্থির অস্বঃরসের অভাবজনিত জড়বুদ্ধি ষেরূপ সহজে আরোগ্য করা যায়, এরূপ অন্য কারণোদ্ভূত রোগে হয় না। ক্রেটিনের চিকিৎসা শৈশবে হওয়া প্রয়োজন ; অত্রথা বয়স বৃদ্ধি হইয়া গেলে, মস্তিষ্ক ও দেহের গঠন এরূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় যে, তখন আর চিকিৎসায় কোন সফল লাভের আশা থাকে না।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির অস্বঃরসাত্ভাবজনিত রোগে থাইরয়েড্ প্রয়োগে ষেরূপ উপকার পাওয়া যায় ; তাহা মত্যই অসাধারণ। যত শীঘ্র থাইরয়েড্ প্রয়োগ করা যায়, ততই অধিক উপকার হইয়া থাকে।

থাইরয়েডের প্রাথমিক মাত্রা :—বয়সানুসারে শিশুদিগকে, প্রথমতঃ নিম্নলিখিত মাত্রায় থাইরয়েড্ প্রয়োগ করা কর্তব্য। যথা :—

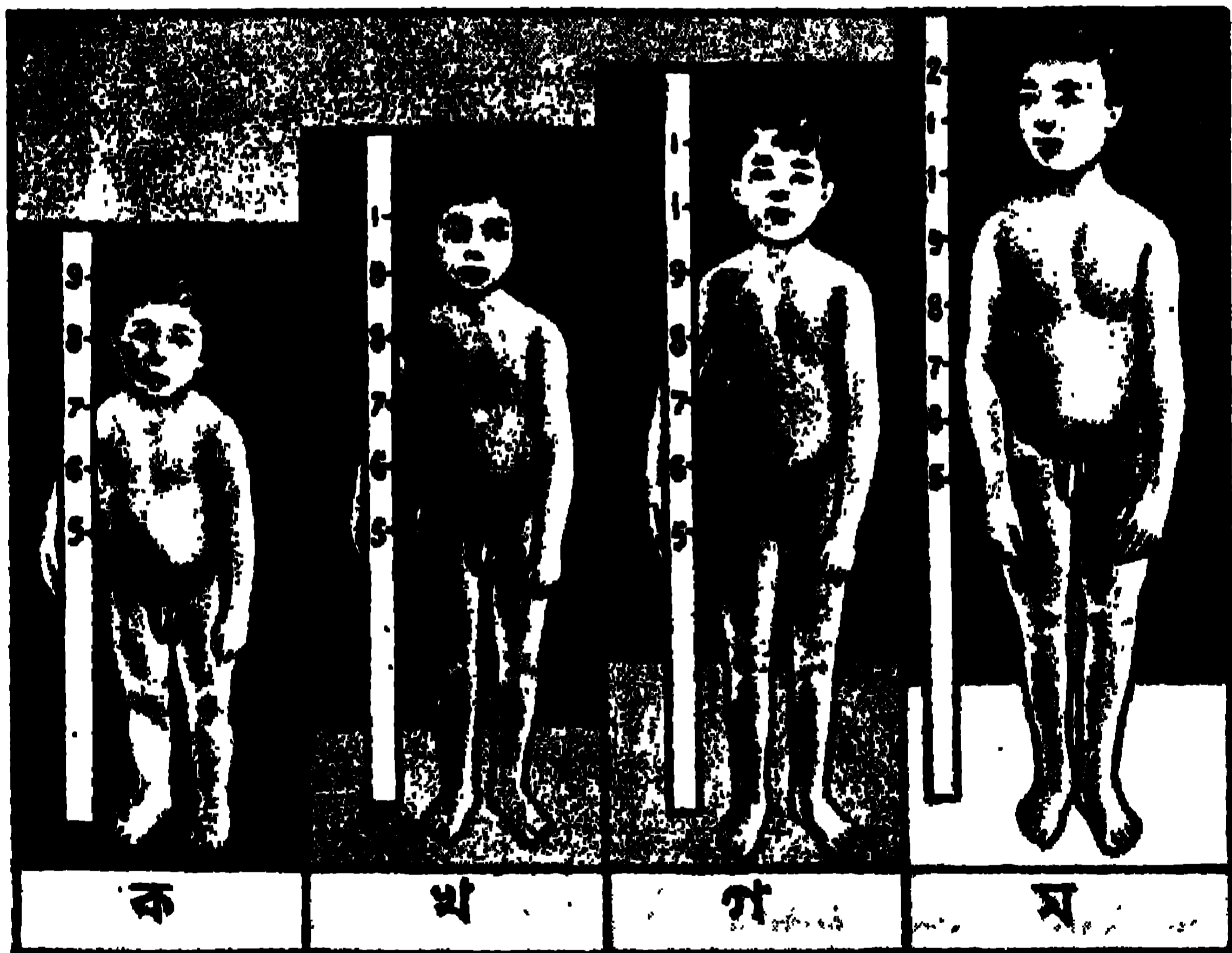
এক বৎসরের অনধিক শিশুর পক্ষে—প্রত্যহ $\frac{1}{8}$ গ্রেণ মাত্রায়।

এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত—প্রত্যহ $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায়।

অধিক বয়স্ক বালকবালিকাদের পক্ষে—প্রত্যহ ৩ গ্রেণ মাত্রায়।

প্রথমে এতরূপ অল্প মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। এইরূপে প্রত্যহ দেড় গ্রেণ ($1\frac{1}{2}$) পর্য্যন্ত দেওয়া চলে। অর্ধ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ সকালে, বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে, এই তিনবারে খাইতে দিবে। চিকিৎসাকালে শিশুর দেহের তাপ (temperature) ও হৃদপিণ্ডের গতির উপর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। উত্তাপবৃদ্ধি বা হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত হইলে, কিছুদিনের জন্ত থাইরয়েড্ প্রয়োগ বন্ধ রাখিতে হইবে।

৯ম চিত্র—জড়বুদ্ধি বামনের (Cretin) উপর
থাইরয়েড্, চিকিৎসার ফল



(৮১ পৃষ্ঠা)

উপরিস্থ ৯ম চিত্রে একটি বালকের চারিটা প্রতিকৃতি
প্রদর্শিত হইয়াছে। ৮১—৮২ পৃষ্ঠায় এই জড়বান (Cretin)
বালকের বিবরণ ও চিকিৎসার ফল বিবৃত হইয়াছে।

•

শিশুর দৈহিক ক্ষীতি কমিবার পরও, কিছুদিন যাবৎ থাইরয়েড্ ব্যবহার করা উচিত।

থাইরয়েডের সহিত আমরা অল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম্ প্রয়োগ করিয়া, অধিকাংশ স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। নিম্নলিখিতরূপে ইহা প্রয়োগ করা হয়। যথা :—

Re.

থাইরয়েড্ ডেসিকেটেড (শুষ্ক চূর্ণ) ... ১/৪ গ্রেণ।

ক্যালসিয়াম্ হাইপোফস্ফাইট্ ... ১/২ গ্রেণ।

একত্র একমাত্রা। একটা ক্যাপসুলে ভরিয়া অথবা মধুসহ খাইতে দিবে।

থাইরয়েড্ চিকিৎসার ফল :—যথানিয়মে থাইরয়েড্ চিকিৎসা করিতে পারিলে, অনেক স্থলে বামনত্ব (Cretinism) অপনোদিত হইতে পারে। একটা ১০½ বৎসর বয়স্ক বামন (cretin) বালকের উপর থাইরয়েড্ চিকিৎসা কিরূপ সফলপ্রদ হইয়াছিল, ৯ম চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

জড়বুদ্ধি বামনের (Cretin) উপর থাইরয়েড চিকিৎসার ফল

৯ম চিত্রে একটা বালকের চারিটা প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে (ক) চিত্রস্থ বালকটির বয়ঃক্রম ১০বৎসর ৬মাস, কিন্তু উহার দেহের উচ্চতা এই সময় মাত্র ৩৬½ ইঞ্চি ছিল। উহার এইরূপ আকৃতি দেখিয়াই বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, বালকটির থাইরয়েড্-অস্তঃরসের অভাববশতঃই, সে এইরূপ বামনত্ব (Cretinism) প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মুখের ভাব কিরূপ ভাববিহীন এবং জড়তাপূর্ণ, (ক) চিত্রস্থ মুখাকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

এই সময় হইতে বালকটিকে থাইরয়েড্ দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। একবৎসর এইরূপ চিকিৎসা করার পর, বালকটী যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল (খ) চিত্রে তাহার অবিকল প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় ইহার শরীর উচ্চতা ৪২½ ইঞ্চি হইয়াছিল এবং বালকটীর মুখের অস্বাভাবিক ভাবেরও কথঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল।

আরও ১বৎসর থাইরয়েড্ চিকিৎসার পর দেখা গেল যে, বালকটীর দৈহিক উচ্চতা ৪৬½ ইঞ্চি অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা ৪ ইঞ্চি বর্দ্ধিত হইয়াছে। দুই বৎসর চিকিৎসার পর বালকটী যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, (গ) চিত্রে তাহার অবিকল প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর আরও ২ বৎসর অর্থাৎ ৩ বৎসর থাইরয়েড্ দ্বারা চিকিৎসা করার পর, ১৩ বৎসর ৬মাস বয়সে বালকটীর দৈহিক উচ্চতা ৫০ ইঞ্চি হইতে দেখা গেল এবং ইহার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া, এরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইল যে, এক্ষণে তাহাকে আর জড়বামন (Cretin) বলিয়া চেনা যায় না। এই সময়ে বালকটী যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, (ঘ) চিত্রে তাহার অবিকল প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির আবাধিক্য

থাইরয়েড্ গ্রন্থির আবা হ্রাসপ্রাপ্ত বা উহার সম্পূর্ণ অভাব হইলে, শরীরের যে সকল পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহা বলা হইয়াছে। থাইরয়েড্ অস্তঃরমের অভাব বা অল্পতায় দেহের যেরূপ বিবিধ বিকৃতি

উপস্থিত হয়, উক্ত রসের অতিশ্রাব্যেও সেইরূপ নানা প্রকার বিকৃতি সংঘটিত এবং বিবিধ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। নিম্নে থাইরয়েড্, গ্রন্থির এই অতিশ্রাব্যের বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

থাইরয়েড্, হইতে অতিরিক্ত অম্লঃরস নিঃসরণের ফলঃ—দেহের কার্যের জন্ত যে পরিমাণে থাইরয়েড্, গ্রন্থির অম্লঃরস ও “থাইরক্সিন” প্রয়োজন, থাইরয়েড্, স্বভাবতঃ তাহার বেশী উৎপাদন করে না। কিন্তু থাইরয়েড্, রুগ্ন হইয়া যদি অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে উহা হইতে দেহের প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত পরিমাণে অম্লমুখী রস নিঃসরণ হইতে থাকে। থাইরয়েড্, গ্রন্থির অম্লমুখী রসের দ্বারা দেহের দহনকার্য সম্পন্ন হয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। থাইরয়েড্, গ্রন্থির অম্লঃরসই দেহমধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখণের চিতা জালাইয়া রাখিয়াছে। এই দহনক্রিয়ার জন্ত যতটুকু থাইরয়েড্, অম্লমুখী রস প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা যদি বেশী রস নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে দহনক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রম করে। এইরূপ অতিরিক্ত দহনক্রিয়ার ফলে, দেহের অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলিও যেমন দহন হয়; তেমনি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলিও দহন হইতে থাকে। এইরূপে দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন (ছানা জাতীয় পদার্থ), ফসফরাস ও অক্সিজেন অধিকাংশ হয় এবং রোগপ্রতিরোধের জন্ত দেহের যে সকল পদার্থ প্রয়োজন, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। ইহার ফলে, দেহের মধ্যে পোষণ (anabolism) অপেক্ষা দহনক্রিয়ার প্রাবল্য হয়। রেলের ইঞ্জিনের মধ্যে কয়লা যদি বেশী পোড়ে, তাহা হইলে ইঞ্জিন খুব বেশী গরম হইয়া উঠে এবং অধিক পরিমাণে বাষ্প (steam) উৎপন্ন হওয়ায়, উহার রেল জোরে টানিবার ক্ষমতা বাড়ে। শরীরের ভিতর দহনক্রিয়ার অতিবৃদ্ধির ফলে, দেহের উত্তাপ ও রক্তের তাপ

বৃদ্ধিত এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। অতি দহনের ফলে দেহে ক্যালসিয়াম কমিয়া যায়।

যে সকল কোষের মধ্যে ফস্ফরাস আছে, থাইরয়েড্ অস্তুমুখী রসের ক্রিয়া তাহাদের উপরই অধিকতররূপে প্রকাশ পায়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুলির মধ্যে ফস্ফরাসের পরিমাণ অধিক; এজন্য থাইরয়েডের অতিশয় রোগে, ইহারাই বেশী অভিভূত হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর উপর এই প্রকার ক্রিয়ার ফলে, রোগীর অস্থিরভাব ও হস্তপদের কম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে।

যদি কোন কারণে থাইরয়েড্ হইতে অত্যধিক পরিমাণে অস্তুমুখী রস নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে রোগীর ভীতিবিহ্বল আকৃতি, বিক্ষারিত চক্ষুদয়, হৃদপিণ্ড ও নাড়ীর দ্রুতগতি প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। থাইরয়েড্ গ্রন্থির আকারও বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, তাহাকে “বিক্ষারিত চক্ষুবিশিষ্ট গলগাণ্ডু” অর্থাৎ “এক্সফথ্যালমিক গয়টার” (Exophthalmic Goitre) বলে।

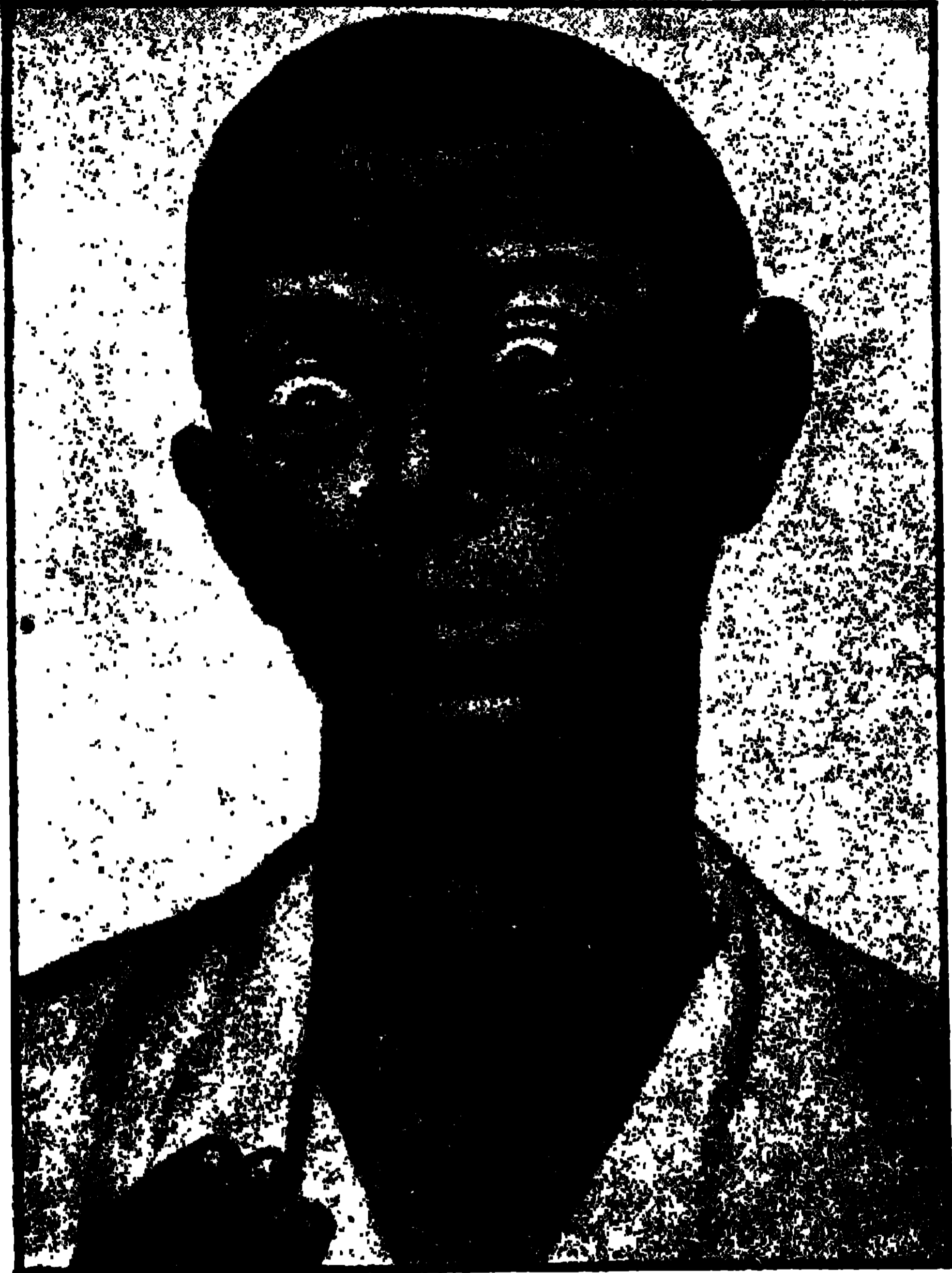
এক্সফথ্যালমিক গয়টারে রোগীর মুখাকৃতি কিরূপ হয়, ১০ম ও ১১শ চিত্রে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এক্সফথ্যালমিক গয়টার

পূর্ববর্তী কারণ (Predisposing Causes) :— নিম্নলিখিত কয়েকটা কারণ এক্সফথ্যালমিক গয়টার পীড়ার পূর্ববর্তী কারণমধ্যে পরিগণিত হয়। যথা :—

(১) বংশগত রোগ :—যে বংশে হিষ্টিরিয়া, যুগী, হাঁপানি, আধকপালে মাথাধরা প্রভৃতি রোগ থাকে, সেই বংশেই এই রোগ বেশী দেখা যায়।

১০ম চিত্র—এক্সফ্যাণ্ডালমিক গয়টার



(৮৪ পৃষ্ঠা)

থাইরয়েড্, গ্রন্থির অন্তঃরস নিঃসরণাধিক্য বশতঃ ভীতিবিহ্বল মুখাকৃতি এবং বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় হেতু রোগীর মুখের ভাব যেরূপ হয়, উপরিস্থ ১০ম চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ৮৩—৮৬ পৃষ্ঠায় এক্সফ্যাণ্ডালমিক গয়টারের • বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

১১শ (ক) চিত্র—এক্সফ্‌থ্যালমিক গ্লুকোজ
(১১শ চিত্রস্থ রোগিণীর দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো)



১১শ চিত্র—এক্সফ্যালমিক গয়টার



(৮৪ পৃষ্ঠা)

৯৫—৯৭ পৃষ্ঠায় এই রোগিণীর বিবরণ ও চিকিৎসার ফল উল্লিখিত হইয়াছে। এই রোগিণীর দণ্ডায়মান অবস্থার প্রতিকৃতি অপর পৃষ্ঠে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) অত্যধিক চিন্তা, ভয় বা আতঙ্ক :—ইহার ফলেও এই পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে ।

(৩) সংক্রামক রোগ :—এই সকল রোগীর অনেক সময় বাত, উদরাময়, টন্সিলের রোগ, গলফুত (sore throat) প্রভৃতির ইতিহাস পাওয়া যায় । আমার একটা রোগীর দন্তমাড়ীতে পুঁষ (pyorrhoea) পড়িত ।

লক্ষণ :—থাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের আবাধিক্যজনিত একক্‌থ্যাঙ্কমিক গয়টার রোগে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইতে দেখা যায় । যথা :—

(:) হৃদপিণ্ড ও রক্ত সঞ্চালন সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলী :—

(ক) বুক ধড়্ ফড়্ করা বা হৃদস্পন্দনাধিক্য (palpitation) :—থাইরয়েড্ অন্তঃরসের অতিশ্রাবের ফলে শ্বায়র যে উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । হৃদপিণ্ডে এক প্রকার সহানুভূতিক শ্বায়ু (sympathetic nerve) আছে—যাহা উত্তেজিত হইলে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় । থাইরয়েডের অতিশ্রাব রোগে এই শ্বায়ু (accelerator) উত্তেজিত হয় এবং তাহার ফলে হৃদপিণ্ড অতি দ্রুতবেগে চলে । এইজন্যই এই রোগে রোগীর বুকের ভিতর ধড়্ ফড়্ করে ।

(খ) নাড়ী :—রোগীর নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হয় ।

(২) শ্বায়বিক গোলযোগ (nervous disturbances) :—

রোগীর মুখ দেখিলে মনে হয়, যেন সে ভয় পাইয়াছে । রোগীর মুখ শ্বান ও স্বভাব রক্ষ হইয়া যায় । হাত পা কাঁপে ।

(৩) শ্বাসকষ্ট :—পীড়ার প্রকোপ বেশী হইলে, রোগীর ঘন ঘন হাঁফ লাগে, এবং যেন দম বন্ধ হইবার মত হয়। ইহা কুস্কুসের স্নায়ুর উত্তেজনার ফল।

(৪) পাকশয়ের গোলযোগ :—বমন ও উদরাময় হইতে পারে।

(৫) বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় :—কেহ ভয় পাইলে যেমন ভাবে চাহিয়া থাকে, থাইরয়েড্‌ রসের অতিশ্রাবে রোগীর চাহনিও সেইরূপ হয়। মনে হয়—যেন চক্ষুগোলক দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এই জন্মই এই রোগের নাম হইয়াছে—“এক্সফ্‌থ্যালমিক গয়টার” (Exophthalmic Goitre)।

(৬) দৈহিক উত্তাপ :—রোগীর দেহের তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৭) সাধারণ স্বাস্থ্য :—অতিরিক্ত দহনের ফলে রোগীর দেহ ক্ষয় পাইতে থাকে। দেহের ওজন কমিয়া যায়।

(৮) থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির আকার :—এই রোগে থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির আকার বৃদ্ধিত হয়। থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির আকার বৃদ্ধিত হইলে, রোগীর গলদেশের আকৃতি কিরূপ হয়, ১২শ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।

সাধারণ গয়টার (Goitre)

রোগ নির্ণায়ক লক্ষণসমূহ :—নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দ্বারা থাইরয়েডের অতিশ্রাব নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই রোগনির্ণায়ক লক্ষণগুলি নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া বলা যাইতেছে।
যথা :—

১২শ চিত্র—সাধারণ গয়টার (Goitre)



(৮৬ পৃষ্ঠা)

সাধারণ গয়টারে (গলগণ্ড) থাইরয়েড্ গ্রন্থির আকার বন্ধিত হইয়া রোগীর গলদেশের আকৃতি যেরূপ হয়, উপরিস্থ ১২শ চিত্রে তাহার প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১) শ্রুত লক্ষণাবলী :—এইরোগে রোগীর নিকট হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণ কয়েকটি শ্রুত হওয়া যায় ।

(ক) বুক ধড়্ ফড়্ করে ।

(খ) হাত পা কাঁপে ।

(গ) জ্বর হয় ।

(২) দৃশ্যমান ও পরীক্ষণীয় লক্ষণাবলী :—বাহ্যিক দৃশ্যে এবং পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহ দেখা যায় ।

(ক) রোগীর মুখাকৃতি ভীতিব্যঞ্জক অর্থাৎ ভয় পাইলে মুখের ভাব যেরূপ হয়, রোগীর মুখের ভাব সেইরূপ হইতে দেখা যায় ।

(খ) নাড়ীর গতি দ্রুত হয় ।

(গ) রোগীর গলার সম্মুখ ভাগ পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, থাইরয়েড্ গ্রন্থি বড় হইয়াছে । ইহা খুব বেশী বড় হইলে, পরীক্ষা না করিয়াও, বাতির হইতে দেখিয়াও বুঝা যায় ।

(৩) চক্ষু সঞ্চরীয় বিশিষ্ট লক্ষণাবলী :—এই রোগের চক্ষু সঞ্চরীয় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় ।
যথা :—

(ক) বিস্ফারিত বহিমুখী চক্ষু :—রোগীর চক্ষুগোলক যেন বাহির হইয়া আসিতেছে, দেখা যায় । (১০ম চিত্র দ্রষ্টব্য)

(খ) চক্ষুপল্লব ও অক্ষিগোলকের মধ্য অসহযোগ (Graefe's sign) :—আমরা উপরদিকে কোন জিনিস দেখিতে দেখিতে যদি হঠাৎ নীচের দিকে চাহি, তাহা হইলে চক্ষুগোলক নিম্নাভিমুখী

হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের উপর পাতার নিম্নপ্রান্ত (lower margin of the upper eye-lid) নীচের দিকে নামিয়া আসে। থাইরয়েড্-অস্তঃরসের পরিমাণ যাহাদের বেশী হয়, তাহাদের কিন্তু এরূপ হয় না। এরূপ অবস্থায় রোগী যখন নীচের দিকে চাহে, তখন তাহার চক্ষুগোলক নিম্নাভিমুখী হয় বটে, কিন্তু চোখের পাতা নামে না। চোখের পাতার মাংসপেশী শক্ত হইয়া যাওয়ায় এইরূপ হয়।

(গ) চক্ষু মিটমিটির অভাব (Stellwag's Sign—
ষ্টেল্‌ওয়াগের লক্ষণ):—সাধারণ লোকের চক্ষের পাতা মধ্যে মধ্যে আপনা আপনি বন্ধ (blinking) হয়। থাইরয়েড্-রসের অতিশ্রাব হইলে, রোগী কিন্তু সেরূপ চোখ মিটমিট করে না।

(ঘ) উভয় চক্ষের মধ্যে অসহযোগ (Moebiu's Sign—
মিবিয়াসের লক্ষণ):—চোখের সম্মুখে—ঠিক মধ্যভাগে, যদি কোন জিনিষ রাখিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দুইটা চক্ষুগোলক অস্তমুখী হইয়া একযোগে সেই জিনিষটিকে দেখে। এইরূপে দুইটা চক্ষু মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করে। কিন্তু যে রোগীর থাইরয়েড্ হইতে অতিশ্রাব হয়, তাহার দুই চক্ষু এরূপ মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারে না। ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা সহজেই ধরা যায়।

রোগীকে প্রথমতঃ একটা ঘরের দেওয়ালের দিকে চাহিতে বলিয়া, তাহার পর হঠাৎ তাহাকে তাহার নিজের নাসিকার অগ্রভাগের দিকে চাহিতে আদেশ করিবে। রোগী আদেশ মত স্বীয় নাসাগ্রভাগের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিবে। এই সময় তাহার চক্ষের তারা দুইটির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রোগীর একটা চক্ষের দৃষ্টি নাসাগ্রভাগের দিকে নিবন্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু অন্য চোখটা তখনও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

(ঙ) চক্ষুপল্লবের, স্পন্দন (Abadie's Sign—
এবাডির লক্ষণ) :—রোগীর চোখের পাতা নাচিতে থাকে ।

উল্লিখিত রোগ-নির্গায়ক লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে; সহজেই এই পীড়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। আশ্চর্যের বিষয়—রোগনির্গায়ক স্পষ্ট লক্ষণনমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, অনেক বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসককেও রোগনির্গয়ে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইতে দেখা যায়। নিম্নে একটী রোগীর বিবরণ উল্লিখিত হইল। পাঠকগণ দেখিবেন—ভ্রান্ত রোগনির্গয়ের ফলে রোগিনীর জীবন কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল।

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ

একটী ভদ্রমহিলা প্রসবের পর হইতে জ্বর ভুগিতেছিলেন। প্রথমে “সূতিকাজ্বর” বলিয়া চিকিৎসা হইয়াছিল। কিন্তু প্রসবের পর ৪।৫ মাস চলিয়া গেলেও, জ্বর আর কমিল না। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সামান্য জ্বর হইত এবং সকালে ছাড়িয়া যাইত।

রোগিনীর প্রসবের পর কোন দিন তলপেটে বেদনা হয় নাই, ঘোনি হইতে কোনরূপ শ্রাব নিঃসরণও বর্তমান ছিল না এবং জ্বরায়ুও যথাসময়ে পূর্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূত্রাং প্রসবাস্তিক সংক্রমণ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না।

কলিকাতার সকল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকই এই রোগিনীকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই সঠিকরূপে রোগনির্গয় করিতে পারেন নাই। সকলেই পীড়া “যক্ষ্মা” বলিয়া আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। রোগিনীর “যখন জ্বর হইতেছে এবং দেহও যখন খুব শীর্ণ হইয়াছে, তখন “যক্ষ্মা” হওয়াই সম্ভব” বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু ফুস্ফুস বা অন্ত কোথায়ও ক্ষয়:রাগের কোন চিহ্ন কেহ পান নাই। আশ্চর্যের বিষয়—এরূপ অবস্থাতেও “যক্ষ্মা” রোগ বলিয়াই তাঁহারা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

চিকিৎসকগণের অভিমত—“যক্ষ্মারোগের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় ফুস্ফুসে কিছু বুঝা যায় না”। যাহা হউক, তারপর সর্বসম্মতিক্রমে রোগিণীকে সোডিয়াম মল্‌য়েট ইঞ্জেকশন করা হইতে লাগিল এবং ২।৩টা টিউবারকিউলিনও ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রোগিণীর অবস্থার কোন হিতপরিবর্তন হইল না। তখন তাহাকে ডাক্তারী মতে গঙ্গাযাত্রা অর্থাৎ বায়ু পরিবর্তনের জন্য পুরীতে পাঠান হইল। সেখানে তিন মাস থাকিয়াও জ্বর কমিল না। সেখানে রোগিণীর বুকের ভিতর সর্বদা ধড়্‌ফড়্‌ করিত। এই অবস্থায় তাহাকে আবার কলিকাতায় ফিরাইয়া আনা হইল এবং পূর্বে চিকিৎসকগণকে দেখান হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও রোগ “যক্ষ্মা” বলিয়াই স্থির রহিল এবং আরো কিছু বেশী দিন বাহিরে রাখিতে সকলেই উপদেশ দিলেন।

রোগিণীর পিত্রালয়ে আমি চিকিৎসা করিতাম। সেই সূত্রে একদিন রোগিণীকে আমায় দেখান হইল। রোগিণীর মুখের ভাব প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; হঠাৎ ভয় পাইলে লোকের মুখ চোখ যেমন হয়, রোগিণীর মুখের ভাবও ঠিক তদ্রূপ দৃষ্ট হইল। দেখিলাম—রোগিণীর চক্ষু দুইটা যেন বাহির হইয়া আসিতেছে। গলার সম্মুখভাগ যেন একটু উচ্চ বলিয়া মনে হওয়ায়, হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া বুঝিলাম—থাইরয়েড্‌ বেশ বড় হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, রোগিণীর বুকের ভিতর প্রায়ই ধড়্‌ফড়্‌ করে এবং হাত পা কাঁপে। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—উহার গতি অত্যন্ত দ্রুত। চক্ষু প্রভৃতি পরীক্ষার পর, রোগ যে “এক্সফ্‌থ্যালমিক গয়টার” এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কাহারও ইহা সন্দেহ হয় নাই। পূর্বে রোগ ধরা পড়িলে এতদূর বাড়িতে পাইত না।

স্রীলোকদের গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ থাইরয়েড্‌ বড় হয়। এ ক্ষেত্রে

থাইরয়েড্ ক্রম হইয়া যাওয়ায় এবং প্রসবের পর পুনরায় উহা ছোট না হইয়া আকারে বড় হইয়াই চলিয়াছিল।

আমি উক্ত রোগিনীকে ব্রোমাইড্ মিক্চার এবং প্যারাথাইরয়েড্ ও পিটুইটারি একত্রে খাইতে দিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই রোগিনীর জ্বর চলিয়া গেল এবং বুকের ধড়্ ফড়ানি নিবৃত্তি হইল। রোগিনী আরোগ্যলাভ করিলেন।

থাইরয়েড্ গ্রন্থির অ্রাবাধিক্য চিকিৎসা

(ক) সাধারণ চিকিৎসা :- রোগীকে শয্যা শয়ন করাইয়া রাখিবে, চলিয়া বেড়াইতে দিবে না। রোগীর মন ষতদূর সম্ভব শান্তিতে রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং কোনরূপ ভাবনা চিন্তা যাহাতে মনে না আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) পথ্য :- পথ্যার্থ রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য দিবে। ভাত, লুচি, রুটি, মাছ, দুধ, ঘি, শাকসজ্জি, ফলমূল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। কেবল মাংস দিবে না।

(গ) রোগের মূল কারণ দূরীকরণ :- রোগের মূল কারণ অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং সম্ভব হইলে তাহা দূর করিবে। রোগীর যদি টনসিলের রোগ, গলক্ষত, দন্ত মাড়িতে পুঁষ, উদরাময় প্রভৃতি থাকে, সর্বাগ্রে এই গুলির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

(১) স্নায়বিক উত্তেজনার চিকিৎসা :- নিম্নলিখিত রূপে রোগীর স্নায়বিক উত্তেজনার চিকিৎসা করা যায়। যথা :-

(ক) ঔষধীয় চিকিৎসা :- এই রোগে স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে, বুক ধড়্ ফড়্ করে, হাত পা কাঁপে এবং মানসিক অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। বুক ধড়্ ফড়্ করিলে রোগী বড় ভয় পায়। এই

উদ্বেজনা নিবারণ করিবার জন্ত ব্রোমাইড্ দেওয়া আবশ্যিক। অনেকে কুইনাইন হাইড্রোব্রোমেট (নিউট্রাল) পছন্দ করেন। ইহা ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ আহারের পর সেবন করিতে দিতে হয়। আমি সোডিয়াম ব্রোমাইড্ ৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিতে দিয়া সফল পাইয়াছি।

বেলেডোনা ব্যবহারেও উপকার হয়। সোডিয়াম ব্রোমাইড্ ও বেলেডোনা একত্রে দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিতরূপে ব্যবস্থেয়।

Re.

সোডিয়াম ব্রোমাইড্	...	৫ গ্রেণ।
টীংচার বেলেডোনা	...	৫ মিনিম।
সিরাপ রোজ	...	১/২ ড্রাম।
একোয় মেন্থপিপ্	...	এড্ ১ আউন্স।

একত্র মিশাইয়া একমাত্রা। প্রত্যহ এইরূপ ৩ মাত্রা সেব্য।

বলকারক ঔষধ :—থাইরয়েডের অতিশ্রাব হেতু অতি দহনে দেহের ফস্ফরাস নষ্ট হইয়া যায় ; এজন্য এই ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ফস্ফরাসঘটিত ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। এতদর্থে গ্লিসারোকফস্ফেট বিশেষ উপযোগী। সিরাপ ব্রাক্সী এট্ গ্লিসারোকফস্ফেট কম্পাউণ্ড বেশ ভাল ঔষধ—ইহাতে অক্সিজেন, ব্রাক্সী, ভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ গ্লিসারোকফস্ফেট প্রভৃতি স্নায়ুপরিপোষক ও বলকারক ঔষধ আছে। ইহাতে ট্রীকনাইন না থাকায় ইহা এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী। ইহা এক হইতে দুই চা-চামচ মাত্রায় প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিতে দিলে বিশেষ সফল হয়।

বিশেষ চিকিৎসা (Specific Treatment) :—নিম্ন লিখিত কয়েক প্রকার চিকিৎসাকে বিশেষ চিকিৎসা বলা যায়। যথা :—

(১) থাইরাম্ গ্রন্থি প্রয়োগ :—অতিক্রিয়া থাইরয়েডের

ক্ষমতা দমন করিতে পারে, এরূপ শক্তিশালী অণু কোন অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। থাইমাস্ গ্রন্থি থাইরয়েড্কে দমন করিতে পারে। এজন্ম থাইরয়েড্ বড় হইলে ১ গ্রেণ মাত্রায় শুষ্ক থাইমাস্ গ্রন্থি রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। থাইমাসের সহিত পিটুইটারি দিলে অধিকতর সফল পাওয়া যায়। নিম্নলিখিতরূপে ব্যবস্থেয়।

Re.

শুষ্ক থাইমাস	১ গ্রেণ।
শুষ্ক পিটুইটারি (এন্টায়ার)	১/২ গ্রেণ।

একত্রে একমাত্রা। এইরূপ প্রত্যেক মাত্রা ঔষধ একটা ক্যাপসুলে ভর্তী করিয়া, একটা করিয়া ক্যাপসুল আহারের দুই ঘণ্টা পরে সেব্য।

কখন কখনও এই সঙ্গে থাইমাসও বড় হইতে দেখা যায়। রোগীর থাইমাস্ যদি বড় হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য সেই রোগীকে কখনও থাইমাস্ খাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে।

(২) এন্টি-এক্সফথ্যাল্মিক্ সিরাম প্রয়োগ (Anti-exophthalmic Serum) :—এই সিরাম ৩ প্রকারের পাওয়া যায়! যথা :—

(ক) মোবিয়াসের সিরাম্ (Mobius Serum) :—

ভেড়ার থাইরয়েড্ কাটিয়া বাদ দিবার কিছুদিন পরে সেই ভেড়ার রক্তের জলীয়াংশ (সিরাম্) ব্যবহার করা হয়। ইহার অপর নাম “এন্টি-থাইরয়েডিন্” (Anti-thyroidin)। ইহা ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া অন্ন দুধ বা সিরামের সহিত রোগীকে খাইতে দিতে হয়। পনের দিন ব্যবহারের পর কয়েকদিন ঔষধ বন্ধ

রাখা উচিত। ফল পাইলে আরও ১৫ দিন পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। এই সিরামের মাত্রা অধিক বৃদ্ধি করা কর্তব্য নহে।

(খ) থাইরয়েডেক্টিন্ (Thyroidectin) :—ইহাও পূর্কোক্ত সিরামের স্তায় ভেড়ার থাইরয়েড্ বাদ দিবার কয়েকদিন পরে উহার সিরাম হইতে প্রস্তুত হয়। পার্থক্য এই যে, মোবিয়াসের সিরামে পুরা সিরামটী ব্যবহৃত হয়; আর “থাইরয়েডেক্টিন্” ঐ সিরাম হইতে প্রস্তুত এক প্রকার ব্রাউন্ রঙের গুড়া পদার্থ। ইহা ৫ গ্রেণ. মাত্রায় ক্যাপ্‌সুলের ভিতর ভর্তী করিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। ব্যবহার-প্রণালী মোবিয়াসের সিরামের অনুরূপ।

(গ) বিবের থাইরোলাইটিক্ সিরাম (Beebe's Thyrolytic Serum) :—নিম্নলিখিতরূপে ইহা প্রস্তুত হয়।
যথা ;—

থাইরয়েড্ রসের বীৰ্য্য পদার্থ (active principle) লইয়া কিছুদিন ধরিয়া একটী খরগোসকে ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়। ইহার ফলে কিছুদিন পরে ঐ খরগোসের রক্তে এমন একটী পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে—যাহা থাইরয়েড্ অন্তঃরসকে নির্বীৰ্য্য করিতে সক্ষম। সাধারণতঃ জীবাণু হইতে ষেভাবে সিরাম প্রস্তুত হয়, ইহাও সেই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ১ সি, সি, মাত্রায় ইঞ্জেকসন দেওয়া হয় এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই একই মাত্রায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই সিরাম ব্যবহারে অনেকে সফল পাইয়াছেন; কিন্তু ইহা পাওয়াই দুর্ঘট।

(ঘ) থাইরয়েড্ গ্রন্থি উচ্ছেদ :—যখন সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হয় এবং থাইরয়েড্ গ্রন্থির আকার অতিশয় বর্ধিত হওয়ার; রোগীর শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে, তখন থাইরয়েড্ গ্রন্থি উচ্ছেদ করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা হইতে পারে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেনারেল হস্পিট্যালের ভূতপূর্ব হাউস সার্জেন, বর্তমান নেত্রোকোনা হস্পিট্যালের এসিষ্ট্যান্ট সার্জেন ডাঃ এ, কে, এম আব্দুল ওয়াহেদ B.Sc.M.B. মহাশয় এক্সফ্‌থ্যালমিক গয়টার আক্রান্ত একটা রোগীর বিবরণ চিকিৎসা-প্রকাশের ১০ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই রোগীর বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। (১১শ চিত্র দ্রষ্টব্য)

১১শ চিত্রে একটা এক্সফ্‌থ্যালমিক গয়টারগ্রন্থ রোগিনীর দুইটা প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। রোগিনী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া য্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকা। গত দুই বৎসর হইতে উহার রোগচিহ্নসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমে ইহার গলদেশে ক্ষীতি পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমশঃ চক্ষুর বহিরাগমন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রোগিনীর বর্ণনা অনুসারে তাহার দেহ পূর্বাপেক্ষা কৃশ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বোগিনী নিজে কখনও হৃদকম্প বা চক্ষুর কোন অস্বস্থি লক্ষ্য করে নাই। রোগিনী হিমালয়ের ক্যালিম্পঙ্গ সগরের স্কুলের ছাত্রী। তাহার বংশে কাহারও এইরূপ ব্যাধি কখনও হয় নাই। গত দুই বৎসর ধরিয়া রোগিনীর বন্ধিত থাইরয়েড্ গ্রন্থির উপর অয়োডেজ প্রয়োগ ও উহাতে সূর্যরশ্মি প্রয়োগ (helio therapy), কড্‌লিভার অয়েল সেবন ইত্যাদি বিভিন্ন চিকিৎসা করা সত্ত্বেও তাহার বিশেষ উপকার হয় নাই।

রোগী প্রায় একমাস কাল আমাদের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছে। বন্ধিতায়তন থাইরয়েড্ গ্রন্থি বর্তমানে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহার চক্ষুগোলকটির অনেকটা বহিরাগমন করিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা অত্যধিক স্পষ্ট নহে। পার্শ্ব হইতে রোগীর জ্রুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, চক্ষুর গোলকের বহিরাগমন সহজে বুঝা যায়। চক্ষুর 'বিস্ফারিত দৃষ্টি অত্যধিক পরিষ্কট না হইলেও, উহা যে বিস্তৃত আছে, তাহা রোগীর দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারা যায়। রোগিনীর গলদেশ ও

বগলের গ্রন্থি সমূহ কথঞ্চিৎ বড় বলিয়া অনুভূত হয়। হৃৎপিণ্ডে কোন শাস্মার ধ্বনি নাই; কিন্তু হৃৎপিণ্ড-ধ্বনি সম্বন্ধে শ্রুত হইয়া থাকে। নাড়ির গতি সমান নহে; উহার গতি অতি ঘন ঘন পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যখন রোগের অবস্থা শক্ল ছিল, তখন নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১৪৮ বার হইতে দেখা গিয়াছিল।

এই রোগিনীকে প্রথমে শয্যাশায়ী রাখা হইয়াছিল; পরে ধীরে ধীরে চলিতে দেওয়া হয়। দিবসে তিনবার করিয়া ২ ফোঁটা লিগউল সলিউশন, ১ ড্রাম জলের সহিত সেবন করিতে দেওয়া হইত। ইহার বেসাল মেটাবলিজম সাধারণ অপেক্ষা দেড় গুণ অধিক এবং রোগের শক্লাবস্থার প্রায় দ্বিগুণ অধিক হইয়াছিল। চিকিৎসার ফলে রোগিনীর অবস্থায় উন্নতি হইতেছিল; এমন সময়ে তাহার তরুণ টনসিলের প্রদাহ হয় বলিয়া—তাহার সাধারণ অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সময় ইহার থাইরয়েড পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধিতায়তন হয় এবং বেসাল মেটাবলিজমের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু টনসিলাইটিস আরোগ্য হইবার পরে রোগীর সার্কাঙ্গীন উপকার হইয়াছিল।

যে সময় টনসিলাইটিস হইয়াছিল, সেই সময় ব্যতীত তাহার জ্বর হয় নাই। বর্তমানে নাড়ীর গতি ৮০ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চেহারায় ক্লান্ততা ঘটে নাই। ওজন প্রায় সমান আছে। রোগিনীতে এক্স-রে প্রয়োগ করা হয় নাই; ইহাতে চিকিৎসার অঙ্গহানী হইয়াছে সত্য;

এই রোগিনী যে অপেক্ষাকৃত মৃদু আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। একাদশ বর্ষ বয়সের সময় বালিকাটির রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এত কম বয়সে এই রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত অসাধারণ। বর্তমানে চিকিৎসার ফলে রোগের অনেকটা সাধারণ উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাহার চক্ষুর বিক্ষারিত দৃষ্টিপাত প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে। গয়টারের আকারের কতকটা হ্রাস হইয়াছে।

রোগিণীর দণ্ডায়মান অবস্থায় যে ছবি লওয়া হইয়াছে, (১১শ চিত্রস্থ দক্ষিণ পার্শ্বের দণ্ডায়মান চিত্র দ্রষ্টব্য) ঐ ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, রোগিণী ঘরের মেঝের দিকে মুখ নীচু করিয়া এবং কপালের মাংসপেশী সঙ্কুচিত না করিয়া, শুধু চক্ষুগোলক ঘুরাইয়া ছাদ দেখিতে পাইতেছে।

ছই বৎসর কাল রোগিণী সমভাবেই ছিল ; ইদানীং বাহ্য দৃষ্টিতে তাহার অবস্থার স্বল্প উন্নতি সাধিত হইলেও, তাহার সাধারণ অবস্থার— বিশেষতঃ, হৃদপিণ্ডের অবস্থার চিকিৎসার দ্বারা অনেক হিত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনেক স্থলে সাংঘাতিক আক্রমণে অনেক রোগী ছই বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; কিন্তু এই রোগিণীর কোন দ্রুত অবনতি বা কোন কুলক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই। অসম্পূর্ণ চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগিণী বেসাল মেটাবলিজম ও নাড়ীৰ অবস্থার আশাজনক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া, ক্রমশঃ বোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারিবে বলিয়া, মনে করা যাইতেছে। রোগিণী এখনও চিকিৎসাধীন আছে।

প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি—Parathyroid.

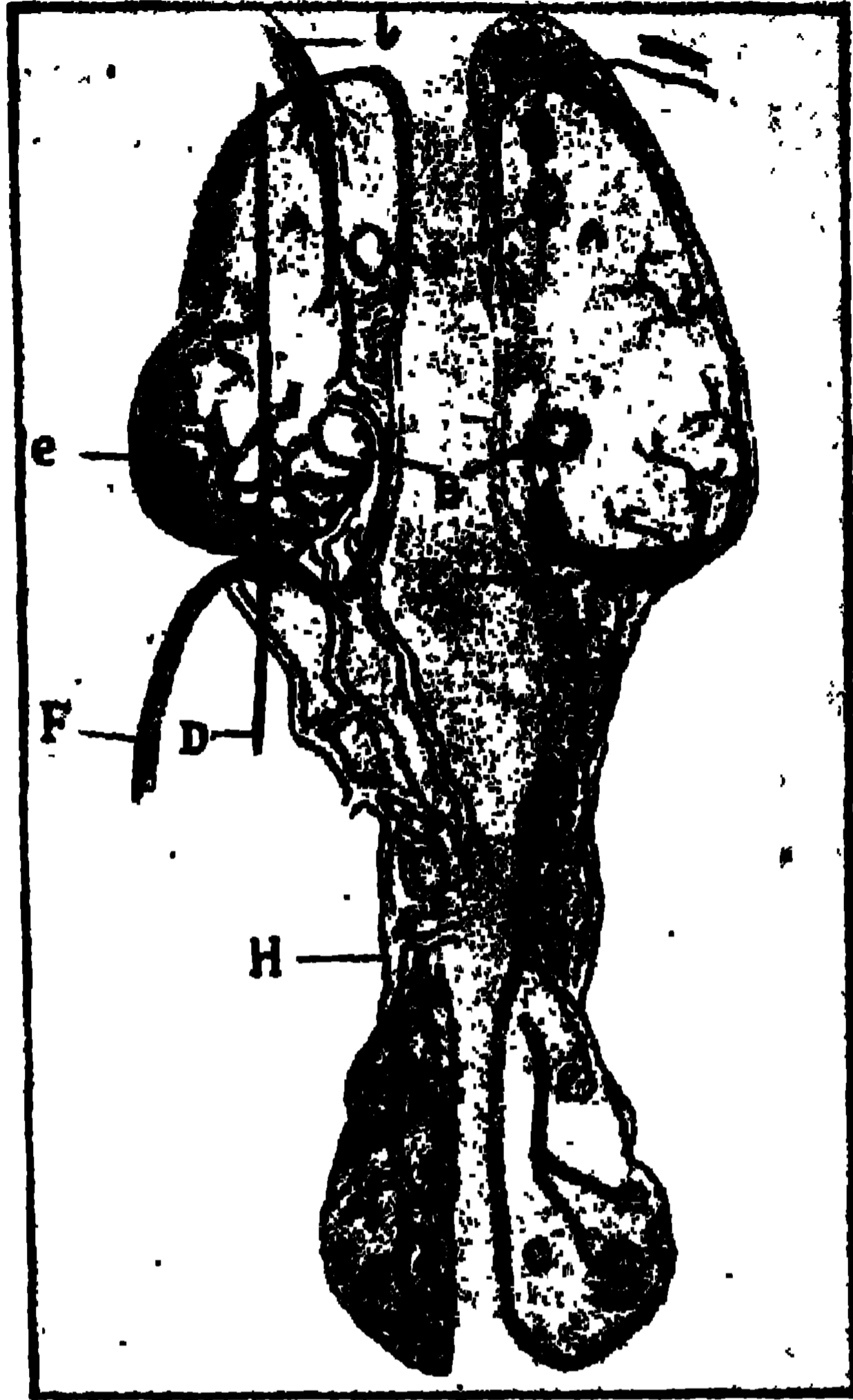
অবস্থান :—আমাদের গলদেশে চারিটা প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি আছে। থাইরয়েড্ গ্রন্থির এক এক পাশে দুইটা করিয়া প্যারাথাইরয়েড্ থাকে—উপরে একটা ও নিম্নে একটা। দুই দিকের উপরের প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি একরূপ থাইরয়েড্ গ্রন্থির মধ্যস্থ অবস্থিত থাকে। থাইরয়েডের উর্দ্ধ ও পশ্চাত্তাগে এবং ক্রিকয়েড্ (cricoid) উপস্থির নিম্নপ্রান্তের সহিত সমস্তরে (level) ইহার অবস্থিত। নীচের প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি দুইটা থাইরয়েডের সহিত একরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নয়।

আকৃতি :—প্যারাথাইরয়েডের আকৃতি কতকটা ellipse অর্থাৎ বৃত্তাভাস কেন্দ্রের স্থায়। ইহার চারিদিকে একটা সূক্ষ্ম আবরণী (capsule) থাকে ; ইহা দ্বারা প্যারাথাইরয়েড্ কে, থাইরয়েড্ হইতে পৃথক্ করা যায়। প্যারাথাইরয়েডের বর্ণ হরিদ্রাভ।

আনুবীক্ষণিক আকৃতি :—অণুবীক্ষণ বস্ত্রে অবস্থিত থাইরয়েড্ গ্রন্থির আকৃতি যেস্বরূপ দেখায়, প্যারাথাইরয়েডের সূক্ষ্ম পাতলা অংশ কাটিয়া অণুবীক্ষণ বস্ত্রে পরীক্ষা করিলে, প্রায় সেইরূপ বলিয়া মনে হয়। বহু কোণবিশিষ্ট এপিথিলিয়াল কোষ দ্বারা গঠিত এই কোষগুলির ভিতর গোলাকার কেন্দ্রীকিন্দু (nucleus) ও ক্রোমাফিন্ নামক বর্ণক পদার্থ থাকে।

অন্তঃরসের প্রকৃতি :—প্যারাথাইরয়েডের অন্তঃরস অণুবাধি পৃথক্ করিতে পারা যায় নাই।

১৩শ চিত্র—প্যারাথাইরয়েড্, ও থাইরয়েড্ গ্রন্থি



(৯৮ পৃষ্ঠা)

চিত্র পরিচয়

A - থাইরয়েড্, গ্যাণ্ড (গলদেশের দুই পার্শ্বে ২টি)

B—প্যারাথাইরয়েড্, গ্রন্থি। প্রত্যেক থাইরয়েড্, গ্রন্থির এক এক পার্শ্বে --উপরে একটি এবং নীচে একটি, এই দুইটি করিয়া দুই পার্শ্বে ৪টি প্যারাথাইরয়েড্, গ্রন্থি থাকে।

C—থাইমাস (Thymus)

D - সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, প্যারাথাইরয়েড্, শাখার সহিত ইহা সংযুক্ত।

E—ক্যাপ্‌সুলার ভেন (Capsular veins)

•

প্যারাথাইরয়েডের প্রয়োগরূপ

ঔষধার্থ প্যারাথাইরয়েডের নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়।

(১) শুষ্ক প্যারাথাইরয়েড (parathyroid desiccated) :—ষণ্ডের প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি শুষ্ক চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা ফিকা হরিজাবণের চূর্ণ; এক প্রকার গন্ধ বিশিষ্ট এবং সামান্য জলে দ্রব হয়।

মাত্রা :— $1/60$ গ্রেণ হইতে দেড় গ্রেণ পর্য্যন্ত। আমি প্রথমে $1/10$ গ্রেণ হইতে আরম্ভ করি এবং প্রত্যহ এইরূপ একমাত্রা করিয়া তিন সপ্তাহকাল একাদিক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহার পর মাত্রা হ্রাস করা যাইতে পারে। এট ঔষধ $1/5$ গ্রেণের অধিক মাত্রায় কখনও দেওয়া উচিত নয়।

প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়া

প্যারাথাইরয়েড্ দ্বারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্রিয়া পাওয়া যায়। যথা :—

(১) ক্যালসিয়াম্ পরিপোষণে সহায়তা (Regulation of Calcium Metabolism) :—আমাদের দেহে অস্থি প্রকৃতি গঠনের জন্য চূর্ণ জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের একান্ত প্রয়োজন। দুই প্রকৃতি গ্রন্থক খণ্ডের মধ্যে এই ক্যালসিয়াম্ আছে। কিন্তু ক্যালসিয়াম্ আহার করিলেই হইল না—উহা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দেহের কার্যে নিয়োজিত হইতে পারে চাই; অথবা ভাঙে যি ঢালা হয়। প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির কার্য এইখানে। ইহা দেহমধ্যে ক্যালসিয়াম্ পরিপোষণে সাহায্য করে।

রক্তে স্বভাবতঃ উহার প্রতি ১০০ সি, সি,তে ১০.৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। কোন জন্তুর প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিলে, রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ক্যালসিয়াম পরিপাকের উপর ইহার যে প্রভাব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ক্যালসিয়াম যে, শুধু অস্থিগঠনে সহায়তা করে, তাহা নয়; স্নায়ু-মণ্ডলের উপর ও ইহার প্রভাব আছে; ক্যালসিয়াম স্নায়ু-মণ্ডলের ক্রিয়াকে দমনে রাখে। কোন কারণে যদি রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রতি ১০০ সি, সি,তে ৭ মিলিগ্রাম অপেক্ষা কমিয়া যায়, তাহা হইলে রোগীর শ্বশুষ্ঠকারের মতন খিঁচুনি আরম্ভ হয়। স্নায়ু-মণ্ডলীর সহিত রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হয়।

(২) দূষিত পদার্থ বিনষ্টকরণঃ—জীবদেহ সতত ক্রিয়াশীল। জীব সতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ অবিরত একটা না একটা কার্যে ব্যাপ্ত থাকে। মাংসপেশীর এইরূপ ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহমধ্যে গুয়েনিডিন্ (Guainidin) নামক এক প্রকার দূষিত অনিষ্টকর পদার্থ প্রস্তুত হয়। প্যারাথাইরয়েডের অন্তর্মুখী রস এই গুয়েনিডিন বিনষ্ট করে।

যদি কোন কারণে প্যারাথাইরয়েড্ রুগ্ন হওয়ার উপযুক্ত পরিমাণে উহার অন্তঃরস নিঃসৃত না হয়, তাহা হইলে উক্ত গুয়েনিডিন নষ্ট না হইয়া দেহে জমিতে থাকিবে। ইহার ফলে, দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠে। এই গুয়েনিডিন্ নামক বিষ, মাংসপেশী মধ্যস্থ স্নায়ু-অন্তঃগুলিকে (nerve endings) উত্তেজিত করে এবং তাহার ফলে রোগীর আক্ষেপ হইতে পারে। টেটানি (tetany) রোগীর রক্তে গুয়েনিডিন

পাওয়া যায়। এই গুয়েনিডিন কোন জন্তুকে ইঞ্জেক্সন দিয়া, তাহার আক্ৰেপ হইতে দেখা গিয়াছে।

গুয়েনিডিন্ কতকটা ইউরিয়া (urea) ও হিস্টামিন্ (histamin) জাতীয় পদার্থ।

প্যারাথাইরয়েডের অকর্মণ্যতা

প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থি অকর্মণ্য হইলে বা উহা উচ্ছেদ করিয়া দিলে, রোগীর দেহে কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। গ্রন্থির এই অকর্মণ্যতার কম বেশী অনুসারে লক্ষণসমূহের তারতম্য হইয়া থাকে। প্যারাথাইরয়েডের অকর্মণ্যতা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

(১) সামান্য অকর্মণ্যতা ;

(২) সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতা বা গ্রন্থির অভাব ;

এই দ্বিবিধ অকর্মণ্যতার ফলে, দেহের অবস্থা কিরূপ হয়, যথাক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

(১) প্যারাথাইরয়েডের সামান্য অকর্মণ্যতার ফল :—প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির সামান্য অকর্মণ্যতার ফল নিম্নলিখিতানুরূপ হইয়া থাকে।

(ক) রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস :— অনেক সময় দেখা যায় যে, রোগীর দেহের ক্ষত কিছুতেই ভাল হইতেছে না ; এরূপক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। প্যারাথাইরয়েডের অন্তঃরস কমিয়া গেলে, ক্যালসিয়াম্ পরিপাক ভালরূপে হইতে পারে না এবং তাহার ফলে, ক্ষতাদিও শীঘ্র আরোগ্য হয় না।

(খ) দেহে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় :—নানা কারণে দেহমধ্যে যে দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হয়, প্যারাথাইরয়েডের অন্তঃরস দ্বারা

তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু উহা অকর্ষণ্য হইলে ; উহার অন্তঃরসও হ্রাস প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং ঐ সকল দূষিত পদার্থ নষ্ট হইতে পারে না—শরীরেই সঞ্চিত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে, প্রথমোক্ত কারণে ঐ সকল বহুদিন স্থায়ী ক্ষত হইতে পূঁষ প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ রক্তমধ্যে শোষিত হইয়া দেহ বিষাক্ত করিয়া তুলে। প্যারাথাইরয়েড্ অন্তঃরসের পরিমাণ অল্প হওয়ায়, এই সকল দূষিত পদার্থ নষ্ট না হইয়া রক্তে জমিতে থাকে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি রোগে রক্তে ক্যালসিয়াম্ কমিয়া যায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যথা :—

ক্ষত :—পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যস্থ ক্ষত ; চর্ম্মের যে কোন ক্ষত।

ফোঁড়া :—দন্তুমাড়িতে পূঁষ (Pyorrhoea alveolaris), টনসিল্ পচিয়া উঠা ; উপাক্স (Appendix—এপেন্ডিক্স) বা পিত্তস্থলী মধ্যে ফোঁড়া।

* আন্ত্রিক পীড়া :—স্প্রু (Sprue), বৃহদন্ত্রপ্রদাহ (Colitis) এবং পুরাতন বাতরোগ।

চর্ম্মরোগ :—একজিমা. সোরায়েসিস (Psoriasis) প্রভৃতি।

প্যারাথাইরয়েডের সামান্য অকর্ষণতার চিকিৎসা

(ক) রোগের মূল কারণ দূর করা :—প্রথমে রোগের মূল কারণ দূর করিতে হইবে। রোগীর দন্তুমাড়িতে পূঁষ, অথবা কোন স্থানে ক্ষত বা ফোঁড়া প্রভৃতি আছে কি না, দেখিবে।

(খ) প্যারাথাইরয়েড্ প্রয়োগ :—রোগীকে প্রত্যহ ১/১০ গ্রেণ মাত্রায় প্যারাথাইরয়েড্ সেবন করিতে দিবে। অন্ততঃ তিন সপ্তাহকাল প্রয়োগ করিতে হইবে।

(গ) রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ :—রক্তে ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করিবার জন্ত সপ্তাহে একবার করিয়া রোগীকে ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট সেবন করিতে অথবা ৫% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্ সলিউশন্ ২ সি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণ বয়স্ক রোগীকে ৫ সি, সি, পর্যন্ত তিনদিন অন্তর শিরা মধ্যে ইঞ্জেকশন দিবে।

(২) প্যারাথাইরয়েডের সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতা বা উহার অভাব :—প্যারাথাইরয়েডের অন্তঃরসভাব হইলে “টেটানি” (Tetany) পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কোন কারণে যদি প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থিগুলি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া যায় বা উহা কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্যালসিয়াম পরিপাক না হওয়ায়, রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং পেশী সঞ্চালনের ফলে, উৎপন্ন “গুয়েনিডিন্” বিষ রক্তে জমিতে থাকে। রক্তে যখন ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ১০০ সি, সি,তে ৭ মিলিগ্রামের অপেক্ষাও কমিয়া যায়, তখন স্নায়ুগুলির উপর ক্যালসিয়ামের দমনশক্তি অপসারিত হওয়ায়, স্নায়ুগুলি উত্তেজনাপ্রবল হইয়া উঠে। ইহার উপর স্বাভাবিক অঙ্গসঞ্চালনের ফলে যে “গুয়েনিডিন্” বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাও প্যারাথাইরয়েড্ অন্তঃরসের অভাবে নষ্ট হইতে পারে না এবং রক্তমধ্যে উহা সঞ্চিত হইয়া পেশীমধ্যস্থ স্নায়ু-অন্তগুলিকে (nerve endings) উত্তেজিত করে। ইহার ফলে, রোগীর আক্ষেপ উপস্থিত হয়।

যে কোন কারণে প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসের অভাব হইলে সর্বান্তের—বিশেষতঃ, হস্তপদের মাংসপেশীগুলির ক্ষণে ক্ষণে আক্ষেপ হইতে থাকে। এই পীড়াকে “টেটানি” (Tetany) বলে। পর পৃষ্ঠায় এই পীড়ার বিষয় বলা যাইতেছে।

টেটানি—Tetany.

প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির অন্তঃরসাত্তাবের ফল

বয়স প্রভৃতি :—“টেটানি” পীড়া শিশুদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায় ; কিন্তু অধিক বয়সেও এ রোগ হইতে শুনা গিয়াছে । যে সকল শিশু রিকেট্ (অস্থিবিকৃতি) বা বহুদিনব্যাপী উদরাময়ে ভুগে, তাহাদেরই এ রোগ বেশী হয় ।

লক্ষণ :—বিশেষ প্রকৃতির পৈশিক আক্ষেপই ইহার প্রধান লক্ষণ ।

আক্ষেপের প্রকৃতি :—টেটানি রোগের আক্ষেপের বিশেষত্ব আছে । এই বিশেষত্ব কয়েকটা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে ।

(১) প্রথমতঃ আক্ষেপকালে মাংসপেশীগুলি ক্ষণে ক্ষণে শক্ত হইয়া উঠে (paroxysmal tonic contraction), এবং মাংসপেশী কিছুক্ষণ শক্ত থাকিয়া শিথিল হইয়া যায়, তারপর পুনরায় শক্ত হইয়া উঠে ; এইরূপ পর্যায়ক্রমে চলিতে থাকে । শারীর-গ্রন্থির বক্রতাসাধক (flexor) পেশীগুলিই আক্রান্ত হয় ।

(২) হস্ত ও পদের পেশীসমূহেই আক্ষেপ বেশী হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথমে হস্তের পেশীগুলির আক্ষেপ দেখা যায় ; তাহার পর ক্রমশঃ পদেও আক্ষেপ হইতে থাকে । আক্ষেপকালে রোগীর হস্ত বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট হয় । চিকিৎসকগণ জীলোকের যোনি পরীক্ষাকালে যে ভাবে যোনিমধ্যে হস্ত প্রবেশ করান, টেটানি রোগীর আক্ষেপকালে হস্তের আকৃতি সেইরূপ হয় । এইজন্য ইহাকে “ধাত্রীর হাত” (Accoucheur's hand) বলে ।

(৩) আক্ষেপকালে রোগীর জ্ঞান বেশ থাকে—অজ্ঞান হইয়া পড়ে না ; ইহাও টেটানির একটা বিশেষত্ব ।

(৪) রোগীর দেহে একটু আঘাত করিলেই পুনরায় আক্ষেপ আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, রোগীর স্নায়ু ও মাংসপেশীগুলি উত্তেজিত (irritable) অবস্থায় থাকে।

রোগনির্ণয় :—আক্ষেপকালে রোগী দেখিলে, রোগনির্ণয় করা কঠিন হয় না। কিন্তু রোগীর সর্বদাই যে আক্ষেপ হয়, তাহাও নয়; ক্রমাগত দুই তিন মাস অন্তরও আক্ষেপ হইতে পারে। অনেক সময় চিকিৎসক যখন রোগীর গৃহে পৌঁছেন, তখন হয়ত আপেক্ষ খামিয়া গিয়াছে দেখা যায়। পক্ষান্তরে, রোগীর আত্মীয়স্বজনের নিকট আক্ষেপের বর্ণনা শুনিয়া প্রায়ই ভাল বুঝা যায় না। সুতরাং রোগনির্ণায়ক পরীক্ষাগুলির উপর অনেক সময় নির্ভর করিতে হয়।

(১) রোগনির্ণায়ক পরীক্ষা :—টেটানির রোগী সুস্থ থাকিলেও এমন কতকগুলি পরীক্ষা আছে, যদ্বারা 'রোগ' ধরা যায়। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, এই রোগে মাংসপেশী ও স্নায়ুগুলি উত্তেজিত অবস্থায় থাকে এবং একটু আঘাত করিলেই আক্ষেপ আরম্ভ হয়। ইহাকে অবলম্বন করিয়া, কয়েকটি পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে এই পরীক্ষাগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(ক) ভ্যেস্তেকের লক্ষণ (Chvostek's sign) :—মুখে যে স্নায়ু আছে, তাহার উপরিস্থ চর্ম্মে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিবে। রোগী যদি টেটানি পীড়াগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ইহার ফলে, তাহার মুখের মাংসপেশীগুলি কুঞ্চিত হইতে দেখা যাইবে।

(খ) ট্রুসোর পরীক্ষা (Trousseau's test) :—রোগীর হস্ত বা পদের প্রধান স্নায়ু যদি টিপিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সেই হস্ত পদের পেশীগুলিতে আক্ষেপ হইতে থাকিবে। স্নস্থলোকের একরূপ হয় না।

(গ) আর্বে'র পরীক্ষা (Erbe's test) :—এই পরীক্ষার জন্য একটি গ্যালভানিক ইলেকট্রিক ব্যাটারি প্রয়োজন। টেটানি রোগে দেহের গতিশক্তি বিধায়ক বা কন্মী স্নায়ুগুলি (motor nerves) অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। রোগীর হস্তের আলনার স্নায়ুমধ্যে (Ulnar nerve) বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে, সেই হস্তে আক্ষেপ আরম্ভ হয়।

(ঘ) রক্ত পরীক্ষা (blood test) :—রোগীর রক্তপরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাস ও স্ট্রয়েনিডিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

টেটানি পীড়ার চিকিৎসা

এই পীড়ার চিকিৎসা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

- (১) পীড়ার বিরামকালীন চিকিৎসা ;
- (২) আক্ষেপকালীন চিকিৎসা ;

এই দ্বিবিধ অবস্থার চিকিৎসা-প্রণালী যথাক্রমে কথিত হইতেছে।

(১) বিরামকালীন চিকিৎসা :—রোগী যখন ভাল থাকে, তখন নিম্নলিখিতানুরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যথা :—

(ক) উত্তেজনার কারণ পরিহার :—রোগী শিশু হইলে, তাহাকে কোন কারণেই বকাবকি বা মারধর করা কর্তব্য নহে। কারণ, ইহাতে যে উত্তেজনা উপস্থিত হয়, তাহার ফলে আক্ষেপের উৎপত্তি হইতে পারে। পক্ষান্তরে, রোগী যাহাতে অল্প কোন কারণেও উত্তেজিত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

(খ) পথ্য :—রোগীকে দুগ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য দিবে। দুগ্ধে ক্যালসিয়াম থাকায় এরোগে দুগ্ধ উপকারী।

(গ) রোগের মূল কারণ দূরীকরণ :—রোগের মূল কারণ সর্বাগ্রে দূর করিতে না পারিলে, চিকিৎসায় সফল লাভের আশা করা যায় না।

শিশুর যদি রিকেট থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহ শিশুকে কডলিভার অয়েল উইথ্‌ হাইপোফস্ফাইট্‌ অব লাইম্‌ সেবন করিতে দিবে এবং প্রতিদিন অন্ততঃ ৫।১০ মিনিটের জন্তুও শিশুকে রোড্রে রাখিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে লিকুইড্‌ প্যারাফিন্‌ দিয়া বাহ্যে করাইবে।

(ঘ) প্যারাথাইরয়েড্‌ অন্তঃরসের অভাব পূরণ :—এই উদ্দেশ্যে রোগীকে প্যারাথাইরয়েড্‌ চূর্ণ ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হয়। এতদর্থে প্রত্যহ ১/১০ গ্রেণ মাত্রায় প্যারাথাইরয়েড্‌ সেবন করিতে দিবে। ইহা দেহমধ্যস্থ দূষিত পদার্থ নষ্ট এবং ক্যালসিয়াম্‌ পরিপাকে সাহায্য করিয়া উপকার করে।

(ঙ) রক্তস্থ ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ :—রক্তে ক্যালসিয়াম হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায়, উহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্তু রোগীকে ক্যালসিয়াম্‌ প্রয়োগ করা উচিত। এতদর্থে—

Re.

ক্যালসিয়াম্‌ ল্যাক্টেট ... ১০ গ্রেণ।

একমাত্র। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে প্রত্যহ এক পুরিয়া সেবন করিতে দিবে। শিশুদের বয়স অনুসারে কম মাত্রায় ব্যবহার্য।

ক্যালসিয়াম্‌ সেবন অপেক্ষা ইঞ্জেকসন করিলে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায়। এতদর্থে কোলয়ড্যাল্‌ ক্যালসিয়াম্‌ পেশীমধ্যে ইঞ্জেকসন দেওয়া যায়। ক্যালসিয়াম্‌ ক্লোরাইড্‌ সলিউসন শিরামধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়।

(২) আক্কেপকালীন চিকিৎসা :—সকল প্রকার আক্কেপের চিকিৎসাই প্রায় একরূপ। অগ্নাণু কারণে উৎপন্ন আক্কেপের যে ভাবে

চিকিৎসা করা হয়, টেটানির আক্ষেপকালেও সেইভাবে চিকিৎসা করা কর্তব্য। এতদর্থে—

(ক) প্রথমতঃ রোগীকে একটি অন্ধকার ঘরে রাখিবে এবং সেখানে যাহাতে কেহ গোলযোগ না করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে।

(খ) আক্ষেপকালে শীতল জলে রোগীর মাথা ও গা ধোয়াইয়া দিবে।

(গ) শান্তিকারক ঔষধ :- আক্ষেপ একটু থামিলেই রোগীকে ব্রোমাইড্ মিক্চার সেবন করাইবে। এতদর্থে—

Re.

পটাশিয়াম ব্রোমাইড	...	১০ গ্রেণ।
ক্লোরাল হাইড্রেট্	...	৫ গ্রেণ।
সিরাপ	...	১/২ ড্রাম।
একোয়া ক্লোরোফর্ম্	...	মোট ১ আউন্স।

একত্র এক মাত্রা। পূর্ণ বয়স্কদিগকে প্রতিমাত্রা ২—৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। শিশুদিগের বয়সানুসারে ব্যবস্থেয়।

যদি আক্ষেপ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ঘন ঘন হয় এবং ব্রোমাইড্ সেবনে উপকার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগীকে ক্লোরোফর্ম্ দ্বারা অজ্ঞান করিয়া দেখিবে। এরূপভাবে একবার ক্লোরোফর্ম্ দিলে, জ্ঞান হইবার পরও অনেক সময় আর আক্ষেপ ফিরিয়া না আসিতেও পারে।

পিটুইটারি গ্রন্থি—Pituitary Gland.

—:~:—

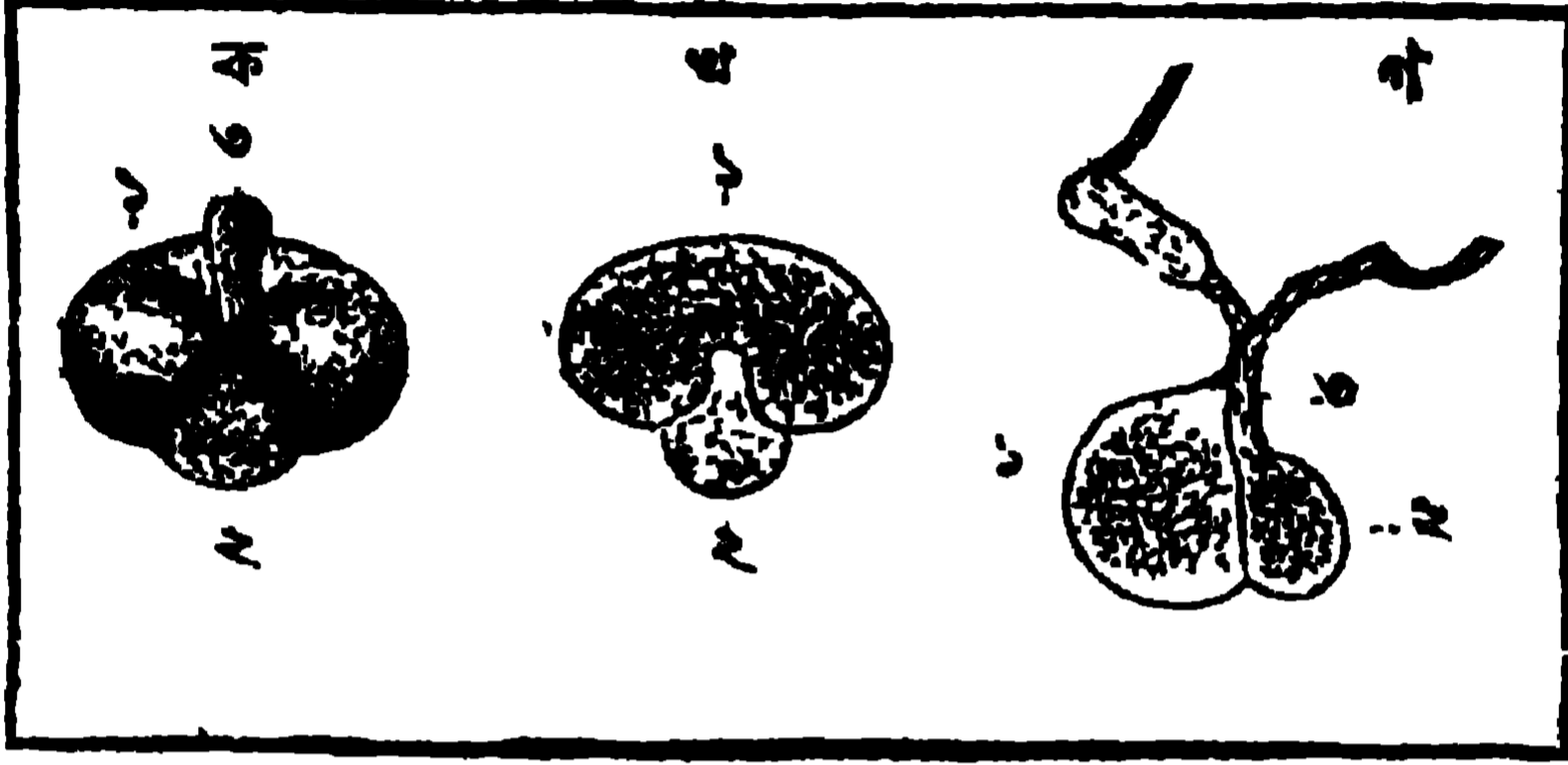
অপর নাম :—পিটুইটারি গ্রন্থির আর একটি ইংরাজী নাম আছে। কেহ কেহ ইহাকে হাইপোফাইসিস সেরিব্রাই (**Hypophysis Cerebri**) বলেন।

অবস্থান :—লোকে যেমন বহুমূল্য রত্নাদি সযত্নে লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, ভগবান তেমনি ভাবে পিটুইটারি গ্রন্থিকে করোটির অস্থিপেটিকার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। করোটির (মাথার খুলির) ভিতরে একটি অস্থি-গহ্বরের মধ্যে—মস্তিষ্কের তলদেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থিটি অবস্থিত। আমরা পিটুইট্রিন নামক যে মহাশক্তিশালী ঔষধ ব্যবহার করি, তাহা এই পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদংশ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে এই গ্রন্থি যে, আমাদের জীবনের পক্ষে কত মূল্যবান, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আকৃতি :—পিটুইটারি গ্রন্থি আকারে একটি মটবের ঞায় ক্ষুদ্র। এই গ্রন্থি এতক্ষুদ্র, অথচ ইহার শক্তি এত অধিক! দেহ পরিচালন ও রক্ষা করলে ভগবান এক একটা ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে যে, কি মহান শক্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও বিশ্বয়ে অভিভূত হইতে হয়।

পিটুইটারি গ্রন্থির আকৃতি ও ইহার বিভিন্ন অংশের প্রতিকৃতি পর পৃষ্ঠায় ১৪শ চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

১৪শ চিত্র—পিটুইটারি গ্রন্থি



চিত্র পরিচয়

- “ক”—পিটুইটারির পশ্চাদংশের দৃশ্য (Posterior view) ;
 “খ”—আড়াআড়ি ভাবে কৰ্ত্তিত খণ্ড (Transverse section) ;
 “গ”—লম্বালম্বি ভাবে কৰ্ত্তিত খণ্ড (Longitudinal section) ;
 “১”—পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ খণ্ড (Anterior lobe) ;
 “২”— এই এই পশ্চাতের খণ্ড (Posterior lobe) ;
 “৩”—ইনফান্ডিবুলাম (Infundibulum) ;

পিটুইটারি গ্রন্থিগণ্ডের অংশ :- পিটুইটারি গ্রন্থির দুইটি অংশ আছে। যথা :-

- (১) সম্মুখের অংশ অর্থাৎ এন্টিরিয়র লোব্ (Anterior lobe) ;
- (২) পশ্চাতের অংশ অর্থাৎ পোস্টেরিয়র লোব্ (Posterior lobe) ;

এই পশ্চাতের অংশ মধ্যে আবার দুইটি বিভাগ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যথা :-

(ক) স্নায়বিক বিভাগ (Neural lobe) ;

(খ) মধ্য বিভাগ (Pars intermedia) ;

এতদ্ব্যতীত আর একটি নূতন অংশ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিটুইটারি গ্রন্থি যে বৃন্তদ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, ইহা তাহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে “বৃন্তবেষ্টক অংশ” (Pars tuberalis)। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

অতএব উপস্থিত মত পিটুইটারি গ্রন্থি—সম্মুখ ও পশ্চাৎ, এই দুইটি অংশে বিভক্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেই কাজ চলিবে যথাক্রমে এই দুইটি অংশের বিষয় বলা যাইতেছে।

(১) পিটুইটারির সম্মুখের অংশ :—পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ ভাগ হইতে একটি পাতলা অংশ কাটিয়া অমুবীকণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে তাহার ভিতর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, এই দুই প্রকার আকারের কোষ দেখা যায়। ক্ষুদ্রাকার কোষগুলিকে সহজে রঙ করা যায় না। বৃহৎ কোষগুলি সহজে রঙ করা যায় বলিয়া, ইহাদিগকে বর্ণপ্রবণ কোষ (Chromaphile cells) বলে। কোষগুলির মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম কৈশিকা আছে।

(২) পিটুইটারির পশ্চাতের অংশ (Post Pituitary) :—পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাতের অংশ হইতে একটি সূক্ষ্ম অংশ কাটিয়া অমুবীকণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহা শুধু Neuroglia cells এ পরিপূর্ণ। বর্ধার্ন স্নায়ুকোষ (nerve cells) কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় না।

পিটুইটারি গ্রন্থির উৎপত্তির বিবরণ

পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত এবং একটা বৃন্তের অর্থাৎ ইন্ফান্ডিবুলাম (Infundibulum—১৫শ চিত্রস্থ “৩” চিহ্নিত অংশ) দ্বারা উহার সহিত সংযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পশ্চাতের কিয়দংশ ব্যতীত ইহার সহিত মস্তিষ্কের আকৃতিগত কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই।

পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাতের কিয়দংশ স্নায়ুগুণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়া, পরে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। স্নায়ুখণ্ডের অংশের সহিত কিন্তু স্নায়ুগুণ্ডলের কোনকালে সংস্বব ছিল না। ক্রমদেহের যে অংশ হইতে মুখ ও গলনলীর উৎপত্তি হয়, পিটুইটারির সন্মুখভাগও তাহা হইতেই বিকশিত হইয়া থাকে। সুতরাং পিটুইটারি গ্রন্থির উভয় অংশ বিভিন্ন জাতীয় বিধান (Tissue) হইতে উৎপন্ন হয়। এই উৎপত্তিগত পার্থক্যের ফলে, এই গ্রন্থির উভয় অংশের ক্রিয়াও সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এন্টিরিয়র পিটুইটারি

Anterior Pituitary.

অস্তুঃরসের প্রকৃতিঃ—কয়েক বৎসর পূর্বে রবার্টসন্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক পিটুইটারি গ্রন্থির সন্মুখের অংশ হইতে “টেথেলিন” (Tethelin) নামক এক প্রকার পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ এবং ইহার মধ্যে ক্লোরাস আছে। কোন জন্তকে শৈশবাবস্থা হইতে “টেথেলিন” খাওয়াইলে নাকি তাহার দেহ অত্যন্ত শীঘ্র বর্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু “টেথেলিন” যে, স্বাভাবিক এন্টিরিয়র পিটুইটারির অস্তুঃসুখী রস, তাহা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় নাই।

প্রয়োগরূপ

(১) এন্ট্রিয়র পিটুইটারি ডেসিকেটেড্ (Anterior Pituitary Desic.) :—১ গ্রেণ শুক ঔষধ, ৫ গ্রেণ 'টাটকা' গ্রহির সমান ।

মাত্রা :—১ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রার দিনে তিনবার সেব্য ।

ক্রিয়া :—অগ্নাণ্ড গ্রহির গ্নায় পিটুইটারির ক্রিয়া ও গ্রহি উচ্ছেদ এবং ঔষধরূপে প্রয়োগের ফলাফল দৃষ্টে নির্ণীত হইয়াছে ।

কোন প্রাণীর পিটুইটারি গ্রহির সম্মুখ অংশ একেবারে কাটিয়া বাদ দিলে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেই প্রাণী মরিয়া যায় । সুতরাং জীবনধারণের জন্য এন্ট্রিয়র পিটুইটারি কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা বেশ বুঝা যায় । যদি সম্পূর্ণরূপে গ্রহিটী উচ্ছেদ না করিয়া, এন্ট্রিয়র পিটুইটারির কিয়দংশ মাত্র কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু মৃত্যু হয় না—কেবল জন্তুর আকৃতির পরিবর্তন হয় ।

কোন জন্তুর শৈশবে এন্ট্রিয়র পিটুইটারির আংশিক উচ্ছেদ করিলে তাহার দেহ—বিশেষতঃ, জননেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যাইতে দেখা যায় । মানুষের মধ্যেও অনেক বামনের (খর্সাকার) পিটুইটারি গ্রহির আকার ক্ষুদ্র বা অসম্পূর্ণ থাকিতে দেখা গিয়াছে

অধিক বয়সে এন্ট্রিয়র পিটুইটারির কিয়দংশ ঐরূপে কাটিয়া বাদ দিলে কিন্তু এত অধিক পরিবর্তন হয় না । কেবল জননেন্দ্রিয় বিশীর্ণ হইয়া যায় এবং দেহের মেদ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় ।

কোন জন্তুক যদি শৈশব হইতে এন্ট্রিয়র পিটুইটারি খাওয়ানো যায়, তাহা হইলে তাহার দেহের বৃদ্ধি অত্যন্ত শীঘ্র হইতে থাকে । জননেন্দ্রিয়ও সুগঠিত ও সতেজ হইয়া উঠে ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এন্টিরিয়র পিটুইটারি জীব-কাল ও জননেদ্রিয়ের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

এন্টিরিয়র পিটুইটারির রোগ :- এন্টিরিয়র পিটুইটারির 'অন্তঃরসের পরিমাণ কম বা বেশী হইলে, কয়েক প্রকার ব্যাধি দেখা দেয়।"

(১) **এন্টিরিয়র পিটুইটারির অন্তঃরসাদিক্য :-** যদি কোন কারণে শৈশবে বা বাল্যে এন্টিরিয়র পিটুইটারি অতি কন্সঠ হইয়া উঠে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্তঃস্থী রস নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে রোগীর দেহের—বিশেষতঃ, হস্তপদ ও চোয়ালের অস্থিগুলি অস্বাভাবিক রকম বড় হইয়া যায় এবং তাহার ফলে, রোগীকে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বড় দেখায় (১৬শ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এইজন্য এই রোগের নাম হইয়াছে “অতিকায় রোগ” (Gigantism)। শৈশবে ও বাল্যে অস্থিগুলি নরম থাকে বলিয়াই, এইরূপ পরিবর্তন সম্ভব হয়। যদি অধিক বয়সে অস্থিগুলি কঠিন হইবার পর এই রোগ হয়, তাহা হইলে অস্থির আকার বৃদ্ধি হইবার কোন উপায় থাকে না। কেবলমাত্র এন্টিরিয়র পিটুইটারির অন্তঃরসাদিক্যের অন্ত্যন্ত লক্ষণগুলি দেখা দেয়। সুতরাং অধিক বয়সে এ রোগ হইলে, তাহাকে আর “অতিকায় রোগ” বলা চলে না। একজন ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—“এক্রোমেগালি” (Acromegaly)। পিয়ের মারি নামক একজন চিকিৎসক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই রোগের সহিত এন্টিরিয়র পিটুইটারির সম্বন্ধ প্রমাণ করেন। একজন অনেকে ইহাকে “পিয়ের মারীর রোগ”ও বলিয়া থাকেন।

অতএব “অতিকায় রোগ” ও “এক্রোমেগালি” উভয়ই মূলতঃ একরোগ। যেমন শৈশবে থাইরয়েডের অন্তঃরসান্নতা হইলে

“ক্রোনিজম্” এবং অধিক বয়সে হইলে “মিন্ডিডিয়া” রোগ উৎপাদিত হয় ; সেইরূপ শৈশবে এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারির অন্তঃরসাদিক্যের ফল—“অতিকায় রোগ” এবং অধিক বয়সে হইলে তাহার ফল “এক্রোমেগালি” ।

এক্রোমেগালি পীড়ার বিবরণ—

রোগীর বয়স প্রভৃতি :—এই রোগ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বেশী হয় । এক্রোমেগালি সাধারণতঃ ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকদের মধ্যে দেখা যায় ।

লক্ষণ :—এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারির অন্তঃরসাদিক্যের লক্ষণগুলির মধ্যে, কতকগুলি যথার্থই রক্তে অত্যধিক অন্তঃস্থী রস মিশ্রণের ফল । কিন্তু এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারির রোগ হইলে আরও কতকগুলি এমন লক্ষণ দেখা যায়, যাহার সহিত অন্তঃরসাদিক্যের সম্বন্ধ নাই । অনেক সময় এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারি গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি বা উহাতে অর্কুদ হইলে অধিক অন্তঃরস নিঃসৃত হইতে থাকে । এরূপ স্থলে অন্তঃরসাদিক্যের লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে, বৃদ্ধিত পিট্যুইটারি গ্রন্থি যে, মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কজাত স্নায়ুগুলির (cranial nerves) উপর চাপ দিতেছে, তাহার ফলও দৃষ্ট হইবে । সুতরাং এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারির রোগে আমরা দুই প্রকার লক্ষণ আশা করিতে পারি । যথা :—

(১) এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারির অন্তঃরসাদিক্য হেতু লক্ষণ ;

(২) মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কজাত স্নায়ুগুলির উপর চাপের ফল ;

এইবার আমরা এই লক্ষণগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিব ।

(১) এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারি অন্তঃরসের আধিক্যের ফল :—অত্যধিক পরিমাণে এণ্ডিরিয়র পিট্যুইটারির

অন্তঃরস নিঃসৃত হইলে, কিছুদিন পরে রোগীর দেহের যথেষ্ট পরিবর্তন হইয়া যায়। এই পরিবর্তনের বিষয় যথাক্রমে বলা বাইতেছে।

(ক) জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি :—রোগের প্রথম অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের আকার ও সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়; কিন্তু রোগ বত পুরাতন হইতে থাকে, এই শক্তিও ক্রমে উত্ত কমিয়া যায়। রোগী পুরুষ হইলে শেষে ধ্বজতঙ্গ হয়।

(খ) মূত্রে শর্করা :—রোগের সূত্রপাতে কখনো কখনো প্রত্যবে শর্করা পাওয়া যায়।

(গ) মুখাকৃতির পরিবর্তন :—রোগীর মুখের আকৃতি যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়। চিবুক অস্বাভাবিক বড় হইয়া যায়। ক্র হুটী উচ্চ দেখায়। গণ্ডের অস্থি বড় হওয়ায়, দাঁতগুলি বেশী কাঁক কাঁক হইয়া যায়; নাক বড় ও মোটা হয়। ওষ্ঠ দুইটা খুব পুরু হয়—বিশেষতঃ, নীচের ওষ্ঠ যেন ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বা ক্রমশঃ মোটা ও বড় হইতে আরম্ভ হয়। অনেক রোগীর জিহ্বা এত বড় হয় যে, সর্বদা বাহির হইয়া থাকে।

এক্রোমেগালি রোগে রোগীর মুখাকৃতি কিরূপ হয়, ১৫শ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(ঘ) দেহের অস্থি প্রভৃতির অতি বৃদ্ধি :—প্রথমে রোগী নিজে বা তাহার আত্মীয় স্বজন আকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। রোগী যে হুঁসি পূর্বে মাথায় দিত, তাহা আর মাথায় হয় না। রোগীর হস্তপদের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রোগীর হস্ত ও অঙ্গুলীগুলি লম্বা ও মোটা হইয়া যায়। হস্তের অস্থিগুলির বৃদ্ধিই ইহার কারণ। অস্থিগুলির বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হইলেও

অস্থিগুলির মধ্যে স্বাভাবিক অনুপাত ও সামঞ্জস্যের কোন পরিবর্তন হয় না এবং হস্তের কার্যক্ষমতাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

পায়ের অস্থিগুলিও বড় হয় এবং অঙ্গুলীগুলি বড় ও মোটা হওয়ার জঙ্কর খাবার মতন দেখায়।

রোগীর দেহের অস্থিগুলি এইরূপে বৃদ্ধিত হইতে থাকে। ইহার ফলে, শেষে রোগীর দেহ কুঞ্জ (kyphosis) হইয়া পড়ে। পিটুইটারি রসের আধিক্য হেতু দেহের কিরূপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়, ১৬শ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কজাত স্নায়ুর উপর চাপের ফল :—যে সকল রোগীর এন্ট্রিয়র পিটুইটারির অতিস্রাব হয়, তাহাদের প্রায়ই এই গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি বা গ্রন্থিমধ্যে অর্কুদ হইতে দেখা যায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, পিটুইটারি গ্রন্থি মস্তিষ্কের ঠিক তলদেশে অবস্থিত। সুতরাং এই গ্রন্থির আকার যদি স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় হয়, তাহা হইলে ইহাতে ইহার চতুর্পার্শ্বের স্নায়ুতন্তু ও মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়িবে। রোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র অন্তঃরসাদিক্যের লক্ষণ বর্তমান থাকে। রোগ যত পুরাতন হয়, গ্রন্থি বা অর্কুদের আকারও তত বড় হইতে থাকে এবং মস্তিষ্কের উপর চাপের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

(ক) মস্তিষ্কের উপর চাপের ফল :—মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়িলে, প্রথমতঃ শিরঃপীড়া হয়। রোগের প্রায় প্রথম হইতেই শিরঃপীড়া সর্বদাই লাগিয়া থাকে। সাধারণতঃ মাথায় সম্মুখভাগে যন্ত্রণা হয়। রোগীর স্বভাব খিটখিটে হয় এবং মানারূপ মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে।

(খ) মস্তিষ্কজাত স্নায়ুর উপর চাপের ফল :—মস্তিষ্কের যে অংশ হইতে চক্ষুর স্নায়ু বাহির হইয়াছে, তাহার অতি সন্নিকটেই পিটুইটারি গ্রন্থি অবস্থিত। সুতরাং এই গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি হইলে চক্ষুর দৃষ্টিস্নায়ুর (optic nerve) উপর চাপ পড়িতে পারে। ইহার ফলে, রোগীর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়।

শ্রবণস্নায়ুর উপর চাপ পড়ায় একটা রোগীকে বধির হইয়া যাইতে দেখিয়াছি।

রোগনির্ণয় প্রণালী :—নিম্নলিখিত লক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা “এক্সোমেগালি” পীড়া নির্ণীত হইতে পারে।

(১) লক্ষণ দ্বারা রোগনির্ণয় :—এতদর্থে দুইটা বিষয়ের প্রতি চিকিৎসকের লক্ষ্য করা কর্তব্য। যথা :—

(ক) আকৃতির পরিবর্তন :—প্রথমেই রোগী ও তাহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য যে, তাহারা রোগীর আকৃতির কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন কি না। রোগীর পূর্বের কটো থাকিলে, তাহার সহিত বর্তমান আকৃতি মিলাইয়া দেখিবে। রোগীর হস্ত, পদ, চিবুক প্রভৃতির আকার অস্বাভাবিক বড় হইলে বুঝিতে হইবে যে, এন্টিরিয়ার পিটুইটারির অন্তঃরসাধিক্য হইয়াছে।

(খ) অন্যান্য লক্ষণ :—উল্লিখিত লক্ষণগুলির সঙ্গে শিরঃপীড়া, খিটখিটে মেজাজ এবং মানসিক বিকৃতি বর্তমান থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, হয় পিটুইটারি গ্রন্থি আকারে বড় হইয়াছে—না হয় উহাতে “আব” হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তির যদি হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে চক্ষুর স্নায়ুর উপরও চাপ পড়িয়াছে বুঝিবে।

(২) এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা :—এক্স-রে নামক আলোক, চন্দ্র, মাংস ও অস্থি ভেদ করিয়া দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। ইহার সাহায্যে করোটির অভ্যন্তরে, পিটুইটারি গ্রন্থি যে অস্থিগহ্বরের মধ্যে থাকে, তাহার ফটো (আলোকচিত্র) গ্রহণ করা যায়। পিটুইটারি গ্রন্থি যদি সত্যই বড় হয়, তাহা হইলে উহার চাপে এই অস্থি-গহ্বরের আকারও বড় হইবে। সুতরাং এই অস্থিগহ্বরের আকার দেখিয়া পিটুইটারি গ্রন্থি বড় হইয়াছে কি না, তাহা অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়। খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত পিটুইটারির অস্থিগহ্বরের ফটো লওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রভেদ নির্ণয় :—এই পীড়ার সহিত মিক্সিডিমা পীড়ার ভ্রম হইতে পারে। নিম্নের কোষ্টকে এই উভয় পীড়ার পার্থক্য প্রদর্শিত হইল।

মিক্সিডিমা ও এক্রোমেগালির পার্থক্য

	এক্রোমেগালি	মিক্সিডিমা
মুখের আকৃতি	(১) রোগীর মুখ কতকটা বাদামি ধরণের ও চিবুক অস্বাভাবিক বড় হয়।	(১) মুখের আকার গোল হয়।
হস্তপদের অস্থি	(২) হস্তপদের অস্থিগুলি খুব বড় হইয়া যায়।	(২) হস্তপদ বড় হয় না।
মাংসপেশী ...	(৩) মাংসপেশীগুলি দুর্বল হয়।	(৩) মাংসপেশীর দৌর্বল্য থাকে না।
ঘর্শু... ..	(৪) রোগীর গায়ে সাধারণ লোকের মতনই ঘাম হয়।	(৪) রোগীর চন্দ্র শুষ্ক থাকে; ঘাম অভ্যস্ত কম হয়।

চিকিৎসা :—এই রোগে এন্টিরিয়র পিটুইটারি হইতে প্রয়োজনাত্মিক অস্তুমুখী রস উৎপন্ন হয় বলিয়াই, নানারূপ লক্ষণ দেখা দেয়। এখন অন্য কোন গ্রন্থিধারা যদি এন্টিরিয়র পিটুইটারির অস্তুঃরস নিঃসরণ ক্ষমতা দমন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে রোগীর উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। থাইরয়েড্ ও সুপ্রোনেনাল গ্রন্থির এই ক্ষমতা আছে। একজন রোগীকে ঔষধরূপে থাইরয়েড্ ও সুপ্রোনেনাল গ্রন্থি প্রয়োগ করা হয়। নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। যথা :—

Re.

থাইরয়েড্ ডেসিক্	...	১/১০ গ্রেণ।
সুপ্রোনেনাল্	...	১/৪ গ্রেণ।
ট্রিকুনিন্ সালফেট্	...	১/১০০ গ্রেণ
এসিড্ আসেনিয়াস্	...	১/১০০ গ্রেণ

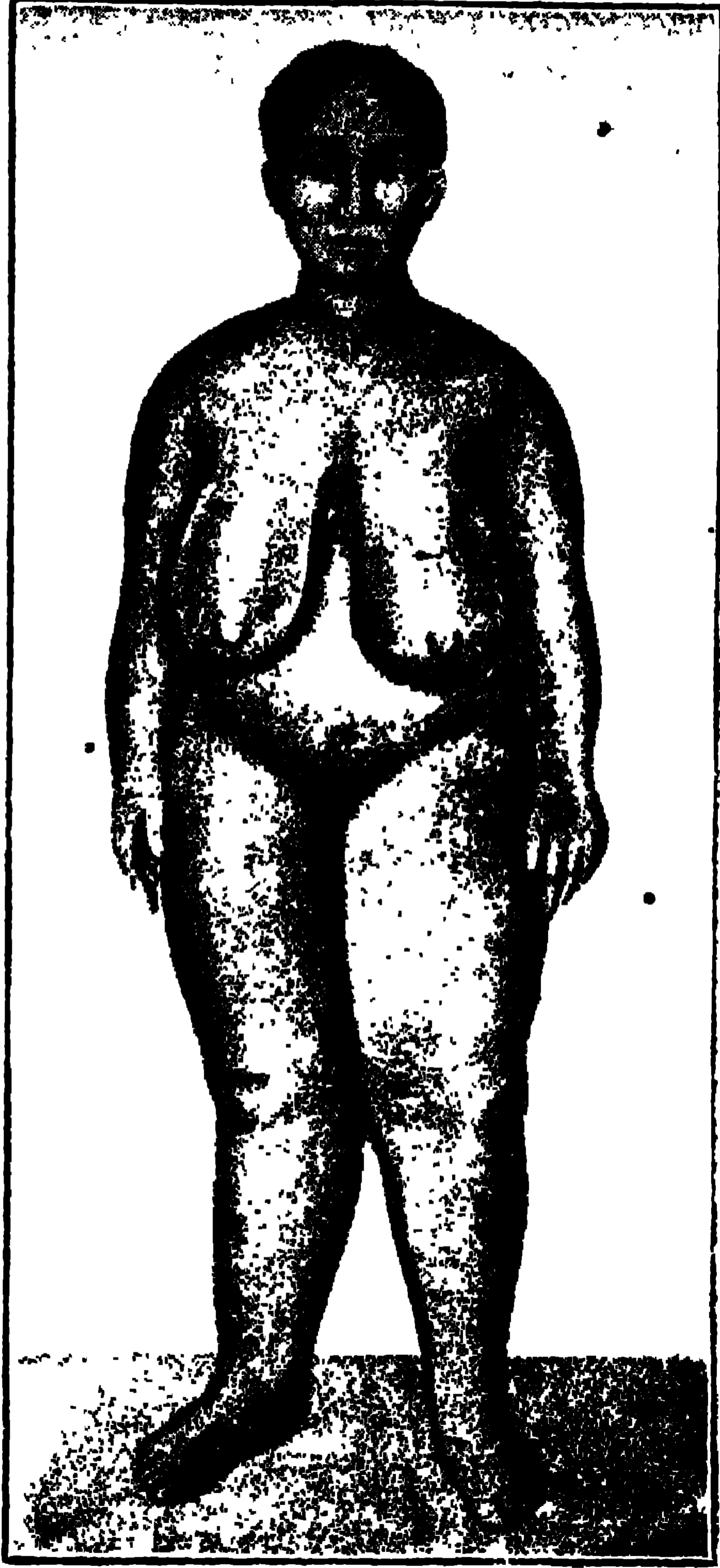
একত্র একমাত্রা। একটা ক্যাপ্সুলে ভর্তী করিয়া, এইরূপ একটা ক্যাপ্সুল্ মাত্রায় দিনে দুইবার সেব্য

কয়েকজন পাশ্চাত্য চিকিৎসক এই রোগে অস্ত্রোপচার দ্বারা এন্টিরিয়র পিটুইটারি কাটিয়া বাদ দিতে উপদেশ দেন। কিন্তু পিটুইটারি গ্রন্থি করোটির অভ্যন্তরে একরূপ স্থানে অবস্থিত হে, সেখানে অস্ত্রোপচার করা অত্যন্ত কঠিন। দুই উপায়ে পিটুইটারি গ্রন্থি অস্ত্র করা যাইতে পারে—(১) কপাল হইতে কাটিয়া মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ছুরিকা প্রবেশ করান। ইহার নাম—কুসিংএর অস্ত্রোপচার (Cushing's operation)। (২) অক্সিকোটরের মধ্য দিয়া পিটুইটারি গ্রন্থি বহির্গত করান। ইহাকে হর্সলির অস্ত্রোপচার (Horsley's operation) বলে। এই উভয় প্রকার অস্ত্রোপচারই অত্যন্ত কঠিন

১৭শ চিত্র—এন্ট্রিরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থির রসালতা হেতু
শরীরের মেদ বৃদ্ধি

১৭শ চিত্র পরিচয়

এই চিত্রস্থ স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম মাত্র ১৯ বৎসর, কিন্তু ইহার পিটুইটারি গ্রন্থির রসালতা হেতু মেদ বৃদ্ধি হইয়া, ইহাকে অধিক বয়সের ল্যাক্স লেগাইতেছে এবং ইহার স্তন্যগল হস্তাভাবিকরূপে বৃদ্ধিত হইয়া বৃহদাকার হইয়াছে।



এবং ইহাদের ফলাফলও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। আজ পর্যন্ত এদেশের কোন অঙ্গ-চিকিৎসক এইরূপ অঙ্গোপচার করেন নাই।

এন্টিরিয়র পিটুইটারির রসায়নতা

কোন কারণে এন্টিরিয়র পিটুইটারির অন্তর্ভুক্তী রস যথোচিত পরিমাণে নিঃসৃত না হইলে, রোগীর কটিদেশে অত্যধিক মেদবৃদ্ধি ও জননেদ্রিয়ের দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। এক একটা মোটা জীলোক দেখা যায়—যাহাদের দেহের উপরিভাগ অপেক্ষা পাছা বেশী মোটা এবং স্তন দুইটাও বৃহদাকার। ইহা এন্টিরিয়র পিটুইটারির অন্তঃরসের অল্পতার ফল। ইহা সচরাচর দেখা যায়। এই অন্তঃরসের যদি সম্পূর্ণ অভাব হয়, তাহা হইলে এই লক্ষণগুলি খুব প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং রোগী শিশু বা বালক হইলে, তাহার জননেদ্রিয়ের বৃদ্ধি হয় না। এরূপ চরম অবস্থাকে “ফ্রোলিসের লক্ষণ” (Frohlich's syndrome) বলে।

এন্টিরিয়র পিটুইটারির রসায়নতাজনিত পীড়া

এই রোগও এক্রোমেগালির স্থায়ী জীলোকদের মধ্যে ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সে বেশী দেখা যায়।

লক্ষণ ৪—

(ক) রোগীর আকৃতি :—লোকে যখন মোটা হয়, তখন সাধারণতঃ তাহার সর্কাদ সমভাবে স্থূলকায় হইয়া উঠে। কিন্তু এরোগে সেরূপ হয় না। ইহাতে রোগীর দেহের উপরিভাগ অপেক্ষা নিম্নভাগ বেশী স্থূল হয়। পাছা ও উরুদেশেই অত্যন্ত মেদবৃদ্ধি হইয়া থাকে ইহার ফলে, রোগীর বুক সরু ও পেটের দিক মোটা দেখায়। রোগী জীলোক

হইলে স্তনের ভিতর চর্কি জন্মে এবং তাহার ফলে, স্তন ছুইটী বৃহদাকার ধারণ করে। এই ধরণের মোটা ও বিপুল স্তন সম্বন্ধিতা জীলোক বাঙ্গালী ঘরে প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদের এই আকৃতি ব্যতীত অল্প কোন প্রকার লক্ষণ প্রায়ই থাকে না এবং ইহা যে, একটা রোগ ; এ কথা বোধ হয় তাহারা স্বপ্নেও জানে না।

পিটুইটারি গ্রন্থির রসালতার ফলে দেহে কিরূপ মেদ বৃদ্ধি এবং তজ্জন্ম দেহের আকৃতিগত কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা ১৭শ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অধিক বয়সে পিটুইটারি রসের অল্পতা ঘটিলেও দেহ অস্বাভাবিক ভাবে মেদবৃদ্ধি হয়। এইরূপ একটা জীলোকের প্রতিকৃতি ১৮শ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(খ) মুখাকৃতি :- অল্প বয়সে পিটুইটারি রসের অভাব হইলে মুখাকৃতির বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। জীলোকের এরূপ হইলে উহার মুখাকৃতি ঠিক বালকের ছায় হইয়া থাকে। ১৯শ চিত্রে এইরূপ একটা জীলোকের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে।

(গ) জননেন্দ্রিয় :- রোগী পুরুষ হইলে তাহার জননেন্দ্রিয়ের আকৃতি খর্ব এবং শক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং জীলোক হইলে গর্ভধারণ ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বাল্যাবস্থায় পিটুইটারি রসের অল্পতা হইলে, দেহের ও জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধির অভাব হইয়া থাকে এইরূপ একটা জীলোকের প্রতিকৃতি ২০শ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ঘ) গাত্ৰোত্তাপ :- স্বভাবতঃ সাধারণ লোকের শরীরের উত্তাপ বেরূপ হওয়া উচিত, রোগীর দেহের উত্তাপ তাহা অপেক্ষা কম থাকে।

১৮শ চিত্র—অধিক বয়সে এন্টিরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থির
রসালতা হেতু মেদ বৃদ্ধি



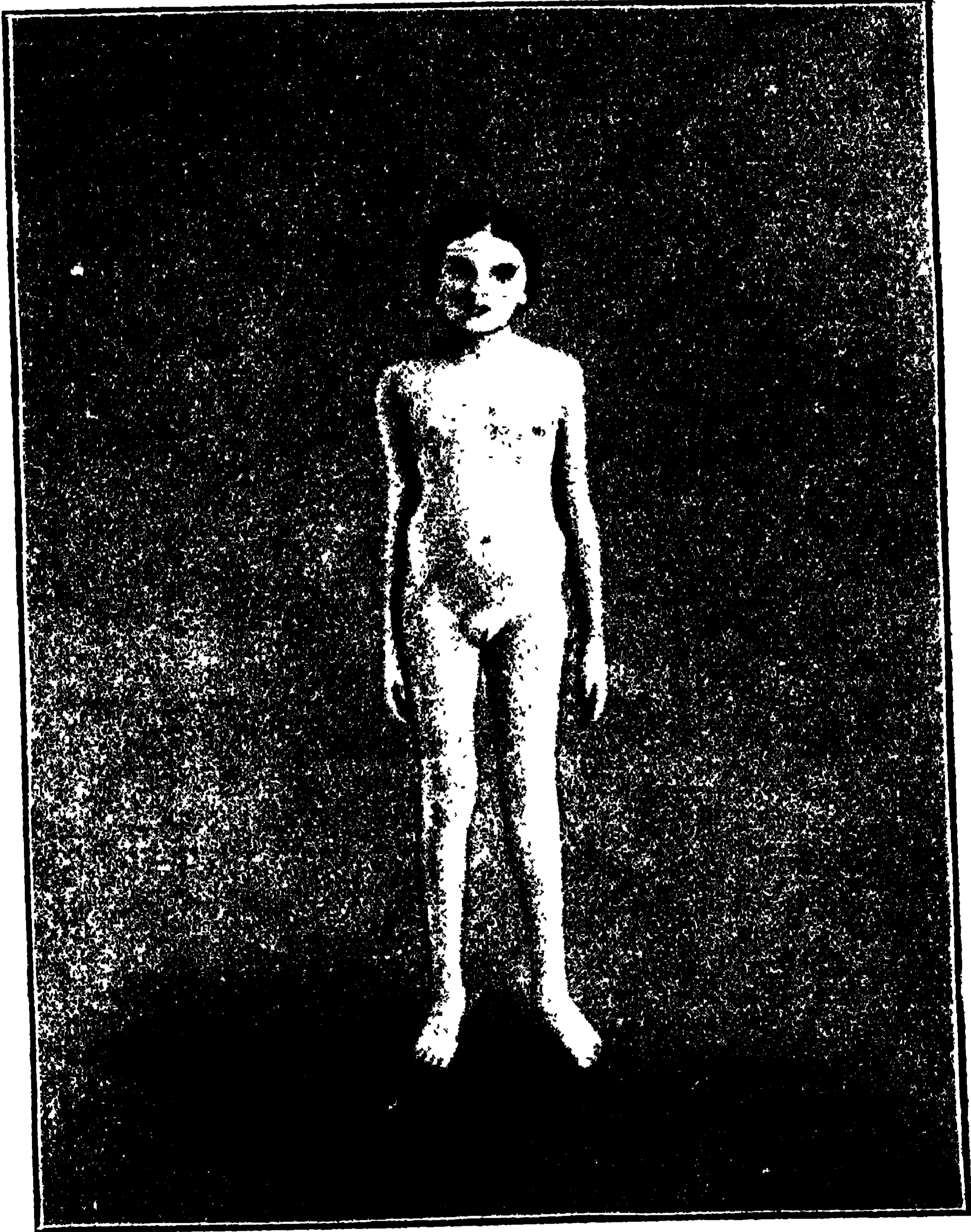
১৯শ চিত্র—অল্প বয়সে এন্টিরিয়র পিট্যুইটারি গ্রন্থির
রসাল্পতা হেতু মুখাকৃতির পরিবর্তন (Infantilism)



(১২২ পৃষ্ঠা)

এই চিত্রস্থ স্ত্রীলোকটির অল্প বয়সে পিট্যুইটারি-রসের অল্পতা হেতু ইহার
মুখাকৃতি ঠিক শিশুর মত হইয়াছে ।

০শ চিত্র—বাল্যাবস্থায় পিটুইটারি-রসের অল্পতাহেতু
দেহের ও জননেদ্রিয়ার বৃদ্ধির অভাব



(১২২ পৃষ্ঠা)

এই স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর, কিন্তু বাল্যাবস্থায় ইহার
পিটুইটারি-রসের অভাব বশতঃ, দেহ ও জননেদ্রিয়ার বৃদ্ধি হয়
নাই—দেখিতে ঠিক বালিকার গায় ।

(ঙ) মানসিক অবস্থা :—মানসিক শক্তি কম ও কার্যে অনিচ্ছা হয়।

(চ) প্রস্রাবের পরিমাণ :—প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধিত হইতে পারে।

চিকিৎসা :—রোগীকে কিছুদিন ঔষধরূপে এণ্টিবায়ের পিটুইটারি প্রয়োগ করিলে উপকার হইতে পারে। ইহার সহিত অণুকোষ বা রোগী জীলোক হইলে শুষ্ক ওভারি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। নিম্নলিখিতরূপে প্রযোজ্য—

Re.

এণ্টিবায়ের পিটুইটারি	...	২ গ্রেণ।
অর্কিক (অথবা ওভারি)	...	২ গ্রেণ।

একত্র একমাত্র। প্রত্যহ একরূপ দুই মাত্রা সেব্য।

পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি Posterior Pituitary.

অস্তুরসের প্রকৃতি :—পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাঙ্গ হইতে “পিটুইটি নু” নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা পোষ্টেরিয়র পিটুইটারির সার অংশ মাত্র।

পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি রসের অল্পতা (Hypo-secretion of posterior pituitary lobe) :—

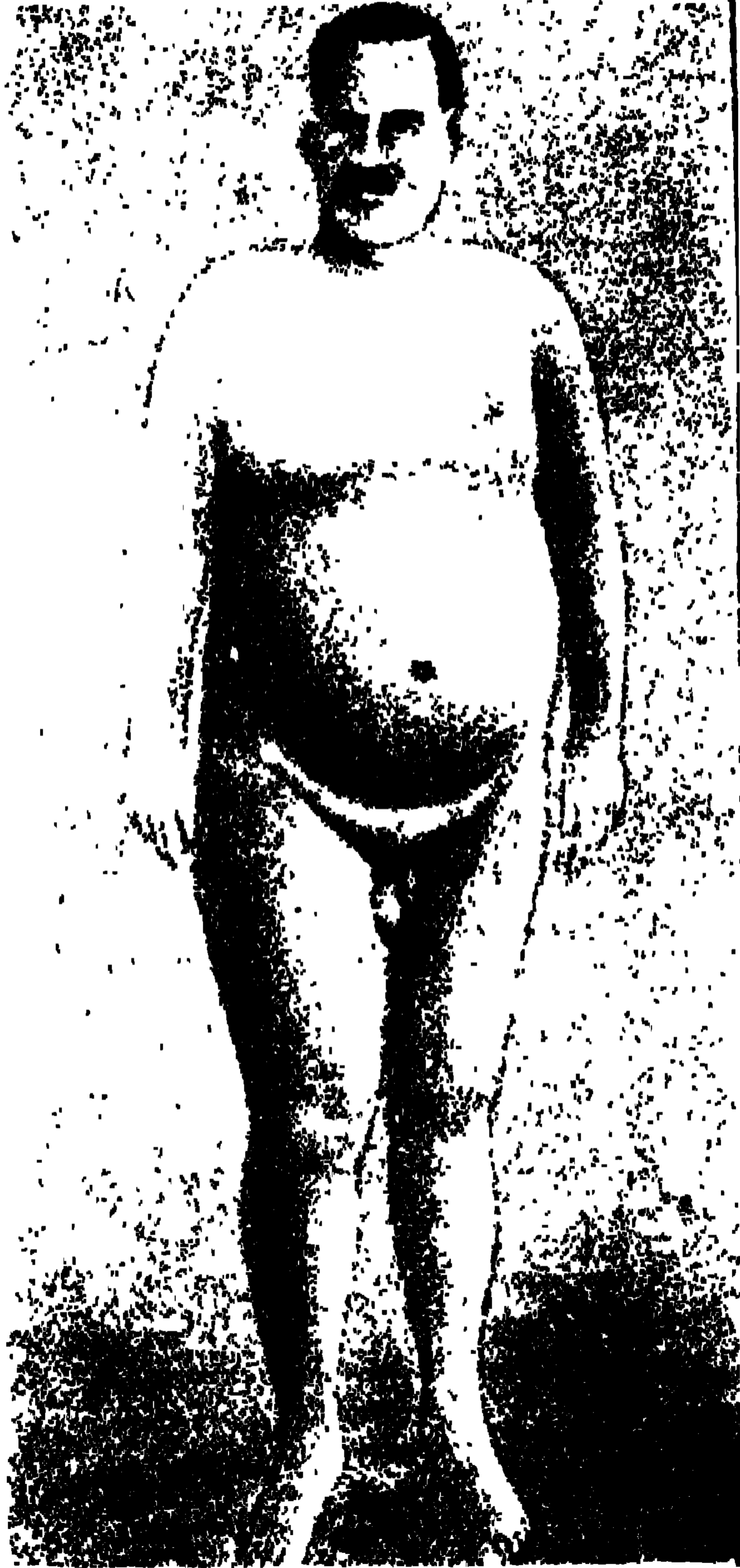
সাধারণতঃ পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি রসের অল্পতা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হয়। যথা :—

- (ক) রোগীর দেহে—বিশেষতঃ, কুক্ষিদেহ, স্তন ও যোনির পাশে মেদ বৃদ্ধি হয়।
- (খ) রোগীকে উদাস ভাবাপন্ন দেখা যায়।
- (গ) শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায় ;
- (ঘ) নাড়ীর গতি হ্রাস হয়।
- (ঙ) অঙ্গের দৌৰ্বল্যের ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়।

পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি রসের আধিক্য (Hyper secretion of posterior pituitary lobe) :—পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি রসাধিক্যের ফলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। যথা :—

- (ক) রোগীর দেহ জীর্ণ শীর্ণ হয়।
- (খ) প্রস্রাব পরিমাণে ও বারে বেশী হয় এবং প্রস্রাবে সর্করা (sugar) থাকিতে পারে।
- (গ) গাত্ৰোত্তাপ প্রায় স্বাভাবিক থাকে
- (ঘ) নাড়ী (pulse) দ্রুত হয়।

২১শ চিত্র—পোস্টেরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থির রসাতাবজনিত
দেহে অস্বাভাবিক মেদবৃদ্ধি (Obesity due to
hyposecretion of posteriacr pituitary gland.)



(১২৫ পৃষ্ঠা)

পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি রসের অভাব বা অল্পতা হইলেও মেহে অস্বাভাবিক রূপে মেদবৃদ্ধি ও অস্বাস্থ্য লক্ষণ (এটিরিয়র পিটুইটারি রসালতার জ্বর) উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ একটা পুরুষের প্রতিকৃতি ২১শ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রয়োগরূপ :-নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি প্রয়োগ করা হয়।

(১) পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি ডেসিকেটেড্ (posterior pituitary desicated) :-গো প্রকৃতি প্রাণীর পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি শুষ্ক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা হরিদ্রা বা পাটল বর্ণের চূর্ণ ; এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট। ইহা জলে দ্রব হয়। ইহার মাত্রা ১/১০—১/২ গ্রেণ। দিনে দুইবার সেব্য।

(২) পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি সলিউশন :-এই ঔষধটা বাজারে নানা নামে পাওয়া যায়। যথা :-

(ক) লাইকার হাইপোকাইসিস্ :-ইউনাইটেড ষ্টেট্ ফার্মাকোপিরার এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

(খ) পিটুইটিন্—পার্ক ডেভিস্ কোম্পানি কর্তৃক এই নামে প্রচারিত হইয়াছে।

(গ) পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি একষ্ট্রাক্ট্—ইণ্ডিয়ান্ মেডিক্যাল লেবরেটরি কর্তৃক এই নামে প্রচারিত হইয়াছে।

(ঘ) ইন্ফাণ্ডিন্ :-বারোজ্ ওয়েলকাম কোম্পানি কর্তৃক এই নামে প্রচারিত হইয়াছে।

(ঙ) পিটলোবিন।

(চ) পোষ্ট-পিটুইটিন্।

আমরা এই পুস্তকে পিটুইটিন্ নামই ব্যবহার করিব।

সম্প্রতি পিটুইটিন বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত দুইটা ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা:—

(১) পিট্রেসিন (Pitressin)

(২) পিটোসিন (Pitocin) ;

যথাক্রমে উল্লিখিত ঔষধ কয়েকটির বিষয় বলা যাইতেছে।

পিটুইটিন :- ইহা পোষ্টেরিয়র পিটুইটারিব সার অংশ। ইহা বর্ণহীন স্বচ্ছ দ্রব আকারে বিক্রীত হয়।

পিটুইটিন প্রস্তুতের পর জীজাতীয় কুকুর বা বিড়ালের জরায়ু ও রক্তপ্রবাহের উপর ইহার ক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইলে, তবে সেই পিটুইটিন ঔষধার্থ ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

শক্তি (Strength) :- সাধারণত ১০% শক্তির পিটুইটিন মিলিউসন পাওয়া যায়। কিন্তু দুই একটা কোম্পানি ইহার দ্বিগুণ শক্তি বিশিষ্ট ঔষধ (২০%) প্রস্তুত করেন। সুতরাং কোন, কোম্পানির প্রস্তুত পিটুইটিন ব্যবহারের পূর্বে উহার লেবেলে উহার শক্তি (strength) কত লেখা আছে, তাহা দেখিয়া লওয়া কর্তব্য। যে ঔষধের শক্তি ১০%, তাহা ২ সি, সি, অবধি মাত্রায় দেওয়া যায়; আর ২০% শক্তিবিশিষ্ট পিটুইটিনের মাত্রা ইহার অর্ধেক অর্থাৎ ১/২ সি, সি, মাত্রায় ব্যবহার্য।

পিটুইটিনের ১/২ সি, সি, ও ১ সি, সি, মাত্রার এম্পুল পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ১/২ আউন্স পরিমাণে রবারের ছিপিবদ্ধ শিশিতেও ইহা পাওয়া যায়।

পিটুইটিন্ ইঞ্জেকসন-প্রণালী ৪—পিটুইটিন্

সাধারণতঃ অধঃস্বাচিক ও পেশীমধ্যে ইঞ্জেকসন দেওয়া হইয়া থাকে।

রোগীর জীবনের বিশেষ আশঙ্কা থাকিলে—যেখানে শীঘ্র ফল পাওয়া প্রয়োজন, তথায় ইহা শিরামধ্যেও ইঞ্জেকসন দেওয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত নর্মাল স্ট্রালাইন মিশাইয়া তরল না করিয়া, কখনও শিরামধ্যে ইঞ্জেকসন দিবে না। এক পাইন্ট নর্মাল স্ট্রালাইন সলিউশনের সহিত রোগীর অবস্থানুসারে ২ হইতে ১৫ ফোঁটা পিটুইটিন শিরামধ্যে ইঞ্জেকসন করিতে হয়।

পিটুইটিন ব্যবহারে সতর্কতা ৪—পিটুইটিন্

ব্যবহারকালীন নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

- (১) কখনও বাজে কোম্পানির পিটুইটিন ব্যবহার করিবে না।
- (২) যে সিরিঞ্জে পিটুইটিন্ ইঞ্জেকসন দিবে, তাহাতে যেন একোহলের লেশমাত্র না থাকে। একোহলের দ্বারা সিরিঞ্জ বিশোধনের পর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত করিয়া, তবে উহা ইঞ্জেকসনের জন্য ব্যবহার করিবে।

(৩) একবার পিটুইটিন্ ইঞ্জেকসন্ দিবার পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় ইঞ্জেকসন্ দিবে না।

ঘণ্টার মধ্যে একাধিক ইঞ্জেকসন্ দিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় ইঞ্জেকসনের ফল—প্রথমবারের ঠিক বিপরীত হয়। একটা ইঞ্জেকসনের পর ১২ ঘণ্টা কাটিলে, তবে পরবর্তী ইঞ্জেকসন দিবে।

(৪) বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পিটুইটিন্ প্রয়োগ করিবে না। কারণ, বৃদ্ধ বয়সে ধমনীগুলি ভগ্নপ্রবণ হইয়া যায় এবং পিটুইটিন্ ইঞ্জেকসনের ফলে রক্তের চাপ বর্ধিত হওয়ায়, মস্তিষ্কমধ্যে শিরা ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইতে পারে।

পিটুইট্রিনের ক্রিয়া :-

(১) পেশীসঙ্কোচন ক্ষমতা :- আমাদের দেহে দুই প্রকার মাংসপেশী আছে। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গের যে পেশীগুলি আমরা সঞ্চালন করিতে পারি, সেগুলির গাঙ্গে ডোরা চিহ্ন আছে। হৃৎপিণ্ড, অঙ্গ, জরায়ু প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে আমরা ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে পারি না, তাহাদের পেশীগুলিতে এরূপ ডোরা কাটা নাই। এই ডোরাবিহীন মাংসপেশীগুলির (Non-stripped muscle fibres) উপরই পিটুইট্রিনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

পিটুইট্রিন ইঞ্জেক্সনে হৃৎপিণ্ড ও ধমনী গাত্রস্থ পেশী সঙ্কোচনের ফলে রক্তের চাপবৃদ্ধি ও অঙ্গের পেশী সঙ্কোচনের ফলে অঙ্গ হইতে মল বিদূরিত হয়; এবং প্রসবকালে জরায়ু সঙ্কুচিত হয় বলিয়াই সন্তান বাহির হইয়া যায়।

(ক) রক্তচাপ বর্ধক ক্রিয়া (Rise in 'blood pressure') :- পিটুইট্রিন ইঞ্জেক্সনের পর ধমনীগুলি পেশী সঙ্কুচিত হয় এবং রক্ত চলাচলের পথ ছোট হইয়া যায়। সুতরাং উহার মধ্য দিয়া যাইবার সময় রক্তকে খুব জোর দিতে হয় এবং তাহার ফলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিটুইট্রিনের এই ক্রিয়ার একটি বিশেষত্ব আছে। অত্যন্ত সকল ঔষধ একটার পর আর একটি ইঞ্জেক্সন্ দিলে, ফল আরও বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু পিটুইট্রিনের ক্রিয়া ঠিক তাহার বিপরীত। পিটুইট্রিন ইঞ্জেক্সনের পর রক্তচাপ বর্ধিত হয়। কিন্তু একমাত্র পিটুইট্রিন প্রয়োগের অন্তর্কণ পরে (অর্ধ বা একঘণ্টা) যদি পুনরায় আর একমাত্র ইঞ্জেক্সন্ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল পূর্বের ইঞ্জেক্সনের ঠিক বিপরীত হইবে—অর্থাৎ প্রথম ইঞ্জেক্সনের পর

যথারীতি রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু দ্বিতীয় ইঞ্জেক্সনের ফলে, রক্তের চাপ আরও বৃদ্ধিত হওয়া দূরের কথা—হঠাৎ উহা কমিয়া যায়। এজন্য পিট্যাইট্রিন ১২ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃপ্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। বার ঘণ্টার পর ইঞ্জেক্সন দিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

(খ) হৃদপিণ্ডের উপর ক্রিয়া :—হৃদপিণ্ডের উপরও পিট্যাইট্রিনের প্রভাব আছে; ইঞ্জেক্সনের পর হৃদপিণ্ডের গতি মন্দ হয় বটে, কিন্তু উহার শক্তি বৃদ্ধিত হয়।

(গ) অস্ত্রের উপর ক্রিয়া :—পিট্যাইট্রিন ইঞ্জেক্সনের পর অস্ত্রের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়।

(ঘ) জরায়ুর উপর ক্রিয়া :—পিট্যাইট্রিন ইঞ্জেক্সন দিলে, স্ত্রীলোকের জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের তো হয়ই, গর্ভবতী না হইলেও, ইহার ফলে জরায়ুর সঙ্কোচন উপস্থিত হয়।

(২) মূত্রযন্ত্রের উপর ক্রিয়া :—পিট্যাইট্রিন ইঞ্জেক্সনের পর দেহের সকল স্থানের শিরা সঙ্কুচিত হয়—হয় না কেবল মূত্রগ্রন্থির শিরাগুলি। সঙ্কোচনের পরিবর্তে এগুলি প্রসারিত (dilated) হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে, প্রস্রাবের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

(৩) স্তন-দুগ্ধ :—সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের পিট্যাইট্রিন ইঞ্জেক্সন দিলে স্তন-দুগ্ধ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে দেখা যায়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, স্তন-দুগ্ধের পরিমাণ সত্য সত্য বাড়ে না—স্তনমধ্যে যে দুগ্ধটুকু থাকে, তাহাই ইঞ্জেক্সনের পর বাহির হইয়া যায় বলিয়া, মনে হয়—দুগ্ধ বেশী হইয়াছে। স্তনের ভিতর যে সকল দুগ্ধনলী আছে, সেগুলি পিট্যাইট্রিন ইঞ্জেক্সনের ফলে, সঙ্কুচিত হওয়ায় স্তনমধ্যে সঞ্চিত দুগ্ধ বাহির হইয়া আসে।

(৪) পরিপোষণ ক্রিয়ার (Metabolism) উপর প্রভাব :—খাওয়া স্বতসারজাতীয় পদার্থ পরিপাকক্রিয়ার ফলে, শর্করায় পরিণত হইয়া থাকে। ইহার কিয়দংশ ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য লিভারের ভিতর গ্লাইকোজেন (শর্করাজন্) আকারে সঞ্চিত হয়। দেহের প্রয়োজন মত আবার এই গ্লাইকোজেন পুনরায় শর্করায় রূপান্তরিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। পিট্যুইট্রিন ইঞ্জেকশনের পর লিভারে সঞ্চিত এই গ্লাইকোজেন অতি দ্রুত শর্করায় পরিণত হয়।

পিট্যুইট্রিন ব্যবহার-প্রণালী

(১) রক্তের চাপবৃদ্ধি ও হৃদপিণ্ডের উত্তেজকরূপে :—যে কোন কারণে রোগী অবসন্ন হইলে ও তাহার রক্তের চাপ (blood pressure) কমিয়া গেলে, পিট্যুইট্রিন প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। রক্তের চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অত্যন্ত কম এবং নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল—এরূপ অবস্থায় পিট্যুইট্রিন সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। এতদর্থে ইহা এড্রিনালিন্ অপেক্ষা উৎকারী। এড্রিনালিন ইঞ্জেকশনের পরও রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। পিট্যুইট্রিন ইঞ্জেকশনের ফল ইহা অপেক্ষা অনেকক্ষণ অধিক স্থায়ী হইয়া থাকে।

(ক) শক্ (Shock) :—অনেক সময় আঘাত বা অণু কোন কারণে “শক্” (shock) উপস্থিত হইলে, রোগীর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবার উপক্রম হয়। এরূপক্ষেত্রে পিট্যুইট্রিন ব্যবহারে সফল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিবার সময় এরূপ হইলে পিট্যুইট্রিনের গ্ৰায় ফলপ্রদ ঔষধ খুব কমই আছে।

(খ) রোগজনিত হৃদপিণ্ডের দৌর্বল্যে :—সংক্রামক বা বহুদিন ব্যাপী রোগের ফলে, অনেক সময় হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী এরূপ

দুর্বল হইয়া যায় যে, রোগীর জীবনের আশঙ্কা হয়। এরূপ স্থলে রক্তের চাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পিটুইট্রিন প্রয়োগে আশু উপকার পাওয়া যায়। ইহা ইঞ্জেকশনের পর নাড়ীর গতি ধীর ও রক্তের চাপ বৃদ্ধিত হইয়া থাকে।

টাইফয়েড্, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, ডিফথিরিয়া, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ালোপের আশঙ্কা হইলে, ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করা হয়।

কলেরায় রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইলে স্যালাইন্ সলিউশনের সহিত পিটুইট্রিন দেওয়া হয়। স্যালাইন্ ইঞ্জেকশনে যে রক্তচাপ বৃদ্ধিত হয়, এতদ্বারা তাহা অবিকল স্থায়ী করে এবং মূত্রগ্রন্থির শিরাগুলিকে প্রসারিত করে বলিয়া, ইহাতে মূত্রনিঃসরণেরও সাহায্য হয়। স্যালাইনের সহিত একবারে ৫ ফোঁটার অধিক পিটুইট্রিন শিরামধ্যে ইঞ্জেকশন দেওয়া কর্তব্য নহে।

(২) রক্তরোধের জন্য :—পিটুইট্রিন ছোট ছোট শিরাগুলিকে সঙ্কুচিত করে ; সুতরাং কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তপাত হইতে থাকিলে, পিটুইট্রিন প্রয়োগে ইহা বন্ধ হয়। ইহার আর একটা গুণ এই যে, ইহা রক্তপাত বন্ধ তো করেই, তাহা ছাড়া রক্তপাতের ফলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে, রোগীকে বল প্রদান করে। একাধারে এরূপ গুণসম্পন্ন ঔষধ আর নাই।

নিম্নলিখিত রোগে পিটুইট্রিন রক্তরোধকরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক) জরায়ু হইতে রক্তস্রাব :—প্রসবের পূর্বে অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, তখন পিটুইট্রিন ইঞ্জেকশন দিবে ; কিন্তু

সাবধান,—যেন সস্তান ও ফুল পড়িবার পূর্বে এই ইঞ্জেকসন দেওয়া না হয়। পিটুইট্রিন জরায়ুকে সঙ্কুচিত করে এবং তাহার ফলে, তন্মধ্যস্থ শিরা-ধমনীগুলিও সঙ্কুচিত হওয়ায় রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

ঋতুকালেও অত্যধিক রক্তস্রাব হইলে পিটুইট্রিন ব্যবহারে উপকার হয়।

(খ) অস্ত্রোপচারের পরবর্তী রক্তস্রাব :—অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, যদি কোন উপায়ে উহা বন্ধ না হয়, তাহা হইলে পিটুইট্রিন ইঞ্জেকসন দিলে, রক্তস্রাব দমিত হইয়া থাকে।

(গ) টাইফয়েড্ জ্বরে রক্তভেদ :—টাইফয়েড্ জ্বরের একটি প্রধান উপসর্গ—রক্তবাহে। এই রোগে, অস্ত্রমধ্যে ক্ষত হয়। কোন কারণে সেই ক্ষত বশতঃ রক্তপ্রণালী ছিন্ন হইলে রক্তপাত হয় এবং সেই রক্তপাতের ফলে, রোগীর মৃত্যু অবধি হইতে পারে। একরূপ ক্ষেত্রে ১/২ সি, সি, হইতে ১ সি, সি, মাত্রায় পিটুইট্রিন অধঃস্রাচিক ইঞ্জেকসন দিলে রক্তস্রাব রুদ্ধ হয়।

(ঘ) রক্তোৎকাশ :—বক্ষারোগীর মুখ দিয়া কখন কখন প্রচুর পরিমাণে রক্ত বাহির হইতে থাকে। একরূপক্ষেত্রে পিটুইট্রিন ব্যবহার করা যায়। ইহা ফুস্কুসের ভিতর রক্তের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া উপকার করে।

(ঙ) জরায়ু সঙ্কোচের জন্য :—আর্গটের গ্ৰায় পিটুইট্রিনের জরায়ু সঙ্কোচক ক্ষমতা আছে। একত্র জরায়ু সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এতদর্থে নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ক) প্রসবান্তিক রক্তস্রাবে :—সন্তান প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, পিটুইটিন্ ব্যবহারে যে, ঐ রক্তস্রাব বন্ধ হয় ; তাহা পূর্বেই—উল্লিখিত হইয়াছে। এই রক্তরোধ—জরায়ু সঙ্কোচনের ফল। কিন্তু ফুল পড়িবার পূর্বে কখনও ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে কারণ, তাহা হইলে জরায়ু সঙ্কুচিত হওয়ায় ফুল বাহির হইতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে, ফুল পড়িবার পর পিটুইটিন্ ব্যবহার করিবে।

(খ) প্রসবান্তিক জরায়ুর দৌর্বল্য :—অনেক সময় প্রসবের পর জরায়ু এরূপ দুর্বল হইয়া যায় যে, উহার পূর্বের স্বাভাবিক ক্ষুদ্র অবস্থা ফিরিয়া পাইতে বিলম্ব হয়। প্রসবের পর জরায়ুর আকার স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র হইতে থাকে ; কিন্তু এরূপক্ষেত্রে তাহা হয় না এবং রক্তস্রাবও অনেক দিন থাকিয়া যায়। অনেকে ইহার জন্য পিটুইটিন্ ব্যবস্থা করেন। ইহাতে জরায়ুর সঙ্কোচন শক্তি বৃদ্ধিত হয় এবং তাহার ফলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

(গ) প্রসবকালে জরায়ুর অবসাদে (Uterine Inertia) :—প্রসবকালে জরায়ু সঙ্কুচিত হওয়ায় সন্তান বাহির হইয়া যাইতে পায়। অনেক সময় রোগী ২৩ দিন ধরিয়্যা ব্যথা পায় এবং তাহার ফলে, জরায়ুর অবসাদ উপস্থিত হয়। অত্র কারণেও ইহা হইতে পারে। সন্তান প্রসবের জন্য যেরূপ শক্তি প্রয়োজন, জরায়ু অবসন্ন হইয়া পড়ায়, সেরূপ জোরে উহা সঙ্কুচিত হইতে পারে না। কখনও কখনও ব্যথা একেবারেই থামিয়া যায়।

পিটুইটিনের জরায়ু সঙ্কোচন ক্ষমতা আছে ; সুতরাং ইহা বুঝিয়া ইঞ্জেকসন করিলে সন্তান প্রসব হওয়া উচিত। কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি কথা আছে।

জরায়ুমধ্যে সন্তান একতী আবরণীর (পান্মুটির) ভিতরে থাকে । জরায়ুর মুখ (Os) ও গ্রীবা (Cervix) সাধারণতঃ বন্ধ থাকে । প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা ফাঁক হইয়া যায় এবং এইরূপ হইলেই তবে সন্তান বাহির হইতে পারে । যতক্ষণ ইহা ফাঁক না হইবে, ততক্ষণ সন্তান প্রসব সম্পূর্ণ অসম্ভব । পান্মুটিও প্রসবের পূর্বেই ভাঙ্গিয়া যায় ।

জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা যদি ফাঁক হইয়া থাকে ও পান্মুটি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে এবং জরায়ুও যদি যথোচিতরূপে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রসবের পথে কোনরূপ বাধা থাকে না । এরূপ অবস্থায় যদি জরায়ুর অবসাদ বশতঃ, উহা যথোচিতরূপে সঙ্কুচিত না হয়, তাহা হইলে তখন পিট্যুইট্রিন ইঞ্জেকসন করিলে জরায়ু সঙ্কোচনের ফলে, সন্তান বাহির হইয়া যায় ।

কিন্তু যদি জরায়ুর মুখ না খুলিয়া থাকে এবং পান্মুটি ভাঙ্গিবার পূর্বেই যদি পিট্যুইট্রিন ইঞ্জেকসন করা যায়, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে । এরূপ অবস্থায় পিট্যুইট্রিন ইঞ্জেকসনে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া সন্তানকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু জরায়ু-গ্রীবা ও মুখ বন্ধ থাকায়, সন্তান বাহির হইবার পথ পায় না । সুতরাং ইহার ফলে জরায়ু ফাটিয়া গিয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয় ।

অন্য কোন কারণেও যদি প্রসবের পথে বাধা থাকে, তাহা হইলেও পিট্যুইট্রিন ব্যবহার করা কর্তব্য নহে । জরায়ু বা যোনিমধ্যে “আব” থাকিলে বা কুক্ষিদেশের অস্থিবিকৃতি থাকিলে (contracted and deformed pelvis) পিট্যুইট্রিন দেওয়া উচিত নয় ।

উল্লিখিত কারণ বশতঃ, প্রসবকালে পিট্যুইট্রিন ব্যবহারের পূর্বে গর্ভিনীর জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে খুলিয়াছে কি না, পান্মুটি ভাঙ্গিয়াছে

কি না এবং সন্তানের খস্ক নাগিয়া আসিয়াছে কি না ; তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত জরায়ু বা যোনিমধ্যে কোনরূপ “আব” বা আর কোন প্রতিবন্ধকতা অথবা কুক্ষির অস্থি স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট কি না তাহাও দেখা আবশ্যিক।

প্রথম গর্ভবতীর প্রসবের সময় পিটুইট্রিন ব্যবহার না করাই ভাল কারণ, একরূপ স্থলে কুক্ষির পরিসর ঠিক আছে কি না ; তাহা বুঝা যায় না।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সূপ্রসবের জন্য পিটুইট্রিন ব্যবহার করা যাইতে পারে যথা :—

- (i) সন্তানের মাথা কুক্ষির তলদেশে নাগিয়া আসিবার পর (অর্থাৎ প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থায়) ;
- (ii) জরায়ুর মুখ ও গ্রীবাংশ সম্পূর্ণরূপে (অন্ততঃ ৪ অঙ্গুলি) প্রসারিত হইবার পর (complete dilatation of the Os);
- (iii) পানমুচি ভাঙ্গিবার পর ;
- (iv) জরায়ু বা যোনিমধ্যে কোনরূপ “আব” বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা যদি না থাকে ;
- (v) কুক্ষি-অস্থির যদি কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না থাকে।

প্রদত্ত করাইবার জন্য পিটুইট্রিন ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে, কটিদেশে—মাংসপেশীর মধ্যে ইঞ্জেকসন করিবে এবং ১/২ সি, সি,র অধিক মাত্রায় দিবে না।

(৪) অন্ত্রের দৌর্বল্য (Intestinal paresis) :—

অস্ত্রোপচারের পর কখনও কখনও অন্ত্রের দৌর্বল্য উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে অন্ত্রে গ্যাস জমিয়া অল্প ফুলিয়া উঠে এবং বাহ্যে বন্ধ হয়। একরূপ স্থলে পিটুইট্রিন প্রয়োগ করিলে অন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া গ্যাস বাহির

হইয়া যায় ও বাহ্যে হয়। এজন্য পেটের ভিতর বায়ু জমিয়া পেট ফুলিয়া উঠিলে, অনেক সময় পিটুইট্রিনে উপকার পাওয়া যায়।

(৫) প্রসাব বৃদ্ধির জন্য :—শোথরোগে প্রসাবের পরিমাণ কমিয়া যায়। একরূপ স্থলে এবং মূত্রগ্রন্থির রোগে শরীর বিষাক্ত হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, পিটুইট্রিন ব্যবহারে উপকার হয় ইহা মূত্রগ্রন্থির শিরা প্রসারিত করিয়া মূত্রনিঃসরণে সাহায্য করে।

কলেরা রোগে প্রসাব বন্ধ হইলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ, কলেরার প্রতিক্রিয়া অবস্থায় একরূপ হইলে এতদ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

অঙ্গোপচারের পর অনেক সময় প্রসাব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার কারণ—মূত্রাধারের দৌর্বল্য। মূত্রনিঃসরণ ঠিকই হয়; কিন্তু মূত্রাধারে যে মূত্র সঞ্চিত থাকে, তাহা মূত্রাধারের দৌর্বল্যবশতঃ বাহির হইতে পারে না। একরূপস্থলে পিটুইট্রিন ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ইহা মূত্রাধারকে সঙ্কুচিত করিয়া তন্মধ্যস্থ মূত্র বাহির করিয়া দেয়।

পিটুইট্রিন জাত নূতন ঔষধ

New medicine from Pituitrin.

(১) পিট্রেসিন (Pitressin) :—পিটুইট্রিন হইতে এই ঔষধটা নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিটুইট্রিনের মধ্যে এই পিট্রেসিন থাকার জন্মই, পিটুইট্রিন ইঞ্জেকশনের পর রক্তের চাপ (blood pressure) বৃদ্ধিত হইয়া থাকে। পিট্রেসিন ইঞ্জেকশনেও রক্তচাপ বৃদ্ধিত হয়।

প্রয়োগ-স্থল :—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পিট্রেসিন প্রয়োগ করা যায়। যথা :—

- (ক) যে কোন পীড়ার হিমাক্রম অবস্থায় (collapse) ; রক্তের চাপ (blood pressure) বৃদ্ধির জন্ত ;
- (খ) রক্তস্রাবে (Hæmorrhage), রক্তস্রাবী রক্তপ্রণালীগুলি সঙ্কুচিত করিবার জন্ত ;
- (গ) অঙ্গোপচারের পর আঙ্গিক দৌর্বল্য জনিত (Intestinal stasis) কোষ্ঠবন্ধে ;
- (ঘ) বহুমূত্র রোগে (in diabetes insipidus) ;

শক্তি (Strength) :—১ সি, সি, পিটোসিনে ২০ ইউনিট রক্তোত্তেজক শক্তি থাকে। কোন প্রাণীকে পিটুইটারি গ্রন্থির ০.৫ মিলিগ্রাম পরিমাণ প্রয়োগ করিলে, যে পরিমাণ রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়, তাহাই এক রক্তোত্তেজক ইউনিট (pressure unit)।

মাত্রা (Dose) :—পিটোসিন ১/২ সি, সি, (০.৫ সি, সি,) মাত্রায় ইঞ্জেকসন করিতে হয়।

(২) পিটোসিন (Pitocin) :—ইহাও পিটুইট্রিন জাত একটা নূতন ঔষধ। পিটুইট্রিনের মধ্যে এই পিটোসিন থাকার জন্তই পিটুইট্রিন ইঞ্জেকসনে জরায়ু সঙ্কুচিত হয়—পিটুইট্রিনের জরায়ু সঙ্কোচক ক্রিয়ার মূলই এই “পিটোসিন”। পিটোসিন ব্যবহারের প্রধান একটা সুবিধা এই যে, ইহা কেবল জরায়ুকেই সঙ্কুচিত করে—রক্তচাপ (blood pressure) বৃদ্ধি করে না।

প্রয়োগস্থল :—নিম্নলিখিত স্থলে ইহা প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। যথা :—

- (ক) জরায়ুর দৌর্বল্যে ;
- (খ) পিটুইট্রিনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে—যে স্থলে রক্তচাপ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সেই স্থলে ইহা প্রযোজ্য।

(গ) প্রসবাস্তিক আক্ৰেপে (Eclampsia) পিটুইট্রিন অপেক্ষা পিটোসিন অধিকতর উপযোগী, কারণ এই পীড়ায় রক্তচাপ বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে ।

মাত্রা (Doses) :—পিটোসিনের মাত্রা ১/২ সি, সি, ; ইঞ্জেকসন রূপে প্রযোজ্য ।

দ্রষ্টব্য :—পিটোসিন ও পিটোসিন, উভয়েই নূতন ঔষধ এবং এখনও ইহার পরীক্ষাধীন ।

পিটুইটারি টিউমার (আব) ও এন্টিরিয়র এবং পোস্টেরিয়র পিটুইটারির যৌগিক ক্রিয়া বিপর্যয়

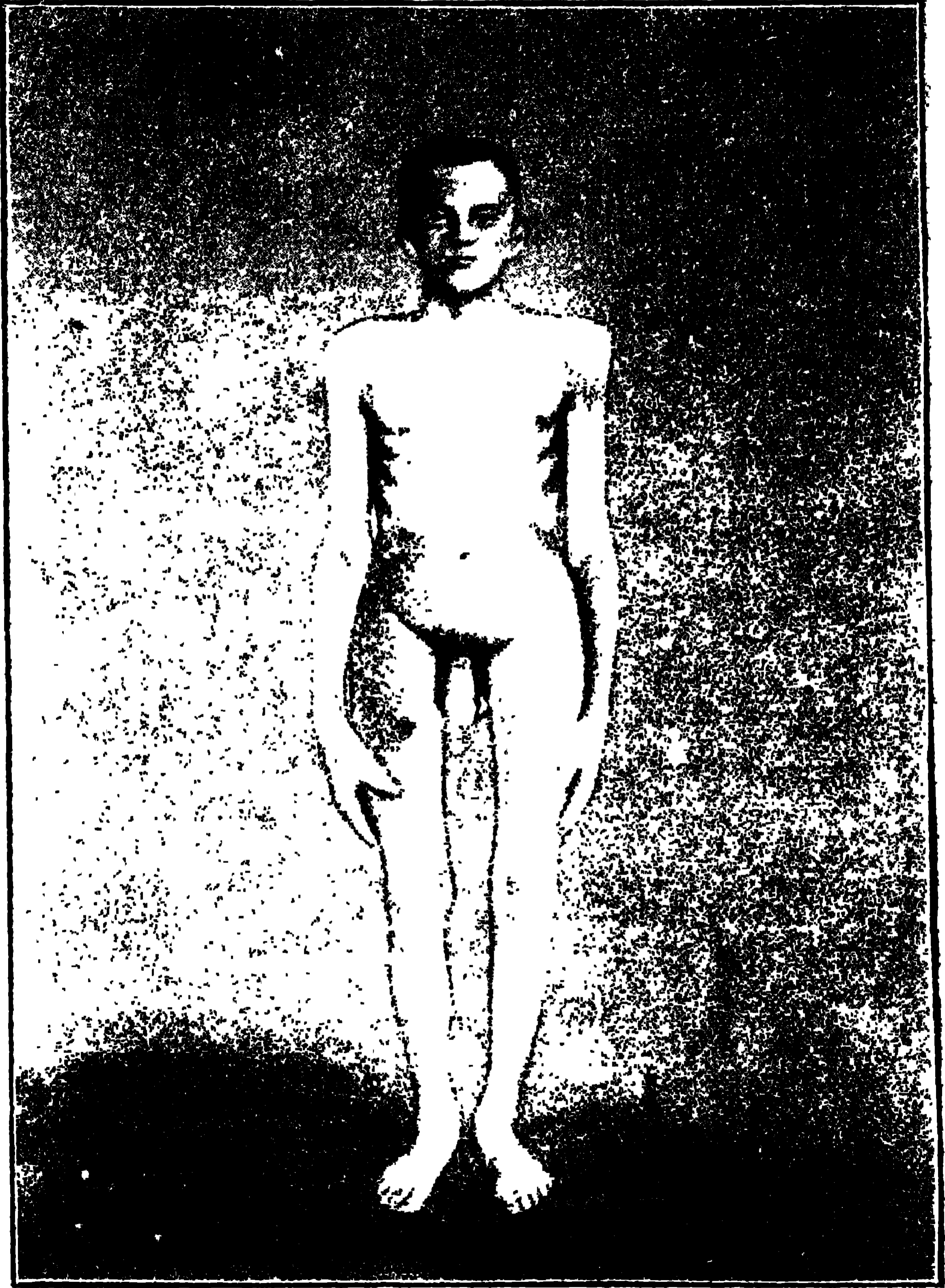
Pituitary tumor and combined disorder of Posterior and Anterior pituitary lobe.

অনেক সময় পিটুইটারি গ্রন্থিতে আব (টিউমার) হইতে দেখা যায় । ইহার ফলে, পোস্টেরিয়র ও এন্টিরিয়র পিটুইটারি লোবের অন্তঃরস নিঃসরণের বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে । ২ শ চিত্র এইরূপ একটা রোগীর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে । নিম্নে এই রোগীর বিবরণ উল্লিখিত হইল । পিটুইটারি গ্রন্থিতে আব এবং পোস্টেরিয়র ও এন্টিরিয়র পিটুইটারি লোবের অন্তঃরসে বিপর্যয় ঘটিলে কিরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়, উল্লিখিত রোগীর বিবরণে তাহা জানা যাইবে ।

এই রোগীর (২২শ চিত্র দ্রষ্টব্য) বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন সে ছাদ হইতে পড়িয়া যায় ; ইহাতে তাহার মাথায় বেশ আঘাত লাগে চিকিৎসার বালকটী আরোগ্য হয় । কিন্তু এই সময় হইতে বালকটীর দিবা রাত্রে অনেক বার প্রস্রাব হইতে থাকে ।

যখন বালকটী চিকিৎসারীনে আসে, তখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর । কিছু দিন হইতে ইহার মাথার ভিতর সর্বদা কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা

২২শ চিত্র—পিত্ত্যেহটার গ্রান্ডর টডমার (আব) ও
এন্টরিয়র এবং পোষ্টেরিয়র পিটুইটারির
যৌগিক ক্রিয়া-বিপর্যয়ে



(১৩৯ পৃষ্ঠা)

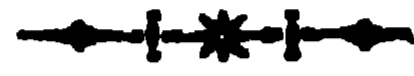
১৩৮—১৩৯ পৃষ্ঠায় এই রোগীর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।

প্রায় সর্বদা বমন, দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস, বুদ্ধির জড়তা এবং সর্বাধিক বিষয়েই অন্বৎসাহ ও উদাসীন্য ভাব, দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সকল উপসর্গের প্রতিকারার্থেই রোগী চিকিৎসাধীন হইয়াছিল।

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে আব (টিউমার) হইয়াছে, বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কারণ, অবিবর্ত শিরঃপিণ্ডা, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, বমন প্রভৃতি মস্তিষ্কে আবেল লক্ষণ। বাল্যকালে মস্তিষ্কে আঘাতের ফলেই যে, আবেল স্মরণপাত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে, আঘাত প্রাপ্তির কিছুদিন পরে পোষ্টেরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থির অতিশ্রাব হওয়ায়, রোগীর বহুমূত্রের (ডায়েবেটিস ইন্সিপিডাস—diabetes insipidus) লক্ষণ উপস্থিত এবং রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়াছিল। এই সঙ্গে এন্টিরিয়র পিটুইটারির অতিশ্রাব হইতেছিল, রোগীর জননেঞ্জিসের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং দেহের অনুরাগে হাত পা অধিক লম্বা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছিল। বাল্যে এইরূপ পিটুইটারির অতিশ্রাবের ফলে দেহের অস্থিগুলি অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধিত হইয়াছে।

—

সুপ্রারেনাল গ্রন্থি—Suprarenal Gland.



আমরা “এড্রিনালিন” নামক যে ঔষধটি ব্যবহার করি, তাহা এই সুপ্রারেনাল গ্রন্থি হইতে প্রস্তুত হয়। এই গ্রন্থির অপর নাম— “এড্রিনাল গ্রন্থি”।

অবস্থান :—মানুষের দেহে দুইটি সুপ্রারেনাল গ্রন্থি আছে। উদর-গহ্বরের অভ্যন্তরে—দক্ষিণ ও বাম মূত্রগ্রন্থির উপর উহারা অবস্থিত। (“ক” ও ২৩ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আকার :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থির আকার অনেকটা ত্রিকোণ টুপির স্থায়। ইহা যেন মূত্রগ্রন্থির টুপি ; সেইভাবে ঠিক মূত্রগ্রন্থির উপরেই থাকে।

এই গ্রন্থি দুইটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহাদের ওজন ২৪ হইতে ৩৮ গ্রেণের বেশী নয়, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের শক্তি অসাধারণ।

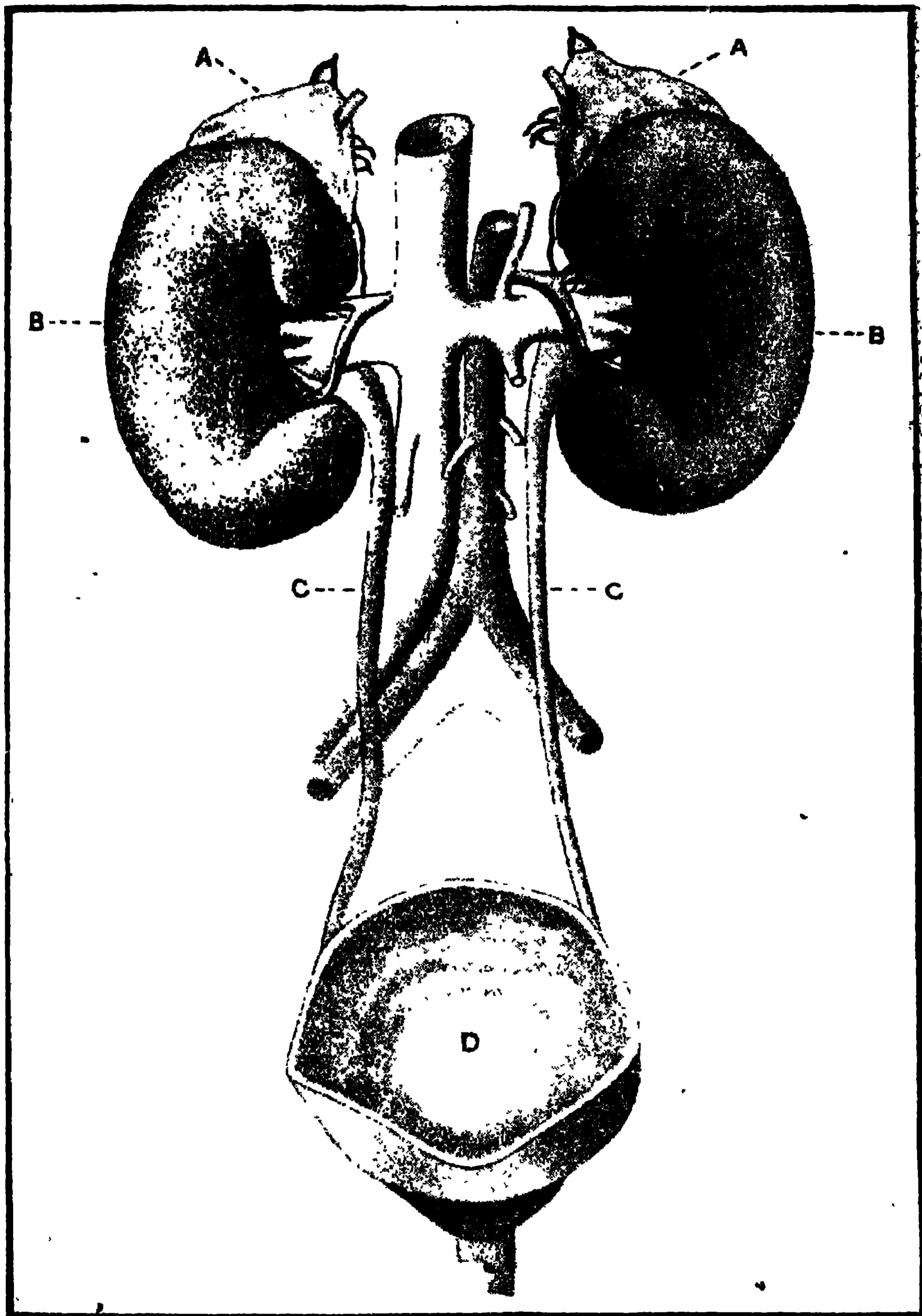
এনাটমি

স্নায়ু :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থির মধ্যেও স্নায়ু আছে। উদর গহ্বরে যে সৌর স্নায়ুগুণ্ড (Solar Plexus) আছে, তাহা হইতে একটা শাখা ইহাতে আসিয়াছে।

রক্তসঞ্চালন :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থি আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে রক্তসঞ্চালনের ব্যবস্থা খুব ভাল। এওটা, ইনফিরিয়র ফেণিক ও রেনাল আর্টারি হইতে রক্ত এই গ্রন্থিতে আসে এই সকল ধমনী, গ্রন্থিমধ্যে স্বল্প ধমনী জালে শেষ হইয়াছে।

উভয় সুপ্রারেনাল গ্রন্থি হইতে যে শিরাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহাদের পরিণতি একরূপ নয়। দক্ষিণ দিকের সুপ্রারেনাল গ্রন্থির

২৩শ চিত্র—সুপ্রারেণাল গ্রন্থি (Suprarenal gland)



(১৪০ পৃষ্ঠা)

২৩শ চিত্র পরিচয় :—

A.—সুপ্রারেণাল গ্রন্থি ; **B.**—মূত্রগ্রন্থি (Kidney) ; **C.**—মূত্র-প্রণালী
(ইউরেটার—urater) ; **D.**—মূত্রস্থলী (ব্লাডার—Bladder)।

শিরা একেবারে ইনফিরিয়র “ভেনা কেভা” নামক দেহের সর্বপ্রধান শিরায় নিশিয়াছে। বামদিকের সুপ্রারেনাল গ্রন্থির শিরা কিন্তু মূত্রগ্রন্থির ধমনীতে শেষ হইয়াছে।

আনুবীক্ষণিক আকার :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থি হইতে একটি সূক্ষ্ম পাতলা অংশ কাটিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, উহার দুইটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। ফলের যেমন ভিতরে মজ্জা ও বাহিরে খোসা থাকে, এই গ্রন্থিরও সেইরূপ ভিতর ও বাহির, এই দুই ভাগ আছে ইহার বাহিরের অংশের নাম—বহিরাবরণী বা খোসা (Cortex) এবং ভিতরের অংশকে মজ্জা (Medulla) বলে।

(১) সুপ্রারেনাল কর্টেক্স (Cortex of suprarenal gland—বহিরাবরণী বা খোসা) :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থির এই বাহিরের অংশটা হরিদ্রাবর্ণ এবং সূক্ষ্ম তন্তুজালে পরিপূর্ণ।

(২) মজ্জা (Medulla) বা ভিতরের অংশ :—ইহা গভীর রক্তবর্ণ এবং ধমনীজালে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে একরূপ কোষ (cell) দেখা যায়। এই কোষগুলির ভিতর দাগ দাগ পদার্থ থাকে পটাশিয়াম বাইকোমেট সলিউশন প্রয়োগ করিলে, এই কোষগুলি বাদামী রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়। এজন্য ইহাদিগকে “বর্ণপ্রবণ কোষ” বলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উদরগহ্বরে—এওটার উভয় পার্শ্বে বে সহানুভূতিক স্নায়ুকেন্দ্র (Sympathatic nerve ganglia) আছে, তাহাতেও বাইকোমেট সলিউশন দিলে এইরূপ বাদামী রঙ হইয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সুপ্রারেনাল মজ্জা ও সহানুভূতিক স্নায়ুকেন্দ্রগুলি একজাতীয় টিস্যু (tissue) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুপ্রারেনাল মজ্জার মধ্যেও অসংখ্য মজ্জাবিহীন স্নায়ুতন্তু (Nonmedullated nerve

fibres) এবং দুই একতী সহানুভূতিক স্নায়ুকোষও দেখা যায় ; সুতরাং এই ধারণার মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয় ।

সুপ্রারেনাল মজ্জা ও এড্রিনালিন

এড্রিনালিনের উৎপত্তি :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থির মজ্জার মধ্যে এড্রিনালিন উৎপন্ন হয় । সুতরাং এড্রিনালিনের বর্ণনা করিতেই, সুপ্রারেনাল মজ্জার বর্ণনা করা হইবে। এজন্য আমরা এড্রিনালিনের স্বরূপ, ক্রিয়া ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি আলোচনা করিব ।

একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক সুপ্রারেনাল গ্রন্থি হইতে প্রথম এড্রিনালিন আবিষ্কার করেন। তাঁহার নাম—টাংকামিন। তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পার্ক ডেভিস্ কোম্পানির রসায়নাগারে পরীক্ষাকালে সুপ্রারেনাল হইতে অস্তমুখী রস পৃথক করিতে সমর্থ হন। তিনি এই অস্তঃরসের নাম দেন—এড্রিনালিন। এক্ষণে পার্ক ডেভিস্ কোম্পানি ব্যতীত, অন্যান্য অনেকের প্রস্তুত এড্রিনালিন বিভিন্ন নামে বাজারে পাওয়া যায় ।

বিভিন্ন নাম :—

(১) এড্রিনালিনাম্ (Adrenalinum) :—ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া ও পার্ক ডেভিস্ কোম্পানির প্রদত্ত নাম ।

(২) এড্রিনিন্ (Adrenine) :—ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া কোডেক্স (B. P. Codex) ও ব্রিটিশ অর্গানোথেরাপি কোম্পানি এই নাম ব্যবহার করেন ।

(৩) এপিনেফ্রিন্ (Epinephrine) :—আমেরিকার ফার্মাকোপিয়া অনুমোদিত নাম ।

(৪) প্যারানেফ্রিন্ (Paranephrin) :—জার্মানির ঈ মার্কেস প্রস্তুত ঔষধের নাম ।

(৫) রেনাগ্ল্যান্ডিন্ (Renaglandin) :—ওপেনহিমার

কোম্পানির ঔষধের নাম ।

(৬) সুপ্রারেনালিন (Suprarenalin) :—আমুর

কোম্পানির প্রদত্ত নাম ।

(৭) ভ্যাসো-কন্সট্রিক্টিভিন্ (Vaso-constrictine) :—

ডানকান্ কোম্পানির প্রদত্ত নাম ।

ব্রিটশ্ ফার্মাকোপিয়ার পার্ক ডেভিস কোম্পানির প্রদত্ত এড্রিনালিন্ নামই গৃহীত হইয়াছে । বি, পি, কোডেক্স ইহাকে একটু পরিবর্তিত করিয়া এড্রেনিন্ করিয়াছেন । এড্রিনালিন্ আমেরিকায় এপিনেফ্রিন্ নামে পরিচিত ; কিন্তু সে নাম এদেশের অনেক চিকিৎসক জানেন না । আমরা এই পুস্তকে এড্রিনালিন্ নামই ব্যবহার করিব

রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল :—এড্রিনালিন্ এমিডো-এসিড্ জাতীয় পদার্থ । বিশুদ্ধ এড্রিনালিন্ দানাদার ও বর্ণবিহীন । ইহা জলে অল্প দ্রব হয় ; এলকোহলে দ্রব করা কঠিন ; বায়ুসংস্পর্শে ইহার বর্ণ লাল বা বাদামী হইয়া যায় ।

এড্রিনালিনের সহিত বিভিন্ন এসিড্ সহযোগে নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ (Salts) প্রস্তুত হইয়াছে । তন্মধ্যে এড্রিনালিন্ ক্লোরাইড আমরা ব্যবহার করি ।

এড্রিনালিন পরীক্ষা-প্রণালী :—এড্রিনালিন্ ঔষধরূপে ব্যবহারের পূর্বে তাহার শক্তি ঠিক আছে কি না ; নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে ।

(১) রাসায়নিক পরীক্ষা—

(ক) এড্রিনালিন্ ক্লোরাইড্ সলিউসনের সহিত ফেরিক্ ক্লোরাইড সলিউসন মিশাইলে উহার বর্ণ সবুজ হইয়া যাইবে । এখন যদি ইহার

সহিত তরল কষ্টিক সোডা সলিউশন মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে ঐ সবুজবর্ণ বিলুপ্ত হইয়া, তাহার স্থানে ঘোর রক্তবর্ণ দেখা দিবে।

(খ) এড্রিনালিনের সহিত যদি পটাশিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট, মার্কিউরিক ক্লোরাইড্ বা আয়োডিন মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উহার বর্ণ লাল হইয়া যাইবে।

(গ) সোডিয়াম্ টাঙ্গ্‌ষ্টেট (Sodium tungstate) ও ফস্ফরিক এসিড্ একত্রে মিশ্রিত করিয়া এড্রিনালিন্ সলিউশনে যোগ করিলে সলিউশনের বর্ণ তখনি নীল হইয়া যাইবে। এই পরীক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রিশ লক্ষ ভাগ জলে যদি একভাগ এড্রিনালিন্ থাকে, তাহাও এই পরীক্ষা দ্বারা ধরা যায়।

(২) জৈব পরীক্ষা :—কোন জন্তুর শিরামধ্যে এড্রিনালিন ইঞ্জেকশন করিলে রক্তের চাপ বর্দ্ধিত হয়। এড্রিনালিনের ইহা একটা ভাল পরীক্ষা। এড্রিনালিন্ প্রস্তুত করিবার পর এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে ইহা বাজারে বিক্রয় করা হয়।

এড্রিনালিনের সহিত অন্যান্য ঔষধ মিশ্রণে সতর্কতা :—এড্রিনালিন ঔষধরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে একাকী দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ, অধিকাংশ ঔষধের সহিতই ইহা দেওয়া চলে না। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির সহিত এড্রিনালিন মিশ্রণ নিষিদ্ধ। যথা :—

- (১) নাইট্রিক এসিড্ ;
- (২) ক্ষার পদার্থ, যথা—সোডি বাইকার্বনেট প্রভৃতি ;
- (৩) লৌহ ঘটত ঔষধ ;
- (৪) মার্কিউরিক ক্লোরাইড্ ;
- (৫) ফর্মালিন ;
- (৬) হাইড্রোজেন পারক্সাইড্ ;

এড্রিনালিনের প্রয়োগরূপ :- ইহার নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। যথা :-

(১) এড্রিনালিন হাইড্রোক্লোরাইড :-

(ক) এড্রিনালিন হাইড্রোক্লোরাইড সলিউশন :-
ইহার ১০০০ ভাগে ১ ভাগ শক্তির সলিউশন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা :- ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা। এই ঔষধের ১/২ ও ১ সি, সি, মাত্রার এম্পুল পাওয়া যায় ; ইঞ্জেকশন দিবার জন্য ইহা সুবিধাজনক। এতদ্ব্যতীত, রবারের ছিপিয়ুক্ত লালভ কঁচের শিশিতেও ইহা পাওয়া যায়। এরূপ একটা শিশিতে সাধারণতঃ ১০ সি, সি, অথবা ১ আউন্স এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) থাকে। এড্রিনালিন্ অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিবে। বায়ু ও আলোক সংস্পর্শে ঔষধের বর্ণ লাল হইয়া যায় ; এরূপ ঔষধ ব্যবহার করিবে না।

(খ) এড্রিনালিন্ ট্যাবলেট :- প্রতি ট্যাবলেটে ১/৬৫ গ্রেণ (অর্থাৎ ০.০১১ গ্রাম) ঔষধ থাকে। এরূপ একটা ট্যাবলেট ১ সি, সি, (অর্থাৎ ১৭ ফোঁটা) পরিস্কৃত ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশাইলে ১ : ১০০০ শক্তির সলিউশন প্রস্তুত হয়।

(গ) ল্যামেলি এড্রিনালিন্ :- প্রত্যেক ক্ষুদ্র চাকতিতে ১/১০০ গ্রেণ এড্রিনালিন থাকে। চক্ষু মধ্যে এড্রিনালিন্ প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে অনেকে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(ঘ) নেবুলা এড্রিনালিন্ :- ইহাতে এড্রিনালিন্ হাইড্রোক্লোরাইড্ সলিউশন ১ ভাগ এবং ক্লোরোফর্ম ওয়াটার ৫ ভাগ থাকে। নাসারন্ধ্রে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এণ্ডোক্রিনোলজি—১০

তৈলের সহিত এড্রিনালিন সলিউশন মিশ্রিত করিয়াও এই ঔষধ প্রস্তুত করা যায়। ইহার নাম নেবুলা এড্রিনালিন্ এরোম্যাটিকা।

(ঙ) .সাপোজিটারি এড্রিনালিন্ :-প্রত্যেক সাপোজিটারিতে ১/৬০ গ্রেণ এড্রিনালিন থাকে। মলদ্বার মধ্যে এড্রিনালিন প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(চ) আক্সুয়েণ্টাম্ এড্রিনালিন্ :-দুই প্রকার শক্তি বিশিষ্ট এড্রিনালিনের মলম প্রস্তুত করা হয়। এক প্রকার মলমে ১০০০ ভাগ ভেসেলিনে ১ ভাগ এড্রিনালিন থাকে। আর নাসারন্ধ্রে যে মলম ব্যবহার করা হয়, তাহা ইহা অপেক্ষা মৃদু (আক্সুয়েণ্টাম্ এড্রিনালিন্ মিটি) ; ইহাতে ৫০০০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র এড্রিনালিন থাকে।

(২) লাইকর এড্রিনালিন বোরিকাস :-ইহা ঋনলিখিত ঔষধগুলির মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। যথা :-

এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) ...	১ ভাগ।
বোরিক এসিড	১ ভাগ।
ক্লোরোফর্ম	৫ ভাগ।

একত্র মিশ্রিত কর।

(৩) কোকেন প্রভৃতির সহিত এড্রিনালিন সংযোগ :-

(ক) এড্রিনালিন ও বেঞ্জামিন্ ট্যাবলেট্ :-ইহার অপর নাম—এড্রিনালিন ও ইউকেন্ ট্যাবলেট। প্রত্যেক ট্যাবলেটে ১/২০০০ গ্রেণ এড্রিনালিন ও ১/৬ গ্রেণ বেঞ্জামিন (ইউকেন্)

ল্যাঞ্চেট থাকে। একটি ট্যাবলেট ১ সি, সি, পরিস্কৃত শীতল জলে দ্রব করিয়া ইঞ্জেকসন করা হয়। অঙ্গোপচার বা দাঁত তুলিবার পূর্বে স্থানিক অসাড়তা উৎপাদনের জন্ত ইহা ব্যবহৃত হয়।

(খ) এড্রিনালিন্ ও কোকেন ট্যাবলেট্ :—ইহার প্রতি ট্যাবলেটে ১/১০০০ গ্রেণ এড্রিনালিন ও ১/৬ গ্রেণ কোকেন থাকে একটি ট্যাবলেট্ ১ সি, সি, পরিস্কৃত জলে দ্রব করিয়া স্থানিক অসাড়তা উৎপাদনের জন্ত ইঞ্জেকসন করা হয়।

(৪) এড্রিনালিন ও পিটুইট্রিন্ সলিউসন :— এই দুইটা ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ইহা প্রস্তুত করিয়া পৃথক নামে বিক্রয় করেন। যথা :—

(ক) পিটবুলিন্ উইথ্ এড্রিনালিন :—ইহা দুই প্রকার শক্তির পাওয়া যায়। যথা :—

ঔষধ	১নং	২নং
এড্রিনালিন্	১/৪০০ গ্রেণ	১/২০০ গ্রেণ
পিটুইট্রিন্	১/২ সি, সি,	১/৪ সি, সি,

(খ) এড্রিনো-পিটুইন :—ইহার ১ সি, সি, তে ১/২ মিলি গ্রাম এড্রিনালিন এবং পিটুইট্রিন থাকে।

গ এভাটমিন্ :—(ব্রিটিশ অর্গানোথেরাপী কোঃ) এড্রিনালিন ও পিটুইট্রিনের সংযোগে প্রস্তুত।

(৬) এজমল (Azmol) :—(ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবোরেটারির প্রস্তুত)—ইহার প্রতি এম্পুলে ৮ মিনিম এড্রিনালিন ও ৭/৮ গ্রেণ পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাত্তাগের মূল উপাদানের সার অংশ থাকে । ইঁপানি রোগে ইহা ব্যবহারে বেশ সফল পাওয়া যায় ।

এড্রিনালিনের প্রয়োগ-বিধি :—এড্রিনালিন্ নানা উপায়ে প্রয়োগ করা হয় । যথাক্রমে ইহা কথিত হইতেছে ।

(১) সেবন :—পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব হইলে এড্রিনালিন সেবন করিতে দিলে উপকার হয় । কিন্তু অত্র কোন কারণে এড্রিনালিন্ প্রয়োগ প্রয়োজন হইলে, সেবন করিতে দিবে না । এড্রিনালিন্ সেবন করিবার পর উহা পাকস্থলীতে গিয়া সেখানকার শিরাগুলি সঙ্কুচিত করে ; সুতরাং পাকস্থলী হইতে ঔষধ রক্তে ভালরূপে শোষিত হইতে পারে না । পাকস্থলী হইতে যেটুকু ঔষধ চিভারে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়, তাহাও তথায় ধ্বংস হইয়া যায় । এজন্য এড্রিনালিন্ সেবন করিতে দিলে ফল পাওয়া যায় না ।

(২) জিহ্বানিন্দ্রে প্রয়োগ :—রোগীর মুখের ভিতর জিহ্বার নিয়ে এড্রিনালিন সলিউসন প্রয়োগ করিলে, অল্প সময়ে শোষিত হইয়া যায় । এজন্য অনেকে এইরূপে এড্রিনালিন প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।

(৩) মলদ্বারপথে প্রয়োগ :—নর্ম্যাল্ স্ট্রালাইনের সহিত এড্রিনালিন সলিউসন্ মলদ্বার মধ্যে ইঞ্জেকসন দিলে, সেবন অপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায় । এই স্থানে অনেক ধমনী থাকায়, ঔষধ শীঘ্র শোষিত হইয়া যায় ।

(৪) অধঃস্থচিক ইঞ্জেকসনরূপে প্রয়োগ :—যেখানে শীঘ্র ফললাভ আবশ্যিক, সেখানে এড্রিনালিন্ সলিউসন (১ : ১০০০)

চর্শ্বনিমে ইঞ্জেকসন করা উচিত। সচরাচর এই উপায়েই এড্রিনালিন্ ইঞ্জেকসন করা হয়।

(৫) পেশীমধ্যে ইঞ্জেকসন্ (Intramuscular Injection) :- ইহাতে অধঃস্থায়িক ইঞ্জেকসন অপেক্ষা শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

(৬) শিরামধ্যে ইঞ্জেকসন্ (Intravenous Injection) :-

(ক) শিরা মধ্যে প্রয়োগ নির্দেশ :- হিমাক্সাবস্থা বা হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ানোপের উপক্রম হইলে এড্রিনালিন্ সলিউসন (১ : ১০০০) স্ফলাইনের সহিত শিরামধ্যে প্রয়োগ করা হয়। স্ফলাইনের সহিত না মিশাইয়া এড্রিনালিন্ সলিউসন একাকী কখনও শিরামধ্যে ইঞ্জেকসন করিবে না, সাধারণতঃ কলেরা রোগে যে ভাবে শিরামধ্যে স্ফলাইন দেওয়া হয়। ইহাও সেই ভাবে ইঞ্জেকসন করিতে হয় ; কেবল স্ফলাইন সলিউসন যখন শিরামধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিবে, তখন যে ফানেলে স্ফলাইন আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে এক ফোঁটা করিয়া এড্রিনালিন সলিউসন (১ : ১০০০) প্রদান করিবে। এইরূপে এক পাইন্ট স্ফলাইনে মোট ৫ ফোঁটা পর্যন্ত এড্রিনালিন দেওয়া যায়। ইহার অধিক একবারে দিবে না। এই উপায়ে এড্রিনালিন শিরামধ্যে প্রয়োগ করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

(খ) শিরা মধ্যে প্রয়োগে সতর্কতা :- রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ না হইলে কখনো শিরামধ্যে এড্রিনালিন প্রয়োগ করিবে না। কারণ ইহাতে রক্তের চাপ হঠাৎ বৃদ্ধিত হওয়ায় বিপদ হইতে

পারে। যখনই এড্রিনালিন শিরামধ্যে প্রয়োগ করিবে, তখনই স্যালাইনের সহিত তরল করিয়া তবে ইঞ্জেক্সন দিবে :

ক্রিয়া ৪—এড্রিনালিন শরীরস্থ হইয়া শারীর বিধান ও যন্ত্রাদির উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, নিয়ে যথাক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

(১) **ধমনী ও হৃদপিণ্ডের উপর এড্রিনালিনের ক্রিয়া ৪—**মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে ততক্ষণ তাহার শিরা-ধমনীমধ্যে রক্ত প্রবাহ চলে। সে প্রবাহের বিরাম নাই—দিবারাত্র শয়নে জাগরণে সমানভাবে চলে। ইহা কোন্ শক্তির ক্রিয়া ?

হৃদপিণ্ড পাম্প (Pump) করিয়া ধমনী মধ্যে রক্ত পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু ইহার বেগ বেশী থাকিতে পারে না ; সুতরাং প্রবাহ ঠিক রাখিবার জন্ত অল্প ব্যবস্থা আছে। ধমনীগুলিতে যে সহানুভূতিক স্নায়ু আছে, তাহার প্রভাবে ধমনী কুঞ্চিত হয় এবং এইরূপে রক্তশ্রোত চলিতে থাকে। একটা শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সহানুভূতিক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে ; তাহা—এড্রিনালিন। এড্রিনালিনের প্রভাবে সহানুভূতিক স্নায়ু, ধমনীগুলিকে কুঞ্চিত করিয়া রক্তপ্রবাহের গতি রক্ষা করে।

এড্রিনালিন প্রয়োগের পর দেহে রক্তের চাপ (blood pressure) বৃদ্ধি হয়। ইহার কারণ এই যে, এড্রিনালিনের প্রভাবে ধমনীগুলি সঙ্কুচিত হওয়ায় রক্তসঞ্চালনের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া যায় এবং অল্প পরিসর পথ দিয়া যাইতে রক্তশ্রোতকে বেগ দিতে হয়। এইরূপে এড্রিনালিন রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে।

স্বভাবতঃ দেহের কার্যের জন্ত যতটুকু এড্রিনালিন 'প্রয়োজন, সুপ্রোরেনাল গ্রন্থি হইতে সেই পরিমাণে উহা নিঃসৃত হয়। কিন্তু আকস্মিক বিপদ আপদ, ক্রোধ বা অল্প কোন কারণে অধিক এড্রিনালিনের প্রয়োজন

হইলে, তখনই সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অতিরিক্ত পরিমাণে এড্রিনালিন নিঃসরণ করিতে আরম্ভ করে।

ক্রোধের সময় এড্রিনালিন্ অন্তঃরস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহার ফলে, ক্রোধ হইলে রক্তের চাপ হঠাৎ বাড়িয়া যায়। অনেক সময় যে দেখা যায়, রোগী কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাদ করিতে করিতে সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়ে বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, হঠাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধিই ইহার কারণ। সকল লোকের এরূপ হয় না; যাহাদের রক্তের চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক, ক্রোধ তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক। এরূপক্ষেত্রে রক্তের চাপ হঠাৎ সীমা অতিক্রম করায় মস্তিষ্কের শিরা বা ধমনী ছিন্ন হইতে পারে; ইহার ফল সন্ন্যাস রোগ (apoplexy), পক্ষাঘাত ও পরিণামে মৃত্যু।

একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান পুলিশ কর্মচারী রক্তের চাপবৃদ্ধির জন্য আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। ক্রোধ যে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলাম। আমার পরামর্শমত তিনি ছুটি লইয়া কিছুদিন বিশ্রামের জন্য দেশে যান। কয়েকদিন পরে শুনিলাম—তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন। তাঁহার একজন প্রজা খাজনা না দেওয়ায় তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহারের উপক্রম করিতেছিলেন; এমন সময় হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। খুব সম্ভব তাঁহার মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হওয়ায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

বাহ্য প্রয়োগেও এড্রিনালিনের শিরা-সঙ্কোচক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। একজন অসুস্থপচারকালে ও অন্য কারণে স্থানিক রক্তস্রাব রোধের জন্য এড্রিনালিনের এত আদর।

এড্রিনালিন্ ইঞ্জেকসনের পর দেহের সর্বত্র শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয় ; কেবল তিন স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের ধমনী (Cerebral artery), ফুস্ফুসের ধমনী (Pulmonary artery) এবং হৃদপিণ্ডের ধমনী (Coronary artery), এড্রিনালিন্ প্রয়োগে সঙ্কুচিত হয় না। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এড্রিনালিন্ প্রয়োগে যদি মস্তিষ্কের শিরা সঙ্কুচিত না হয়, তাহা হইলে ক্রোধের সময় রক্তচাপ বৃদ্ধি হইলে মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হয় কেন ? ইহার উত্তর এই যে, দেহের সকল শিরা ধমনী সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে, যখন রক্তের চাপ বৃদ্ধিত হয়, তখন মস্তিষ্কের শিরা-ধমনী সঙ্কুচিত না হওয়ায়, তন্মধ্যে রক্ত আসিয়া জমিতে থাকে। ইহার ফলে, মস্তিষ্কের শিরা-ধমনী অত্যধিক ক্ষীণ হইয়া উঠে এবং ফাটিয়া গিয়া সন্ন্যাসরোগ ও পক্ষাঘাত উৎপাদন করে।

হৃদপিণ্ডের উপর ক্রিয়া :- এড্রিনালিন্ প্রয়োগের পর হৃদপিণ্ডের পেশী জোরে সঙ্কুচিত হইতে থাকে।

হৃদপিণ্ড ও ধমনীর উপর এড্রিনালিনের এই যে ক্রিয়া, ইহা বেশীক্ষণ থাকে না ; ইঞ্জেকসনের কিছুক্ষণ পরেই এড্রিনালিনের এই ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়।

(২) সহানুভূতিক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া :- দেহমধ্যে সাধারণ স্নায়ু ব্যতীত আর এক শ্রেণীর স্নায়ু আছে। ইহার নাম— সহানুভূতিক স্নায়ু (Sympathetic nerves)। এড্রিনালিন কেবল এই সহানুভূতিক স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করে।

সহানুভূতিক স্নায়ু আবার দুইপ্রকার— বৃক্কগুলি উত্তেজক

(Augmentatory) ও কতকগুলি অবসাদক বা দমনকারক (Inhibitory) এই উভয় প্রকার সহানুভূতিক স্নায়ুর উপরই এড্রিনালিনের প্রভাব আছে। কিন্তু ইহাদের উপর এড্রিনালিনের ক্রিয়ার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত। এ যেন এক যাত্রায় পৃথক ফল।

এড্রিনালিন্ প্রয়োগের ফলে যদি উত্তেজক সহানুভূতিক স্নায়ু উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে যে অংশে ঐ স্নায়ু আছে, তাহা সঙ্কুচিত হইবে। এড্রিনালিন ইঞ্জেক্সনের পর স্বংপিণ্ড উত্তেজিত হইয়া যেমন জ্বোরে জ্বোরে সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তেমনি শিরাগুলিও এইরূপে সঙ্কুচিত হয়।

কিন্তু অবসাদক সহানুভূতিক স্নায়ু যদি উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ফল হইবে। যে অংশে ঐ স্নায়ু গিয়াছে, তাহা অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহার ক্রিয়াশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। যেমন—শ্বাসনলী। শ্বাসনলীতে যে যে সহানুভূতিক স্নায়ু আছে, তাহা অবসাদকজাতীয়; এই অবসাদক স্নায়ু উত্তেজিত হইলে, শ্বাসনলীর পেশীগুলির অবসাদ উপস্থিত হইবে—উহারা সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হইবে। অন্য মধ্য ও অবসাদক স্নায়ু থাকায়, এড্রিনালিন্ প্রয়োগে অন্য কুঞ্চিত না হইয়া শিথিল হইয়া যায়।

আমরা হস্তপদ পরিচালনা করিতে পারি। কিন্তু দেহমধ্যে এমন কতকগুলি মাংশপেশী আছে—যাহা ইচ্ছামত পরিচালনা বা সঙ্কুচিত করা যায় না। এগুলিকে ইচ্ছার অনধীন পেশী (Involuntary muscles.) বলে। ইহারা মস্তিষ্কের অধীন নয়; সেইজন্য ইহাদের উপর আমাদের ইচ্ছা বা কর্তৃত্ব চলে না। এই পেশীগুলি সহানুভূতিক স্নায়ুর কর্তৃত্বাধীন। সহানুভূতিক স্নায়ু আবার এড্রিনালিনের ক্রিয়ার

অধীন ; সুতরাং এড্রিনালিন্ ইচ্ছার অধীন পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করিতে পারে। জরায়ু প্রভৃতির সঙ্কোচন এইরূপে হয়।

(৫) পরিপোষণ ক্রিয়ার (Metabolism) উপর এড্রিনালিনের প্রভাব :—সুপ্রারেনান্ গ্রন্থি হইতে এড্রিনালিন্ নিঃসৃত হইয়া উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। সাজুসের (Sajoou) মতে—রক্ত যখন কুস্ফুসে আসে, রক্তস্থ এড্রিনালিন্ বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে (adre-oxidase) এবং রক্তের বর্ণক পদার্থের (হিমোগ্লোবিন্—Haemoglobin) সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের সর্বত্র গমন করে। এইরূপে ইহা দেহমধ্যস্থ কোষগুলিকে অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে।

এড্রিনালিনের আর একটা কার্য আছে। আমরা যে শর্করাজাতীয় খাদ্য আহাৰ করি, তাহার কিয়দংশ গ্লাইকোজেন (শর্করাজন্) আকারে লিভারের মধ্যে সঞ্চিত হয়। দেহের প্রয়োজন অনুসারে যে কোন সময়ে উহা এই ভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইতে পারে। প্রয়োজন মত লিভারের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন্ যে পুনরায় শর্করায় পরিণত হইয়া দেহের পোষণে নিয়োজিত হয় ; তাহার মূলে এড্রিনালিন্ অস্তঃরসের প্রভাব বর্তমান।

অন্যান্য গ্রন্থি-নিঃসৃত অস্তমুখী রসের সহিত এড্রিনালিনের সম্বন্ধ

(১) পিটুইট্রিন ও এড্রিনালিন :—পিটুইট্রিন ও এড্রিনালিন উভয়েই রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে ; কিন্তু উহাদের ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। পর পৃষ্ঠায় এই পার্থক্য উল্লিখিত হইল।

ক্রিয়া	এডিনালিন্	পিটুইটিন্
(ক) ধমনীর উপর ক্রিয়া	(ক) যে সকল ধমনীতে সহানুভূতিক স্নায়ু অন্ত আছে, কেবলমাত্র তাহাদের উপরই এডিনালিনের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।	(ক) পিটুইটিন্ একেবারে ধমনীর পেশীর উপর কার্য করে - স্নায়ুর মধ্য দিয়া নয়।
(খ) রক্তচাপ ...	ফুস্ফুস, মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ডের গাত্রস্থ (coronary) ধমনীগুলিতে সহানুভূতিক স্নায়ু না থাকায়, এডিনালিন্ ইঞ্জেক্‌সনের পর উৎসাহিত হয় না।	পিটুইটিন্ প্রয়োগে হৃদপিণ্ড গাত্রস্থ করোনারি শিরা .ও ফুস্ফুসের শিরাও সঙ্কুচিত হয়। কেবল মূত্রগ্রন্থির শিরাগুলি প্রসারিত (dilated) হয় এবং তাহার ফলে মূত্রবৃদ্ধি হয়।
(গ) অস্ত্রের উপর ক্রিয়া	(খ) এডিনালিন্ ইঞ্জেক্‌সনের পর যে রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী।	(খ) পিটুইটিন্ ইঞ্জেক্‌সনের ফলে যে রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়, তাহা অনেকক্ষণ থাকে; সুতরাং ইহা এডিনালিন অপেক্ষা উপকারী।
(ঘ) জরায়ুর উপর ক্রিয়া	(গ) এডিনালিনের অল্প সঞ্চারিত ক্ষমতা নাই।	(গ) পিটুইটিন্ ইঞ্জেক্‌সনের পর অল্প সঙ্কুচিত হয়।
(ঙ) জরায়ুর উপর ক্রিয়া	(ঘ) এডিনালিন্ ইঞ্জেক্‌সনের পর জরায়ু সঙ্কুচিত হয় এবং অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকে (Spastic Contraction.)	(ঘ) পিটুইটিন্ ইঞ্জেক্‌সনের পর জরায়ু পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও শিথিল হইতে থাকে (Clonic contraction.)

(২) থাইরয়েড্ ও সুপ্রারেনাল্ পরস্পর সহযোগে কার্য করে।

বিভিন্ন রোগে এড্রিনালিনের ব্যবহার :-
কি কি রোগে ও অবস্থায় এড্রিনালিন্ ব্যবহার করা যাইতে পারে, যথাক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

(১) রক্তপাত বন্ধের জন্য :- এড্রিনালিন্ রক্তশ্রাব বন্ধ করিতে পারে। এই গুণের জন্ত কোন দেহের যে কোন স্থান হইতে রক্তপাত হইলেই এড্রিনালিন ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশক্ষেত্রেই এড্রিনালিন্ ইঞ্জেক্সনের পর রক্তশ্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রক্তরোধের জন্ত এড্রিনালিন ইঞ্জেক্সন করা হইয়া থাকে। যথা :-

(ক) রক্ত বমন।

(খ) রক্ত বাহ্যে :- টাইফয়েড জরে বা অন্য কারণে অঙ্গ হইতে রক্তশ্রাব হইতে থাকিলে এড্রিনালিন ইঞ্জেক্সনে উপকার হয়। রক্ত আমাশয় রোগেও অত্যধিক রক্তশ্রাব হইলে এড্রিনালিন্ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইতে পারে।

(গ) রক্তশ্রাব।

(ঘ) হিমোফিলিয়া (Haemophilia) :- এই রোগে চর্ম নিয়ে রক্তশ্রাব হইতে থাকে ; এজন্য এড্রিনালিন প্রয়োগে উপকার হয়।

(ঙ) রক্ত বসন্ত (Haemorrhagic Small Pox) :-

বসন্ত রোগে কখনও কখনও চর্ম নিয়ে ও দেহের

সর্বত্র রক্তপাত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। এরূপ অবস্থায় আমি এড্রিনালিন ইঞ্জেক্সনে উপকার পাইয়াছি।

আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে এড্রিনালিনের নিষিদ্ধ প্রয়োগ :—নিম্নলিখিত স্থলে আভ্যন্তরিক রক্তরোধের জন্য এড্রিনালিন ব্যবহার নিষিদ্ধ। যথা—

(ক) রক্তোৎকাশ (hæmoptysis) ;

(খ) সন্ন্যাস রোগ ও পক্ষাঘাতের রোগী ;

ফুস্ফুস ও মস্তিষ্কের শিরার উপর এড্রিনালিনের যে, কোন প্রভাব নাই, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ; এবং এড্রিনালিন প্রয়োগের ফলে দেহের অন্ত সকল শিরা সঙ্কুচিত হওয়ায় রক্ত প্রবলবেগে ফুস্ফুস ও মস্তিষ্কের শিরামধ্যে গিয়া জমিতে পারে ; ইহার ফলে রক্তপাত কমাতে দূরের কথা—বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা অধিক হয়।

(১) স্থানিক রক্তরোধার্থ প্রয়োগ :—চর্ম বা বাহিরের কোন স্থান হইতে রক্তপাত হইলে এড্রিনালিন প্রয়োগ করিলেই উপকার হয়। ইঞ্জেক্সনের প্রয়োজন হয় না। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার স্থানিক রক্তস্রাবে ইহা উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

(ক) ক্ষত হইতে রক্তপাত :—কোন ক্ষত হইতে রক্তপাত হইলে, এক টুকরা লিন্ট্ (lint) এড্রিনালিন সলিউসনে (১ : ১০০০) ভিজাইয়া ক্ষতের উপর চাপিয়া ধরিলে তখনি রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে।

(খ) নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—একটা গল্ড (Gauze) সরু ফিতার মতন করিয়া কাটিয়া তদপরে ইহা এড্রিনালিন সলিউসনে (১ : ১০০০) ভিজাইয়া নাসারন্ধ্র মধ্যে গুজিয়া দিলেও রক্তস্রাব স্থগিত হয়।

এতদর্থে স্প্রে (spray) সাহায্যেও এড্রিনালিন্ সলিউসন নামারক্কে মধ্যে ছিটাইয়া দেওয়া যায়।

(গ) জরায়ু হইতে রক্তস্রাব :—প্রস্রাবের পর, রক্তস্রাবকালে, জরায়ু মধ্যে ক্যান্সার প্রভৃতি যে কোন কারণে জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে, এড্রিনালিন স্থানিক প্রয়োগে উপকার হয় একভাগ এড্রিনালিন্ সলিউসন (১ : ১০০০), চারিভাগ জলের সহিত তরল করিয়া তাহাতে একটা গজ (Gauze) ভিজাইয়া তারপর এই এড্রিনালিনসিক্ত গজ জরায়ু ও যোনিমধ্যে গুঁজিয়া (plug) দিতে হয়।

(ঘ) অর্শ হইতে রক্তস্রাব :—অর্শ হইতে অনেক সময় এত অধিক রক্তস্রাব হয় যে, রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে। এরূপক্ষেত্রে অর্শের উপর এড্রিনালিনের মলম লাগাইবে। কোল্ড ক্রিমের (cold cream) টিউবের গায় এক প্রকার নমনীয় টিউব (Collapsible tube) পাওয়া যায়, তাহার গলাটা অপেক্ষাকৃত লম্বা। এইরূপ টিউবের ভিতর মলমটা ভরিয়া রাখিলে প্রয়োগের সুবিধা হয়। টিউবের ঢাকনি খুলিয়া, সরু গলাটা মলমের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, টিউব টিপিলেই মলম মলম্বারের ভিতর চলিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিতরূপে এড্রিনালিনের মলম প্রস্তুত করা হয়। যথা :—

এড্রিনালিনের মলম

১। Re.

এড্রিনালিন সলিউসন (১ : ১০০০) ... ১ ভাগ।

ভেসেলিন ... ১০০০ ভাগ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া মলম তৈয়ারী করতঃ ধমনীয় টিউবে ভরিয়া রাখ। পূর্কোক্তরূপে ব্যবহার্য।

অর্শে বেশী বেদনা থাকিলে, এই মলমের সহিত ক্লোরেটোন্ (Chloretone) ব্যবহার করিবে। নিম্নলিখিতরূপে ইহা মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করা যায়। যথা :—

∴ Re.

এড্রিনালিন্ সলিউসন	(১ : ১০০০) ১ ভাগ।
ক্লোরেটোন	... ৫০ ভাগ।
ভেসেলিন	... মোট ১০০০ ভাগ।

একত্রে মিশ্রিত করতঃ, পূর্বোক্তরূপে ব্যবহার্য্য।

মলবারমধ্যে প্রয়োগের জন্ত এড্রিনালিনযুক্ত সাপোজিটরিও পাওয়া যায়।

(ঙ) চক্ষুमध्ये অস্ত্রোপচারের পূর্বে :—চক্ষুতে কোন প্রকার অস্ত্রোপচার করিবার প্রয়োজন হইলে, ৫ ফোঁটা এড্রিনালিন সলিউসন (১ : ১০০০) প্রয়োগ করা হয়। ইহার ফলে, চক্ষুর শিরাগুলি সংকুচিত হওয়ায়, তথা হইতে রক্ত চলিয়া যায় এবং অস্ত্রোপচারকালে রক্তপাতের ভয় থাকে না।

(চ) গলার অভ্যন্তরে এড্রিনালিন প্রয়োগ :— ডিক্‌থিরিয়া রোগে কখন কখনও গলার ভিতর হইতে রক্তপাত হইতে থাকে ! এরূপস্থলে এড্রিনালিন্ সলিউসন স্প্রে করিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

মূত্রগ্রন্থিরোগে (Nephritis) অনেক সময় রোগীর গলার ভিতর ফুলিয়া খাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এরূপক্ষেত্রে এড্রিনালিন্ “স্প্রে” রূপে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

(ছ) রক্ত প্রস্রাব :—রক্ত প্রস্রাব নানা কারণে হইতে পারে ; মূত্রগ্রন্থির রোগবশতঃ রক্ত প্রস্রাব হইলে, এড্রিনালিন ইঞ্জেকসন

ব্যতীত উপায় থাকে না। কিন্তু যদি মূত্রাধার (bladder) অথবা মূত্রনলী (urethra) হইতে রক্ত পড়িতেছে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে এড্রিনালিন্ স্থানিক প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। এতদর্থে একভাগ এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) একশত ভাগ বিশোধিত জলের সহিত মিশাইয়া মূত্রাধার মধ্যে প্রয়োগ করিবে। একটা ক্যাথিটার ও একটা ফানেল হইলেই ইহা করা যাইতে পারে।

(জ) কোন স্থানে অঙ্গোপচারের পূর্বে :- অঙ্গোপচারের পূর্বে কোন স্থান অসাড় করিতে হইলে, যখন কোকেন বা ইউকেন ইঞ্জেকশন করা হয়, তখন উহার সহিত অল্প এড্রিনালিন্ সলিউশন যোগ করা সুবিধাজনক। এড্রিনালিন্ শিরা সঙ্কুচিত করে; সুতরাং ইহার ফলে, ইঞ্জেকশনের স্থান রক্তহীন হইয়া যায় এবং ইহা কোকেন বা ইউকেনের ক্রিয়া সেই স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। সাধারণতঃ প্রথমে শতকরা একভাগ ইউকেন্ (অথবা নভোকেন্) সলিউশন প্রস্তুত করা হয়; তৎপরে অর্ধ আউন্স পরিমাণে এই সলিউশন লইয়া উহার সহিত দুই ফোঁটা এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) মিশ্রিত করা হয়।

(২) উত্তেজক ঔষধরূপে ব্যবহার (Stimulant) :- অর, নিউমোনিয়া, কলেরা, প্লেগ, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় রোগীর নাড়া মন্দগতি ও সবিরাম হইলে এড্রিনালিন্ সলিউশন উত্তেজকরূপে ব্যবহৃত হয়। যে কোন রোগের হিমাক্ত অবস্থায় (Collapse) ১/২ হইতে ১ সি, সি, মাত্রায় এই ঔষধ ইঞ্জেকশনে সফল পাওয়া যায়। অঙ্গোপচারের পর বা অধিক রক্তপাতের ফলে হিমাক্ত হইলেও ইহার ইঞ্জেকশন সফল প্রদান হয়। কলেরা রোগের পতনাবস্থায় স্ট্রালাইনের সহিত প্রতি পাইন্টে ৫ ফোঁটা

মাত্রায় এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) শিরামধ্যে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ।

ক্লোরোকর্ম দিবার সময় অথবা অন্য কোন আকস্মিক কারণে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ালোপের আশঙ্কা হইলে, এড্রিনালিন সলিউশন ইঞ্জেক্সন দিলে রোগীর জীবন রক্ষা হইতে পারে । স্ট্রালাইনের সহিত মিশ্রিত করিয়া (প্রতি পাইন্টে ৫ ফোঁটা হিসাবে) প্রয়োগ করিলে ফল আরও অধিক হয় । এইরূপ ক্ষেত্রে একেবারে হৃদপিণ্ডের পেশীমধ্যে এড্রিনালিন ইঞ্জেক্সন দিতে পারিলে, অনেক সময় মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও পুনর্জীবিত করা যায় । হৃদপিণ্ডের মধ্যে কিরূপে ইঞ্জেক্সন দিতে হয়, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু রোগীকে বাঁচাইবার জন্য সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন শুধু একরূপভাবে ইঞ্জেক্সন দিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা বাইতে পারে ।

(৩) শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপ নিবারণের জন্য :—
নিম্নলিখিত কয়েকটা পীড়ায় এড্রিনালিন শ্বাস যন্ত্রের আক্ষেপ নিবারণ করিয়া উপকার করে ।

(ক) হাঁপানি রোগে (Asthma) :—হাঁপানিতে ও শ্বাসকষ্টে এড্রিনালিনের আর একটা অত্যাশ্চর্য্য শক্তি দেখা যায়— হাঁপানির শ্বাসকষ্ট যখন উপস্থিত হয়, তখন ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) অধঃস্থায়িক ইঞ্জেক্সন করিলে তখন শ্বাস থামিয়া যায় ও রোগী শান্তিলাভ করে । হাঁপানি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা ইহার নাই ; কিন্তু হাঁপানির শ্বাসকষ্ট তখনকার মতন বন্ধ করিতে ইহা অস্বীকার্য্য বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না ।

হাঁপানির শ্বাসকষ্ট নিবারণার্থ এড্রিনালিনের সহিত ৫ ফোঁটা পিটুইট্রিন সংযোগ করিয়া ইঞ্জেক্সন করিলে ফল আরও ভাল হয় ।

এড্রিনালিন ও পিটুইট্রিনের মিশ্রণে প্রস্তুত সলিউসনেল এম্পুল এভাটমিন্, নামে বাজারে পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ ১/২—১ সি, সি, মাত্রায় একটি অধঃভাটিক ইঞ্জেক্সন দিলে, ৫ হইতে ১৫ মিনিটের মধ্যেই হাঁপ থামিয়া যায় এবং রোগী সুখে নিদ্রা যাইতে সক্ষম হয়।

হাঁপানির খাসকষ্ট নিবারণ করিবার জন্য এজ্‌মলও বিশেষ ফলপ্রদরূপে ব্যবহৃত হয়। হাঁপানির আক্রমণ সময়ে ইহার একটি এম্পুল ইঞ্জেক্সন করিলে ৫—১৫ মিনিটের মধ্যেই আক্ষেপ নিবারণ হইতে দেখা যায়। মধ্য মধ্য ইহা ইঞ্জেক্সন করিলে হাঁপানির আক্রমণ স্থগিত হইয়া থাকে। এড্রিনালিন্ অপেক্ষা এজ্‌মলের ক্রিয়া স্থায়ী এবং অধিকাংশ স্থলে আশানুরূপ উপকার প্রদর্শন করে।

যদিও এজ্‌মলে এড্রিনালিন এবং পিটুইটারী একষ্ট্রাক্ট সাধারণ মাত্রা অপেক্ষা অনেক কম মাত্রায় আছে, কিন্তু ইহাদের ক্রিয়া অপেক্ষা এজ্‌মলের ক্রিয়া অধিকতর প্রবল দেখা গিয়াছে। এজ্‌মলের ইঞ্জেক্সনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া বা অণু কোন অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কোন কোন স্থলে ইহা ইঞ্জেক্সনের পর রোগীর নাড়ীর (Pulse) স্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধিত হইতে দেখা গেলেও, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহা স্বাভাবিক হয়।

রোগীর রক্তচাপের আধিক্য বর্তমানে এজ্‌মল ইঞ্জেক্সন করা উচিত নহে, এরূপ কেহ কেহ যত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ষেরূপ স্বল্প মাত্রায় এড্রিনালিন্ ও পিটুইটারী একষ্ট্রাক্ট আছে, তাহাতে এরূপ স্থলে প্রয়োগ করা অবিধেয় বিবেচিত হইতে পারে না। সাধারণতঃ, ইহা সর্বস্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এজ্‌মল হাইপোডার্মিকরূপে প্রযোজ্য। অধিকাংশস্থলে ১টি ইঞ্জেক্সনেই হাঁপানির আক্ষেপ দমিত হয়। যদি ১টি ইঞ্জেক্সনে সম্পূর্ণ উপকার না হয়, তবে আধ ঘণ্টা পরে আর একটি ইঞ্জেক্সন বিধেয়।

২৪ ঘণ্টা মধ্যে দুই টার বেশী ইঞ্জেকসন্ দেওয়া কদাচ উচিত নহে।
 হাঁপানির পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ একটি এম্পুল মাত্রায় প্রত্যাহ কিম্বা
 ১ দিন অন্তর ২ বার করিয়া ২—৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইঞ্জেকসন করিবে।
 এইরূপে অধিকাংশ স্থলে হাঁপানির পুনরাক্রমণ নিবারণিত হয়।
 এজ্জমলের পূর্ণ মাত্রা ১ সি, সি,। বয়সানুসারে নিম্নলিখিতরূপ ইহা
 প্রয়োগ করিবে।

১½ বৎসরের অনধিক বয়স্কদিগকে	...	১/৮ ভাগ।
৫ বৎসরের কম বয়সে	১/৪ ভাগ।
৫ হইতে ১০ বৎসর বয়স্কদিগকে	...	১/৩ ভাগ।
১০ হইতে ১৫ ,, ,,	১/২ ভাগ।
১৪ হইতে উর্দ্ধবয়স্কদিগকে	পূর্ণ মাত্রায়	প্রযোজ্য।

এট্রোপিন্ বা মরফিন্ প্রয়োগে যেমন কফঃনিঃসরণের ব্যাঘাত
 হয়, এড্রিনালিনে সে ভয় নাই।

(খ) শ্বাসকষ্টে :- অত্র কোন কারণে শ্বাসকষ্ট হইলেও
 এড্রিনালিনে উপকার হয়।

(গ) ছপিংকাশি (Whooping Cough) বা
 ঘুংড়ি :- ছেলের ছপিংকাশি হইলে অনেক সময় এড্রিনালিন্
 ব্যবহারে উপকার হয়। কাশির বেগ থামিবার পরই এড্রিনালিন্ সেবন
 করিতে বা অধঃস্রাবিক ইঞ্জেকসন্ দিবে। বয়স অনুসারে যে মাত্রায়
 এড্রিনালিন্ সেবন করিতে দেওয়া যায়, তাহা পর পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।

ছপিংকফে বয়সানুসারে এড্রিনালিনের মাত্রা

৩ বৎসরের কম বয়সে	...	২	ফোঁটা	মাত্রায়	প্রত্যহ	৩	বার	সেব্য।
৩—৭ বৎসর বয়সে	...	৩	"	"	"	"	"	"
৭—১৫ " "	...	৪	"	"	"	"	"	"
১৫ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সে	...	৫	"	"	"	"	"	"

(৪) **বমন নিবারণার্থ প্রয়োগ** :—যে কোন কারণে অত্যধিক বমন হইলে এড্রিনালিন সেবন করিতে দিলে উপকার হয়।

সময় সময় ম্যালেরিয়া রোগীর এমন বমন আরম্ভ হয় যে, কিছুতেই তাহা থামে না এবং কয়দিন ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে আমি এড্রিনালিন প্রয়োগে সফল লাভ করিয়াছি।

ছেলেদের ঘুংড়ি কাশিতে তাহারা যাহা খায় তাহাই বমন করিয়া ফেলে। এরূপ স্থলে এড্রিনালিন দিলে শুধু যে শ্বাসকষ্ট কমে, তাহা নয় ; ইহাতে বমনের বেগও কমিয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় অত্যন্ত বমন (hyperemesis gravidarum) হইলেও ইহাতে উপকার হয়।

(৫) **আমবাতে (urticaria)** :—আমবাতে এড্রিনালিন প্রয়োগে সফল পাওয়া যায়।

(৬) **নিও-স্যালভারসন্ বা অন্যান্য আসেনিকঘটিত ঔষধ ব্যবহারের সফল নিবারণের জন্য** :—উপদংশরোগে নিও-স্যালভারসন্, নভো-আসেনোবেঞ্জল, স্যাল্ফাসেনোল প্রভৃতি আসেনিকঘটিত ঔষধ ইঞ্জেক্সন দেওয়া হয়। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আসেনিকঘটিত ঔষধ সহ্য করিতে পারে না। এরূপ রোগীকে আসেনিক ইঞ্জেক্সন দেওয়ার বিপদের আশঙ্কা আছে—ইঞ্জেক্সনের

পরই রোগীর মুখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে জিহ্বাও ফুলে ; গলার ভিতর কি যেন আটকাইয়া যাইতেছে মনে হয় এবং নিখাস ফেলিতে কষ্ট হইয়া থাকে । আবার কোন কোন রোগীর সর্কাসে আমবাত বাহির হইতে আরম্ভ হয় । কচিং কখনও মৃত্যু অবধি হইতে শুনা গিয়াছে ।

এরূপ অবস্থায় ১ সি, সি, পরিমাণ এড্রিনালিন্ সলিউশন (১ : ১০০০) পেশীমধ্যে ইঞ্জেক্সন দিলে এই উপসর্গগুলি অচিরে বিলীন হইয়া যায়

এরূপ রোগীকে পুনরায় আসে নিক দিতে হইলে, প্রত্যেক ইঞ্জেক্সন দেওয়ার অর্ধঘণ্টা পূর্বে একটা করিয়া ১/২ সি, সি, মাত্রায় এড্রিনালিন ইঞ্জেক্সন দেওয়া উচিত । তাহা হইলে আর কোন উপসর্গ উপস্থিতির ভয় থাকিবে না ।

(৭) উদররোগে (Ascites) :—বৃক্ক বিশীর্ণ (Cirrhosis of the Liver) হইয়া গেলে অনেক সময় উদর গহ্বরে জল জমে । জল বেশী হইলে পেট ফুটা করিয়া (tap—ট্যাপ্) জল বাহির করিয়া দিতে হয় । কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, জল বাহির করিয়া দিবার পর কিছুদিন পরে আবার জল জমে । জল বাহির করিবার পর উদর গহ্বরমধ্যে এড্রিনালিন্ প্রয়োগ করিলে, দেখা গিয়াছে যে, আর জল তেমন জমিতে পারে না ।

প্রথমে যথারীতি ট্রোকার্ ক্যানুলা দ্বারা উদরীয় জল বাহির করিয়া দিয়া, তৎপরে অর্ধ আউন্স পরিষ্কৃত জলের সহিত এক ড্রাম এড্রিনালিন্ সলিউশন (১ : ১০০০) মিশ্রিত করিয়া, ঐ ক্যানুলার মধ্য দিয়াই উদরগহ্বর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে ।

এড্রিনালিন ব্যবহারের সতর্কতা—

(১) এড্রিনালিন্ সলিউশনের বর্ণ যদি ব্রাউন হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে সেরূপ ঔষধ কখনও ইঞ্জেক্সনের জন্ত ব্যবহার করা কর্তব্য নহে ।

(২) এড্রিনালিন রক্তচাপ বৃদ্ধি করে, একথা মনে রাখা উচিত এবং যে রোগীর রক্তচাপ পূর্ব হইতেই অত্যধিক থাকে, তাহাকে কখনও এড্রিনালিন প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে।

(৩) হৃদপিণ্ডের পেশী দুর্বল থাকিলে অথবা যে সকল রোগীর হৃদপিণ্ড প্রসারিত (dilated), তাহাদিগকে এড্রিনালিন প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। এনিউরিজম্ (Aneurysm) বা রক্তপ্রণালীর অংশবিশেষের প্রসারণ থাকিলেও ইহার ব্যবহার নিরাপদ নহে।

(৪) রক্তোৎকাশে কখনও এড্রিনালিন প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। কুস্কুস্ ফুলিয়া উঠিলেও (Pulmonary oedema) ইহা নিষিদ্ধ।

(৫) মস্তিষ্কমধ্যে রক্তস্রাবে অর্থাৎ সন্ন্যাস রোগে এড্রিনালিন প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(৬) মধুমেহ রোগে (diabetes) এড্রিনালিন প্রয়োগে অপকার হয়। সুস্থ লোককেও বহুদিন যাবৎ এড্রিনালিন প্রয়োগ করিলে তাহার প্রস্রাবে শর্করা দেখা যায়; সুতরাং বহুমূত্র রোগের তো কথাই নাই।

এড্রিনালিনের বিষক্রিয়াঃ—কোন লোককে স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এড্রিনালিন প্রয়োগ করিলে, বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়। এড্রিনালিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা দেয়।

(১) ইঞ্জেক্সনের পর রোগীর অস্বস্তিবোধ এবং মনে ভয় হয়।

রোগীর মুখ ফেকাসে হইয়া যায়।

(২) বুকের ভিতর ধড়্‌ধড়্‌ করে এবং নাড়ী দ্রুত ও অনিয়মিত ভাবে চলিতে থাকে।

(৩) বমনোষ্বেগ ও বমন হয়।

(৪) রোগীর গা, হাত, পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, রোগী আপনাআপনি আরোগ্য লাভ করে।
কচিৎ কখন মৃত্যু হইতেও শুনা গিয়াছে।

এড্রিনালিনে-অস্তঃরসের অল্পতা

Hypo-adrenia.

কারণ-নির্ণয় :- নিম্নলিখিত কারণে সুপ্রোরেনাল মজ্জার
অস্তঃরস এড্রিনালিন্ নিঃসরণ ক্ষমতা কমিয়া যাইতে পারে। যথা :-

(১) রোগের ফল :- রোগের ফলে সুপ্রোরেনাল গ্রন্থি অকর্মণ্য
হইয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ রোগের বিষে গ্রন্থি অভিভূত হয়। অনেকদিন রোগ
ভোগ করিলে ক্রমাগত গ্রন্থির ক্রিয়াতিশয়বশতঃও উহা অকর্মণ্য হওয়া
অসম্ভব নয়। যেমন জ্বর হইলে দেহে এড্রিনালিনের প্রয়োজন বাড়িয়া
যায়। সুতরাং অতিরিক্ত অস্তঃরস নিঃসরণ করিবার জন্য সুপ্রোরেনাল
গ্রন্থিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। জ্বর যদি অনেক দিন
থাকে, তাহা হইলে জ্বর হইতে দেহমধ্যে যে সকল দূষিত পদার্থ
জন্মে, তদ্বারা গ্রন্থি তো বিধ্বস্ত হইবেই, উপরন্তু অতি পরিশ্রমের ফলেও
উহার কার্যক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। একত্র রোগের শেষ অবস্থায়
রোগী এত দুর্বল হইয়া পড়ে। টাইফয়েড্, নিউমোনিয়া, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা,
ম্যালেরিয়া, কর্ণমূল প্রদাহ (mumps), প্লেগ প্রভৃতি রোগে এইরূপে
দেহে এড্রিনালিন অস্তঃরস কমিয়া যায়। ইন্ফ্লুয়েঞ্জার ২।৩ দিনের জ্বরে
রোগী যে এত দুর্বল হইয়া পড়ে, ইহাই তাহার কারণ।

ডিফ্‌থিরিয়ার বিষণ্ড সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থিকে অল্প সময়ের মধ্যে অভিভূত করিয়া ফেলে। ইহার ফলে, ডিফ্‌থিরিয়া আরোগ্যের পরও কিছুদিন রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, দুর্বল ও সূত্রবৎ থাকে এবং হঠাৎ মৃত্যু হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। এজন্য ডিফ্‌থিরিয়া আরোগ্য হইলেও, রোগীকে কয়েক দিন শয্যা হইতে উঠিতে দিতে নাই।

কালাজরে রোগীর দৌর্বল্য ও রক্তচাপ কম (low blood pressure) হয়। রোগীর চর্ম্মের স্থানে স্থানে কালো হইয়া যায়। এই লক্ষণগুলি সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থির বিষাক্ততার ফল। কালাজর রোগীর শবব্যবচ্ছেদ করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, এই রোগে সুপ্রারেনাল গ্রন্থি আক্রান্ত হয়।

(২) অন্যান্য কারণ :—সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থি নানা কারণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে। রোগীর বয়স অনুসারে এই সকল কারণেরও পার্থক্য হয়। যথা :—

(ক) শৈশবে :—শৈশবে সুপ্রারেনাল গ্রন্থির বিকাশ যদি ঠিক মতন না হয় ; তাহা হইলে তাহার ফলে, শিশুর শারীরিক দৌর্বল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। যে শিশু শৈশবে ছুটাছুটি করিয়া খেলিতে পায়, তাহার দেহে এড্রিনালিন্ অস্তুরসের প্রয়োজন বেশী হয় ; এজন্য সুপ্রারেনাল গ্রন্থিকে পরিশ্রম করিতে হয়, ফলে গ্রন্থি সম্যক বৃদ্ধির সুযোগ পায়। সাধারণতঃ ব্যায়ামে শরীর গঠিত এবং অতিশ্রম বা শ্রমাভাবে শরীর ক্ষয় হয় ; গ্রন্থিগুলির পক্ষেও সে কথা প্রযুক্ত হইতে পারে অতিশ্রম যেরূপ অনিষ্টকর, একেবারে কার্য্য না করাও সেইরূপ। কোন যন্ত্র ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। গ্রন্থিগুলিরও বৃদ্ধির সময় সুপরিচালনার অভাব হইলে পূর্ণভাবে উহা বিকশিত হইতে পারে না। বড়লোকের আছরে গোপাল—যাহারা দিনরাত কোঁলে কোঁলে থাকে—মাটিতে পা দেয় না, তাহাদের সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থি ব্যায়ামের

অভাবে বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। ইহার ফলে, শিশু দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং তাহার দেহের মাংসপেশীগুলি খলখলে হইয়া যায়।

(খ) যৌবনে :- বালক বখন যৌবনে উপনীত হইয়াছে, তখন তাহার সুপ্রারেনাল গ্রন্থির বৃদ্ধি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে ক্রান্তব্য। যুবক বা যুবতীর যদি দৌর্বল্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ অন্যরূপ মনে করিতে হইবে।

পুষ্টিকর খাওয়ার অভাবে শরীর ক্ষীণ হয়; সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রারেনাল গ্রন্থিও বিক্ষীণ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

অনেকদিন ধরিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমজনক কার্য করিলেও, অতিক্রিয়ার ফলে, শেষে সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অকর্মণ্য হইয়া পড়িতে পারে।

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা—বিশেষতঃ, হস্তমৈথুন অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহাতে সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অত্যন্ত অকর্মণ্য হইয়া যায়।

অনেক সময় স্নায়বিক দৌর্বল্য বা নিউরাস্থিনিয়া (neurasthenia) রোগের মূলে সুপ্রারেনাল গ্রন্থির বৈকল্য থাকিতে দেখা যায়।

(গ) বার্দ্ধক্য :- বৃদ্ধ বয়সে স্বভাবতঃই সুপ্রারেনাল গ্রন্থির অস্তঃস্রব নিঃসরণ ক্ষমতা কমিয়া যায়, কিন্তু অল্প গ্রন্থিগুলির তুলনায় ইহার শক্তি বেশী থাকে।

এড্রিনালিন অল্পতার লক্ষণ :- সুপ্রারেনাল গ্রন্থির অস্তঃস্রব —“এড্রিনালিন” নিঃসরণের স্বল্পতা ঘটিলে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা :-

(১) শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য :- রোগী অল্প

পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শেষে এমন হয় যে, শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ পরিশ্রমই করিতে পারে না।

(২) নাড়ী :- নাড়ী ছৰ্কল ও দ্রুত হয়।

(৩) হস্ত পদের শীতলতা :- হস্তপদ শীতল থাকে।

(৪) পরিপাক শক্তির ক্ষীণতা :- সুখামান্য প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়।

(৫) শীর্ণতা :- রোগী রোগা হইয়া যায়।

এড্রিনালিনের অল্পতা নির্ণায়ক পরীক্ষা :-
সুপ্রায়েনাল গ্রন্থি হইতে উহার অন্তঃরস—এড্রিনালিন নিঃসরণের
অল্পতা হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা উহা নির্ণয় করা যাইতে
পারে।

(১) সার্জেন্টের শ্বেতরেখা বা নিরক্ত রেখা (Sergent's
White Line) :- এই পরীক্ষার পূর্বে রোগীকে কিছুক্ষণ বিছানায়
শোয়াইয়া রাখা আবশ্যিক। অতঃপর রোগীর পেটের উপর ধীরে ধীরে
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সঞ্চালন করিবে। রোগীর দেহে যদি এড্রিনালিনের
অভাব হইয়া থাকে, এই অঙ্গুলী সঞ্চালিত স্থান অর্ধ মিনিটের মধ্যে সাদা
হইয়া যাইবে। এই সাদা রেখা ৩৪ মিনিট কাল থাকে।

চর্মের উপর ঐরূপে অঙ্গুলী দ্বারা দাগ টানিলে, চর্মস্থ সূক্ষ্ম শিরাগুলি
স্বভাবতঃ সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু এড্রিনালিনের অভাব হইলে ইহা এরূপ
সঙ্কুচিত হয় না—বরং শিরাগুলি প্রসারিত হয়। ইহার ফলেই ঐ স্থান
বিশর্প বা সাদা দেখায়। এইরূপে শ্বেতরেখা উৎপন্ন হয়।

(২) ভারোত্তোলন ক্ষমতা পরীক্ষা (Ergograph
test) :- কোন স্থল লোককে যদি ভারী বিন্যাস কিছুক্ষণ উঠাইতে ও

নামাইতে বলা যায়, তাহা হইলে সে যতক্ষণ ধরিয়া একরূপ করিতে পারিবে, এড্রিনালিনের অভাবগ্রস্ত রোগী তাহা পারিবে না।

এই পরীক্ষা করিতে হইলে, এক কিলোগ্রাম (kilogramme) ভরের একটি জিনিষ রোগীর হাতে দিয়া, প্রতি সেকেণ্ড অন্তর ইহাকে একবার করিয়া উঠাইতে বলিতে হয়। রোগী কতক্ষণ ধরিয়া কতবার ইহা উঠাইতে পারে, তাহা দেখা হইয়া থাকে। ইহার নাম “ভারোত্তোলন পরীক্ষা”।

এড্রিনালিন অল্পতার চিকিৎসা :—এড্রিনালিন-অন্তঃরসের অল্পতা (Hypo-adrenia) হইলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বনীয়।

(১) বিশ্রাম :—রোগীকে কিছুদিন বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিবে। কিছুদিন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম না করিলে সুপ্রায়েনাল গ্রন্থি সুস্থ হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। আধুনিক কঠোর জীবন-সংগ্রামের যুগে আমরাদিগকে অনবরত নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। ইহার ফলে, সুপ্রায়েনাল গ্রন্থিকে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতে হয়। একত্র প্রত্যেক ব্যক্তিরই বৎসরে অন্ততঃ একমাস করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। সাহেবরা যে, বৎসরে একমাস করিয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বায়ু পরিবর্তনে যান, সে প্রথা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগের পর রোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে, কিছুদিন বিছানা হইতে উঠিতে দিবে না।

(২) পথ্য :—রোগীকে পুষ্টির অথচ সহজপাচ্য খাদ্য দিবে। যখন এড্রিনালিন-অন্তঃরস থাকে, একত্র ইহা উপকারী। মাংসের যুগ্ম পুথ্য।

(৩) ঔষধীয় চিকিৎসা—

(ক) কোন রোগের ফলে যদি দৌর্বল্য উপস্থিত এবং রোগীর নাড়ীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বোধ হয়, তাহা হইলে তখনি এড্রিনালিন সলিউশন (১ : ১০০০) ইঞ্জেকশন করিবে ।

(খ) শৈশবে বা যৌবনে যদি অন্য কোন কারণে এড্রিনালিনের অভাব হয়, তাহা হইলে রোগীকে সুপ্রোরেনাল গ্রন্থি সেবন করিতে দিবে থাইরয়েড্ গ্রন্থি, সুপ্রোরেনালের কার্যে সাহায্য করে । সুতরাং সুপ্রোরেনালের সহিত থাইরয়েড্ প্রয়োগ করিলে উপকার আরও বেশী হয় । নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা যায় । যথা :—

Re.

সুপ্রোরেনাল ডেসিকেটেড্ ... ২ গ্রেন ।

থাইরয়েড্ ডেসিকেটেড্ ... ১/৮ গ্রেন ।

ব্লড্‌স পিল (Blaud's Pill) ... ১ গ্রেন ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক বটিকা । এরূপ একটা বটিকা মাত্রায় দিনে দুইবার সেব্য ।

দৌর্বল্য অত্যন্ত অধিক হইলে, উহার সহিত ১/১২০ গ্রেন ট্রিকলিন-সালফেট্ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

(গ) বার্দ্ধক্যের দৌর্বল্য :—বৃদ্ধ বয়সে এড্রিনালিন গ্রন্থি দুর্বল হইয়া পড়িলেও ঔষধরূপে এড্রিনালিন্ প্রয়োগ নিরাপদ নয় । বৃদ্ধদের প্রায়ই শিরা ও ধমনী ভগ্ন প্রবণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; এ অবস্থায় সুপ্রোরেনাল্ গ্রন্থিকে উত্তেজিত করিলে রক্তচাপ বৃদ্ধিত হইয়া শিরা, ধমনী ফাটিয়া যাইতে পারে । সুতরাং এড্রিনালিন প্রয়োগ না করিয়া, হৃৎ, মাংসের যুগ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্যের দ্বারা রুগ্ন গ্রন্থি যাহাতে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

সুপ্রারেনাল কর্টেক্স সুপ্রারেনাল গ্রন্থির বহিরাবরণ Suprarenal Cortex.

ক্রিয়া :—সুপ্রারেনাল গ্রন্থির বাহিরের অংশের ক্রিয়া যে কি ; তাহা এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারি নাই। তবে বর্তদূর জ্ঞানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ইহার উপর পুরুষের পুরুষত্ব, ও জননেন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্কের বিকাশ নির্ভর করে।

(১) পুরুষত্বের উপর প্রভাব :—পুরুষের যৌবনে, মুখে গৌফ ও দাঁড়ি হয়, গলার স্বর মোটা ও কর্কশ এবং দেহের মাংসপেশী দৃঢ়তর হইয়া থাকে। পুরুষের একরূপ হয় কিন্তু স্ত্রীলোকের একরূপ হয় না কেন ? ইহার কারণ এই যে, পুরুষের সুপ্রারেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স, স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক সক্রিয়। পুরুষের পুরুষত্বের লক্ষণ বিকাশের মূলে এই সুপ্রারেনাল কর্টেক্সের অন্তর্মুখী রসের কার্যকরী শক্তি নিহিত আছে।

(২) জননেন্দ্রিয়ের বিকাশ :—সুপ্রারেনাল কর্টেক্সের অন্তঃরস শুধু যে, যৌবনে পুরুষত্বের লক্ষণ স্বরূপ—গৌফ দাঁড়ি গজাইতে সাহায্য করে, তাহা নয় ; মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের স্ত্রী-পুরুষ কোন চিহ্ন থাকে না, তখন যদি এই অন্তঃরসের ক্রিয়াধিক্য হয়, তাহা হইলে ভ্রূণ পুরুষে পরিণত হয়। শিশুদের মধ্যে যে, স্ত্রী পুরুষ পার্থক্য হয়—ইহাই তাহার কারণ। ভ্রূণাবস্থায় সুপ্রারেনাল কর্টেক্স প্রবল থাকিলে পুরুষত্বের লক্ষণ—লিঙ্গ ও অণুকোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৩) মস্তিষ্কের ক্রমঃ বিকাশ :—পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সুপ্রারেনাল গ্রন্থি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কিন্তু ভ্রূণাবস্থায় ইহার আকার, মূত্রগ্রন্থি

অপেক্ষাও বড় থাকে। শবব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ক্রণের সুপ্রোরেনাল গ্রন্থির কটেক্স অংশ মেডুলা অপেক্ষা বড় থাকে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর ক্রণাবস্থায় সুপ্রোরেনাল কটেক্স এত বড় থাকে না।

মানুষের ক্রণাবস্থায় সুপ্রোরেনাল কটেক্স এরূপ থাকে বলিয়াই, মানুষের মস্তিষ্ক সকল প্রাণী অপেক্ষাও আকারে বৃহৎ :এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষ সকলের শ্রেষ্ঠ।

কদাচিৎ মস্তিষ্কবিহীন রাফস (anencephalic monster) জন্মগ্রহণ করে। এরূপ শিশুর শবব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের সুপ্রোরেনাল গ্রন্থির কটেক্স অংশ থাকে না বলিলেই হয়। কটেক্সের অন্তঃরসের সহিত মস্তিষ্ক গঠনের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা ইহা হইতে প্রমাণিত হয়।

(৪) গাত্রবর্ণের উপর প্রভাব :—সুপ্রোরেনাল কটেক্সের রোগ হইলে রোগীর দেহের বর্ণ কালো হইয়া যাইতে আরম্ভ হয়।

সুপ্রোরেনাল কটেক্সের অন্তঃরসাধিক্যের ফল

(১) ক্রণাবস্থায় সুপ্রোরেনাল কটেক্সের আবাধিক্য :—

কোন কারণে ক্রণের সুপ্রোরেনাল কটেক্স যদি অতিক্রিয় হয়, তাহা হইলে জননেদ্রিয়ের বিকাশে গোলযোগ হইতে পারে। সুপ্রোরেনাল কটেক্সের অন্তঃরস যে, পুরুষোচিত জননেদ্রিয় গঠনে সাহায্য করে ; তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। স্ত্রী-ক্রণের যদি সুপ্রোরেনাল কটেক্সের অতিশ্রাব হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে লিঙ্গ বিপর্যয় পর্যন্ত হইতে পারে।

ক্রণাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ ভেদ হইবার পূর্বে, সুপ্রোরেনাল কটেক্সের ক্রিয়াধিক্য হইলে, সে ক্রণ পুরুষ শিশুতে পরিণত হয়। কিন্তু ক্রণের স্ত্রীস্বাভাব তখন অল্পই গঠিত হইবার পর যদি সুপ্রোরেনাল

কটেক্স কোন কারণে অতিক্রিয় হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার পেটের ভিতর জরায়ু ও ডিম্বকোষ যেমন তেমনি থাকিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের জননেক্রিয় যোনিক্রমে পরিণত না হইয়া পুরুষের লিঙ্গে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ লোক যখন বড় হয়, তখন তাহার আকারে পুরুষ হইলেও, হাবভাবে স্ত্রীলোকের গায় হয়। ইহাদিগকে 'মেয়ে গাফরা' বলে। ইহাদিগকে ঠিক "হিজরা" বলা চলে না; কারণ ইহাদের পুরুষের গায় লিঙ্গ ও অণুকোষ থাকে এবং যোনি বা স্তন আদৌ থাকে না। রোগীও নিজেকে পুরুষ বলিয়াই জানে।

একবার একটা লোকের তলপেটের ভিতর "আব" হয়। রোগীটা পুরুষ; বয়স ৩৫ বৎসর; বিবাহিত; কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নাই। সাধারণ পুরুষের গায় মে স্ত্রী-সহবাস করিত। আবের জন্ত ইহার অস্ত্রোপচার করিলে, তাহার তলপেটের মধ্যে স্ত্রীলোকের গায় জরায়ু ও এক দিকে ওভারি দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইলাম। আবটাও পরীক্ষা করিয়া জানা গেল—উহা ডিম্বাধারেরই (ওভারির) আব। এই রোগীকে মূলতঃ "হিজরা" তাহা অস্ত্রোপচার না করিলে কখনও ধরা পড়িত না।

আমেরিকায় ইহা অপেক্ষাও একটা আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল। একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের স্ত্রী, একটা কন্যা রাখিয়া মারা যান। কন্যাটির বয়স তখন ১৬ বৎসর। ভদ্রলোকটা স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একটা সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়েন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনেন। এই রমণীর বয়স তখন ২০ বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সহিত যেমন হয়, তাহারও সেইরূপ প্রেমালাপ ও সহবাসের মাত্রা একটু বেশী হইত। এই রমণীও অত্যন্ত কামুক ছিলেন।

কিছুদিন পরে উক্ত ভদ্রলোককে কার্যোপলক্ষে অন্তর্ভুক্ত বাইতে হয়। সে সময় তাহার স্ত্রী ও তাহার পূর্বস্ত্রীর কন্যাটি একত্রে শয়ন করিত!

স্ত্রীটি রাত্রে শয়নকালে তাহার সৎ-কণ্ঠার স্তন প্রকৃতিতে হাত দিত। এইরূপে ক্রমাগত উত্তেজনার বশবর্তী করাইয়া বাণিকাকে হস্তমৈথুন করিতে প্রবৃত্ত করিল। ইহার ফলে স্ত্রীটির মনেও এতদূর কামোত্তেজনা হইল যে, সে অতঃপর বালিকার সহিত সঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ২১ দিনের মধ্যেই এই চেষ্টা সফল হইল, এবং বালিকার সহিত স্ত্রীটি সহবাস করিতে আরম্ভ করিল। ষত্ৰুদিন তাহার স্বামী বিদেশে ছিল, তাহাদের মধ্যে এইরূপে চণ্ডিত ইতিমধ্যে তাহার স্বামী ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বালিকার ৪.৫ মাস গর্ভ হইয়াছে ধরা পড়িল বালিকা তাহার পিতার ভয়ে বলিল যে, তাহার সৎমা তাহার গর্ভসঞ্চারণ করিয়াছে। তাহার পিতা ইহা বিশ্বাস করিলেন না এবং কণ্ঠাকে যথেষ্ট প্রহার করিলেন। কিন্তু পরে তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিতে, সে সহবাসের কথা স্বীকার করিল এবং তাহাতে তাহার স্বামীর বিশ্বাসের সীমা রহিল না। কিন্তু ইহা কণ্ঠাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার স্ত্রীর কল্পনা প্রসূত মিথ্যা গল্প বলিয়া তিনি মনে করিলেন। কেন না, তাহার স্ত্রীর সহিত তিনি এক বৎসরকাল রীতিমত সহবাস করিয়াছেন; এরূপ ক্ষেত্রে তাহার স্ত্রী কিরূপে পুরুষ হইতে পারে বা পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে? সুতরাং তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরে সন্দেহের বশে তিনি একজন চিকিৎসক দ্বারা স্ত্রীকে পরীক্ষা করাইলেন। পরীক্ষার কালে দেখা গেল যে, স্ত্রীলোকটির (?) অন্যান্য সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় যোনি ও জরায়ু আছে; কিন্তু ক্লাইটোরিস (Clitoris) বা কল্ণা অপেক্ষাকৃত বড় এবং তাহার মধ্যে পুরুষের জননেদ্রিয়ের ন্যায় ছিদ্র রহিয়াছে। ক্লাইটোরিসকে উত্তেজিত করিয়া দেখা গেল যে, উহা পুরুষের লিঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও, উহা সেইরূপ

শক্ত হইয়া উঠে এবং উহা হইতেও বীৰ্য্যপাত হয়। জীলোকের যোনির উপরে যেমন মুত্রনালী থাকে, ইহার সেরূপ ছিল না—ক্লাইটোরিসের (Clitoris) মধ্যেই প্রস্রাবের নলী ছিল। জীলোকটির ক্লাইটোরিসও (Clitoris) পুরুষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহার সম্ভানোৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। ইহার স্বামী যে, কোন দিন ইহা ধরিতে পারেন নাই, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। পুরুষের সহিত সংসর্গকালে ইহার স্ত্রীস্বভাব বিকশিত এবং রমণী সংসর্গে সুপ্ত পুরুষ জাগ্রত হইয়া উঠিত। অতএব এই রমণীকে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই বলা যায়।

স্বামীয়ে ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তও এইরূপ। ভগীরথের দুই মাতার পরস্পরের যোনি ঘর্ষণের ফলে তাঁহাদের একজন গর্ভবতী হন। ভগ্নে ভগ্নে সহবাসের ফলে উৎপন্ন বলিয়া, ইহার নাম রাখা হয়—ভগীরথ। আমেরিকার উক্ত স্ত্রীলোকটির বৃত্তান্ত হইতে মনে হয় যে, ভগীরথের বৃত্তান্তও একেবারে গালগল্প নয়।

(২) জন্মের পর সুপ্রারেনাল গ্রন্থির অতিস্রাব :-

যৌবনের পূর্বে যদি সুপ্রারেনাল্ কটেক্স অতিক্রিয় হয়, তাহা হইলেও আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইতে দেখা যায়। একটা সাত বৎসর বয়সের বালকের মৌফদাড়ি গজাইয়াছিল এবং কণ্ঠস্বর বয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় কর্কশ হইয়াছিল। ইহার কারণ—সুপ্রারেনাল্ কটেক্সের অতিস্রাব।

(৩) যৌবনোন্মেষের পর কটেক্সের অতিস্রাব :-

যৌবনোন্মেষের পর কোন যুবকযুবতীর এ রোগ হইলে, অবশ্য পূর্বের ন্যায় পরিবর্তন আশা করা যায় না। নালিকা বা যুবতীর সুপ্রারেনাল্ কটেক্সের আধিক্য হইলে, রোগীর আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা পুরুষের মতন হইয়া যাইবে। অবশ্য জন্মের পর জননেদ্রিয়ের

আকৃতির কোনরূপ পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। আমি একটা স্ত্রীলোককে জানি, তাহার মুখে অল্প ঘোঁফের রেখা আছে এবং গলার স্বরও পুরুষের মতন। সে স্ত্রীলোক হইলেও পুরুষের ন্যায় দাড়ি কাষায়, কাপড় কোচাইয়া পরে এবং পুরুষের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমানভাবে চলিতে ভালবাসে। তাহার গায়ে শক্তিও যথেষ্ট আছে। এই ধরণের যে সকল “মদা মেয়েমানুষ” দেখা যায়, তাহাদের সুপ্রোরেনাল-কর্টেক্সের অবাধিক্যের ফলেই এইরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে।

সুপ্রোরেনাল গ্রন্থির বিনাশ ও তজ্জনিত পীড়া :—
সুপ্রোরেনাল গ্রন্থি নষ্ট হইলে এক প্রকার পীড়া উপস্থিত হয়, ইহাকে “এডিসন্স ডিজিজ্” বলে। পর পৃষ্ঠায় এই পীড়ার বিবরণ উল্লিখিত হইতেছে।

এডিসনের রোগ

Addison's Disease.



সুপ্রারেনাল গ্রন্থি কোন কারণে নষ্ট হইয়া গেলে, রোগী ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার গাত্র কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতে থাকে। এই রোগের নাম—“এডিসনের রোগ”। এডিসন নামক একজন চিকিৎসক প্রথম এইরোগ আবিষ্কার করেন; এজন্য তাহার নামে রোগের নামকরণ হইয়াছে।

সাধারণতঃ সুপ্রারেনাল গ্রন্থির ক্ষয় রোগ ইহার কারণ। ইহা মধ্যবয়স্ক (২০ হইতে ৪০ বৎসর) ব্যক্তিদিগেরই বেশী হয়।

লক্ষণ—

(১) সুপ্রারেনাল গ্রন্থির মেডালা অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ার এড্রিনালিন অস্তঃরস কমিয়া যায় ; ইহার ফলে, এড্রিনালিন অস্তঃরসালতার লক্ষণগুলি দেখা যায়।

(ক) হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—

এড্রিনালিনের কার্য—রক্তের চাপ ঠিক রাখে। এড্রিনালিন যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়।

নাড়ী—ক্ষীণ ও দ্রুত হয়।

রক্তের চাপ—স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হয়।

হৃৎপিণ্ড—দুর্বল এবং মধ্যে মধ্যে বুকের ভিতর ধড়ফড় করে ও অজ্ঞানভাব হয়।

উদরের উপরিস্থ চর্মে টোকা (stroke) দিলে, সেই স্থান রক্তহীন হইয়া যায় এবং একটি সাদা রেখার আয় দেখায় (Sergent's white line)।

(খ) রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতার হ্রাস :—
এড্রিনালিনের অভাবে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায়, পরিপোষণ ক্রিয়া ভালরূপ হয় না ; এবং ইহার ফলে, রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা রাখে এবং রোগী রোগা হইয়া যায়।

(২) সুপ্রোরেনালের কটেক্স অংশ আক্রান্ত হইলে, রোগীর চর্ম কৃষ্ণবর্ণ ধারণ (Melano-derma) করে। সারাগাত্রে ছোপ ছোপ কালো কালো দাগ হয়। সাহেব ও ফর্সা লোকের গায়ে এই প্রকার ছোপগুলি কালো না হইয়া ধূসর রঙের (brown) হইতে পারে। অন্যান্য কারণেও গায়ে কালো দাগ হইতে পারে ; কিন্তু এডিসনের রোগে যে কালো দাগ হয়, তাহা মুখ ও ষোনি মধ্যেও হইয়া থাকে ; অল্প কোন রোগে এরূপ হয় না।

(৩) রোগীর অনেক সময় বমন বা উদরাময় হইতে পারে ; অথচ তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা সহানুভূতিক ন্যায় উত্তেজনার ফল।

রোগ-নির্ণায়ক লক্ষণ :—

- (১) দৌর্বল্য।
- (২) গাত্রচর্ম, মুখ এবং ষোনিমধ্যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।
- (৩) উদরের চর্মে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিলে শ্বেত রেখা উৎপন্ন হয় (Sergent's white line)।
- (৪) ভারোত্তোলন পরীক্ষা।

একটি রোগীর বিবরণঃ—একদিন একজন বিশালদেহ পুরুষ, অল্প একজনের স্বল্পে ভর দিয়া গাড়ী হইতে আমার বাড়ীর ঘরে নামিলেন। তাঁহার বিশাল বপু দেখিয়া, কোন রোগ যে তাঁহার দেহে থাকিতে পারে ; তাহা কিছুতেই বিখাস করা যায় না। যিনি সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার আত্মীয়। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, রোগী পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিতেন। দুই বৎসর হইল রোগী বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এত দুর্বল যে, দাঁড়াইতে পারেন না—দাঁড়াইলে মাথা ঘোরে। তাঁহার রোগ যে কি, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই।

যখন প্রথম রোগ আরম্ভ হয়, রোগী তখন চাকরিতে ছিলেন। শরীর দুর্বল হওয়ায় কাজকর্ম্ম ভালরূপ করিতে পারিতেন না বলিয়া, সকলে তিরস্কার করিত। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের নিকট দৌর্বল্যের কথা প্রকাশ করায়, তাঁহারা তাঁহাকে সিভিল সার্জনের নিকট পাঠান। সিভিল সার্জন তাঁহার আকৃতি দেখিয়া রোগ মিথ্যা বলিয়া লিখিয়া দেন। দিন দিন কিন্তু তাঁহার রোগ বাড়িয়াই চলিল এবং চাকরিটাও গেল।

অনেক ডাক্তার দেখান ও ঔষধ সেবন করান হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ডাক্তারেরা রোগ “নিউর্যাস্থিনিয়া” ও কবিরাজেরা “বায়ুরোগ” বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজেও তাঁহার রোগ “নিউর্যাস্থিনিয়া” বলিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

রোগী বলিলেন,—“তাঁহার বুকের ভিতর মধ্যে মধ্যে ধড়্ ফড়্ করে, এবং তিনি অজ্ঞানের মতন হন, তাঁহার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। পূর্বে দেহে খুবই জোর ছিল, কিন্তু এখন তিনি শিশুর তায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন”। তিনি যে মিথ্যা রোগের ভান করিতেছেন না, তাহা পাছে আমি বিখাস না করি, একান্ত তিনি শপথ করিয়া ঐ সকল কথা বলিলেন।

রোগীর হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার জন্য আর্থি তাঁহারকে জামা খুলিয়া কেলিতে বসিলাম। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার দেখা গেল—উহা একটু ছর্বল। এতদ্ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না। নাড়ীও ছর্বল। রক্তের চাপ ৬৪ মিলিমিটার মাত্র।

রোগীর শরীরের চর্ম স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে লক্ষ্য করিলাম। রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, দুই বৎসর যাবৎ এইরূপ হইতেছে। মুখের ভিতরও দেখিলাম, ঐরূপ কালো কালো দাগ। তখন রোগীকে শয়ন করাইয়া, তাঁহার উদরদেশের চর্মোপরি অঙ্গুলী দ্বারা টোকা দিয়া দেখিলাম—ইহার ফলে, খেতবর্ণ রেখা উৎপন্ন হইল।

অতএব রোগী যে কঠিন এডিসনের রোগে ভুগিতেছেন এবং রোগটি যে নিউর্যাস্থিনিয়া নহে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। পূর্বে কোন চিকিৎসকই রোগীর গায়ের জামা খুলিয়া দেখেন নাই, এজন্য সকলেই ভুল করিয়াছেন।

এডিসন্স পীড়ার চিকিৎসা

(১) সাধারণ চিকিৎসা :—

(ক) রোগীকে কোনরূপ পরিশ্রম করিতে দিবে না। অত্যধিক দৌৰ্দ্ধল্য থাকিলে, শয্যা হইতে উঠিতে দেওয়া উচিত নয় ; কারণ, শ্রমের ফলে ঐরূপ রোগীর হৃৎপিণ্ড হওয়া বিচিত্র নহে।

রোগী বস্তুর সমস্ত উষ্ণ স্থানে থাকিবে এবং রাতে মাথার শিরের জানালা বামে ঘরের সকল দরজা জানালা খুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিবে।

(খ) পথ্য :—দুগ্ধ, মাংস প্রকৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

(২) লক্ষণানুযায়ী চিকিৎসা :—

(ক) দৌৰ্দ্ধল্যের জন্য খুব সামান্য মাত্রায় ট্রিকলিন্ প্রদৌগ

উপকারক। ইহার সহিত আর্সেনিক প্রয়োগ করিলে ভাল হয়।
নিম্নলিখিতরূপে প্রযোজ্য।

Re.

এসিড আর্সেনিয়াস	...	১/৬০ গ্রেণ
ট্রিক্লিনিন সাল্‌ফেট	...	২/১২০ গ্রেণ।
একষ্ট্রাক্ট্‌ জেনসিয়ান	...	১ গ্রেণ।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি বটিকা। এইরূপ একটি বটিকা মাত্রায়
দিনে দুইবার আহ্বারের পর সেব্য।

(খ) বমন বা উদরাময় বর্তমানে বিসমাথ্‌ উপকারী, নিম্নলিখিতরূপে
ইহা ব্যবস্থেয়। যথা :—

Re.

লাইকার বিসমাথ্‌ এট্‌ এমেন সাইট্রেট্‌	...	১/২ ড্রাম।
সোডি বাইকার্বনেট্‌	...	১০ গ্রেণ।
সিরাপ ফ্রনিঃ ভার্জিনিয়া	...	১/২ ড্রাম।
একোয়া ক্লোরোফর্ম্‌	...	মোট ১ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা। প্রত্যহ ৩/৪ বার সেব্য।

উদরাময় ও বমনে লাইকার বিসমোপেপেন্‌ কম্পাউণ্ড্‌ বিশেষ
উপকারী। এই ঔষধটির প্রতি মাত্রায় ১/২ গ্রেণ পেপেন্‌, ২/৪ গ্রেণ
টাকা ডায়েস্টেস্‌, ১/৪ গ্রেণ প্যানক্রিয়াটিন্‌, ২ মিনিম ডাইলিউটেড্‌
হাইড্রোসিয়ানিক্‌ এসিড, বিসমাথ্‌ প্রকৃতি উপাদান আছে। ইহা

শেতসার ও মাংসজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে এবং পাকস্থলীর ও
অন্ত্রের উত্তেজনা উপশম করিয়া বমন ও উদরাময় আরোগ্য করে।

Re.

সোডি বাইকার্বনেট	...	১০ গ্রেণ ।
লাইকার বিসমোপেপেন্ কম্পাউণ্ড্		১/২ ড্রাম ।
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্	...	১৫ মিনিম ।
একোয়া মেস্ পিপ্	...	মোট ১ আউন্স ।

একত্রে এক মাত্রা । এইরূপ এক মাত্রা দিনে দুইবার আহারের পর
সেব্য ।

(গ) স্মপ্রারেনাল্ গ্রন্থিতে ক্ষয় রোগ হইলে, অনেক সময় গ্রন্থি নষ্ট
হইয়া যায় এবং তাহার ফলে “এডিসনের রোগ” হয়। ক্ষয়রোগ
স্মপ্রারেনাল্ গ্রন্থিতে হইলে মূত্রগ্রন্থিও (kidney) বাদ পড়ে না ; এজন্য
অনেক সময় প্রস্রাব কালচার (culture) করিলে উহাতে ক্ষয়-বীজাণু
পাওয়া যাইতে পারে। যদি ক্ষয়রোগ বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে
টিউবারকুলিন্ ব্যবহার করা কর্তব্য। এরূপ স্থলে সোডিয়াম মল্‌য়েট্
বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ইঞ্জেক্সনে আমি কোন ফল পাই নাই।
অনেক ক্ষয়রোগী অন্ত কোন চিকিৎসায় ফল না পাইয়া, শেষে আমার
নিকটে টিউবারকুলিন ইঞ্জেক্সন দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে।
কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ চিকিৎসকই এই শক্তিশালী মর্হৌষধী
ব্যবহার করিতে জানেন না। ইহার কারণ, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে
ইহা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাহার উপর বহু রোগীর
উপর প্রয়োগ করিয়া না দেখিলে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া
ইহা শিক্ষা করা যায় না। অত্যাণ্ড ঔষধের ত্রায় টিউবারকুলিনের
কোন বাধা ধরা মাত্রা নাই ; কোন রোগীকে প্রথমে কত মাত্রা হইতে

আরম্ভ করা উচিত এবং কোনবার কি পরিমাণে মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস করা উচিত, তাহা প্রত্যেক রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। এক্ষণে টিউবারকুলিন্ ব্যবহারে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন এবং বিশেষরূপে ব্যতীত স্নাত্ত কাহারও ইহা ইঞ্জেক্শন দেওয়া উচিত নয়। ট্রিকনিন্, ডিজিটেলিন প্রভৃতি যেমন ঘোরতর বিষ, কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে ঠিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে, এই সকল প্রাণনাশক বিষই আবার মামুষের প্রাণদান করে ; টিউবারকুলিনের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য

এডিসনের রোগে সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং ইহার অন্তঃরসের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ঔষধরূপে সুপ্রারেনাল্ গ্রন্থি প্রয়োগ করা উচিত। এতদর্থে—রোগের প্রথম অবস্থায় ১ গ্রেণের সুপ্রারেনাল্ ট্যাবলেট প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে দিলে যথেষ্ট হইবে। রোগ কঠিন হইলে কিন্তু ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যদি দৌর্ভাগ্য অত্যন্ত অধিক এবং নাড়ী ক্ষীণ থাকে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ৩ গ্রেণ করিয়া শুরু সুপ্রারেনাল্ প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাইতে দিবে। এইরূপে প্রত্যহ মোট ৬ গ্রেণ করিয়া দশদিন সেবনের পর, চারিদিন ঔষধ সেবন একেবারে বন্ধ রাখিবে ; তৎপরে পুনরায় দশদিন আবার ঐরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। একরূপে প্রতি দশদিন অন্তর চারিদিন করিয়া ঔষধ বন্ধ রাখিতে হয়। রোগীর রক্তের চাপ ও নাড়ীর অবস্থা স্বাভাবিক হইলেই, ঔষধ আর দিবার প্রয়োজন হইবে না।

সুপ্রারেনাল্ ট্যাবলেটে যদি উপকার না হয়, তাহা হইলে এড্রিনালিন্ সলিউশন (১ : ১০০০) অধঃস্ফটিক ইঞ্জেক্শন দিবে।

অণ্ডগ্রন্থি—Testis.

পুরুষের অণ্ডকোষের ভিতর দুইটা অণ্ডগ্রন্থি থাকে। পুরুষের 'পুরুষত্ব' যে, এই গ্রন্থি দুইটার উপর নির্ভর করে, তাহা বোধ হয় 'সকলেই' জানেন।

অণ্ডগ্রন্থির ঐক্যামিক ভিত্তি :—একটা অণ্ডগ্রন্থি হইতে স্তম্ভ পাংলা অংশ কাটিয়া যদি অল্পবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে ইহার মধ্যে তন্তুময় পদার্থ, এপিথিলিয়াম্ কোষ ও বীৰ্য্যানলী দেখা যাইবে।

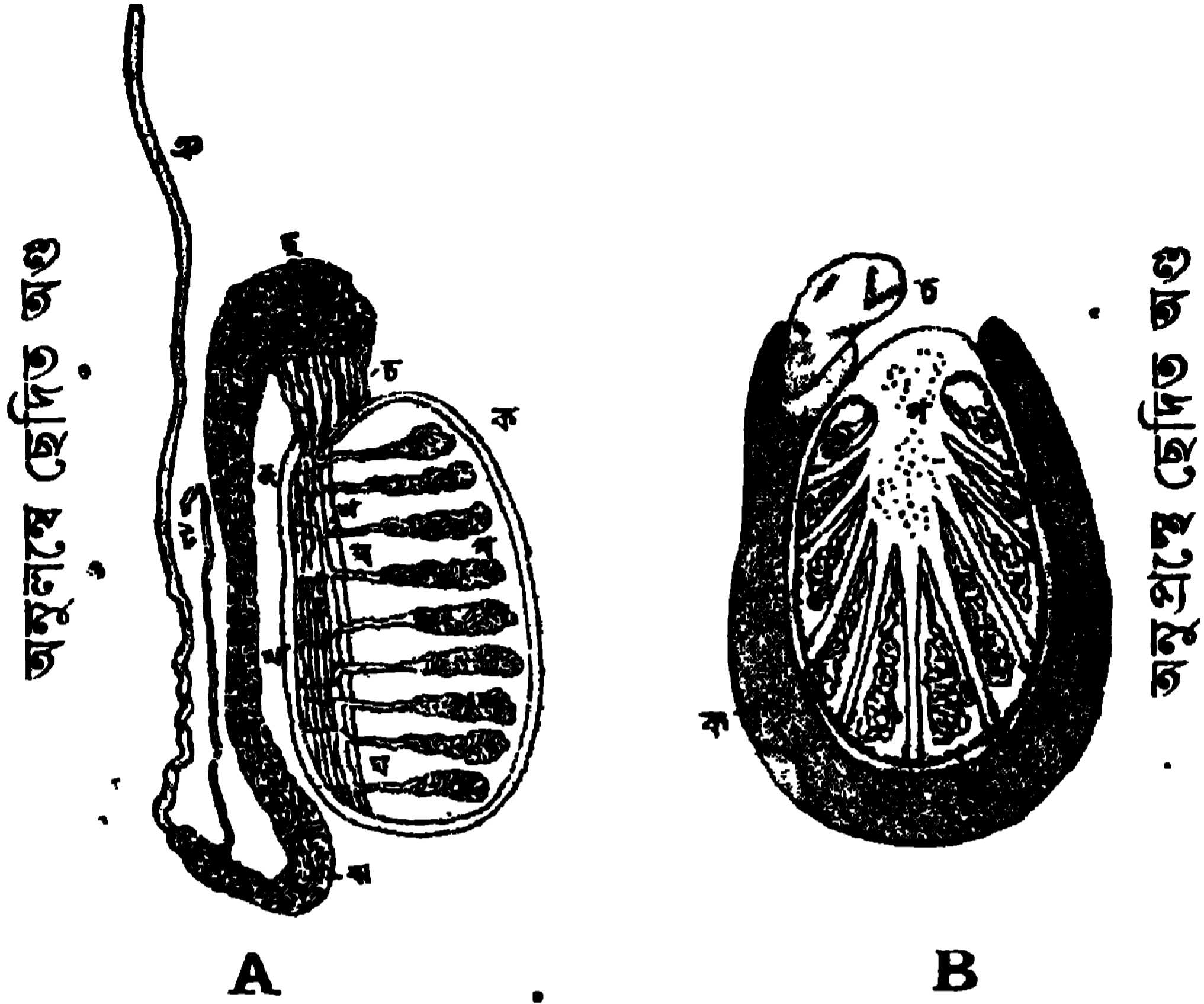
অণ্ডগ্রন্থির ভিতর যে বিভাগগুলি (lobules) আছে, তন্মধ্যে 'কুণ্ডলীকৃত বীৰ্য্যানলী' থাকে। এই বিভাগগুলির ভিতর বীৰ্য্য প্রস্তুত হয় এবং ঐ সকল বীৰ্য্যানলীর মধ্য দিয়া বীৰ্য্য বাহির হইয়া প্রস্রাবনলী-পথে স্থলিত হইয়া থাকে।

এই বিভাগগুলির চারিদিকে তন্তুময় পদার্থ বেঠন করিয়া থাকে।

উল্লিখিত তন্তুগুলির মধ্যে কোন কোন স্থানে এপিথিলিয়াম্ কোষসমষ্টি (epithelial cells) দেখা যায়। বীৰ্য্যানিঃসারক লোবিউলের সাহিত ইহাদের কোম সংশ্লব নাই। জীলোকের ওভারিতে যে তন্তু মধ্যবর্তী অস্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি দেখা যায়, ইহারাও সেই জাতীয়। 'অণ্ডগ্রন্থির অস্তমুখী' রস এই সকল তন্তুমধ্যবর্তী গ্রন্থিতেই (interstitial glands) প্রস্তুত হয়।

অণ্ডগ্রন্থির অস্তঃরসের প্রমাণ :—অণ্ডকোষ মধ্যে 'যে বীৰ্য্য উৎপন্ন হয়, ইহা প্রাচীন যুগে আমাদের পূর্ব পুরুষেরাও জানিতেন'। কিন্তু এই বীৰ্য্য ব্যতীত অল্প কোন রস যে, এই অণ্ডগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা কিছুদিন পূর্বেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

২৪শ চিত্র—অণ্ডগ্রন্থি (Testis). (১৮৬ পৃষ্ঠা)



‘A’ চিত্র পরিচয় :—“ক”—টিউনিকা এলবিউজিনা (Tunica albuginea); “খ”—মিডিয়াষ্টিনাম টেষ্টিস (Mediastinum testis); “গ”—লোবিউলিটেষ্টিস (Lobuli testis); “ঘ”—ভাসা রেক্টা (Vasa recta); “ঙ”—রেটি টেষ্টিস (Rete testis); “চ”—ভাসা এফারেন্সিয়া (Vasa efferentia); “ছ”—কোনাই ভাস্কিউলোসী (Coni vasculosi); “জ”—এপিডিডাইমিসের শরীর; “ঝ”—গ্লোবাস মাইনর এপিডিডাইমিস (Globus minor epididymis); “ঞ”—ভাস ডিফারেন্স (Vas deference); “ট”—ভাস্কিউলাম এবারেন্স (Vasculum aberrans).

‘B’ চিত্র পরিচয় :—“ক”—টিউনিকা ভেজাইনেলিসের গহ্বর (Cavity of tunica Vaginalis); “খ”—টিউনিকা এলবিউজিনিয়া; “গ”—মিডিয়াষ্টিনাম টেষ্টিস, “ঘ”—টিউনিকা ভাস্কিউলোসিস (Tunica vasculotisa); “ঙ”—অণ্ডের একটি লোবিউল (A lobul of the testis); “চ”—ছেদিত এপিডিডাইমিস।

ছাগ বা ঘণ্ডের অণ্ডকোষ কাটয়া বাদ দিলে, তাহার যে আকৃতিগত পরিবর্তন হয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন বালকের অণ্ডগ্রন্থি বাদ দিলেও ঠিক এইরূপই পরিবর্তন হয়। কোন বালকের অণ্ডগ্রন্থি যদি কাটয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে যৌবন সমাগমে তাহার দেহে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায় না—যুখে মৌক দাড়ি উঠে না, কণ্ঠের পুরুষোচিত হয় না এবং দেহের গঠন রমণীয় নহয় হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত উহার বীৰ্য্যধার (seminal vesicle) ও প্রোষ্টেট গ্রন্থি (prostate) বিলীর্ণ হইতে থাকে, দেহের অস্থিস্থলি কখনও কখনও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় ও মেদ বৃদ্ধি হইতে পারে এবং সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি কমিয়া যায়।

কোন প্রাণীর অণ্ডগ্রন্থি উচ্ছেদের পর যদি অন্য কোন সমজাতীয় স্তন্থ প্রাণীর অণ্ডগ্রন্থি কলম করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কিন্তু পরে অণ্ডগ্রন্থি-উচ্ছেদ-জনিত কোন কুফল হইতে দেখা যায় না।

কিন্তু এই পরীক্ষাগুলি দ্বারাও অণ্ডগ্রন্থির অন্তঃস্রবের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। অণ্ডগ্রন্থির মধ্যে বীৰ্য্য উৎপন্ন হয় এবং এই গ্রন্থি উচ্ছেদ করিলে বীৰ্য্যনিঃসরণ বন্ধ হয়। সুতরাং অণ্ডগ্রন্থি কাটয়া বাদ দিলে, যে লক্ষণগুলি উপস্থিত হয়, তাহা যে বীৰ্য্যের অভাবের ফল নয়, তাহারই বা প্রমাণ কি? সুতরাং ইহা প্রমাণের জন্য অন্য পরীক্ষা আবশ্যিক। এই পরীক্ষার কথাই বলিব।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, অণ্ডগ্রন্থিতে বীৰ্য্য উৎপন্ন হইয়া প্রেরোজন মত প্রস্রাবনলী-পথে বাহির হইয়া যায়। এখন যদি এই বীৰ্য্যনলী আমরা বাধিয়া দিই, তাহা হইলে আর বীৰ্য্য বাহির হইবার উপায় থাকিবে না। এইরূপে বীৰ্য্যনলী বাধিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার ফলে অণ্ডগ্রন্থি-মধ্যস্থ বীৰ্য্যনিঃসারক গোবিউল্গুলি নষ্ট হইয়া

যায়। স্তূতরাং অণ্ডকোষ উচ্ছেদ না করিয়াও; উহার বীৰ্য্যানিঃসারক অংশ নষ্ট করা চলে। এখন দেখা আবশ্যিক যে, এই উপায়ে বীৰ্য্যানিঃসারক গ্রন্থিগুলি নষ্ট করিয়া দিলে, উহার ফলে দেহের কোনরূপ পরিবর্তন হয় কি না? ইহার উত্তর এই যে, ইহাতে একমাত্র বীৰ্য্যানিঃসরণ বন্ধ ব্যতীত; অন্য কোন পরিবর্তন হয় না। শৈশবেও বীৰ্য্যানিঃসারক গ্রন্থি নষ্ট করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার ফলে যৌবনকালে দেহে পুরুষের বিকাশে কোন বাধা হয় না—কেবলমাত্র বীৰ্য্যানিঃসারক গ্রন্থিগুলি না থাকায়, সঙ্গমকালে বীৰ্য্যপাত হয় না এবং সন্তানোৎপাদন ক্ষমতাও থাকে না।

স্তূতরাং অণ্ডগ্রন্থি উচ্ছেদের ফলে, যে সকল শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়, তাহা বীৰ্য্যাভাবের ফল কখনও হইতে পারে না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অণ্ডগ্রন্থি হইতে এমন কোন প্রকার অন্তঃস্থী রস উৎপন্ন হয়—যাহার অভাবই এই সকল পরিবর্তনের কারণ।

প্রয়োগরূপ ১—অণ্ডের নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ কয়েকটি ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

(১) শুষ্ক অণ্ডগ্রন্থি (Orchic desic) :—ইহা ১ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

(২) অর্কাইটেসি সেরোনা (Orchitisi Serono) :—ইহা জস্তর অণ্ডগ্রন্থি (testis) হইতে ইটালির সুবিখ্যাত জাতীয় ঔষধ প্রস্তুতকারক—Nazionele Medico Farmacologico ইনষ্টিটিউটের প্রস্তুত। ইহার ১ সি, সি, পরিমাণ—১টি অণ্ডের ১/৪ অংশ অন্তঃস্থী রসের সমান। অণ্ডগ্রন্থি হইতে ইহা এরূপ প্রক্রিয়ার প্রস্তুত হইয়াছে যে, ইহাতে অণ্ডের অন্তঃস্থী রসের কার্যকরী উপাদান—“স্পার্মিন” (Spermin) পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

অর্কাইটেসি সেরোণা অণুগ্রন্থির উপর বিশেষরূপে পোষক ও বলকারক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া, উহা হইতে যথোচিত পরিমাণে বিশুদ্ধ শুক্র ও অন্তঃস্থী রস নিঃসরণ করাইয়া থাকে। এই হেতু শুক্র সম্বন্ধীয় সমুদয় পীড়া—শুক্রান্নতা, শুক্রতারল্য, শুক্রে সজীব শুক্রকীটের অভাব, বন্ধ্যাস, অতিশীঘ্র শুক্রপাত, অণুকোষের শিথিলতা, জননেদ্রিয়ের দুর্বলতা ও শিথিলতা, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ এবং শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়ার সহবর্তী অন্যান্য পীড়ায় ইহা অতীব উপকারী।

প্রয়োগ-প্রণালী :—হুই প্রকারে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে :—
যথা :—

(ক) মুখপথে সেবন-বিধি :—১০—২০ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার প্রধান আহারের পর (after the principal meal) কিঞ্চিৎ জলসহ সেব্য। ক্রমশঃ ২।১ ফোঁটা করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। এইরূপে ২০—৩০ ফোঁটা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

(খ) হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসনরূপে প্রয়োগ-বিধি :—
কেবলমাত্র পূর্ণ বয়স্কদিগকেই ইহা হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসনরূপে প্রয়োগ করা কর্তব্য। ইঞ্জেকসনার্থ ইহার ১ সি, সি, এম্পুল পাওয়া যায়। একটা এম্পুলের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় ঔষধ একেবারে ইঞ্জেকসন করিতে হয়। গ্লুটিয়াল বা পৃষ্ঠদেশের স্ক্যাপুলা প্রদেশে ইঞ্জেকসন বিধেয়। ২।৩ দিন অন্তর ইঞ্জেকসন দেওয়া কর্তব্য।

এই ঔষধ রোগী বেশ সহ্য করিতে পারে—ঔষধ অসহনীয়তা জনিত কোন মন্দ লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

উক্তরূপে কর্ক বন্ধাবস্থায় রাখিলে, অনেক দিনেও এই ঔষধ নষ্ট বা ব্যর্থতারের অনুশবোণী হয় না।

(৩) টেস্টোভিরিলিন (Testovirilin) :— অণ্ডগ্রহির ইহা একটা অত্যুৎকৃষ্ট প্রয়োগরূপ। তরলাকারে প্রস্তুত ; ইহার প্রতি মি, সি, দ্রবে যে অণ্ডগ্রহির অন্তঃরস থাকে তাহা টাটকা অণ্ডের ৩০ গ্রেণের সমান। এতদ্বির ইহাতে ট্রিকনাইন ও ইয়োহিম্বিন মিশ্রিত আছে। ইহাতে যে অর্কিক একট্রাক্ট আছে তাহা টাটকা প্রস্তুত ; ছয় মাসের অধিক পুরাতন ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। অর্কিক একট্রাক্ট প্রয়োগে অণ্ডগ্রহির অন্তঃরসের অভাব পূর্ণ করা হয়। ইহাতে যে খুব সামান্য ট্রিকনিন্ আছে তাহা স্নায়ুর টনিকের কার্য করিবে। ইয়োহিম্বিন মেরুরজুর (spinal cord) মধ্যে যে কামকেজ আছে তাহাকে উত্তেজিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গের ধমনীমধ্যে রক্তবৃদ্ধি করে, ইহার ফলে লিঙ্গ শক্ত হইয়া উঠে। অতএব টেস্টোভিরিলিন একটা উৎকৃষ্ট স্নায়ু ও অণ্ডগ্রহির পরিপোষক এবং অণ্ডগ্রহির ক্রিয়াবর্দ্ধক। ধাতুদৌর্বল্য, রতিশক্তিহীনতা, শুক্রে সজীব শুক্রকোষের অভাব, শুক্রাঙ্গতা, শুক্রের বিকৃতি, ধ্বজভঙ্গ, জননেত্রিয়ের শক্তিহীনতা, ধারণা শক্তির অভাব, বক্ষ্যাত্ব, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি পীড়ার ইহা প্রয়োগে শাস্ত্র সুফল পাওয়া যায়। ফলতঃ, অণ্ডগ্রহির দুর্বলতা ও ক্রিয়ারিকার বা ক্রিয়াহীনতা দূরতঃ শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়াতেই ইহা অতীব ফলপ্রদ। অণ্ডগ্রহি কলয় করিয়া দেহে বসাইলে উহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে এবং স্থায়ী সুফল অনেক সময় হয় না। টেস্টোভিরিলিন ইঞ্জেকসনে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হয়।

ইহার ১ মি, সি, এম্পুল পাওয়া যায়। ১ মি, সি, মাত্রায় সপ্তাহে ২ বার করিয়া হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকসনরূপে প্রয়োগ্য ৬—১২টা ইঞ্জেকসনের পরই রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও যৌবনোচ্চৈ শক্তি-সামর্থ্যে সম্পূর্ণ শক্তিবান হয়।

২৫শ চিত্র—অণুগ্রন্থির অন্তঃরসাল্পতা হেতু জননেদ্রিয়ার
বৃদ্ধির ও পুরুষত্বের অভাব



(১০১ পৃষ্ঠা)

চিত্র পরিচয় ৪—এই লোকটির বয়ঃক্রম ৪০ বৎসর । অণুগ্রন্থির
অন্তঃরসের অল্পতা বশতঃ ইহার জননেদ্রিয়ার বিকাশ হয় নাই—দেখিতে
শিশুর ন্যায় । ইহার হাত পা স্বাভাবিক অপেক্ষা লম্বা, হাড়ের জোড়গুলি
সংযুক্ত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল, মাথার চুল কম ।

অণুগ্রন্থি একবার কর্মক্ষমতা ফিরাইয়া পাইলে তাহার পর আপনা হইতে কার্য্য করে ।

অণুগ্রন্থির অন্তঃস্থ মুখী রসের ক্রিয়া :—অণুগ্রন্থির অন্তঃস্থ মুখী রসের ক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

(১) জননযন্ত্র সমূহের বৃদ্ধি ও পুরুষত্বের বিকাশ :—
জননযন্ত্রগুলির বৃদ্ধি ও পুরুষত্বের লক্ষণ বিকাশ, অণুগ্রন্থির অন্তঃস্থ রসের উপর নির্ভর করে ।

(২) দেহমধ্যে ক্যালসিয়াম পরিপোষণের সহায়তা :—
দেহমধ্যে ক্যালসিয়াম পরিপোষণ ক্রিয়ার সহিত, বোধ হয় এই গ্রন্থির অন্তঃস্থ রসের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে । কারণ, শৈশবে উভয় অণুগ্রন্থি বাদ দিলে, শিশুর অস্থি সকল স্বাভাবিক ভাবে সংযুক্ত হইতে পারে না । শৈশবে প্রত্যেক অস্থি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত থাকে ; একত্র এ সময় অস্থিগুলি বৃদ্ধির সুযোগ পায় । যৌবনের পর অস্থির বিভিন্ন অংশগুলি সংযুক্ত হইয়া যায় । অণুগ্রন্থি উচ্ছেদের ফলে, দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব হইলে কিন্তু অস্থি সংযোগে বিলম্ব হয় ; এবং অধিক দিন ধরিয়া অস্থিগুলি অসংযুক্ত ও বর্ধনশীল অবস্থায় থাকায়, রোগীর দেহের লম্বা অস্থিগুলি (long bones) খুব বড় হইয়া যায় ।

(৩) সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি :—
সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তির সহিতও অণুগ্রন্থির অন্তঃস্থ রসের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় । অণুগ্রন্থি উচ্ছেদ করিলে সাহস ও বুদ্ধি কমিয়া যায় ।

এন্টিরিমর পিটুইটারি গ্রন্থির সাহিত অণুগ্রন্থি-
রসের সম্বন্ধ :—কোন প্রাণীর অণুকোষ কাটিয়া বাদ দিলে, তাহার পিটুইটারি গ্রন্থির আকার বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় । পক্ষান্তরে, যদি

কোন কারণে পিট্যুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ অংশ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে জননেক্রিয়ের উপর ইহার প্রভাব প্রতীয়মান হয়।

শৈশবে বা বাল্যে পিট্যুইটারি নষ্ট হইলে, অণ্ডগ্রন্থি বর্ধিত হয় না; এবং যৌবনের পর এরূপ হইলে ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হয়।

অতএব অণ্ডগ্রন্থি ও এন্ট্রিয়র পিট্যুইটারির অন্তঃরস পরস্পরকে সাহায্য করে।

ঔষধরূপে অণ্ডগ্রন্থির ব্যবহার :—নিম্নলিখিত কয়েকটা পীড়ায় ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) পুরুষত্বহানি ও ধ্বজভঙ্গ রোগে :—যৌবনে যৌবনোচিত পুরুষত্বের বিকাশ না হইলে অথবা পুরুষত্বহানি হইলে, ঔষধরূপে অণ্ডগ্রন্থি ব্যবহারে সফল পাওয়া যায়। অণ্ডগ্রন্থির অন্তঃরসের সহিত থাইরয়েড ও এন্ট্রিয়র পিট্যুইটারি প্রয়োগ করিলে আরও বেশী উপকার হয়। কারণ, এই দুই গ্রন্থির অন্তঃরসও জননেক্রিয়ের কার্যে সাহায্য করে। যদি রোগীর রক্তচাপ স্বাভাবিক হইতে বেশী (high blood pressure) না হয়, তাহা হইলে উহার সহিত এড্রিনাল দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিতরূপে প্রয়োগ করা যায়।

Re.

অর্কিক ডেসিক্	...	১২ গ্রেণ।
এন্ট্রিয়র পিট্যুইটারি	...	১/৪ গ্রেণ।
সুপ্রারেনাল্ (সম্পূর্ণ)	...	১/৪ গ্রেণ।
ক্যালসিয়াম্ গ্লিসিরোফস্ফেট্	...	২ গ্রেণ।

একত্র একমাত্রা। প্রত্যহ তিনবার সেব্য [রক্তচাপ অধিক থাকিলে; সুপ্রারেনাল্ বাদ দিবে]।

এই ব্যবস্থা পত্রের পরিবর্তে কন্‌ফেক্‌সিও অশ্বগন্ধা এট্ অর্কিক্ কম্পাউণ্ড্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে

অণুগ্রন্থির অন্তঃরস বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কৃত এবং তাহার সহিত স্নায়ুপোষক ও বীৰ্য্যবর্দ্ধক ঔষধ সমূহ সম্মিলিত হওয়ায় ইহা পুরুষত্বহানি রোগে অত্যন্ত উপকারী হয়। ইহার প্রতি আউন্সে নিম্নলিখিত ঔষধ থাকে। যথা :—অণুগ্রন্থির অন্তঃরস ১ ড্রাম ; একট্রাঙ্ক্ ড্যামিগানা লিকুইড্ এবং একট্রাঙ্ক্ অখগন্ধা—প্রত্যেকটী ১ ড্রাম ; একট্রাঙ্ক্ শতমূলী, একট্রাঙ্ক্ তালমূলী, কন্ফেকসিও সিমুলমূল, কন্ফেকসিও আলকুশী, একট্রাঙ্ক্ ভূমিকুয়াণ্ড এবং একট্রাঙ্ক্ সালেম মিশ্রি, একট্রাঙ্ক্ স পামেটো, একট্রাঙ্ক্ মুইবা হয়েমা—প্রত্যেকটী ১/২ ড্রাম এবং গ্লিসিরোফস্ফেট ১২ গ্রেণ। এক চা চামচ (১ ড্রাম) মাত্রায় গরম দুধ বা জলের সহিত প্রত্যাহ দুইবার সেব্য।

যদি রোগীর থাইরয়েড্ গ্রন্থির রোগ থাকে বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহার সঙ্গে থাইরয়েড্ প্রয়োগ করিবে।

Re.

কন্ফেকসিও অখগন্ধা এট অর্কিক	১ ড্রাম।
একট্রাঙ্ক্ থাইরয়েড্	... ১ ড্রাম।
সিরাপ রোজ	... ১/২ ড্রাম।
জল	... মোট ১ আউন্স।

অণুগ্রন্থির অন্তঃরস কিছুদিন সেবন না করিলে ইহার উপকার বুঝা যায়না ; এজন্য ইহা অন্ততঃ তিন মাস কাল সেবন করা উচিত। শীঘ্র ফল পাইতে হইলে টেষ্টোভিরিলিন্ ইঞ্জেকসন করিবে।

(২) স্নায়বিক দৌর্বল্য (neurasthenia):—স্নায়বিক দৌর্বল্য দূরীকরণ জন্তুও অণুগ্রন্থি ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষত্বহানি—স্নায়বিক দৌর্বল্যের একটি লক্ষণ মাত্র ; একরূপস্থলে অণুগ্রন্থি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

(৩) কয়েক প্রকার উন্মাদ রোগ :—কয়েক প্রকার উন্মাদ রোগে অণ্ডগ্রন্থি ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের মধ্যে বিমর্ষ ভাবাপন্ন উন্মাদ (melancholia) উল্লেখ যোগ্য।

অণ্ডগ্রন্থির অন্তঃরসাত্ত্ব :—কোন কারণে অণ্ডগ্রন্থির ক্রিয়া বৈকল্য হইলে, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।

ক্রম যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন প্রথমে তাহার অণ্ডগ্রন্থি (testis) অণ্ডকোষে নামে না; জন্মের কিছুদিন পূর্বে যথাস্থানে নামিয়া আসে। কোন কোন শিশুর জন্মের পর দেখা যায়, অণ্ডকোষ শূন্য—অণ্ডকোষে অণ্ডগ্রন্থি নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই অণ্ডকোষের একটু উপরে তলপেট ও উরুদেশের সংযোগস্থলের খাঁজের নিকটে অণ্ডগ্রন্থি অনুভব করা যায়; অর্থাৎ উহা কতকদূর অবধি নামিয়া, রাজা ত্রিশঙ্কুর গায় মধ্যপথে রহিয়া গিয়াছে। এরূপ শিশুর জননেন্দ্রিয়ের সম্যক বিকাশ হয় না।

কয়েক বৎসর পূর্বে একটা বার বৎসরের বালক আমার চিকিৎসাধীন হয়। তাহার আকার ১২ বৎসরের ছেলেদের ষেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ; কিন্তু মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি ৫।৬ বৎসরের ছেলের গায়। পুরুষাঙ্গ বয়সের তুলনায় ক্ষুদ্র এবং অণ্ডগ্রন্থি কোষের উপরে—তলপেটে ও উরুর সন্ধিস্থলের নিকটে (Inguinal canal) অনুভব করা যায়। এই বালককে আমি অস্ত্রোপচার দ্বারা অণ্ডগ্রন্থি কোষমধ্যে স্থাপিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে বালকটির আশ্চর্যজনক পরিবর্তন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বালকের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং সাধারণ যুবকের সহিত তাহার এখন বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

কিচিৎ কখনো এমন শিশুও দেখা যায়—যাহাদের অণ্ডকোষ একেবারেই

নাই। ইহাদের পুরুষাঙ্গ বর্ধিত হয় না এবং প্রোট প্রকৃতি বিশীর্ণ হইয়া যায়। যৌবনে ইহাদের দেহের গঠন, কেশ ও কণ্ঠস্বর পুরুষের স্তায় না হইয়া, কতকটা স্ত্রীলোকের স্তায়। ইহাদের মৌফদাড়ি উঠে না এবং বুদ্ধিবৃত্তির সেরূপ বিকাশ হয় না। বাল্যে অণুগ্রন্থি যদি কোন কারণে কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

অণুগ্রন্থির অন্তঃরসালতার চিকিৎসা :—অণুগ্রন্থি রুগ্ন হওয়ায় যদি উহা প্রয়োজনমত অন্তঃরস নিঃসরণে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উহার অভাবপূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। এতদর্থে নিম্নলিখিত রূপে অণুগ্রন্থি ব্যবহার করা যায়। যথা :—

(১) অণুগ্রন্থি সেবন :—প্রাচীনযুগে ঋষিগণ পুরুষস্বহানি রোগে ছাগের অণুকোষ ছন্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিতেন। অধুনা পুনরায় অণুগ্রন্থি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণতঃ এই সকল রোগে অণুগ্রন্থির সহিত এন্টিরিয়র পিটুইটারি গ্রন্থি প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Re.

অর্কিক	১ গ্রেন।
এন্টিরিয়র পিটুইটারি	১/৪ গ্রেন।
ক্যালসিয়াম গ্লিসিরোকফেক্ট	২ গ্রেন।

একত্র একমাত্র। প্রত্যহ ছইবার সেব্য।

রোগী যদি যুবক হয় ও জাহার পুরুষস্বহানি হইয়া থাকে, তাহা

হইলে প্রত্যহ এক হইতে দুই চা চামচ মাত্রায় কন্ফেক্‌সিও অথগন্ধা এট্‌ স্পার্মিং কম্পাউণ্ড অল্প গরম দুধের সহিত সেবন করিতে দিবে।

Re.

কন্ফেক্‌সিও অথগন্ধা এট্‌ অর্কিক কোঃ ১/২ ড্রাম।

জল বা দুধ ... ১ আউন্স।

এক মাত্রা।

(২) অণ্ডগ্রন্থিসার ইঞ্জেকসন :— শুক্রতারল্য হইলে শুধু অর্কিক (Orchic solution) ইঞ্জেকসন দিলেই চলিবে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরির প্রস্তুত টাট্‌কা ঔষধ ব্যবহারই শ্রেয়ঃ।

রোগীর যদি ধ্বজভঙ্গ থাকে তাহা হইলে প্রথমে কয়েকদিন কন্ফেক্‌সিও অথগন্ধা এট্‌ অর্কিক কম্পাউণ্ড সেবন করাইবে। তাহার পর সপ্তাহে দুই দিন ১ সি, সি, মাত্রায় চর্শ্ব নিয়ে টেটোভিরিলিন্‌ ইঞ্জেকসন করিবে।

“ অণ্ডগ্রন্থি উল্লিখিতরূপে প্রয়োগ ব্যতীত, অন্য উপায়েও ইহার অন্তঃরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যথা—

(৩) বীর্ঘ্যনলীর পথ রোধ দ্বারা (Ligature of the vas deferens) অণ্ডগ্রন্থির অন্তঃরসের পরিমাণ বৃদ্ধি :— টাইনাকের অস্ত্রোপচার (Steinach's operation) দ্বারা ইহা সম্পন্ন করা হয়।

অণ্ডগ্রন্থি হইতে বীর্ঘ্যনলী বাহির হইয়া প্রস্রাবনলীতে শেষ হইয়াছে। বীর্ঘ্য এই পথে বাহির হইয়া যায়। অতএব যদি বীর্ঘ্যনলীর কোন অংশ বাধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বীর্ঘ্য বাহির হইতে পারিবে না। ইহার ফলে অণ্ডগ্রন্থির ভিতর যে সকল বীর্ঘ্যগ্রন্থি আছে, সেগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে। এখানে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ বীর্ঘ্যগ্রন্থিগুলি নষ্ট করিয়া দিলে,

অণুকোষের অন্তঃরসনিঃসারক গ্রন্থিগুলি পরিপুষ্ট ও উহাদের কার্যক্ষমতাও বর্ধিত হয়। পুরুষস্থানি, ধ্বংসপ্রকৃতি কোষে এই ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ষ্টাইনাক্ নামক একজন চিকিৎসক প্রথমে এই অঙ্গোপচার আবিষ্কার করেন বলিয়া, ইহার নাম হইয়াছে—“ষ্টাইনাকের অপারেশন্”।

ষ্টাইনাকের অঙ্গোপচার-প্রণালী :-—এইবার আমরা এই অঙ্গোপচার-প্রণালী বর্ণনা করিব। প্রথমে অণুকোষের চৰ্ম কাটিয়া কোষমধ্যস্থ বীৰ্য্যনলী (vas deferens) বাহির করা হয়। কলেরায় চৰ্মব্যবচ্ছেদ করিয়া ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্জেক্শন দিবার সময় যেমন শিরাজী প্রথমে পৃথক করিয়া দুইটা তাগা অর্থাৎ বন্ধনী (Ligature) বাধিতে হয়, এক্ষেত্রেও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে। বীৰ্য্যনলীতে কাছাকাছি দুইটা বন্ধনী (Ligature) দিয়া, উহাদের মধ্যবর্তী স্থান কাঁচি দ্বারা কাটিয়া দিতে হয়। এইরূপে ভবিষ্যতে বীৰ্য্য বাহির হইবার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে পরে বীৰ্য্যগ্রন্থি নষ্ট হইয়া যাইবে ও অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইবে।

অঙ্গোপচার করিবার সময়, বীৰ্য্যনলী ব্যবচ্ছেদকালে উহার সহিত যে সকল শিরা ধমনী থাকে, সেগুলি বাহাতে কাটিয়া না যার সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ, এই শিরা ধমনীগুলি কাটিয়া গেলে, অণুগ্রন্থিমধ্যে রক্তসঞ্চালন ভাল হইবে না এবং পরিপুষ্টির অভাবে অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি নিৰ্জীব হইয়া যাইবে। সুতরাং অঙ্গোপচার ব্যর্থ হইবে। এক্ষণে ষ্টাইনাকের অপারেশন খুব সোজা হইলেও, সত্যানু সাবধানতার সহিত করা উচিত।

সাধারণতঃ সন্তান উৎপাদনের বয়স অতীত হইবার পর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদিগের 'দোর্সেল্য'র জন্য এই অস্ত্র করা হইয়া থাকে।

প্রথমে যখন এই অঙ্গ করা হয়, তখন সকলে ভাবিয়াছিলেন যে, বৃষ্টি বা ইহার ফলে নব যৌবন ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ‘মরা গাঙে বান’ না ডাকিলেও, ইহাতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক যে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৪) অণ্ডগ্রন্থি কলম (Transplantation of Testis) :—বানরের অণ্ডগ্রন্থি কলম করিয়া (monkey gland) নবযৌবন লাভের গল্প সকলেই সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন। প্রাচীন যুগে অরাগ্রস্ত রাজা যযাতি যৌবন গ্রহণ করিয়া, জরা হইতে যুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কে বলিতে পারে যে, তখন অণ্ডগ্রন্থি কলমের ব্যবস্থা ছিল না। যযাতি যে ক্রমে নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আনিবার উপায় এখন আর নাই; কিন্তু সৃষ্টির আদি হইতে মানুষ এখনও যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার স্বপ্ন দেখিতেছে।

মানুষের অণ্ডগ্রন্থি রাজাদের মিত্তিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ উহা দুর্লভ। সুতরাং মানুষের নিকটজাতি বানরের অণ্ডগ্রন্থি ব্যবহার ব্যতীত উপায় নাই। ইহা লইয়া অনেকেই মানুষের উপর পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। বানরের অণ্ডগ্রন্থি ‘কলম’ করিলে প্রায়ই মানুষের দেহে ‘ষোড়’ লাগিত না—কিছুদিন পরে বিশীর্ণ হইয়া যাইত। সম্প্রতি ভরোনফ্ (Voronoff) নামক অস্ত্রচিকিৎসক যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আর সেরূপ হয় না।

অণ্ডকোষের ভিতর অণ্ডগ্রন্থি একটা আবরণীর মধ্যে থাকে। সেই আবরণীর কয়েকটি স্তর আছে—তন্মধ্যে ‘টিউনিকা ভ্যাগাইনেলিস্’ (tunica vaginalis) অন্ততম। এই ‘টিউনিকা ভ্যাগাইনেলিসের’

মধ্যে বানরের অণ্ডগ্রন্থি কলম করিয়া বসাইলে নষ্ট হইয়া যায় না। অণ্ডগ্রন্থির আবরণী হইতে শিরা ধমনী বহির্গত হইয়া, কলম করা অণ্ডগ্রন্থির সহিত সংযুক্ত হয় এবং তাহার ফলে উহার পুষ্টির অভাব হয় না।

ভরোনফ্ আরও দেখিলেন যে, বানরের সম্পূর্ণ অণ্ডগ্রন্থি কলম করিলে উহা নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, বর্দ্ধিত শিরা ধমনী ইহার ভিতর সহজে প্রবেশ করিতে পারে না এবং কলম করা গ্রন্থির অগ্রভাগে পুষ্টির অভাব হওয়ার উহা বিশীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু বানরের অণ্ডগ্রন্থি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া কলম করিলে আর এ দোষ হয় না।

ভরোনফ্ বীর্ঘ্যবান পুরুষজাতীয় বানরের অণ্ডগ্রন্থি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, উহার প্রত্যেক খণ্ড পৃথকভাবে অস্ত্র-নির্মিত সূত্রদ্বারা (catgut) মানুষের অণ্ডগ্রন্থির আবরণীর ভিতর সেলাই করিয়া দেন। প্রত্যেক খণ্ড ষাহাতে উভয় পার্শ্বের আবরণীর সংস্পর্শ থাকে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

রোগী বৃদ্ধ হইলে, অণ্ডগ্রন্থির আবরণীর পর্দাগুলি পৃথক করিয়া, তন্মধ্যে কলম করিতে অসুবিধা হয়। কারণ, বৃদ্ধদের ঐ আবরণীর পর্দাগুলি সাধারণতঃ পৃথক অবস্থায়ই থাকে। কিন্তু কখনও কখনও আবরণীর এই স্তরগুলি পরস্পরের সহিত এমন সংযুক্ত থাকে যে, উহাদের পৃথক করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে আবরণীর বহির্ভাগে কলম করা ব্যতীত উপায় থাকে না।

অণ্ডগ্রন্থি যেখানে কোষমধ্যে অবতরণ করে নাই (Undescended Testicle—অনবতীর্ণ অণ্ডগ্রন্থি), এরূপ ক্ষেত্রে সম্ভব হইলে অস্ত্রোপচার দ্বারা অণ্ডগ্রন্থি কাটিয়া অণ্ডকোষের ভিতর বসাইয়া দিতে হয়।

কিছুদিন পূর্বে ভরোনফ্, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ইন্দোরে গিয়া স্মথ্রসিদ্ধ ধনকুবের হকুমচান্দেবর দেহে বানরের অণ্ডগ্রন্থি কলম করিয়া লাগাইয়াছিলেন এই অঙ্গোপচারের ফলাফল আমরা জানি না।

যেখানে অন্মাবধি অণ্ডগ্রন্থি নাই বা অন্মের পর উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সেরূপ স্থলে রোগীকে অণ্ডগ্রন্থিসার ইঞ্জেকসন দিবে।

বানরের অণ্ডগ্রন্থি লইয়া উদর প্রাচীরের নিয়ে কলম করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে কৃত্তিক ফল হইলেও, স্থায়ী উপকার হয় না।

সাধারণতঃ অর্কিক্ সলিউসন বা টেট্টোভিরিলিন, অর্কাইটেসি সেরোগো ইঞ্জেকসনেও কলমের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

২৬শ চিত্র—ওভারি (Ovary—ডিম্বাধার) ।

(এই চিত্রে একধারের ওভারির প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এই চিত্রস্থ জরায়ুর ডানধারের গায়, উহার বামদিকেও ঐরূপে ওভারি অবস্থিত আছে জ্ঞাতব্য) ।



২৬শ চিত্র পরিচয়ঃ—“ক” ফাণ্ডাস ; (জরায়ুর তলদেশ (base) ।
 “খ”—জরায়ু ; “গ”—জরায়ুর গ্রীবা ; “ঘ”—জরায়ুর মুখ ; “ঙ”—একটর্গম ;
 “চ”—সার্ভাইক্যাল ক্যানাল ; “ছ”—ইউটেরাইন ক্যাভিটি ; “জ”—ফ্যালোপিয়ান
 টিউব ; “ঝ”—ব্রড লিগামেন্ট ; “ঞ”—ওভারি ।

ডিম্বাধার—The Ovary.

ওভারি



সস্তানোৎপাদন কেবল পুরুষের শক্তিতে হয় না—পুরুষের বীৰ্য্যে যে শুক্রকীট থাকে, তাহা জরায়ুমধ্যে ডিম্বের সহিত মিশিয়া এক হইলে, তবেই ক্রম উৎপন্ন হয়। এই ডিম্ব যে, ডিম্বাধার বা ওভারি হইতে জরায়ুতে আসে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ডিম্ব উৎপাদন ব্যতীত, ডিম্বাধারের যে অন্তর্কার্য্য আছে ; তাহা পূর্বে জানা ছিল না। এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডিম্বাধারের মধ্যে ডিম্ব তো জন্মেই, তদ্ব্যতীত দুই প্রকার অন্তর্মুখী রসও ইহা হইতে নিঃসৃত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়।

ডিম্বাধারের সংখ্যা দুইটি। জীলোকের তলপেটের ভিতর—জরায়ুর উভয় পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র বাদামি আকারের ডিম্বাধার থাকে। ডিম্বকোষ জীলোকের বিশেষ যন্ত্র—ইহা পুরুষের থাকে না।

বৈজ্ঞানিক ভাষায় :—ওভারি কাটিলে দেখা যায় যে, উহা নিম্নলিখিত তিন অংশে বিভক্ত। যথা :—

- (ক) হাইলাম (hilum) ;
- (খ) মজ্জা (medulla) ;
- (গ) বহির্ভাগ বা খোসা (cortex) ;

ওভারি হইতে একটি পাংলা অংশ কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে উহার মধ্যে এপিথিলিয়াম কোষ, তন্তু,

ডিম্বকোষ (Graafian follicle) এবং অন্তঃরস নিঃসারক গ্রন্থি (Interstitial glands) দেখা যায়।

ওভারির অন্তঃরস নিঃসারক গ্রন্থিগুলি কঁতকগুলি এপিথিলিয়াম কোষের সমষ্টিমাত্র; ইহারা ওভারির মজ্জামধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকে।

ডিম্বকোষগুলির (Graafian follicles) ভিতর ডিম্ব বা ওভাম্ (Ovum) থাকে। শিশু ও বালিকার ডিম্বকোষের মধ্যভাগে একটি ডিম্ব ও তাহার চতুর্দিকে কোষ সজ্জিত থাকে। যৌবনারম্ভ পর্যন্ত এইরূপে থাকিয়া, যৌবনোন্মেষের পর ডিম্বকোষ (follicle) পরিপক্ব হয় এবং ফাটিয়া যায়। এইরূপে ডিম্বকোষের ভিতর হইতে ডিম্ব বাহির হইয়া যায় এবং জীলোকের ঋতু আরম্ভ হয় ও গর্ভ ধারণের ক্ষমতা জন্মে। ঋতুকালে ডিম্ব বহিষ্কৃত হইবার পর শূন্য ডিম্বকোষের আকার পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এখন ইহাকে ডিম্বচ্যুত কোষ বা কর্পাস্ লিউটিয়াম্ (corpus luteum) বলে। এই কর্পাস্ লিউটিয়াম্ ও আবার কয়েক দিনের মধ্যে—পরবর্তী ঋতুর পূর্বে নষ্ট হইয়া যায়। জীলোক গর্ভবতী হইলে কিন্তু কর্পাস্ লিউটিয়াম্ নষ্ট হয় না—গর্ভের প্রথম ৩।৪ মাস বর্তমান থাকে।

প্রয়োগরূপ ৪—ঔষধরূপে নিম্নলিখিতরূপে ওভারি ব্যবহৃত হয়।

(১) শুষ্ক সম্পূর্ণ ওভারি (Entire Ovary desic):—

ইহা গাভী বা শূকরীর ডিম্বাধার হইতে প্রস্তুত হয়। গর্ভবতী প্রাণীর ওভারি ব্যবহার করা হয় না। ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় মেদ অংশ বাদ দেওয়া হয় না, কারণ ইহার মধ্যেই ওভারির অন্তঃরস থাকে বহিয়া যাবে হয়।

মাত্রা:— ইহা ১ হইতে ৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে হয়।

ওভারো ফাটিলিন্ (Ovaro-fertilin) :— ইহা বক্র্যাত্মক মর্হৌষধ। ওভারির অস্তঃরস, থাইরয়েড্, এন্টিরিয়র পিটুইটারি এবং ক্যালসিয়ামের সহযোগে প্রস্তুত।

ইহার মধ্যে ওভারির অস্তঃরস থাকায় ইহা জী-জননেন্দ্রিয় গুলির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির সহায়তা করে। ইহা ব্যবহারে নিঃসন্তানা বক্র্যা রমণীর অবদ্বিত ওভারি সন্তানোৎপাদনে সক্ষম হয়। বক্র্যা নারীদের প্রায়ই এন্টিরিয়র পিটুইটারি ও থাইরয়েডের দোষ থাকে এবং এই দুইটা গ্রন্থির অস্তঃরসই ওভারির বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য আবশ্যিক। এতদ্ব্যতীত সন্তানোৎপাদনের জন্য দেহে ক্যালসিয়াম ধাতুর প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ দেহে ইহার অভাব হইলে জন্তুদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা বন্ধ হইয়া যায়।

যে সকল জীলোকের আদৌ সন্তান হয় নাই, তাহাদের প্রায়ই ওভারি, থাইরয়েড্ ও এন্টিরিয়র পিটুইটারির অস্তঃরসের অভাব থাকিতে দেখা যায়। এক্ষণ ক্ষেত্রে ওভারো ফাটিলিন্ ব্যবহারে উপকার হইতে পারে। অবশ্য ইউটেরাস্ কাঁচা থাকিলে বা স্থানচ্যুত হইলে তাহার চিকিৎসা পূর্বেই করা দরকার। উপদংশ বা গণোরিয়র ফলেও বক্র্যাত্মক হয় একথাও স্মরণ রাখা আবশ্যিক।

ওভারো ফাটিলিন্ ১ সি, সি, এম্পুলে পাওয়া যায় এবং ইহা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরির ঔষধ। ইহা ১ সি, সি, মাত্রায় সপ্তাহে দুইদিন ইন্জেকসন্ করিতে হয়।

ওভারো ফেরারসিন (Ovaro-ferarsin) :— এই ঔষধটি অল্পমাত্রায় রোগের মর্হৌষধ এবং ইহাতে ওভারির অস্তঃরস, আর্সেনিক (১/১০০ গ্রেণ) এবং লৌহ আছে।

বালিকাদের যৌবনারম্ভে রক্ত: বিলম্বে হইলে বা কম হইলে ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। ইহা রক্তবৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে।

ইহার ১ সি, সি, এম্পুল পাওয়া যায়। ইহাও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরির ঔষধ।

ইহা ১ সি, সি, সাতায় সপ্তাহে দুইবার পেশীমধ্যে ইন্জেকসন্ করিতে হয়।

রোগীর শোধ বা প্রস্রাবে এলুমিনিয়াম থাকিলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ওভারির অস্ত্রমুখী রসের অস্তিত্ব:—ওভারি যে, একটা মহা প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

ওভারিতে আঁচ প্রকৃতি হইলে প্রায়ই অস্ত্রোপচার দ্বারা উহা কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। এইরূপে ওভারি উচ্ছেদের ফলাফল নির্ণীত হইয়াছে।

ওভারি উচ্ছেদের ফল:—কোন স্ত্রীলোকের ওভারি যদি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার বখেট পরিবর্তন হয়। কিন্তু যৌবনের পূর্বে ওভারি উচ্ছেদ করিলে যে রূপ পরিবর্তন হয়, যৌবনারম্ভের পর সেরূপ হয় না।

যৌবনের পূর্বে ওভারি উচ্ছেদের ফল:—যৌবনের পূর্বে অর্থাৎ শৈশবে বা বাল্যে ওভারি উচ্ছেদ করিলে নিম্নলিখিত ফল দেখা যায়। যথা:—

(ক) জননেদ্রিয়ের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায় এবং যৌবনারম্ভ ও ঋতু বিলম্বে হয়।

(খ) নারীস্বের বাহ্য লক্ষণ, যথা—স্তন, কণ্ঠস্বর প্রকৃতি বিকশিত হয় না।

(গ) রোগিণীর গারে চর্কির জমিতে থাকে ও তাহার ফলে রোগিণী মোটা হইয়া পড়ে।

যৌবনোন্মেষের পর দেহের সার্বজনীন পরিপুষ্টি হইয়া প্রায় শেষ হইয়া যায় ; সুতরাং তখন ওভারি বাদ দিলে দেহের বিশেষ পরিবর্তন হইতে পারে না। যুবতী ও প্রোঢ়া জীলোকদের ওভারি উচ্ছেদ করিয়া ; দেখা গিয়াছে যে, ইহার পর হইতে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, এবং বার্ডিকোয়র প্রারম্ভে ঋতু স্বভাবতঃ বন্ধ হইবার সময় যেরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, একেত্রোও সেইরূপ হয়। রোগীর শিরঃপীড়া এবং দেহের ভিতর যেন উত্তাপ বা শীত বোধ হয়। পেটের গোলযোগও হইতে পারে।

পূর্ব প্রণালীমত ওভারি উচ্ছেদের পর যদি অন্য কোন জীলোকের বা বানরীর ওভারি কলম করা যায়, তাহা হইলে কিন্তু আর ঐ সকল লক্ষণ দেখা দেয় না।

এই পরীক্ষাগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, জননযন্ত্রগুলির উপর ওভারির কর্তৃত্ব আছে। ওভারির অন্তঃরস অদ্ভাবধি পৃথক করা যায় নাই বটে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া হইতে ইহার অস্তিত্ব সহজে কোন সন্দেহ থাকে না।

ওভারির অন্তঃরসের প্রকারভেদ :- প্রাণীর উপর নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ওভারি হইতে দুই প্রকার অন্তঃরস নিঃসৃত হয়। যথা :-

(১) ওভারির অন্তঃস্থ মুখী রস :- ইহা ওভারির ভিতর যে ইন্টার্টিসিয়াল গ্রন্থিগুলি (Interstitial glands) আছে, তাহা হইতে নিঃসৃত হয়।

(২) ডিম্বচ্যুত-কোষনিঃসৃত (Corpus luteum) অন্তঃস্থ মুখী রস :- যৌবনারম্ভ হইতে প্রোঢ়াবহার শেষভাগ পর্যন্ত

ওভারিয়মধ্যে কর্পাস লিউটিয়াম সৃষ্টি হয় ও তাহার অন্তঃরস রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া, দেহের কতকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য পরিচালনা করে।

(১) ওভারির অন্তঃসুখী রস

Interstitial ovarian internal secretion

ক্রিয়া :—যৌবনের প্রারম্ভে জীলোকের দেহ 'ভাঙ্গিয়া' গড়ে'। বালিকার যৌবনোন্মেষ সত্যই বিশ্বয়জনক। দুই এক বৎসরের মধ্যে বালিকার আকৃতির আমূল পরিবর্তন হইয়া যায়—যেন কোন ষাটমন্ত বনে বালিকা, যুবতীতে পরিণত হয়। বক্ষঃস্থলে স্তন বিকশিত হয়, সারা দেহ পরিপুষ্ট ও লাবণ্যময় হইয়া উঠে এবং প্রথম ঋতু আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভিতর জরায়ুর আকার বর্ধিত হয় এবং ওভারির মধ্যে পরিপক ডিম্বকোষ ফাটিয়া গিয়া জরায়ুমধ্যে ডিম্ব নীত হয়। এইরূপে গর্ভধারণ ক্ষমতা জন্মে।

বালিকার দেহে এই যে যৌবন-জলতরঙ্গ জাগিয়া উঠে, ইহা ওভারির অন্তঃরসেরই ক্রিয়া ফল। কর্পাস লিউটিয়ামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কারণ, যৌবনের পূর্বে ইহার অস্তিত্বই থাকে না।

যৌবনারম্ভে ওভারির অন্তঃরস জীলোকের জননেন্দ্রিয় বিকাশে সাহায্য করে। যৌবনের পরও ইহার কার্য শেষ হয় না; তখন জনন-যন্ত্রগুলিকে ইহা কার্যক্রম অবস্থায় রাখে। যতদিন ওভারি সক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততদিন গর্ভ হয়, তাহার পর প্রৌঢ়াবস্থার শেষে যখন ওভারির যুগ শেষ হইয়া যায়, তখন গর্ভধারণ ক্ষমতা বিনুপ্ত হয় এবং মাসিক ঋতুও একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; এই সময় ওভারির অন্তঃরসের অভাব হওয়ার নানাবিধ উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু ক্রমে যখন অন্যান্য অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি ওভারির কার্যভার গ্রহণ করে, তখন এই উপসর্গগুলিও চলিয়া যায়।

অন্যান্য গ্রন্থির সহিত ওভারির

অন্তঃরসের সম্বন্ধ

(১) থাইরয়েড্ অস্তঃরসের সহিত ওভারির
অন্তঃরসের সম্বন্ধ :—থাইরয়েড্ ও ওভারির অস্তঃরসের যে ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ আছে, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে বুঝা যায়।

শৈশব ও বালিকা অবস্থায় যখন জনেনেড্রিয়ের বিকাশ হয় না, তখন
থাইরয়েডের ভিতর কোলয়েড্ ও অস্তঃরস খুব কমই থাকে। তারপর
বৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জনেনেড্রিয় বিকশিত হইতে আরম্ভ হয়,
থাইরয়েড্ ও তেমনি বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বিবাহের পর স্বামী সহবাস যখন আরম্ভ হয়, তখন থাইরয়েডের বৃদ্ধি
খুব শীঘ্র হয়।

গর্ভাবস্থায় ও থাইরয়েড্ বড় হয়। বাহাদের থাইরয়েড্ অকস্মাৎ,
সেরূপ স্ত্রীলোকের ঋতু বা গর্ভসঞ্চার হয় না। ক্রেটিন্ (Cretin)
স্ত্রীলোকের ওভারি বর্দ্ধিত হয় না।

স্ত্রীলোকের থাইরয়েড্ সাধারণতঃ পুরুষের অপেক্ষা আকারে একটু
বড়। ইহা হইতেও মনে হয় যে, থাইরয়েডের সহিত কামগ্রন্থিগুলির
কোনরূপ সম্বন্ধ আছে।

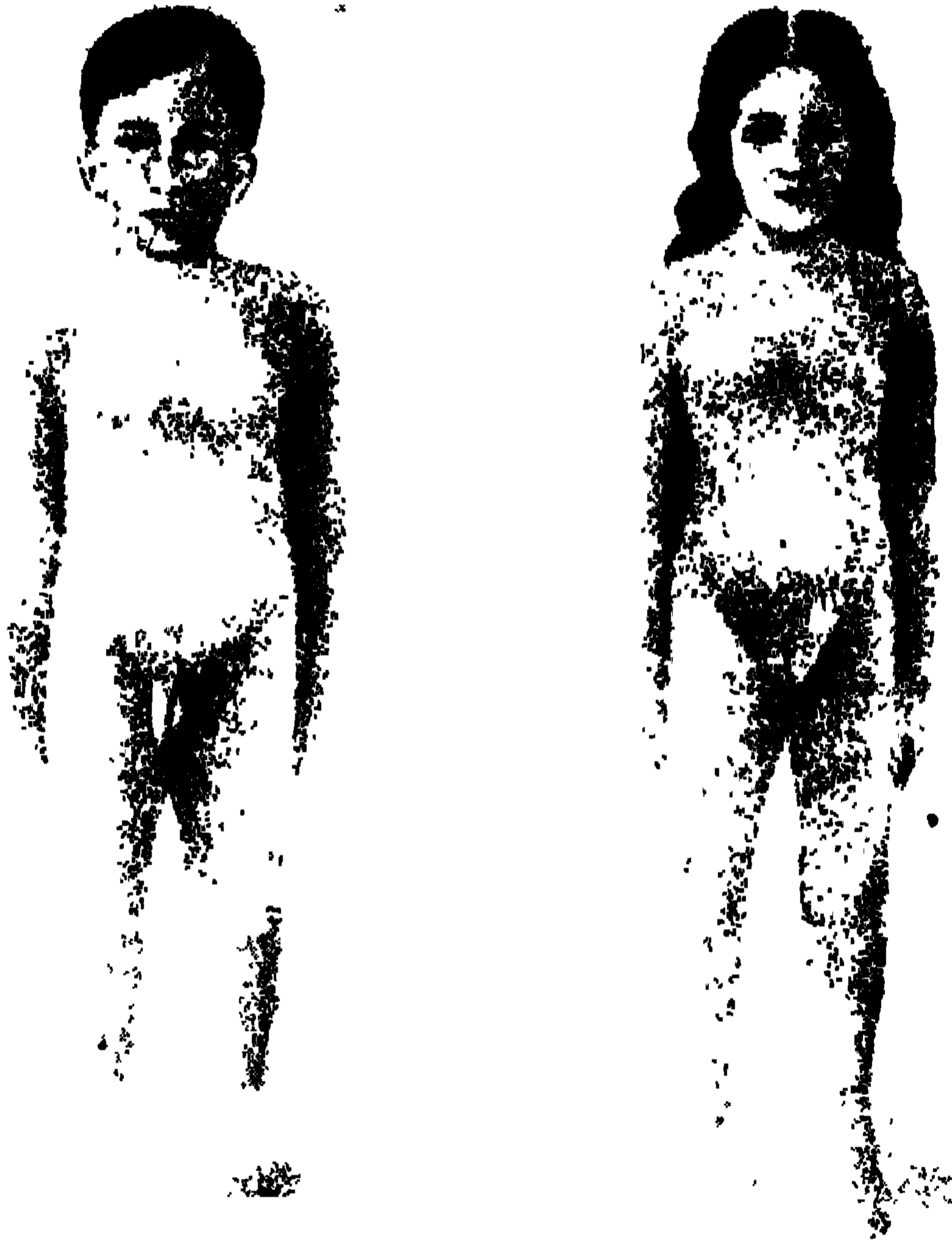
(২) পিটুইটারি গ্রন্থির সহিত ওভারির সম্বন্ধ :—
পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের ক্রিয়া বিভিন্ন।
গর্ভাবস্থায় এটিরিয়র পিটুইটারি আকারে একটু বড় হয় এবং ইহা
হইতে অধিক পরিমাণে অস্তঃরস নিঃসৃত হইতে থাকে। পিটুইটারির
পশ্চাৎ অংশের অস্তঃরস—“পিটুইট্রিনের” ক্রিয়া কিন্তু ইহার বিপরীত।
পিটুইটারি গ্রন্থির এই অংশের অতিশয় আরম্ভ হইলে মাসিক ঋতু বন্ধ
হইয়া যায় এবং ওভারি প্রকৃতি জনেনেড্রিয়গুলি বিশীর্ণ হইতে থাকে।

(৩) পিনিয়াল গ্রন্থিরসের সহিত ওভারির অসুঃরসের সম্বন্ধ :— পিনিয়াল গ্রন্থির কর্তৃত্বকাল শেষবে। ইহা ওভারিকে দমনে রাখে। শেষবে পিনিয়ালের রাজত্বকালে ওভারি প্রভৃতি জনন-যন্ত্রগুলি দমনে থাকে বলিয়া, শিশুর জননেন্দ্রিয় আকারে বড় হইতে পারে না ও যৌবনের পূর্বে মনে কামেচ্ছার উদ্রেক হয় না। যদি অর্কুদ বা অগ্ন্য কোন কারণে বাল্যে পিনিয়াল গ্রন্থি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বালিকার মেহে অকালে যৌবন ফুটিয়া উঠিবে।

আমি একবার এরূপ একটা বালিকা দেখিয়াছিলাম। বালিকার বয়স তখন তিন বৎসর মাত্র। একদিন হঠাৎ তাহার মোনি হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। ইহাতে তাহার পিতামাতা অত্যন্ত ভীত হইয়া আমায় সংবাদ দেন। অনেক সময় ভৃত্যাদি কর্তৃক বালিকাদের উপর বলাৎকার হইতে শুনা যায়। এজন্য আমি প্রথমে বালিকার যোনি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল না। শিশুর স্তনের প্রতি হঠাৎ আমাব দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। স্তন দুটা উন্নত ও শক্ত বলিয়া মনে হইল। স্মরণ্যঃ এরূপ রক্তস্রাব যে—অকালে ঋতুস্রাব, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহার পিতাকে অভয় দিয়া প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলাম। শিশুকে ৩ মাসকাল পিনিয়াল ও থাইমাস গ্রন্থি ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহার পর আর তাহার কখনও এরূপ রক্তস্রাব বা ঋতু প্রকাশিত হয় নাই।

(৪) থাইমাস গ্রন্থির সহিত ওভারির সম্বন্ধ :— থাইমাস গ্রন্থিও পিনিয়ালের ন্যায় শেষবে ও বাল্যে ওভারিকে দমনে রাখে। কোন শিশুর থাইমাস কাটিয়া বাদ দিলে, তাহার ওভারি ও অন্যান্য জননেন্দ্রিয় অকালে বর্ধিত হয়।

৩৭শ চিত্র—থাইমাস গ্রন্থির অভঃরসাল্পতা হেতু
বালকবালিকার জননেদ্রিয়ের
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি



(২৮৫ পৃষ্ঠা)

চিত্র-পরিচয় :—চিত্রস্থ বালকবালিকা দুইটির বয়ঃক্রম
৬।৫ বৎসর। কিন্তু থাইমাস গ্রন্থির রসাল্পতা হেতু শাল্যাবস্থায়ই
ইহাদের জননেদ্রিয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধিত এবং এই বয়সেই যৌবনের
লক্ষণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঔষধরূপে ওভারি ব্যবহারঃ—ঔষধরূপে সম্পূর্ণ ওভারি (whole ovary) ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটা পীড়ায় ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায়। যথা :—

(১) রজোহীনতা (Amenorrhoea) :—রজোহীনতা রোগে ইহা ব্যবহারে সফল পাওয়া গিয়াছে।

(২) কষ্টরজঃ (Dysmenorrhoea) :—ঋতুকালে নানা কারণে তলপেটে বেদনা হইতে পারে। যে সকল স্ত্রীলোকের জরায়ু সুবর্দ্ধিত হয় নাই, তাহাদেরও ঋতুকালে বেদনা এবং রজঃস্রাব কম হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ওভারি ঔষধরূপে প্রয়োগে উপকার হয়। ইহা রজঃস্রাব সরল করিয়া দেয়।

অন্য কারণে বাধক বেদনা হইলে, ওভারি দ্বারা ফল হয় না।

(৩) ঋতু বন্ধ হওয়ার পর বিবিধ উপসর্গঃ—স্ত্রীলোকের ঋতুর যুগ-শেষ হইবার (menopause) সময় অনেকের নানারূপ মানসিক ও শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। এই সকল উপসর্গের জন্ম অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট হয়। ঋতু একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়া যদি এইরূপ বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঔষধরূপে ওভারি প্রয়োগে উপকার হয়। শেষঋতুর পূর্বে অনেকের অতিরজঃ হইতেও দেখা যায়; সেস্থলে কখনও ওভারি সেবন করিতে দিবে না! তৎপরিবর্তে কর্পাস লিউটিয়াম ব্যবস্থা করিবে।

(৪) শরীরে মেদবৃদ্ধি :—ওভারি অকর্মণ্য হইলে অনেক সময় যোগিনী মোটা হইতে থাকে। যদি ওভারির রোগ ঠিক ধরা যায়, তাহা হইলে ওভারি প্রয়োগ করিবে।

ওভারির অস্বঃসুখী রসের অল্পতা .

Hypo-Ovarism

কারণ :—ওভারির অস্বঃসুখী রস নানা কারণে কমিয়া যাইতে পারে । এই অল্পতারও আবার পরিমাণ ভেদ হইতে পারে । সামান্য অস্বঃসুখীর অল্পতা হইতে, সম্পূর্ণ অভাব পর্য্যন্তও দেখা যায় । রোগের ফলে ওভারির ক্রিয়াশক্তি হ্রাস হইতে পারে অথবা একেবারে উহা নষ্টও হইয়া যাইতে পারে । জন্ম হইতে ওভারি নাই—এমন জীলোকও দেখা যায় । ওভারির অস্বঃসুখীর অল্পতা নিম্নলিখিত কারণে হইতে পারে ।

(ক) বংশগত কারণ :—যে সকল জীলোকের ওভারির অস্বঃসুখী থাকে, তাহাদের কণ্ঠাদের মধ্যেও কখন কখনও এরূপ হইতে দেখা যায় ।

(খ) রোগের ফল :—অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের ফলে ওভারি কৃৎ ও অকর্মণ্য হইয়া যায় । বেণ্ডাদের প্রায়ই এইরূপে ওভারি নষ্ট হইয়া যায় ; এজন্য উহাদের সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চার হয় না ।

(গ) মাদক দ্রব্য সেবন :—মাদক দ্রব্য সেবনেও ওভারির অস্বঃসুখীর অল্পতা ঘটে ।

(ঘ) পিটুইটারি, সুপ্রারেনাল বা থাইরয়েড্ গ্রন্থির ক্রিয়াবিকৃতি :—এই সকল গ্রন্থির ক্রিয়াবিকৃতির ফলে অনেক সময় ওভারির ক্রিয়াহীনতা উৎপন্ন হয় ।

(ঙ) ওভারি-বিহীনতা :—কদাচিৎ ওভারি বর্তমান না থাকায় অস্বঃসুখী হইতে হয় । জন্ম হইতে ওভারি-বিহীন জীলোক সাধারণতঃ দেখা যায় না । যদি কোন জীলোকের ওভারি না থাকে, তাহা হইলে

২৮শ চিত্র—বাল্যে ডিম্বাশয়ের (ওভারি) ক্রিয়াহীনতা
বশতঃ যৌবনের অভাব



(২১১ পৃষ্ঠা)

২৮শ চিত্রস্থ স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর। কিন্তু বাল্যে ইহার ডিম্বাশয়ের (ওভারি) ক্রিয়াহীনতা হেতু ইহার দেহে এগনও যৌবনের কোন লক্ষণ বিকশিত, স্তনদ্বয় উন্নত এবং জননেদ্রিয় যথোচিত বৃদ্ধি পায় না। ২১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহার দেহও--বিশেষতঃ জননযন্ত্রগুলি সুবর্দ্ধিত হইতে পারে না। ওভারিতে আব বা ফোঁড়া হইলে অনেক সময় অস্ত্রোপচার দ্বারা ও ওভারি কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। কোন শিশু বা বালিকার ওভারি উচ্ছেদ করিলে, তাহার ফল জন্মগত ওভারি-বিহীনতার স্থায় হইবে অর্থাৎ তাহার দেহ ও জননযন্ত্রের বিকাশ হইবে না। অধিক বয়সে ওভারি উচ্ছেদ করিলে কিন্তু এত অধিক পরিবর্তন সম্ভব হয় না।

লক্ষণঃ—বাল্যে ও শৈশবে ওভারির রোগ হইলে মেহে বেরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, যৌবনোন্মেষের পর ওভারির রোগের সূত্রপাত হইলে সেরূপ হয় না। এক্ষণে আমরা বয়স ভেদে ওভারির রোগের কবাকল আলোচনা করিব।

বয়সভেদে ওভারির ক্রিয়া-বিহীনতাজনিত

লক্ষণ-সমূহ

(১) যৌবনোন্মেষের পূর্বে (অর্থাৎ শৈশব ও বাল্য) :—

শৈশব ও বাল্যে ওভারির ক্রিয়াহীনতা হইলে, রোগিনীর বয়স বৃদ্ধি হইয়া যখন যৌবনকাল উপস্থিত হয়, তখন যৌবন-লক্ষণ দেখা দেয় না, রক্তঃ আরম্ভ হয় না ; বগলে ও ষোনির উপরিভাগে কেশ জন্মে না এবং স্তন অবর্দ্ধিত অবস্থায় থাকিয়া যায়।

সাধারণতঃ যৌবনে বেরূপ জরাযু আকারে বড় হইয়া উঠা গর্ভধারণক্ষম হয় ; একেত্রে কিন্তু তাহা হয় না। জরাযুর আকার শৈশবাবস্থায় বেরূপ ছিল, সেইরূপই থাকিয়া যায় (Infantile uterus)।

ইহার সহিত কয়েকগুলি স্মারকিক লক্ষণও উপস্থিত হয়। রোগিনীর প্রায়ই মাথা ধরে; গায়ের ভিতর যেন গরম বোধ হয়, সর্কাসে কেহবা

হয়, এবং রোগিনী কখন কখনও রাতে—নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে। 'গা বমি' ও বমন হইতে পারে।

(২) 'রক্তঃদর্শনের পর ওভারির ক্রিয়াহীনতার ফল :—
যৌবনোন্মেষের পর যদি কোন কারণে ওভারি অস্রোপচাব দ্বারা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোগিনীর আকৃতি ও জরায়ু প্রভৃতির গঠনের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

(ক) রক্তঃস্রাব পরিমাণে কম হয়, অথবা মাসিক ঋতু বন্ধ হইয়া যায় (Amenorrhœa)।

(খ) কণ্ঠস্বর পুরুষের স্থায় কর্কশ হয়।

(গ) বিবিধ মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণ উপস্থিত হয়। রোগিনীর স্বভাব রুক্ষ ও বিমর্ষভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। স্নায়বিক দৌর্বল্য হইতেও দেখা যায়। সর্বাস্থে বেদনা হয়, কিন্তু তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (Palpitation of the heart) হইতে পারে।

ওভারির অন্তঃরসাস্রবতার চিকিৎসা :—যদি কোন বালিকার কয়স হইলেও প্রথম ঋতুদর্শনে ও দেহে যৌবনের লক্ষণ বিকাশে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ওভারি প্রয়োগ করা উচিত। এরূপ স্থলে ওভারির সহিত আমি খুব অল্প মাত্রায় থাইরয়েড্ দিয়া থাকি। কারণ, এই দুই গ্রন্থির অন্তঃরস পরস্পরকে সাহায্য করে। ইহা পর পৃষ্ঠায় লিখিতরূপে ব্যবস্থায়—

Re.

ওভারি (সম্পূর্ণ) ... ২ গ্রেণ ।

থাইরয়েড্ ডেসিকটেড্ ... ১/১০ গ্রেণ ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটা ট্যাবলেট বা বটীকা প্রস্তুত কর ।
এইরূপ একটা ট্যাবলেট মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেবন করিতে হইবে ।

কোন বুভীর্ষ যদি স্তন ও জরায়ু সুবদ্ধিত না হইয়া থাকে এবং
দুই তিন মাস অন্তর অনিয়মিত ঋতু হয়, তাহা হইলে তাহার ওভারির
অন্তঃরসালতা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । এরূপ স্থলেও উপরি উক্ত
ব্যবস্থাপত্র লিখিত ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে । প্রতি মাসে যে
সময় ঋতু হওয়া উচিত, সেই সময় কয়েকদিন এই ঔষধ সেবন করা
কর্তব্য । সপ্তাহে দুইদিন ওভারো-ফাটলিন্ ১ সি, সি, মাত্রায়
অবঃস্বাচিক ইঞ্জেকসনে বেশ ফল পাওয়া যায় ।

ওভারির ক্রিয়াধিক্য—Hyper-Ovarism.

নানা কারণে ওভারি হইতে অতিরিক্ত পরিমাণে অন্তঃরসস্রাব হইতে
পারে । ওভারির এইরূপ ক্রিয়াধিক্যকে “হাইপার্ ওভারিজম্” বলে ।
সাধারণতঃ যৌবনের প্রারম্ভেই এরূপ হইতে দেখা যায় ।

কারণ ঃ—নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণে ওভারির ক্রিয়াধিক্য
হইতে পারে । যথা ঃ—

(ক) সংক্রামক রোগ ঃ—সংক্রামক রোগে “ওভারির মধ্য
রক্ত জমে (congestion) এবং তাহার কলে উহার ক্রিয়া বৃদ্ধি হওয়া
অসম্ভব নয় ।

(খ) জরায়ুর আকৃতিগত বিকলতা (malformation);
অথবা অবস্থানের গোলযোগ (displacement) ঃ—
এইরূপ কারণেও ওভারির অতিস্রাব হইতে দেখা যায় ।

(গ) মানসিক উত্তেজনা :- মানসিক উত্তেজনার ফলেও ওভারি উত্তেজিত হইতে পারে। অতিরিক্ত স্বামী সংসর্গ করিলে ওভারির উত্তেজনা উপস্থিত হয়। কোন কোন জীলোক যোনিমধ্যে অঙ্গুলী বা অগ্ন্য পদার্থ প্রবেশ করাইয়া অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ কবিবার চেষ্টা করে। এইরূপ হস্তমৈথুন আরও অধিক অপকারী! অবিরত কামোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ এবং অশ্লীল চিত্রাদি দর্শন করিলেও, ওভারির ক্রিয়াবিকার উপস্থিত হয়। আজকাল পথে ঘাটে পারিস্ পিকচার নামে যে সকল চিত্র বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে উলঙ্গ নরনারী ও মৈথুন প্রভৃতির দৃশ্য থাকে। অনেক যুবক তাহাদের নববধূকে এই সকল অশ্লীল চিত্র উপহার দেয়। এই সকল নবপরিণীতা বালিকার অবিবাহিতা সখীরাও এগুলি দেখে। ইহাতে মনেব মধ্যে কামোত্তেজনা ও ওভারির বিকৃতি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

লক্ষণ :- ওভারি অতিক্রিয় হইলে রক্তস্রাব বৃদ্ধি হয় এবং মনে অত্যন্ত কামেচ্ছা জন্মে। সাধারণতঃ ওভারির ক্রিয়াধিক্যবশতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(১) অতিরক্তঃ (Menorrhagia) :- কোন কোন বালিকার প্রথম রক্তোদর্শন কালে ঋতু আরম্ভ হইয়া আর থামিতে চাহে না—৮।১০ দিন বা তাহারও অধিক কাল ধরিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, প্রায়ই ওভারির অতিস্রাবের অস্তিত্ব লক্ষণ দেখা যায়।

সাধারণতঃ ঋতুকালে কর্পাস্ লিউটায়াম সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রক্তস্রাব থামিয়া যায়; কিন্তু ওভারি অতিক্রিয় হইলে, কর্পাস্ লিউটায়াম সহজে কিছু করিতে পারে না এবং তাহার ফলে রক্তস্রাব চলিতে থাকে।

বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষেপে—বালিকা যখন যুবতীতে পরিণত হয়, তখন তাহার দেহের আমূল পরিবর্তন হয়। এই বিপুল পরিবর্তনের সহিত দেহগত অস্তুরসগুলি কখনো কখনো ভাল রাখিয়া চলিতে পারে না এবং তাহার ফলে ওভারির ক্রিয়াধিক্য ও দেহের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। প্রথম ঋতুকালে অধিক দিনব্যাপী অত্যধিক রক্তস্রাব—সাধারণতঃ ওভারির অধিকারের ফল।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব ফলে, দেহ হইতে অত্যধিক পরিমাণে রক্ত ও ক্যালশিয়াম নির্গত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে দেহের—বিশেষতঃ, শ্বাসযন্ত্রের পুষ্টির অভাব হয়।

(২) কামেচ্ছার বৃদ্ধি :—যে সকল রমণীর ওভারি হইতে অত্যধিক অস্তুরস নিঃসৃত হয়, সাধারণতঃ তাহাদের মনে কামেচ্ছা বেশী হইয়া থাকে। ইহারা অনেক সময় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য নানারূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই রমণীগণ অত্যন্ত ‘পুরুষ ঘেঁষা’ হয়। এইরূপ একটা কামুক জীলোকের বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

রোগিনী :—একটা বালিকা। এই বালিকাটির প্রথম ঋতুকালে এত বেশী রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল যে, তাহার আত্মীয়স্বজন ভয় পাইয়া আমায় ডাকিয়া পাসান। বালিকা অবিবাহিতা; বয়স মাত্র ১৩ বৎসর। ইতিমধ্যেই তাহার স্তন বেশ উচ্চ ও দেহে যৌবনের লক্ষণ কুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে বালিকাকে অন্ততঃ ১৭।১৮ বৎসর বয়স্কা যুবতী বলিয়া মনে হয়। বারদিন ধরিয়া ইহার এইরূপ রক্তস্রাব চলিতেছে এবং তাহার ফলে বালিকা অত্যন্ত দুর্বল ও পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। বালিকাকে আমি শোয়াইয়া রাখিলাম এবং নিরনিধিত ঔষধটী দ্বি-তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিলাম।

Re.

লাইকর অশোক কম্পাউণ্ড্ ...	১/২ ড্রাম।
একট্রাক্ট্ অর্গট্ লিকুইড্ ...	১/২ ড্রাম।
লাইকর সিডানস ...	২০ মিনিম।
জল ...	মোট ১ আউন্স।

একত্র একমাত্রা। প্রতিমাত্রা ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য।

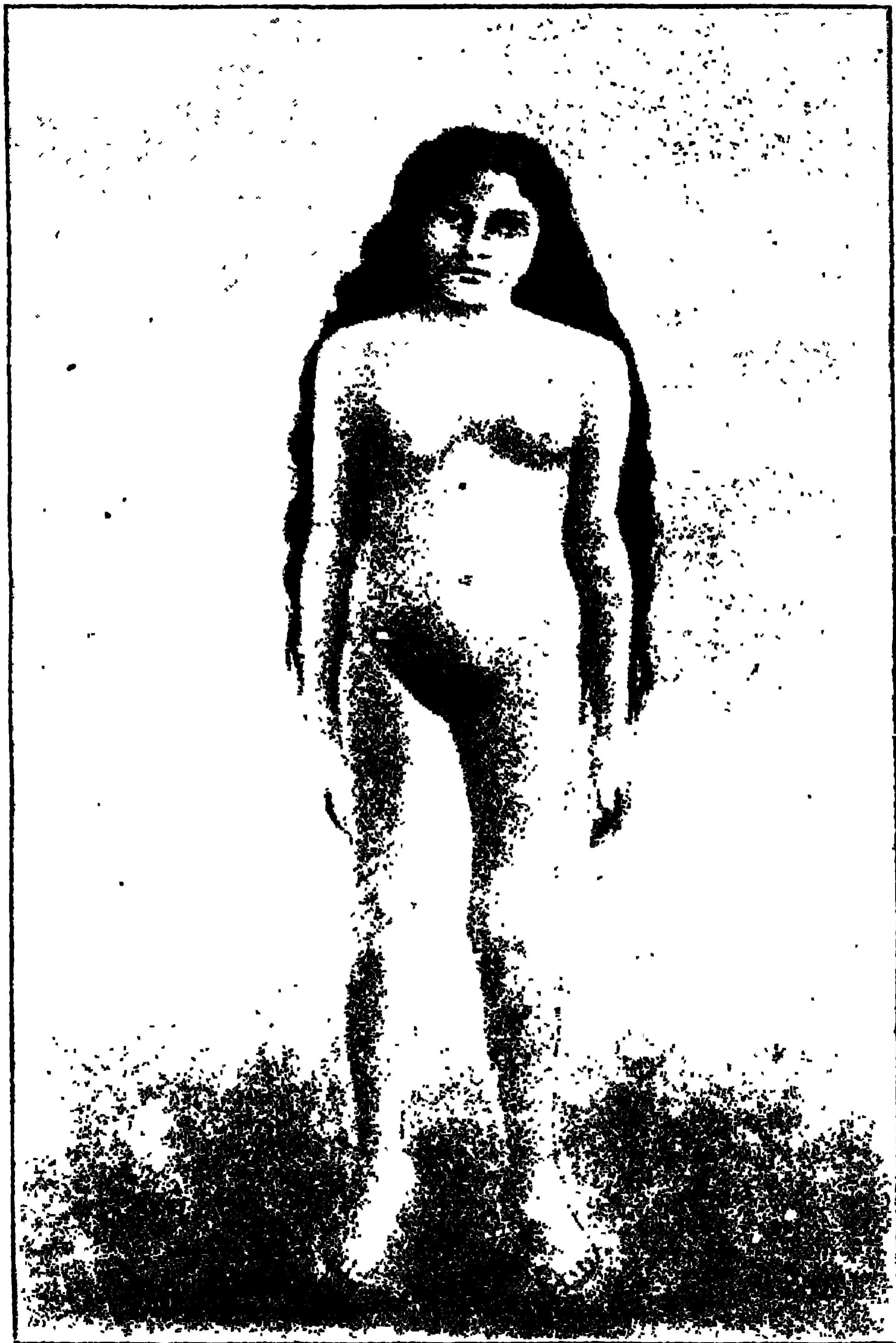
ইহাতেও রক্তশ্রাব না কমায়ে তাহার পরদিন ১/২ সি, সি, মাত্রায় পিট্যুইটিন ইঞ্জেকসন দিলাম। তাহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার দেড় বৎসর পরে, সেই বালিকাকে দেখিবার জন্ত পুনরায় আমার ডাক পড়িল। তখন আর সে বালিকা নয়—পূর্ণ যুবতী। বিবাহও হইয়া গিয়াছে এবং তখন সে স্বামীগৃহে ছিল। কয়েক দিন হইতে তাহার ঋতু আরম্ভ হইয়া থাকিতেছে না এবং অজস্র রক্তশ্রাব হইতেছে শুনিলাম। তাহার ঋতুরালয়ে আমি চিকিৎসা করিতাম না, কিন্তু বিবাহের পূর্বে তাহার এইরূপ রোগের জন্তই ইঞ্জেকসন দিয়া রক্ত বন্ধ করিয়াছিলাম শুনিয়া, তাহার স্বামী আমাকেই কহিয়া যান। এবারও পিট্যুইটিন ইঞ্জেকসন দিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হইল।

পুনরায় ষাঠাতে এইরূপ রক্তশ্রাব না হয়, তজ্জন্ত অম্লরুদ্ধ হইয়া, রক্তশ্রাব বন্ধের ১৫ দিন পরে রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তাহার অরায়ু স্বাভাবিক, কিন্তু ওভারির আকার একটু যেন বড় বলিয়া মনে হইল। প্রেসারের সময় দুই একদিন জালা করিয়াছে শুনিয়া, মূত্রনলী ও যোনির ভিতরও দেখিলাম; কিন্তু গণোরিস্টার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তবে যোনি ও মূত্রনলীর অগ্রভাগে নখের চিহ্নের ছায়াকৃত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যুবতীর অঙ্গুলীতেও বড় নখ আছে, তাহাও লক্ষ্য করিলাম। সুতরাং যোনিতে এইরূপ নখের কৃতচিহ্ন দৃষ্টে, যুবতী যে অঙ্গুলী দ্বারা হস্তমৈথুন করে, সে বিষয়ে আমার আর

•

২৯শ চিত্র—ওভারির ক্রিয়াধিকা হেতু অকাল যৌবন



সন্দেহ রহিল না। তাহার স্বামীকে গোপনে এ সম্বন্ধে 'জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু কিছু জানা গেল না। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে, তাহার স্ত্রী অত্যন্ত কামুকা এবং কখনও একবার মৈথুনে তৃপ্ত হয় না; প্রতিরাতে একাধিকবার সংসর্গের জন্ত জেদ করে এবং সে তাহার স্ত্রীর সহিত পারিয়া উঠে না। এইরূপে এক একদিন রাতে ৪।৫ বার পর্য্যন্তও মৈথুন করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত মৈথুন ব্যতীত যুবতী যেন কিছুতেই শান্তি পায় না। সর্বদা স্বামী সঙ্গ এবং আদিরসাত্মক গল্প ও নাটক নভেল পাঠ করিতে ভালবাসে।

অতিরিক্ত রতি যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর; তাহার স্বামীকে তাহা বুঝাইয়া বলিলাম এবং কিছুদিন স্ত্রীসংসর্গে বিরত থাকিতে উপদেশ দিলাম। তাহার পত্নী বাহাতে কামোদ্দীপক উপন্যাসাদি পাঠ করিতে না পায়, সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে বলিলাম। অতঃপর কিছুদিন এই ঔষধটি সেবনের ব্যবস্থা করা হইল।

১। Re.

ম্যামারি গ্যাণ্ড	...	২ গ্রেণ।
ক্যালশিয়াম ল্যাক্টেট	...	৫ গ্রেণ।

একত্র একমাত্র। এইরূপ প্রতিমাত্রা প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

ইহার সহিত ইন্দ্রিয়ের উদ্বেজনা হ্রাসের জন্ত নিম্নলিখিত ব্রোমাইড মিক্চার দিলাম।

২। Re.

সোডিয়াম ব্রোমাইড	...	৫ গ্রেণ।
সিরাপ অরেন্জাই	...	১/২ ড্রাম।
একোয়া	...	মোট ১ আউন্স।

একত্র একমাত্র। এইরূপ একমাত্রা ঔষধ প্রত্যহ রাতে শয়নের পূর্বে সেব্য।

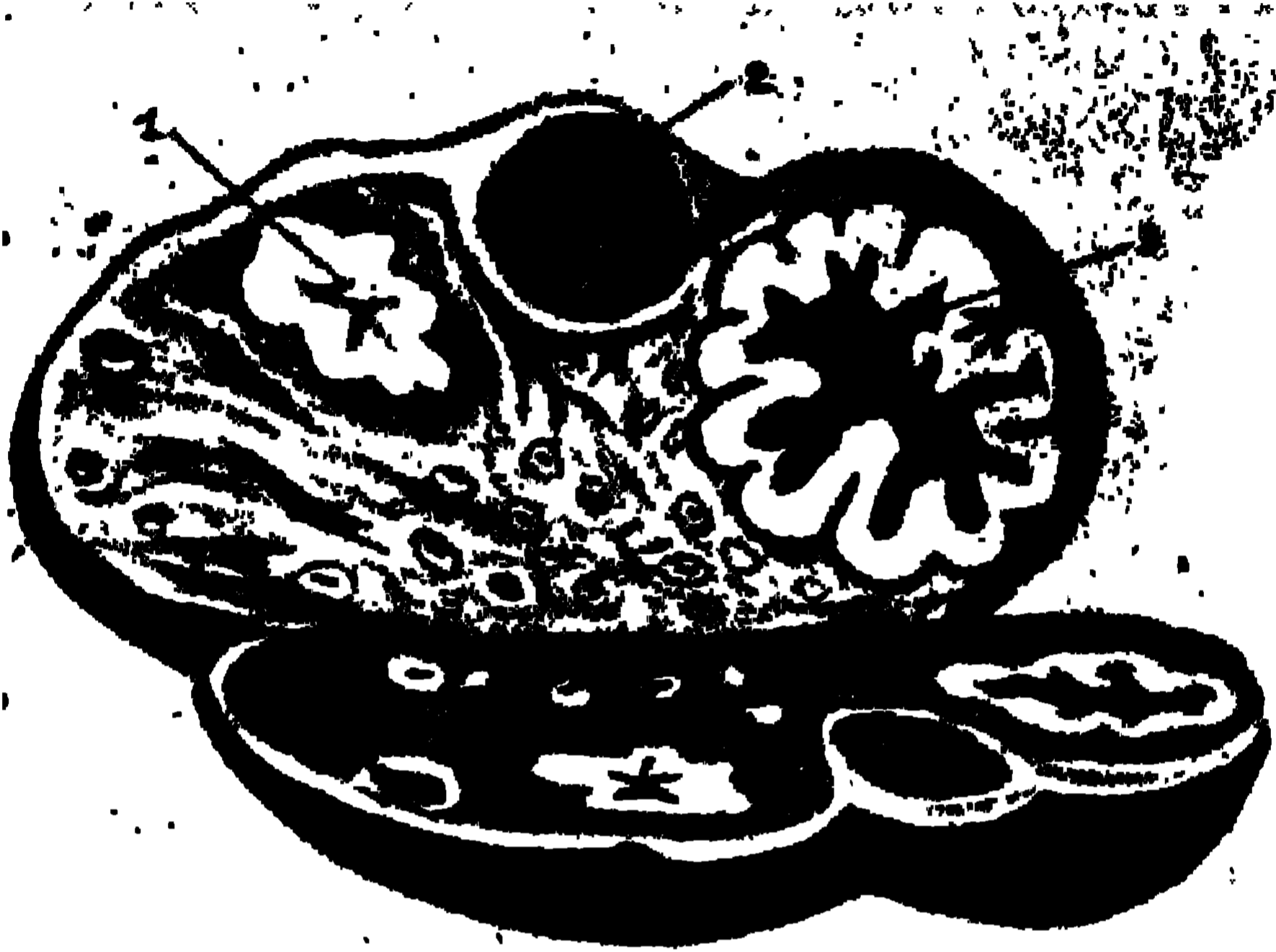
কয়েক দিন পরে যুবক আসিরা সংবাদ দিলেন—“তাহার স্ত্রী যে হস্তমৈথুন করে, তাহা তাহার নিকট স্বীকার করিয়াছে এবং বিবাহের পূর্বে হইতেও সে এইরূপ করিত। আরও স্বীকার করিয়াছে যে, সর্বদাই তাহার মনে এরূপ কামোদ্বেজনা উপস্থিত হয় যে, স্বামী-সহবাস বা হস্তমৈথুন করা ভিন্ন সে কিছুতেই থাকিতে পারে না। বিবাহের পূর্বে সে তাহার কোন সখীর নিকট হইতে হস্তমৈথুন করিতে শিখিয়াছিল। তাহার সখীও এইরূপ করিত।”

এই প্রকার হস্তমৈথুন ও অতিরিক্ত স্বামী সহবাসের ফলে তাহার ওভারির উদ্বেজনা উপস্থিত হইয়াছিল। অতিরিক্ত ও স্বাস্থ্যভঙ্গ—বহুদিন ব্যাপী অত্যাচারের ফল।

চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পর হইতে উক্ত স্ত্রীলোকটির আর কখনও অতিরিক্ত হয় নাই। যুবতীর বয়স এখন ২৪ বৎসর। ইহার মধ্যেই সে ছয়টা বাসকবালিকার জননী। ইহা হইতেও তাহার ওভারি যে অতিক্রিয়, তাহা বুঝা যায়।

ওভারির অতিক্রিয়তার চিকিৎসা :—ওভারির অতিক্রিয়তার ফলে যদি অতিরিক্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহার বিপরীত ক্রিয়াশীল অথ অস্ত্রঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলির সাহায্যে, ইহার ক্রিয়াকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করা বাইতে পারে। পোষ্টরিয়র পিটুইটারি ও স্তনগ্রন্থির (ম্যামারি) অস্ত্রঃরস ওভারিকে দমনে রাখে। সুতরাং এই দুই গ্রন্থি ঔষধরূপে ব্যবহার করা কর্তব্য। রক্তস্রাবের পরিমাণ যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে ইহার সহিত লাইকর অশোক কম্পাউণ্ড এবং আর্গটিন্ (ergotin) সংযোগ করা যুক্তিসঙ্গত। অধিকদিন ব্যাপী রক্তস্রাবের ফলে, দেহ হইতে ক্যালসিয়াম নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, উহার অভাব পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ক্যালসিয়াম ল্যাক্টেট দিলে আরও ভাল হয়।

৩০শ চিত্র—ওভারি (ডিম্বাশয়) ও উহার অভ্যন্তরস্থ
কর্পাস লিউটিয়াম



(২১২ পৃষ্ঠা)

উপরিউক্ত ৩০শ চিত্রে পূর্ণ-বয়স্কা স্ত্রীলোকের ওভারি (ডিম্বাশয়)
অনুপ্রস্থে ছেদন করিয়া তদভ্যন্তরস্থ গঠনাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে ।

৩০শ চিত্র পরিচয় :—

- 1—কর্পাস ফাইব্রোসাম (Corpus fibrosum) :—
কর্পাস লিউটিয়ামের সৌত্রিক পরিবর্তনে ইহার উৎপত্তি হয় ।
- 2—গ্রাফিয়ান ফলিকল (Graafian follicle) :—ইহাদিগকে
ডিম্বকোষ বলে ।
- 3—কর্পাস লিউটিয়াম (Corpus luteum) :—২১২ পৃষ্ঠায়
ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।

এতদর্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাটি বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহার করা বাইতে পারে।

Re.

পোষ্ট্রিয়র পিটুইটারি ...	১/৪ গ্রেণ।
আর্গটিন্ ...	১/২ গ্রেণ।
ম্যামারি গ্রন্থি ...	২৪ গ্রেণ।
ক্যালশিয়াম ল্যাক্টেট ...	২ গ্রেণ।

একত্র একমাত্রা। এইরূপ প্রতিমাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেব্য। ঋতুর তিনদিন পূর্ব হইতে ইহা সেবন আরম্ভ করিমা, যতদিন রক্তশ্রাব হয়, ততদিন সেবন করিতে হইবে।

কর্পাস্ লিউটিয়াম Corpus Luteum.

৩০শ চিত্র দ্রষ্টব্য

ওভারির (ডিম্বাধার) ভিতর যে গ্রাফিয়ান্ ফলিকল্ বা ডিম্বকোষ থাকে, তাহা ঋতুকালে ফাটিয়া যায় এবং উহা হইতে ডিম্ব (ovum) বাহির হইয়া পড়ে। ইহার পর শূন্য গ্রাফিয়ান্ ফলিকল্ এর আকার পরিবর্তিত হয় ও উহা হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। এই পরিবর্তিত ডিম্ববিহীন গ্রাফিয়ান্ ফলিকল্কেই “কর্পাস্ লিউটিয়াম্” বলে।

ক্রিয়াঃ—কর্পাস্ লিউটিয়াম্ ওভারির মধ্যে জন্মে, কিন্তু তাহা হ'তে যে অন্তঃরস নিঃসৃত হয়, তাহার ক্রিয়া ওভারির অন্তঃরসের ক্রিয়ার বিপরীত। ইহা ওভারির অন্তঃরসকে দমন করিয়া রাখে। কর্পাস্ লিউটিয়াম্‌এব অন্তঃরসের ক্রিয়া নিম্নে বলা বাইতেছে।

(১) ঋতুবন্ধের ক্ষমতা :—ঋতুকালে ওভারির অন্তঃস্থী রসের প্রাধান্য হয়। এই সময়ে ওভারির মধ্যে রক্ত ক্রমে এবং তাহার ফলে পরিপক্ক গ্রাফিয়ান্ ফলিকল্ ফাটিয়া ডিম্ব বাহির হইয়া যায়।

ডিম্ব বাহির হইয়া যাইবার পর ডিম্ববিহীন গ্রাফিয়ান্ ফলিকলের আকার পরিবর্তিত হয় ও উহা “কর্পাস্ লিউটিয়ামে” পরিণত হয়। কর্পাস্ লিউটিয়াম সৃষ্টির পর হইতেই, উহা উহার অন্তঃস্থী রস নিঃসরণ করিতে থাকে। এই নবসৃষ্ট অন্তঃস্থী রস, ওভারির রসকে দমন করিয়া, ঋতুশ্রাব বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপে প্রতিমাসে ওভারির অন্তঃরসের ক্রিয়ায় ঋতুশ্রাব আরম্ভ হইয়া, কর্পাস্ লিউটিয়ামের আবির্ভাবে উহা বন্ধ হইয়া যায়।

ঋতুবন্ধের পর কর্পাস্ লিউটিয়াম বড় হইতে থাকে। জরায়ুর উপর ও ইহার অন্তঃরসের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। জরায়ুর অন্তঃখিল্লী (endometrium) মোটা (hypertrophy) হইতে আরম্ভ হয়। ঋতুকালে ওভারি হইতে বাহির হইয়া, যে ডিম্ব জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করে ; তাহা এইরূপে জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন হইয়া বৃদ্ধিত হইবার সুযোগ পায়। ইহার ফল—গর্ভ।

কোন কারণে যদি ডিম্ব জরায়ুমধ্যে সংলগ্ন হইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কর্পাস্ লিউটিয়ামের কার্য শেষ হইবে এবং উহা ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইবে। কর্পাস্ লিউটিয়াম নষ্ট হইলে, উহার অন্তঃরস ও আর থাকিবে না এবং তাহার ফলে ওভারির অন্তঃরস পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিবে। একপ স্থলে ওভারি হইতে অধিক পরিমাণে অন্তঃরস নিঃসৃত হইতে থাকিবে, এবং জরায়ুমধ্যে যে অন্তঃখিল্লী হুলাকার হইয়াছিল, তাহা ধ্বংস হইবে। ইহার ফলে জরায়ুর অন্তঃখিল্লীর ক্ষত হইতে রক্তশ্রাব আরম্ভ হয়। ইহাকেই আমরা ঋতুশ্রাব বলি। কবির ভাষায় ঋতুশ্রাবকে, “ডিম্বের শোকে জরায়ুর ক্রন্দন” বলা যাইতে পারে।

পুনরায় যখন গুভারি হইতে ডিম্ব জরায়ুতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন নূতন কর্পাস লিউটিয়াম সৃষ্টি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। মাসেব পব মাস এইরূপ চলিতে থাকে।

(২) গর্ভোৎপাদন ক্রিয়া :—গর্ভাবগের সহিত কর্পাস লিউটিয়ামেব সম্বন্ধ আছে। কর্পাস লিউটিয়ামের অন্তঃবস ঋতুস্রাব বন্ধ করিয়া 'ডিম্বকে জরায়ু মধ্যে' বদ্ধিত হইবার সুযোগ প্রদান করে। কোন ক্রমে যদি ডিম্ব জরায়ু মধ্যে শুক্র-কীটের সহিত সম্মিলিত হইয়া জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন হইতে পার, তাহা হইলে উহার আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরূপে গর্ভ সঞ্চারণ হয়।

গর্ভবতী হইলে স্ত্রীলোকের আর ঋতু হয় না। ইহার কাবণ—কর্পাস লিউটিয়ামের ক্রমঃবৃদ্ধি। গর্ভ না হইলে প্রতি মাসে কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু গর্ভ সঞ্চারণ হইলে, কর্পাস লিউটিয়াম নষ্ট হয় না—গর্ভের প্রথম ৩৪ মাস ইহা থাকিয়া যায়। ইহার ফলে—গর্ভকালে ঋতু বন্ধ থাকে।

কর্পাস লিউটিয়ামের ক্রিয়াকালে জরায়ু অস্থিবিহীন হুল হইয়া যায় এবং ক্রণের আবরণী (decidua) প্রস্তুত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, কর্পাস লিউটিয়াম গর্ভাবগে সহায়তা করে।

(৩) স্তনবর্ধক ও দুগ্ধসঞ্চারণ ক্রিয়া :—স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে স্তনের আকার বৃদ্ধিত ও স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারণ হয়। প্রথমে গর্ভকালেই ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাও সম্ভবতঃ কর্পাস লিউটিয়ামের ক্রিয়ার ফল।

(৪) দূষিত পদার্থনাশক ক্রিয়া :—প্রতি মাসে প্রথম সময় কর্পাস নিউট্রায়ামের সৃষ্টি ও পরবর্তী প্রকৃতি পূর্বে উহা ধ্বংস হইয়া যায়। এই যে প্রতিমাসে কর্পাস নিউট্রায়াম শোষিত হইয়া যায়, ইহার কি কোন প্রয়োজনীয়তা নাই? হাষ্ট (Hirst) বলেন—আছে। রমণীদের স্বাস্থ্যের জন্য নাকি ইহা প্রয়োজন।

গর্ভের প্রথম তিনমাস কর্পাস নিউট্রায়াম নষ্ট হয় না। এই সময় যে গর্ভস্থিত স্ত্রীলোকদের বমন হয় (morning sickness), তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। হাষ্ট বলেন যে,—“এই ক্রমীয় কর্পাস নিউট্রায়াম শোষিত হয় না বলিয়াই, এরূপ বমন প্রকৃতি হয়”। তাহার মতে কর্পাস নিউট্রায়ামের দূষিত পদার্থ নাশের ক্ষমতা আছে। সাধারণতঃ প্রতিমাসে ইহা নষ্ট হইয়া শোষিত হয় বলিয়া, গর্ভিণীর কোন অনিষ্ট হয় না; গর্ভকালে ইহা শোষণের অভাবে দেহে দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হইয়া বমনাদি উৎপন্ন করে।

কিন্তু এই মত ঠিক বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, গর্ভের প্রথম তিনমাস সকল স্ত্রীলোকেরই যে বমন হয়, তাহা নয়—অনেকের একেবারেই হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের, ওভারি কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়, তাহাদের আর কর্পাস নিউট্রায়াম জন্মিবার উপায় থাকে না। কিন্তু তাহাদেরও দেখা গিয়াছে, বমন উৎপন্ন হয় না।

অন্যান্য অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থির সহিত

কর্পাস নিউট্রায়ামের সম্বন্ধ

(১) থাইরয়েড্ গ্রন্থির সহিত সম্বন্ধ :—গর্ভাবস্থায় থাইরয়েডের আকার বৃদ্ধি হয়। ইহাতে বোঝা যায় যে, থাইরয়েডের সহিত কর্পাস নিউট্রায়ামের সম্বন্ধ আছে।

(২) প্যারাথাইরয়েড্ গ্রহির সছিত সন্স্ক :- জরার হইতে ঋতুস্রাব বন্ধ করিতে হইলে, রক্তের সংযমন শক্তিও (coagulability) বৃদ্ধি করা আবশ্যিক। এজন্য প্যারাথাইরয়েড্ গ্রহি এ সময়ে উদ্ভিক্ত ও রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। ইহার ফলে জরায়ুমধ্যস্থ রক্ত কমিগা যায়। এইরূপে কর্পাস লিউটিয়াম ও প্যারাথাইরয়েড্ একযোগে ঋতুস্রাব বন্ধ করে।

ঔষধরূপে কর্পাস লিউটিয়াম প্রয়োগ

নিম্নলিখিত কয়েকটা পীড়ায় ঔষধরূপে কর্পাস লিউটিয়াম ব্যবহার করা যায়। যথা :-

(১) প্রোড়াবস্থায় শেবঝাতুর পূর্বে অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও তজ্জনিত নানারূপ উপসর্গ :- প্রোড়াবস্থায় শেব ঋতুর পূর্বে যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও তজ্জন বিবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কর্পাস লিউটিয়াম প্রয়োগে উপকাৰী পাওয়া যায়। এতদর্থে শুধু কর্পাস লিউটিয়াম চূর্ণ ২ গ্রেণ মাত্রায় দু'গুহ তিনবার করিগা সেবন করিতে হয়। ঋতু যে সময় আরম্ভ হয়, তাহার চারিদিন পূর্বে হইতে আরম্ভ করিগা বতদিন ঋতু থাকিবে, ততদিন ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য। চারিমান কাল এইরূপে ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) বন্ধ্যাত্বনাশের (Sterility) জন্য :- গর্ভধারণ কমতা লোপ পাইলে ইহার প্রয়োগ অনুমোদিত হইয়াছে।

(৩) গর্ভাবস্থায় শিরঃপীড়া, অতিবমন (Hyperemesis gravidarum) :- গর্ভাবস্থায় শিরঃপীড়া, অতিবমন প্রকৃতি যে সকল উপসর্গ হয়, তাহাতে অনেকে কর্পাস লিউটিয়াম প্রয়োগ করেন। ইহা দূষিত পদার্থ নাশ করিতে পারে, এই ধারণায় ইহা ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে খুব কম মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

কর্পাস লিউটিয়াম ব্যবহারে সতর্কতা
(Caution) :—কর্পাস লিউটিয়াম ব্যবহারে রক্তচাপ হ্রাস (fall of blood pressure) হইতে পারে। এক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োগকালে রোগীর রক্তচাপের উপর দৃষ্টি রাখিবে। রক্তচাপ ৯০ মিলিমিটারের নীচে হইলে ইহার প্রয়োগ অবিধেয়। গর্ভগণ্ড রোগীকেও ইহা কখনও প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

কর্পাস লিউটিয়ামের প্রয়োগরূপ :—ইহার নির্দিষ্ট প্রয়োগরূপ কয়েকটি ব্যবহৃত হয়।

(১) **কর্পাস লিউটিয়াম ডেসিকটেড ('Corpus Luteum desic')** :—ইহা গর্ভবতী গাভী বা শূকরীর ওভারি হইতে প্রস্তুত হয়। কারণ, এই সময় ইহাদের কর্পাস লিউটিয়াম আকারে বড় থাকে। মেদ অংশে ইহার অস্তুরস থাকায়, প্রস্তুতকালে মেদ (চর্কি) বাদ দেওয়া হয় না। ইহার ৫ গ্রেণের ক্যাপসুল পাওয়া যায়।

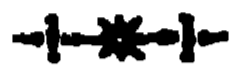
মাত্রা :—দৈনিক ৩ হইতে ৫ গ্রেণ।

সেবনবিধি :—ইহা আহারের পূর্বে সেবন করিতে হয়।

(২) **কর্পোরা লুটিয়া সলিউবল একট্রাক্ট (Corpora Lutea Soluble Extract)** :—ইহা ফিজিওলজিক্যাল স্ট্রাইন সলিউসনে দ্রবীভূত কর্পাস লিউটিয়ামের তরল সার। ইহার প্রতি সি, সি, দ্রবে ৩ গ্রেণ ডেসিকটেড কর্পাস লিউটিয়াম থাকে। ইহার ১ সি, সি, এম্পুল পাওয়া যায়।

মাত্রা :— ১ সি, সি,। হাইপোডার্মিক ইন্জেক্সনরূপে প্রথমতঃ প্রত্যহ একবার, তদপরে উপকারিতা অনুসারে ১—২ দিন অস্তর প্রয়োজ্য।

প্লাসেন্টা অর্থাৎ ক্রণপুষ্প বা ফুল Placenta



স্ত্রী-পুরুষের সহবাসের পর, পুরুষের বীৰ্য্যসহকারে শুক্রকীট (স্পার্মাটোজুয়া—Spermatozoa) জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ডিম্বের (Ovum) সহিত সন্মিলিত হয়। উহাদের সংযোগের ফলে, যে সন্মিলিত ডিম্ব (fertilized ovum) সৃষ্ট হয়, তাহা আবার পরে ক্রণরূপে (foetus) পরিণত হইয়া, গর্ভাশয়ের পরিবর্তন অনুসারে উহা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের ডিম্ব সন্মিলিত হইয়া উহা ক্রণরূপে পরিণত হইলেই, উহাকে গ্রহণ করিবার জন্য জরায়ুর অভ্যন্তরস্থ শৈথিলিক ঝিল্লী বিশেষরূপে পরিবর্তিত হইয়া একটা নূতন ঝিল্লীরূপে পরিণত হয়। ইহাকে ডেসিডুয়া (Decidua) বলে। এই ডেসিডুয়ার দ্বারা ক্রণ আবৃত হইয়া পড়ে। এই ডেসিডুয়ার যে অংশ ক্রণকে আবৃত করে, তাহাকে ডেসিডুয়া রিফ্লেক্স (Decidua reflex) ও যে অংশ জরায়ুর অভ্যন্তর গাত্র ও ক্রণের মধ্যে অবস্থান করে, তাহাকে ডেসিডুয়া সিরোটিনা (Decidua sirotina) এবং যে অবশিষ্ট ডেসিডুয়া দ্বারা জরায়ুর অবশিষ্টাংশ আবৃত হয়, তাহাকে ডেসিডুয়া ভেরা (Decidua vera) বলে। ওভাম বা ডিম্ব যখন গর্ভাশয়ে ক্রণরূপে বিকশিত হইতে থাকে, তখন আরও ২টা পর্দা বা ঝিল্লী সৃষ্টি হয়। ইহার একটা পর্দা বা ঝিল্লী দ্বারা ক্রণের বহির্দেশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়; ইহাকে এমনিয়ান ঝিল্লী (Amnion membrane) বলে। এই এমনিয়ান ঝিল্লীর আবরণের মধ্যে এক প্রকার তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়, ইহাকে লাইকর

এমনিয়াই (Liquor Amnii) বলে। এই তরল পদার্থের মধ্যে ক্রণ ভাসিতে থাকে। অপর ঝিল্লীটা এমনিয়ান ঝিল্লীর বাইর্দেশে অবস্থান করে, ইহাকে কোরিয়ান ঝিল্লী (Chorion membrane) বলে। কোরিয়ান ঝিল্লীই ক্রণের সর্ব বাহিরের আবরণ। এই আবরণের বাইর্দেশে শৈবালের মত রোমযুক্ত দেখা যায়। ইহাদিগকে ভিলি (Villi) বলে। এই কোরিয়ান ঝিল্লীর ভিতরে এমনিয়ান থলি (Amnion Sac) ক্রণকে ঘিরিয়া তাহার নাভীদেশে সংলগ্ন থাকে ; ক্রমে উক্ত কোরিয়ান ভিলি সকল ডেসিডুয়া সিরোটিনা ও ডেসিডুয়া রিক্সেলের মধ্যে নিহিত হয় এবং প্লাসেন্টা বা ফুল গঠন করে। এই কোরিয়ান ভিলির সহিত ক্রণের নাভী রক্ত সংলগ্ন থাকে। গর্ভের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম, সপ্তাহে কোরিয়ান ভিলি সমূহ বর্দ্ধিত ও শৈবালের ত্রায় হইয়া ডেসিডুয়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং আরও কয়েক সপ্তাহ মধ্যে পরিপুষ্টতা লাভ করে। প্লাসেন্টা (ফুল) পূর্ণ গর্ভাবস্থার শেষে প্রায় ৮ ইঞ্চি দূর ও ওজনে অর্ধসের হয়। এইরূপে গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ু মধ্যে “ফুল” জন্মে। ইহার আকৃতি কতকটা ফুলের ত্রায় বলিয়া, ইহাকে “ফুল” (ক্রণপুষ্প—প্লাসেন্টা) বলা হয়।

“ফুলের” ক্রিয়া ৪—ফুল ক্রণের শোভা বৃদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয় না—মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ক্রণের ইহা একটা মহা প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে সৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রণ কিছু আহার করে না, খাসপ্রখাস গ্রহণ করে না, এবং মলমূত্রও ত্যাগ করে না ; অথচ মাতৃগর্ভে বায়ুশূন্য স্থানে থাকিয়াও ক্রণ বাঁচিয়া থাকে। আরার শুধু যে বাঁচিয়া থাকে ; তাহাও নহে—উত্তরোত্তর ইহার আকার বর্দ্ধিত ও দেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? ইহা সম্ভব হয় এই জন্য যে,—জননী যাহা কিছু আহার করেন, সেই ভুক্তদ্রব্যের সার অংশ তাহার রক্তের সহিত এই ফুলের মধ্য দিয়াই ক্রণের দেহে সঞ্চালিত হয় এবং বায়ুসংস্পর্শে বিশোধিত

৩১শ চিত্র—সসত্ত্ব জরায়ুর মধ্যস্থ প্ল্যাসেন্টা (ফুল)



(২২৬শ পৃষ্ঠা)

সপ্তম বা অষ্টম সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় জরায়ুর অভ্যন্তর দৃশ্য

৩১শ চিত্র পরিচয় :—

- 1—প্ল্যাসেন্টা (Placenta—ফুল) :
- 2—ডেসিডুয়া সিরোটিনা (Decidua sirotina) .
- 3—ডেসিডুয়া ভেরা (Decidua vera .
- 4—ডেসিডুয়া রিফ্লেক্স (Decidua reflex.)
- 5—জরায়ুর গহ্বর ।

২২৪-২২৫ পৃষ্ঠায় প্ল্যাসেন্টার বিবরণ দ্রষ্টব্য

রক্ত ও ক্রম মাতার দেহ হইতে এই ফুলের মধ্যে দিয়াই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আবার ক্রমের দেহ হইতে দূষিত পদার্থ সমূহও এই ফুলের মধ্যে দিয়া মাতার রক্তে যাইয়া বহিকৃত হইয়া যায় । “ফুল”—মাতা ও ক্রমের সংযোগস্থল । ফুলের এই প্রয়োজনীয়তা এবং এই সকল কার্য এই পর্যন্তই আমরা জানি ; কিন্তু ইহাই কি ফুলের একমাত্র কার্য ? না তাহা নহে ; ঐ কার্যগুলি ছাড়াও, ফুলের দ্বারা আরও কয়েকটি প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে ।

অধুনা কেহ কেহ বলেন যে, ফুলের মধ্যেও এক প্রকার অন্তর্মুখী রস প্রস্তুত হয় । কিন্তু ইহা বলিলেই ত হইল না, ইহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ কি, তাহাই বলিব ।

আমরা জানি যে, গর্ভাবস্থায় কতকগুলি গ্রন্থির পরিবর্তন হয় । ওভারির ভিতর কর্পাস লিউটেয়াম নষ্ট না হইয়া থাকিয়া যায় এবং উহা আকারে বড় হয়, স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় হয়, থাইরয়েডের আকারও একটু বাড়ে । সুপ্রারেনাল ও পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যায় । এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গর্ভকালে দেহমধ্যে এমন কোন্ জিনিষ উৎপন্ন হয়—যাহার ফলে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হইয়া থাকে ।

গর্ভাবস্থায় নবাগত যে জিনিষ দুটি আসে—তাহার মধ্যে একটি “ক্রম” ও অল্পটী “ফুল” । ক্রম হইতে অন্তঃরস উৎপত্তি সম্ভব নয় ; সুতরাং বাকি রহিল—“ফুল” । এই ফুল হইতে কি, কোন অন্তঃরস নিঃসৃত হয় ? এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা এখনও হয় নাই । কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ফুলের মধ্যে যে trophoblast, আছে, সেইখানেই অন্তঃরস উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাও অনুমান মাত্র ।

ফুলের কার্যকারিতা ৪—“ফুল” দ্বারা নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে । যথা ;—

(১) জরায়ুর সঙ্কোচন দমন :—গর্ভসঞ্চারের পর হইতে জরায়ুর সঙ্কোচন বন্ধ থাকে। ক্রম জরায়ুগাত্রে সংলগ্ন হইবার পর জরায়ু যদি সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে গর্ভশ্রাব হইতে পারে; এজন্য প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। অনেকে বলেন যে, “ক্রমের সহিত সৃষ্ট ফুলের অন্তঃরস—জরায়ুর সঙ্কোচন ক্ষমতা দমন করিয়া রাখে বলিয়াই এরূপ হয়; যতদিন ফুলের অন্তঃরসের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিন জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে পারে না”। গর্ভের দশমাসে যখন ফুলের জরায়ুগাত্রে অংশ (Syncitium) নষ্ট হইয়া যায়, তখন জরায়ুর সঙ্কোচন আরম্ভ হয় ও সন্তান প্রসব হইয়া যায়।

(২) ঋতুশ্রাব বন্ধ করণ :—গর্ভাবস্থায় যে ঋতুশ্রাব বন্ধ হয়, কেহ কেহ তাহার মধ্যেও ফুলের অন্তঃরসের সম্বন্ধ অনুমান করিয়া থাকেন।

ওভারির অন্তঃরসের ক্রিয়ার ফলে ঋতুশ্রাব হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, কর্পাস্ লিউটিয়াম সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঋতুশ্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তার ব্যাণ্ডলারের (Dr. Bandler) মতে ফুলের অন্তঃরস ওভারির ক্রিয়াকে দমন করে এবং তাহারই ফলে গর্ভাবস্থায় ঋতু বন্ধ হয়। এ কথা হয়ত আংশিক ভাবে সত্যও হইতে পারে। কারণ, কর্পাস্ লিউটিয়াম ২।৩ মাস মাত্র থাকে, কিন্তু তাহার পরও প্রসবের দিন অবধি ঋতু বন্ধ থাকে।

(৩) স্তনের আকার ও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ :—

গর্ভাবস্থায় জীলোকের স্তনের আকার বড় এবং স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ আরম্ভ হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহাও ফুলের অন্তঃরসের কার্য।

প্রয়োগরূপ :—ঔষধরূপে ইহা নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যবহার করা যায় ।

(১) শুষ্ক ফল (Placenta desic) :— ইহা গাভী বা ভেড়ার প্লাসেন্টা হইতে প্রস্তুত হয় ; ইহার ১ ভাগ, ৬ ভাগ টাটকা প্লাসেন্টার সমান ।

মাত্রা :—৩ হইতে ১০ গ্রেণ ।

(২) প্লাসেন্টোক্রিনল (Placentocrinol) :—ইহা ফুলের মেদাংশ (lipid) হইতে প্রস্তুত হয় ।

ঔষধরূপে ফুলের ব্যবহার :—নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত ঔষধরূপে “ফুল” ব্যবহার করা যায় এবং তাহাতে সফলও পাওয়া যাইতে পারে ।

(১) স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য :—গো-মহিষাদি জন্ত প্রসবের পরই “ফুল” খাইয়া ফেলে ; ইহা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন । ভগবান ইহাদের যে, এ প্রকৃতি কেন দিয়াছেন, তাহার মূলে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে । এই কারণ যে কি, তাহা এখনও অবশ্য আমরা জানি না ; কিন্তু স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধির জন্ত ইহারা এরূপ করে বলিয়াই মনে হয় ।

প্রসবের পর কোন জীলোকের স্তনে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চয় না হইলে, দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্ত “ফুল” ঔষধরূপে সেবন করিতে দেওয়া যায় । ইহার সহিত স্তনগ্রন্থি ও পিট্যুইটারি প্রয়োগ করিলে, আরও বেশী ফল পাওয়া যায় ।

এতদর্থে নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবহার করা যায়।

Re.

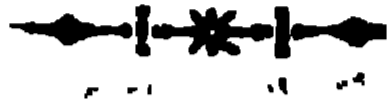
প্লাসেন্টা (ফুল) শুষ্ক	...	২ গ্রেণ।
ম্যামারি সাবষ্ট্যান্স	...	১ গ্রেণ।
পিটুইটারি (সম্পূর্ণ)	...	১/৮ গ্রেণ।
ক্যালশিয়াম্ গ্লিসিরোফস্ফেট	...	১ গ্রেণ।

একত্র একমাত্র। একরূপ প্রতি মাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেব্য।
এই ঔষধ সেবনকালে ঋতুশ্রাব বন্ধ থাকে। এজন্য ইহা প্রসূতির পক্ষে
বিশেষ উপকারী।

(২) গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা নিবারণার্থ (Threatened miscarriage) :—প্লাসেন্টা (ফুল) জরায়ুর সংকোচন দমন এবং রক্তশ্রাব বন্ধ করে ; এই অনুমানের বশবর্তী হইয়া অনেকে গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

(৩) অতিরক্তশ্রাব (Menorrhagia) দমনার্থ :—
ফুলের অস্তুরস রক্তশ্রাব বন্ধ করিতে পারে, এ ধারণা অনেকের
আছে। এজন্য অতিরক্তশ্রাবে ইহা কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। কিন্তু
আমি ইহা ব্যবহারে সফল পাই নাই।

স্তনগ্রন্থি—Mammary Glands.



মাতৃস্তন্য পানে শিশু পুষ্ট হয়। স্তনের ভিতর যে গ্রন্থিগুলি আছে, তাহা হইতে এই দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থিগুলিকে স্তনগ্রন্থি (Mammary gland) বলে।

শৈশবে অসহায় অবস্থায় মাতৃস্তন-দুগ্ধ পান করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু এই দুগ্ধ বাতীত অন্য কোন রস কি স্তনমধ্যে উৎপন্ন হয়? কেহ কেহ অনুমান করেন—স্তনমধ্যে এক প্রকার অস্তুমুখী রসও জন্মে; কিন্তু অণুবীক্ষণ ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

আনুমানিক সিদ্ধান্ত :—স্তনগ্রন্থি হইতে যে, কোন প্রকার অস্তুঃরস নিঃসৃত হয়, তৎসম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও, কয়েকটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে ইহা কতকটা বুদ্ধিতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্ত কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা ;—

(১) গর্ভবতী রমণীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার :—গর্ভবতী রমণীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু ইহা যে কি উপায়ে হয়, তাহা এখনো আমরা ঠিক জানিতে পারি নাই। স্তনগ্রন্থিমধ্যে উৎপন্ন কোন অস্তুমুখী রস যে, স্তনগ্রন্থিকে দুগ্ধ নিঃসরণে উত্তেজিত করে না, তাহা কে বলিতে পারে?

(২) স্তন্য বর্তমানে গর্ভ না হওয়া :—এদেশে মেয়েদের মনে একটা ধারণা আছে যে, যতদিন স্তনে দুগ্ধ থাকে, ততদিন পুনরায় গর্ভসঞ্চার হয় না। এজন্য অনেক সময় জীলোকেরা অধিক দিন ধরিয়া স্তন্যপান করিতে দেন। তাহাদের ধারণা—স্তন্যপান

বন্ধ করিলে পাছে স্তনদুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায় এবং গর্ভ সঞ্চারণ হয়। এই ধারণার মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব, স্তনগ্রন্থির অন্তর্মুখী রস ওভারির ক্রিয়াকে দমন করিয়া গর্ভোৎপত্তি নিবারণ করে।

ঔষধরূপে স্তনগ্রন্থির ব্যবহার :—স্তনগ্রন্থির অন্তর্মুখী রস আছে কি না, তাহা আমরা জানি না ; কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েক স্থলে অনেকে ইহা ব্যবহার করিয়া, কোন কোন রোগে উপকার পাওয়াছেন। যথা—

(১) স্তনদুগ্ধের স্বল্পতায় :—স্তনদুগ্ধ কম হইলে, স্তনগ্রন্থি ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

(২) অতি রক্তঃস্রাবে—অতিরিক্ত রক্তঃস্রাবে কখনও কখনও ইহা ব্যবহার করা হয় ; কিন্তু আমি ইহা প্রয়োগ করিয়া কোন ফল পাই নাই।

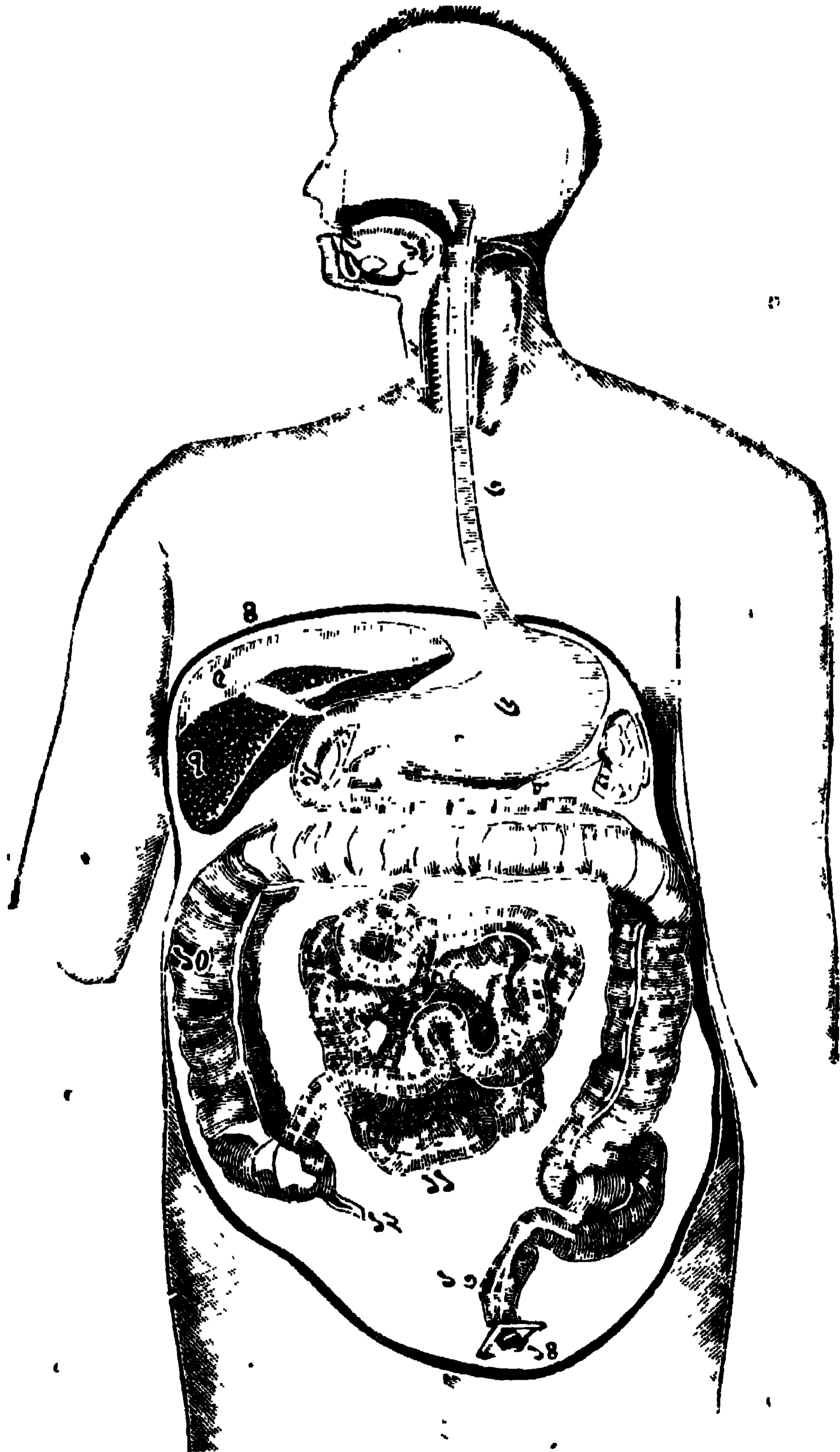
(৩) প্রসবের পর জরায়ুর অস্বাভাবিক অবস্থায় :—প্রসবের পর জরায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইতে বিলম্ব হইলেও (Subinvolution) ইহা প্রয়োগ করা হয়।

প্রয়োগরূপ :—ঔষধরূপে প্রয়োগার্থ স্তনগ্রন্থি নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহৃত হয়।

ম্যামারি গ্যাণ্ড্ ডেসিকেটেড্ (Mammary gland desic)—দুগ্ধবতী গাভীর স্তনগ্রন্থি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

মাত্রা :—ইহার মাত্রা ২ হইতে ৫ গ্রেণ। দৈনিক তিন বার সেব্য।

৩২শ চিত্র—প্যানক্রিয়াস ও ঔদরীয় যন্ত্র-সমূহ (২৩৩ পৃষ্ঠা) ।



১—লারিন্থ্রিস্ ; ২—খাসনলী ; ৩—অন্নবহানলী ; ৪—ডায়ফ্রাম ;
 ৫—পিত্তস্থলী ; ৬—পাকস্থলী ; ৭—যকৃত ; ৮—প্যানক্রিয়াস্ ; ৯—ডুওডিলাম ;
 ১০—বৃহৎ অন্ত্র ; ১১—ক্ষুদ্র অন্ত্র ; ১২—এপেণ্ডিক্স ; ১৩—রেক্তাম ; ১৪—মলদ্বাৰ ।

প্যানক্রিয়াস্ ও তাহার অন্তঃস্ৰুতী রস— “ইন্সুলিন্”

Pancreas and its Internal Secretion—“Insulin”

—*—

প্যানক্রিয়াসের সংস্কৃত নাম—ক্লেম। ইহা উদরগহ্বরের ভিতর এবং পেরিটোনিয়াম্ নামক আবরণীর পশ্চাত্তাগে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় কটীপ্রদেশস্থ কশেরুকাকার (lumbar vertebrae) সম্মুখে অবস্থিত। (৩২শ চিত্রস্থ “৮” চিহ্নিত যন্ত্র দ্রষ্টব্য)

আকৃতিঃ—প্যানক্রিয়াসের আকৃতি বড় অদ্ভুত; ইহার মাথা, (head), গলা (neck), ও লেজ (tail), এই তিনটি অংশ আছে। একটা সরু নল বরাবর প্যানক্রিয়াসের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে; ইহার নাম—প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট (Pancreatic duct) বা প্যানক্রিয়াসের নল। বহিস্ৰুতী পাচক রস (digestive external secretion) এই নল দিয়া ডিওডি নামে (duodenum) যায়।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে প্যানক্রিয়াসের ভিতর ছইটা জিনিস বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথা,—

(ক) বহিঃরসস্রাবী গ্রন্থি (Alveoli or acini) : —
একটা নলকে (duct) বেঁঠন করিয়া কতকগুলি কোষ অবস্থিত করিলে উহা যে রূপ দেখায়, প্যানক্রিয়াসের গ্রন্থিগুলির আকারও এইরূপ।

একটা নলের (duct) চতুর্দিক বেঠন করিয়া এইরূপ কতকগুলি কোষ (cells) থাকে এবং ঐ কেন্দ্রস্থ নলের মধ্য দিয়া পাচক রস বাহির হইয়া যায়।

(খ) অন্তঃরসস্রাব দ্বীপ (Islets of Langerhans) :—

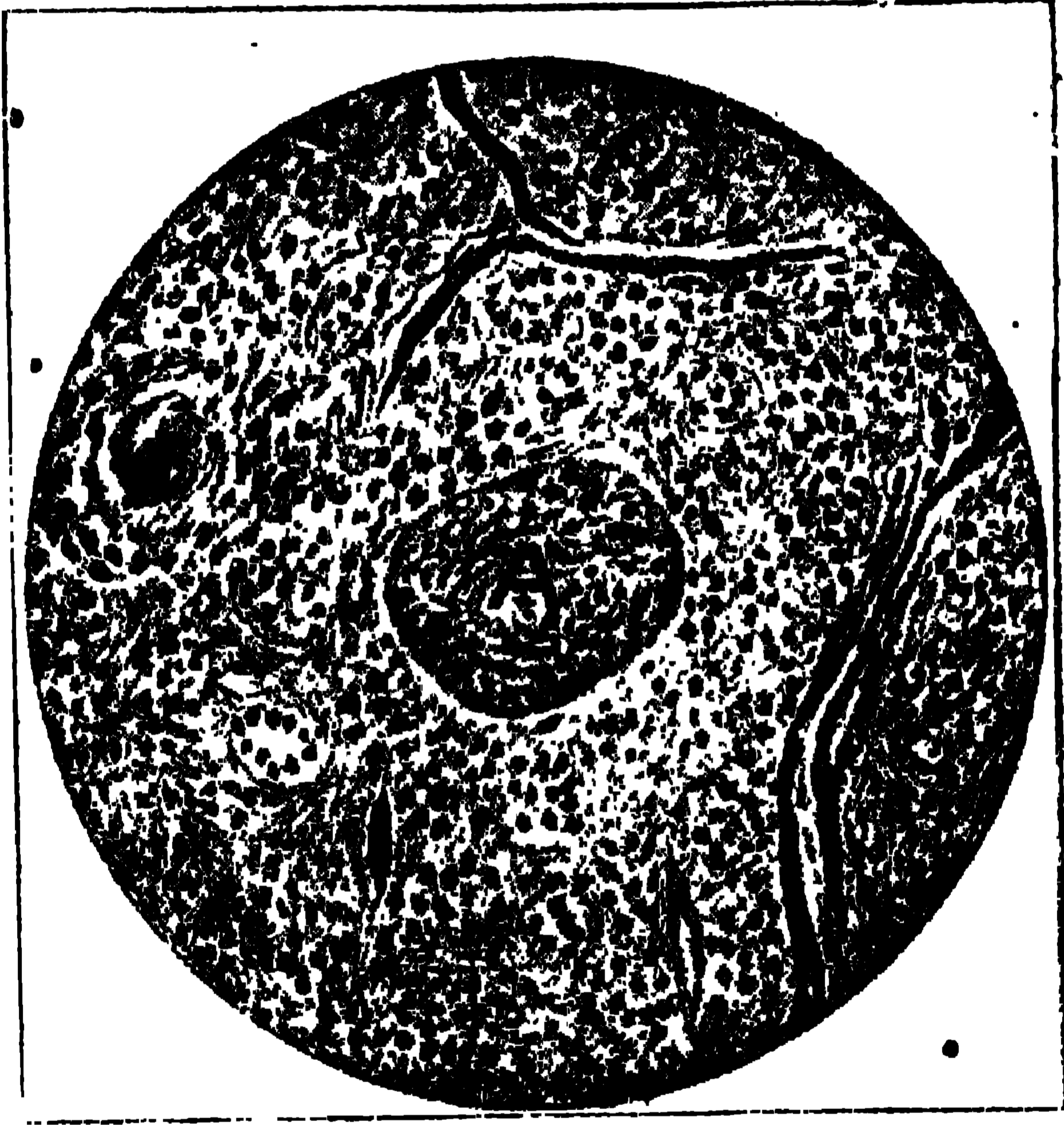
প্যানক্রিয়াসের সাধারণ গ্রন্থিগুলির (acini) মধ্যবর্তী স্থান তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এই তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে, স্থানে স্থানে সামান্য ফাঁক থাকে ও তাহাব ভিতর দ্বীপের মতন কি দেখা যায়। ল্যান্গারহ্যান্স্ নামক একজন বৈজ্ঞানিক প্রথম ইহা আবিষ্কার করেন; এজন্য ইহাদিগকে “আইস্লেট অব ল্যান্গারহ্যান্স্” বা “ল্যান্গারহ্যান্সের দ্বীপ” বলে (৩৩শ চিত্র দ্রষ্টব্য)। এগুলি যে কি এবং কোন্ কার্যে আসে, তাহা পূর্বে কেহ জানিত না। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, প্যানক্রিয়াসের অন্তঃরস (ইন্সুলিন) এই দ্বীপগুলির ভিতর প্রস্তুত হয়। এই দ্বীপগুলির সহিত প্যানক্রিয়াসের নলের কোনরূপ সংযোগ নাই। প্রত্যেক দ্বীপের চারিদিকে সূক্ষ্ম রক্তপ্রণালী অর্থাৎ কৈশিকা জাল (network of capillaries) আছে। দ্বীপমধ্যে উৎপন্ন অন্তঃসুখী রস (ইন্সুলিন) এই সকল সূক্ষ্ম শিরার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া, দেহেব সর্বত্র ইন্সুলিন্ সরবরাহ করে।

প্যানক্রিয়াসের ক্রিয়া :—প্যানক্রিয়াস্ হইতে এক প্রকার পাচক রস উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্বে জানা ছিল; কিন্তু ইহা হইতে যে, অন্তঃসুখী রসও উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কয়েক বৎসর মাত্র প্রমাণিত হইয়াছে। প্যানক্রিয়াস হইতে নিম্নলিখিত দুই প্রকার রস নিঃসৃত হয়। যথা ;—

(ক) বহিসুখী পাচক রস (Pancreatic juice) :—

ইহা প্যানক্রিয়াসের নলের ভিতর দিয়া ডিওডি নামে যায় এবং পাকস্থলী হইতে যে খাদ্য ডিওডি নামে আসে, তাহার পরিপাকে সাহায্য করে।

৩৩শ চিত্র—ছেদিত প্যানক্রিয়াসের মধ্যস্থ অন্তঃরসস্রাবী দ্বীপ
বা আইস্লেট্‌স অব ল্যাঙ্গারহেন্স (Islets of
Langerhans)



(২৩৪ পৃষ্ঠা)

চিত্র পরিচয় :-

A--আইস্লেট্‌স অব ল্যাঙ্গারহেন্স। ইহার বিবরণ ২৩৪ পৃষ্ঠায়
বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) ইন্সুলিন (Insulin) :—প্যানক্রিয়াসের অন্তঃস্রাবী রসের নাম—“ইন্সুলিন”। ইহা ল্যাক্সারিয়াসের দীপের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া একেবারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। শর্করার চরম পরিণতি ইহার সাহায্যে হইয়া থাকে।

প্যানক্রিয়াসের অন্তঃরস দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা :—এ দুই প্রকার প্রয়োজনীয় রসের সাহায্যে প্যানক্রিয়াস কিরূপে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে, তাহা আমরা এইবার দেখিব।

আমরা যে খাদ্য আহার করি, তাহা পাকস্থলী ও অন্ত্রमध्ये পরিপাক হইয়া উহার সারভাগ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। খাদ্যকে পরিবর্তিত করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রনের উপযোগী করাই, প্রাথমিক পরিপাক ক্রিয়ার (primary digestion) উদ্দেশ্য। মুখের ভিতরকার লালা ও পাকস্থলীতে সমাগত নানা প্রকার পাচক রস এবং প্যানক্রিয়াসের রস (pancreatic juice), ইহারা ভূক্ত খাদ্যকে পরিবর্তিত করিয়া, ইহার সারাংশ রক্তের সহিত মিশিবার উপযুক্ত করে।

কিন্তু রক্তের সহিত মিশ্রন হইলেই খাদ্যের চরম উদ্দেশ্য সফল হয় না। আহারের উদ্দেশ্য—দেহের পুষ্টিসাধন। অন্ত্রবহানলীमध्ये (alimentary canal) পরিবর্তিত খাদ্যের সূক্ষ্ম অংশগুলি রক্তের সহিত মিশিবার পর, সেগুলি দেহের কার্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক। প্যানক্রিয়াসের অন্তঃস্রাবী রসের প্রয়োজন এইখানে। পরিপাক ক্রিয়ার পর যে শর্করা রক্তে যায়, প্যানক্রিয়াসের অন্তঃরস—ইন্সুলিনের ক্রিয়ার ফলে তাহা দেহের শক্তিতে পরিণত হয়।

পরিপাকসহায়ক ক্রিয়ার সারমর্ম :—যোটের উপর প্যানক্রিয়াসের ক্রিয়া দ্বারা কিরূপে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা হয়, সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম নিরে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা ;—

(ক) প্যানক্রিয়াসের নলের ভিতর দিয়া প্যানক্রিয়াসের রস ডিওডি নামে উপস্থিত হয়। এই রসের খেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকের শক্তি (amylapsin) আছে। ডিওডিনাম্-মধ্যস্থ খাদ্যে যে খেতসার জাতীয় পদার্থ থাকে, তাহা এই রসের দ্বারা গ্লুকোজ্ নামক চিনিতে (ড্রাক্সা শর্করায়) পরিণত হয়। গ্লুকোজ্ সহজেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এইখানে শর্করার প্রাথমিক পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইল।

(খ) প্যানক্রিয়াসের অন্তর্মুখী রস—“ইন্সুলিন” রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। প্রাথমিক পরিপাক ক্রিয়ার ফলে, যে গ্লুকোজ্ রক্তে আসিয়াছে, রক্তস্থ ঐ ইন্সুলিন তাহার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইন্সুলিন্ রক্ত-শর্করাকে দহন করিয়া দেহের শক্তি উৎপাদন করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্যানক্রিয়াস্ প্রথম হইতে শেষ অবধি পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে।

একণে প্যানক্রিয়াসের অন্তর্মুখী রস—ইন্সুলিনের সম্বন্ধে আনোচন্য করা যাইতেছে।

ইন্সুলিন—Insulin.

প্যানক্রিয়াসের অস্তঃরসের নাম “ইন্সুলিন” । দীপাকার গ্রন্থির (Islet of Langerhans) মধ্যে ইহা উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে

আবিষ্কারের ইতিহাস :—ইন্সুলিন আবিষ্কারের ইতিহাস অশ্চর্যজনক । প্রকৃতি তাহার গুপ্ত ভাণ্ডারের রহস্য মানুষকে জানিতে দেয় না ; কিন্তু অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিকে পরাভব করিয়া, এই সকল রহস্যের দ্বার উদঘটন করিতে সমর্থ হইতেছে । ইন্সুলিন আবিষ্কারের ইতিহাসও—মানুষ ও প্রকৃতির একটা বিরাট যুদ্ধের বিশ্বয়কর অধ্যায় ।

প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে) মিনকোঙ্কি (Minkowsky) ও মেরিং (Mering) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক, কুকুর প্রভৃতি জন্তুর প্যানক্রিয়াস উচ্ছেদ করিলে কি হয় ; তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন । এইরূপে প্যানক্রিয়াস উচ্ছেদ করিবার পর দেখা গেল যে, ইহাতে প্রেসাবে শর্করা বাহির হয় । কিন্তু ঐ সকল পরীক্ষাধীন প্রাণীর দেহে অল্প প্রাণীর প্যানক্রিয়াস কলম করিয়া বসাইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, এরূপ করিলে প্রেসাবে শর্করা বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া যায় । ইহা হইতে সকলে অনুমান করিলেন যে, প্যানক্রিয়াসে এমন কোন অস্তঃরস প্রস্তুত হয়—যাহার অভাব হইলে, শর্করা পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া, উহা প্রেসাবে সহিত বাহির হইয়া যায় । কিন্তু এই অস্তঃরস যে কি এবং প্যানক্রিয়াসের কোন্ স্থানে ইহা প্রস্তুত হয়, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিলেন না ।

প্যানক্রিয়াসের সহিত যে, বহুমূত্র রোগের সম্পর্ক আছে ; তাহা উপরিউক্ত পরীক্ষার ফল হইতে অনুমান করা হইয়াছিল । কিন্তু

বহুমূত্র রোগীকে প্যানক্রিয়াস সেবন করিতে দিয়াও, কোন উপকার কেহ তখন পান নাই।

অনেকে প্যানক্রিয়াসের সার প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতেও কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় নাই। ডাঃ জুয়েলজার (Dr Zuelzer) নামক একজন জার্মান চিকিৎসক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এলকোহল দ্বারা প্রস্তুত “প্যানক্রিয়াসের সার” বহুমূত্র রোগে ব্যবহার করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন। কিন্তু তাহার “প্যানক্রিয়াস সার” অল্প চিকিৎসকগণের হস্তে তখন পেরূপ ফলপ্রদ হয় নাই। এক্ষণে কিন্তু এই উপায়েই প্যানক্রিয়াস হইতে ইন্সুলিন পৃথক করা হইতেছে।

যাহা হউক, ইহার পর ডাঃ স্কট নামক আর একজন চিকিৎসক অল্প উপায়ে প্যানক্রিয়াসের উপর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন গ্রন্থির বহিমুখী রস, উহার অন্তঃস্থী রসকে নষ্ট করিয়া ফেলে; এইরূপ একটা মত পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ডাঃ স্কট ভাবিলেন যে—যদি এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে প্যানক্রিয়াসের বহিমুখী রস ও অন্তঃস্থী রস, উভয়ই একত্রে পাওয়া যাইতে পারে না। প্যানক্রিয়াসের বহিঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে কোন উপায়ে যদি নষ্ট করিয়া বহিমুখী রস উৎপাদন বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে প্যানক্রিয়াসের অন্তঃস্থী রস হরত অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ডাঃ স্কট প্যানক্রিয়াসের নল বন্ধ করিয়া বহিঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাহার নফল চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

সম্প্রতি আমেরিকার কানাডা প্রদেশের টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডাক্তার ব্যাণ্টিং (Dr. Banting) ও ডাঃ বেষ্ট (Dr. Best)

୨୧୩ ଡିନ—ଡା: ମୋକ୍ତିଃ କର୍ତ୍ତୃକ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟାଳିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମାଜ



୨୧୪ ଡିନ



୨୧୫ ଡିନ—ଡା: ମୋକ୍ତିଃ

୧୯୩୫

নামক ছইজন যুবক চিকিৎসক, স্বট্‌ যাহা পাঁরেন নাই, তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা কুকুরের প্যানক্রিয়াসের নল (pancreatic duct) বাধিয়া দেখিলেন যে, ইহার ফলে বহিঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলি (acini) বিশীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ল্যাক্সারহ্যান্সের দ্বীপগুলির কোন ক্ষতি হয় না; ইহাব পৰ যদি প্যানক্রিয়াসের সার' প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে বহিমুখী পাচক বস থাকিতে পারে না—তাহাতে কেবলমাত্র ল্যাক্সাবহ্যান্সেব দ্বীপগুলির সার থাকে। এই সারের (extract) শর্করা পরিপাক ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। মশর্করা-বহুমূত্র বোগীর শব ব্যবচ্ছেদেও প্যানক্রিয়ান্ যবে ল্যাক্সাবহ্যান্সের দ্বীপগুলি বিশীর্ণ দেখা যায়। সুতবাং ল্যাক্সাবহ্যান্সের দ্বীপগুলি যে, প্যানক্রিয়াসের অন্তঃরসেব উৎপত্তি স্থান, সে বিষয়ে আব সন্দেহ বহিল না। এইরূপে বহ বর্ষব্যাপী চেষ্টার ফলে প্যানক্রিয়াসেব অশুমুখী রস কোথায় উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণীত হইল। ডাঃ ব্যাণ্টিং এই অশুমুখী বস পৃথক করিয়া ইহাব নাম দিলেন—“ইন্সুলিন”। এই ইন্সুলিন্ আবিষ্কার কবিতা আজ ব্যাণ্টিং পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছেন।

ইন্সুলিন্ যে সামান্য পাচক বস মাত্র নয়, তাহা এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে। ল্যাক্সারহ্যান্সের দ্বীপের যবে উৎপন্ন হইয়া ইন্সুলিন্ একেবাবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়—ইহার বহির্গমনের জন্ত কোনকপ নলের ব্যবস্থা নাই। ইন্সুলিনেব শক্তি অসাধারণ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এবং রক্তেব সহিত না মিশিলে ইহার কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। অতএব অশুমুখী বসেব সক্ষম লক্ষণই ইন্সুলিনে বর্তমান আছে।

প্রস্তুত-প্রণালী :—অধুনা ভেড়া, গরু বা শূবরের প্যানক্রিয়াস হইতে ইন্সুলিন্ প্রস্তুত হইতেছে। পর পৃষ্ঠায় ইহার প্রস্তুত-প্রণালী বিশেষরূপে লিখিত হইল

প্যানক্রিয়াসের নন বাক্সিয়া বহিঃরসস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে নষ্ট করিবার পর, ল্যাঙ্গারহান্সের দ্বীপসমূহের সার গ্রহণ কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ। এজন্য আজকাল এনকোহলের সাহায্যে একরূপ বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা বহিমুখী পাচক রস নষ্ট করিয়া, ইনসুলিন পৃথক করা হইতেছে।

প্রথমতঃ অধিক শক্তিবিশিষ্ট এনকোহল দিয়া প্যানক্রিয়াসের মধ্যস্থ পাচক রস (pancreatic juice) নষ্ট করিতে হয়। তৎপরে এনকোহল দ্বারা প্রস্তুত এই প্যানক্রিয়াস-সার ছাঁকিয়া, বায়ুশূন্য পাত্রে অল্প উত্তাপে ঘন করা হয়। ইহার মধ্যে যে মেদময় পদার্থ থাকে, তাহা ইথার দ্বারা ধৌত করিলেই বাদ যায়। সর্বশেষে পুনরায় এনকোহল সংযোগ করিয়া যে তাম্বানি পড়ে, তাহাও বাদ দেওয়া হয়। এইরূপে ইনসুলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইনসুলিনের কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা-প্রণালী :-
ইনসুলিন প্রস্তুত করিবার পর উহার কার্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে কি না, দেখা প্রয়োজন। শক্তিহীন ইনসুলিন ব্যবহারে কোন লাভ নাই।

অন্যান্য ঔষধের পরিমাণ অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয় ; ইনসুলিনের মাত্রা নির্ণয় কিন্তু সেরূপে হয় না। কোন জন্তু কি পরিমাণে ইনসুলিন সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে ইহার মাত্রা স্থির করা হয়।

দুই কিলোগ্রাম ওজনের একটি সুস্থ খরগোসকে ১৮ ঘণ্টাকাল অনাহারে রাখিয়া, তাহার উপর ইনসুলিন পরীক্ষা করা হয়। রক্তে স্বভাবতঃ যে শর্করা থাকে, তাহার পরিমাণ ০.৪৫% পার্সেন্টের কম হইলে আক্ষেপ (Convulsion) হইতে আরম্ভ হয়। পরীক্ষাধীন খরগোসকে অধঃস্থায়িকরূপে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দিয়া দেখা হয় যে, কতটা ইনসুলিন প্রয়োগ করিলে রক্তের স্বাভাবিক শর্করা চারি ঘণ্টার মধ্যে কমিয়া উহার অর্ধেক (অর্থাৎ ০.০৪৫% পার্সেন্ট) হইয়া যায়, অথবা আক্ষেপ আরম্ভ হয়। এইরূপ পরীক্ষার্থে যে পরিমাণ ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়, তাহাকে

এক ইউনিট (unit) মাত্রা বলে। ইন্সুলিনের মাত্রা এই ইউনিট অনুসারে নির্ধারিত হয়। বাজারে যে সকল ইন্সুলিন বিক্রয় হয়, তাহাদের এম্পুলের ও বাক্সের গায়ে উহার শক্তি কত ইউনিট, তাহা লেখা থাকে। সাধারণতঃ প্রতি সি, সি, ইন্সুলিনের শক্তি ২০ ইউনিট।

ইন্সুলিনের স্বরূপ ও প্রকৃতি :—ইন্সুলিন্ খেতবর্ণ চূর্ণ আকারবিশিষ্ট।

ইহা জল ও এল্কোহলে দ্রব হয়। হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিলে “ইন্সুলিন হাইড্রোক্লোরাইড্” প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কার, প্লেপ্‌সিন্ ও ট্রিপ্‌সিনের সহিত মিশ্রিত করিলে ইন্সুলিন্ নষ্ট হইয়া যায়।

আলোক ও উত্তাপে ইন্সুলিনের শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ গরম দেশ; গরমে ইন্সুলিন নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, প্রথমতঃ এদেশে ইন্সুলিন ব্যবহারে ফল পাওয়া যাইত না। অধুনা ঠাণ্ডা বাক্সের ভিতর রাখায় ইন্সুলিনের শক্তি ঠিক থাকে। ইন্সুলিন্ শীতল ও অন্ধকার স্থানে রাখিতে হয়।

নামাস্তর :—প্যানক্রিয়াসের অন্তর্মুখী রসের নাম বৈজ্ঞানিকগণ ইন্সুলিন রাখিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রস্তুতকারকগণ তাহাদের প্রস্তুত ইন্সুলিনের পৃথক নামকরণ করিয়াছেন। কয়েকটা প্রস্তুতকারক ইহা নিম্নলিখিত বিভিন্ন নামে প্রচলিত করিয়াছেন। যথা ;—

(১) ইলেটিন্ (Iletin) :—এলি লিলি কোম্পানির ইন্সুলিন্ এই নামে অভিহিত হয়।

(২) ইলেগ্লাণ্ডল্ (Ileglandol) :—হফ্‌ম্যান্-লা রোসি কোম্পানির ইন্সুলিন এই নামে অভিহিত হয়।

(৩) ইনসুলেক্স (Insulex) :— অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত ইনসুলিন এই নামে অভিহিত হয়।

প্রয়োগরূপ

(১) ইনসুলিন্ এম্পুল (Insulin ampoule) :— দুই প্রকার শক্তি বিশিষ্ট (ইউনিট্) ইনসুলিন্ রবার ছিপিয়ুক্ত শিশিতে পাওয়া যায়। যথা :—

২০ ইউনিট্ বিশিষ্ট ইনসুলিন্—

(ক) ৫ সি, সি, পরিমাণ শিশি—ইহাতে প্রতি সি, সি, তে ২০ ইউনিট হিসাবে ১০০ ইউনিট অর্থাৎ ১০ মাত্রা ইনসুলিন থাকে।

(খ) ১০ সি, সি, পরিমাণ শিশি—ইহার প্রতি সি, সি, তে ২০ ইউনিট হিসাবে ২০০ মিনিট অর্থাৎ ২০ মাত্রা ইনসুলিন থাকে।

(গ) ২৫ সি, সি, পরিমাণ শিশি—ইহার প্রতি সি, সি, তে ২০ ইউনিট হিসাবে ৫০০ ইউনিট অর্থাৎ ৫০ মাত্রা ইনসুলিন থাকে।

৪০ ইউনিট্ বিশিষ্ট শিশি—

(ক) ৫ সি, সি, পরিমাণ শিশি—ইহার প্রতি সি, সি, তে ৪০ ইউনিট হিসাবে ২০০ ইউনিট অর্থাৎ ২০ মাত্রা ইনসুলিন থাকে।

(২) ট্যাবলেট ইনসুলিন্ (Tablet Insulin) :— ইহার দুই প্রকার শক্তির (ইউনিট্) ট্যাবলেট পাওয়া যায়। যথা—

(ক) ইনসুলিন্ হাইড্রোক্লোরাইড ১০ ইউনিট্ :— ইহার প্রতি বাক্সে ১০টা ট্যাবলেট থাকে।

(খ) ইনসুলিন্ হাইড্রোক্লোরাইড ১০ ইউনিট্ :— ইহার প্রতি বাক্সে ১০টা টীউব এবং প্রতি টীউবে এক মাত্রা ইনসুলিন থাকে।

প্রয়োগ-প্রণালী :—ইন্সুলিন সেবনে বা মলমলপথে প্রয়োগ করিলে কোন ফল হয় না, ইহা ইঞ্জেকসন্ করিতে হয় ।

সাধারণতঃ ইন্সুলিন অধঃস্ফটিক (হাইপোডার্মিক) ইঞ্জেকসন্ করা হয় । কিন্তু বিপদকালে শিরামধ্যও ইঞ্জেকসন্ দেওয়া যাইতে পারে ।

ইঞ্জেকসন্-প্রণালী :—শরীরের যে কোন স্থানের চর্শ্বনিরে ইন্সুলিন ইঞ্জেকসন্ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উর্ধ্ব বাহুতে দেওয়াই সুবিধাজনক ।

ইঞ্জেকসন্নার্থ একটী দুই সি, সি, পরিমাণ অণুমাণ হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ, তীক্ষ্ণ স্ক্রু নিডল্ (সূচী) এবং এব্‌সলিউট্ এল্কোহল, এই কয়টি জিনিব প্রয়োজন হয় ।

ইঞ্জেকসন্নের পূর্বে সিরিঞ্জ ও নিডল্ (সূচী) এব্‌সলিউট্ এল্কোহলে বিশোধিত করা কর্তব্য ।

ইন্সুলিন যদি এম্পুলে থাকে, তাহা হইলে এম্পুলের মুখ ভাঙ্গিয়া তন্ন্যাস্ত্র ঔষধ সিরিঞ্জ মধ্যে ষথারীতি টানিয়া লইতে হয় । যদি রবার্ ক্যাপযুক্ত শিশিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ শিশি হইতে প্রয়োজন মত ১/২ বা ১ সি, সি, ঔষধ সিরিঞ্জ মধ্যে টানিয়া লইয়া বাকি টুকু ভবিষ্যতে ব্যবহার জন্য রাখিয়া দিতে হয় । ইন্সুলিনের রবার্ ছিপিয়ুক্ত শিশির রবারের ক্যাপ্ বা ছিপির উপর প্রথমে একবিন্দু এব্‌সলিউট্ এল্কোহল রাখিয়া বিশোধিত করণান্তর ঐ রবারের ক্যাপ্ বা ছিপি না খুলিয়াই, সিরিঞ্জের সূচী উহার মধ্যে বিদ্ধ করিয়া ইন্সুলিনের শিশির ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিবে । এইবার সিরিঞ্জের পিস্টনটী পশ্চাদিকে ধীরে ধীরে টানিলেই শিশির ভিতর হইতে সিরিঞ্জের মধ্যে ঔষধ চলিয়া আসিবে । যে টুকু ঔষধ প্রয়োজন, সেইটুকু (সাধারণতঃ ১/২ সি, সি,) ইন্সুলিন সিরিঞ্জ মধ্যে আসিলেই, রবার্ ক্যাপ্ হইতে সূচি বাহির করিয়া লইবে । সূচীবিদ্ধ

করাতে রবার ক্যাপে যে সূক্ষ ছিদ্র হইয়াছিল, সূচী বাহির করিবামাত্র আপনা হইতেই উহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

অতঃপর ইচ্ছামত স্থানে (রোগের অবস্থানুসারে প্রয়োজন মত শিরামধ্যে) ইঞ্জেকসন করিতে হইবে।

ইন্সুলিনের প্রয়োগকাল :—রোগী অনাহারে থাকিলে কখনো ইন্সুলিন প্রয়োগ করিতে নাই। আহারের ১৫ হইতে ৩০ মিনিট পূর্বে ইন্সুলিন ইঞ্জেকসন দিতে হয়।

মাত্রা :—ইন্সুলিনের মাত্রা যে, ঔষধের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না—উহার শক্তি বা ইউনিট অনুসারে মাত্রা নির্ণীত হয় ; তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ ১০ ইউনিট মাত্রায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

সকল প্রস্তুতকারকের ইন্সুলিনের শক্তি একরূপ নয়। সুতরাং কোন বিশেষ প্রস্তুতকারকের ইন্সুলিন ব্যবহারের পূর্বে উহার প্রতি সি, সি, দ্রবে কত ইউনিট শক্তি আছে, তাহা উহার লেবেলে দেখিয়া, তবে মাত্রা স্থির করা কর্তব্য। অধিকাংশক্ষেত্রে ১ সি, সি, তে ২০ ইউনিট থাকে।

সাধারণতঃ দৈনিক ২০ ইউনিট ইন্সুলিনের বেশী প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। এই ২০ ইউনিট দুইবারে দেওয়া হয়—দিনে মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে একবার ১০ ইউনিট ও রাতে ভোজনের পূর্বে একবার ১০ ইউনিট।

রোগের অবস্থানুসারে মাত্রা নিয়ন্ত্রণ :—রোগের অবস্থার উপর ইন্সুলিনের মাত্রা নির্ভর করে। যথা ;—

(ক) রোগ মৃদু হইলে, ইন্সুলিন কম মাত্রায় দিলে চলে ; কিন্তু রোগ যত কঠিন হয়, ঔষধের মাত্রাও সেইরূপ বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

- (খ) রোগীর শর্করা পরিপাক ক্ষমতা যত কম হইবে, তত বেশী মাত্রায় ইন্সুলিন প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে।
- (গ) রোগীর দেহের ওজনের উপর মাত্রা নির্ভর করে।
- (ঘ) যে রোগীকে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহার বেশী ইন্সুলিন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। যাহাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার দেহে তদনুরূপ শক্তির জন্য অধিক পরিমাণে শর্করা দহন আবশ্যিক হইয়া পড়ে, সুতরাং ইন্সুলিনও বেশী প্রয়োজন হয়।
- (ঙ) শর্করা-বহুমূত্রের (Diabetes mellitus) সহিত অন্য কোন সংক্রামক রোগ বর্তমান থাকিলে, ইন্সুলিন বেশী মাত্রায় দিতে হয়।

ক্রিয়া :—আমরা যে সকল খাদ্য আহাৰ করি, পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে সেগুলি পরিপাক হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। খাদ্যে যে খেতসার জাতীয় পদার্থ (carbohydrate) থাকে, তাহা গ্লুকোজ (Glucose) নামক শর্করায় রূপান্তরিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে এই গ্লুকোজ শর্করা রক্তের সহিত দেহের সর্বত্র বিধানাবলীর (tissues) মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে শর্করার ক্রি হইয়া তাহা আমরা এইবার দেখিব।

দেহ-বিধানে শর্করার পরিণতি :—খাদ্যে খেতসার জাতীয় পদার্থ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রূপান্তরিত হইয়া যে গ্লুকোজ নামক শর্করায় পরিণত হয়, ঐ শর্করা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহ-বিধানে আসিয়া উপস্থিত হয়; আবার প্যানক্রিয়াস হইতে যে ইন্সুলিন নিঃসৃত হইয়া রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাও বিধানাবলীতে (tissues) আসিয়া পৌঁছে।

বিধানাবগীর মধ্যে এই ইন্সুলিনের শক্তিবলে উক্ত শর্করা দহন হইয়া শক্তিতে (energy) পরিণত হয়। আমাদের জীবনযন্ত্র পরিচালনার অল্প শক্তির প্রয়োজন, আহার-বিহার ও সকল কার্যের অল্প শক্তির প্রয়োজন—বিনা শক্তিতে কোন কার্য হয় না। সেই শক্তি এইরূপে উৎপন্ন হয়। ইহাই আহারের চরম উদ্দেশ্য।

ইন্সুলিন্ রক্তস্থ শর্করাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে বলিয়া, তাহার পর রক্তে যে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কোন স্থল লোককে যদি ৫০ গ্রাম (Gramme) গ্লুকোজ্ (glucose) সেবন করানো যায়, তাহা হইলে পোনে এক ঘণ্টার (৪৫ মিনিটের) মধ্যে তাহার রক্তে শর্করার পরিমাণ শতকরা ০.১% হইতে ০.৫% অবধি হইবে। কিন্তু শর্করার পরিমাণ যেমনি বৃদ্ধি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ইন্সুলিন্ও অধিক মাত্রায় নিঃসৃত হইতে থাকিবে। ইহার ফলে পরবর্তী দেড় ঘণ্টার মধ্যে রক্তে শর্করার পরিমাণ আবার পূর্বের স্থায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত (০.১%) হইবে।

কিন্তু লোকটা যদি বহুমূত্র রোগী হয়, তাহা হইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্সুলিনের অভাবে তাহার রক্তস্থ শর্করা এত শীঘ্র কমিতে পারিবে না। ইহার ফলে গ্লুকোজ্ সেবনের পর, অনেকক্ষণ পর্যন্ত রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী থাকিয়া যাইবে।

ইন্সুলিনের ক্রিয়া আট ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হয় না। অধঃতাত্তিক ইঞ্জেকসনরূপে ইন্সুলিন্ প্রয়োগ করিলে চারি হইতে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ইহার সর্বোচ্চ ক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহার পরবর্তী চারি হইতে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ইহার ক্রিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এজন্য ইন্সুলিন্ দৈনিক অন্ততঃ দুইবার প্রয়োগ করিতে হয়।

অশ্রাব্য অস্তুরসের সহিত ইনসুলিনের সম্বন্ধ

(Relation of Insulin with other
Internal Secretions)

পিটুইটারি গ্রন্থি :—পোষ্টেরিয়র্ পিটুইটারি অস্তুরস
(পিটুইটিন্) ও ইনসুলিনের ক্রিয়া পরস্পর বিপরীত ।

ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দিলে, রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে না । এইজন্য
ইনসুলিনের মাত্রা যদি কখনও বেশী হইয়া পড়ে বা রক্ত-শর্করার
(blood-sugar) অতিরিক্তের (Hypoglycaemia) জন্য কুফল দৃষ্ট হয়,
তাহা হইলে তখনি পিটুইটিন্ ইঞ্জেকশন দেওয়া হইয়া থাকে ।

ইনসুলিনের অভাবের ফল :—শরীরে ইনসুলিনের
অভাবের ফলে শর্করা বহুমূত্র পীড়ার (Diabetes mellitus) উৎপত্তি
হয় । বহুমূত্র বা মধু:মহ রোগের কারণ - ইনসুলিনের অভাব

প্যানক্রিয়াসের তিতর যে ল্যান্ডারহাসের দ্বীপগুলি থাকে, তাহাদের
মধ্যে ইনসুলিন প্রস্তুত হয় । শর্করা বহুমূত্র রোগে এই দ্বীপগুলি ক্রম
বা নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, প্রয়োজনানুরূপ ইনসুলিন প্রস্তুত হয় না ; ইহার
ফলে শর্করার চরম পরিণতিতে ব্যাঘাত ঘটে ।

খাদ্যে যে খেতসারজাতীয় পদার্থ থাকে, তাহা পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে
বথারীতি গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় । কিন্তু
বহুমূত্র রোগীর এই শর্করা দহন করিবার উপযোগী ইনসুলিন প্রস্তুত হয়
না । সুতরাং ইনসুলিনের অভাবে রক্তে শর্করা বিধানাবলীর মধ্যে গিয়া
দেহের কোন প্রয়োজনে আসে না । ইহার ফলে রক্তে শর্করা জমিতে
থাকে এবং রক্তে শর্করার অল্পপাত স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশী

হইয়া দাঁড়ায়। সুস্থ ব্যক্তির রক্তে সাধারণতঃ ০.১% পারসেন্টের বেশী শর্করা থাকে না; কিন্তু বহুমূত্র রোগীর রক্তে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শর্করা পাওয়া যায়।

বর্ষাকালে যখন নদীতে জল বেশী হয়, তখন জল যতক্ষণ চতুর্দিকের ভূমি অপেক্ষা নীচে থাকে, ততক্ষণ বন্যার ভয় থাকে না। নদীর পাড় অপেক্ষা জল উচ্চে উঠিলেই দুই কূল ছাপাইয়া চারিদিক ভাসাইয়া দেয় সেইরূপ রক্তেও শর্করার পরিমাণের একটা সীমা আছে। রক্তে স্বভাবতঃ ০.১% পারসেন্ট শর্করা থাকে; এই শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধিত হইলেও যতক্ষণ উহা ০.১২% পারসেন্টের কম থাকে, ততক্ষণ প্রস্রাবে শর্করা (চিনি) দেখা দেয় না। কিন্তু রক্তে শর্করা ইহার (০.১২% পারসেন্ট) বেশী হইলেই, বন্যা আসে—অর্থাৎ রক্ত ছাপাইয়া শর্করা প্রস্রাবের সহিত বাহির হইতে থাকে। সুতরাং প্রস্রাবে চিনি থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, রক্তে শর্করার পরিমাণ ০.১২ পারসেন্ট এর উপর উঠিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রস্রাবে শর্করা বাহির হইবার পূর্বেই, রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। বহুমূত্র রোগের সূত্রপাতে, অনেক সময় প্রস্রাবে শর্করা পাওয়া যায় না; কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করিলেই শর্করার পরিমাণ বেশী দেখিয়া রোগ ধরিতে পারা যায়। এজন্য প্রস্রাব অপেক্ষা রক্ত-শর্করা (blood-sugar) পরীক্ষা অধিক মূল্যবান।

বহুমূত্র রোগীর ‘রাসুসে কুধা’ হয়; কিন্তু যাহা খায়, তাহা ‘গায়ে লাগে’ না। এই রোগে দেহের কোষগুলিতে পুষ্টিপোষণের অভাব হয় বলিয়া, এরূপ কুধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কোষগুলি কুধার তাড়নায় হাহাকার করিতে থাকে, খাওয়াও রহিয়াছে, অথচ একমাত্র ইন্সুলিনের অভাবে পোষণের উপায় নাই।

রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধিত হয় বলিয়া, রক্ত জরল করিবার জন্য

অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হয়। এজন্য রোগী অনবরত জন পান করিতে থাকে।

বহুমূত্ররোগে বিষাক্ততা—এসিডোসিস (Acidosis)

ও • অজ্ঞান অবস্থা (কোমা—Coma) :—আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বহুমূত্র রোগে দেহে শর্করা উচ্চমাত্রায় দহন হয় না। স্বভাবতঃ যখন বিধানাবলীর মধ্যে শর্করা দহন হয়, সেই অগ্নিতে খাদ্যস্থ মেদজাতীয় পদার্থের সূক্ষ্ম অংশগুলিও দগ্ধ হইয়া যায়। বহুমূত্র রোগে শর্করা ঠিকমত দহন না হওয়ায়, রক্তস্থ মেদও সম্পূর্ণরূপে দহন হইতে পারে না।

মেদ সম্পূর্ণরূপে দহন হইলেও, নানাক্রম অম্লাত্মক বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে। এইরূপে বহুমূত্র বোগীর রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিতে পারে। ইহাকে “এসিডোসিস” (Acidosis) বলে। মূল বহুমূত্র রোগ অপেক্ষা এই উপসর্গ অধিকতর ভয়ানক। এরূপ অবস্থায় রোগীর প্রস্রাবে এসিটোন (acetone) ও ডাই-এসেটিক এসিড (diacetic acid) পাওয়া যায়। এজন্য বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষাকালে শর্করা আছে কি না, ইহা ত দেখিতেই হয়, তা ছাড়া তাহার সহিত এসিটোন ও ডাইএসেটিক এসিডও আছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য। বহুমূত্র বোগীর প্রস্রাবে এই দুইটি জিনিস পাওয়া গেলে, ভয়ের কারণ আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় অচিকিৎসিত ভাবে থাকিলে রোগী অজ্ঞান হইয়া (কোমাগ্রস্ত) মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে

বহুমূত্র রোগজনিত পচন বা ধসা রোগ (Diabetic gangrene) :—ঘরের ভিতর যদি কোথাও চিনি পড়ে, তাহা হইলে পিপীলিকা, মাছি প্রভৃতি কীটপতঙ্গ ঐ চিনির লোভে

সেখানে আসিয়া জুটে। দেহমণ্ডেও রক্তে শর্করার আধিক্য হইলে নানারূপ রোগবীজাণু দেহ আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়। এইজন্য বহুমূত্র রোগীর গণিত কৃত (gangrene), কার্বাইক্ল, ফোঁড়া প্রভৃতি হয় এবং কোন ক্রতও সহজে মারে না।

ঔষধার্থ ইন্সুলিনের ব্যবহার :—দেহের মধ্যে ইন্সুলিনের অভাব হইলে, বহুমূত্র রোগ হয়। অতএব ইন্সুলিন প্রয়োগে এই রোগে উপকার হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে।

বহুমূত্র রোগীর রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইন্সুলিন প্রয়োগ করিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কমিয়া যায়, তাহা অসংখ্য রোগীর উপর পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ইন্সুলিন প্রয়োগের পর রক্তে শর্করা কমে কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইন্সুলিনের ক্রিয়াত ফলে শর্করা বিধানাবলীর মধ্য ভক্ষিত (oxidation) হইয়া শক্তিতে পরিণত হয় এবং দেহের উপকারে আসে। ইহার ফলে দেহের পুষ্টিসাধন হয় এবং 'রাকসে ক্ষধা', তৃষ্ণা প্রভৃতি বহুমূত্রের লক্ষণসমূহ দূরীভূত হইয়া থাকে।

বহুমূত্র রোগে ইন্সুলিনের স্তায় ঔষধ আর নাই; কিন্তু হুঃখের বিষয়, ইহার ফল ক্ষণস্থায়ী। ইন্সুলিন ইঞ্জেকশনের পর রক্তে শর্করার পরিমাণ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুনরায় উহা পূর্বের স্তায় বর্দ্ধিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইন্সুলিনের সুফল স্থায়ী করিতে হইলে, একটা ইঞ্জেকশন দিয়া নিশ্চিত থাকিলে চণ্ডিবে না, দিনে অন্ততঃ দুইটা করিয়া ইঞ্জেকশন দিতে হইবে।

উপদংশ রোগ যেরূপে কয়েকটা নিও-শ্যালভার্সন প্রভৃতি আসেনো; বেঞ্জল কম্পাউণ্ড ইঞ্জেকশন দ্বারা আরোগ্য করা যায়, বহুমূত্র রোগ সেরূপ ভাবে ইন্সুলিন প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য করা যায় না। কয়েকটা এন্টিবনি ইঞ্জেকশনে কালান্ধর ভাল হয়, কুইনাইন সেবনে ম্যালেরিয়া

রোগী রোগমুক্ত হয়, কিন্তু ইনসুলিনের সেরূপ রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা নাই। দেহে ইনসুলিনের যে অভাব হইয়াছে, ইহা কেবলমাত্র সেই অভাব পূর্ণ করিতে পারে। যতদিন ইনসুলিন্ প্রয়োগ করা হইবে, ততদিন রোগী ভাল থাকিবে ; ইনসুলিন বন্ধ করিলেই রোগ পুনরায় দেখা দিবে।

প্যানক্রিয়াসের রোগ যদি বেশী না হয়, তাহা হইলে ইনসুলিন্ প্রয়োগ দ্বারা কিছুদিন প্যানক্রিয়াসকে বিশ্রামের অবসর দিলে, হয়ত রোগ আরোগ্যও হইয়া যাইতে পারে। যে কোন রুগ্ন যত্নকেই বিশ্রামের অবকাশ দিলে, আপনা হইতে উহা আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়। রোগের সূচনার চিকিৎসা হইলে, এজন্য অনেক সময় বহুতর রোগ ভাল হইতে দেখা যায়।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াসের দ্বীপগুলি (Islets of Langerhans) প্রায় নষ্ট হইয়া যায়, সেখানে আর আরোগ্যের আশা থাকে না। এরূপ অবস্থায় রোগী যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ইনসুলিন্ প্রয়োগ দ্বারা তাহার দেহে এই অন্তঃরসের অভাব পূরণ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। খোঁড়ার যেমন লাঠি, ইহাদেরও তেমনি ইনসুলিন ; ইহার উপর ভর দিয়া রোগীকে জীবনের পথে চলিতে হয়।

ইনসুলিন্ রোগীকে খেতসারজাতীয় খাদ্য পরিপাকের ক্ষমতা প্রদান করে। এক ইউনিট ইনসুলিনের সাহায্যে ১ হইতে ৪ গ্রাম (gramme) পর্যন্ত খেতসার পরিপাক হইতে পারে। সুতরাং ১০ ইউনিট ইনসুলিন ইঞ্জেকশনের পর রোগী অনায়াসে ১০ হইতে ৪০ গ্রাম অতিরিক্ত খেতসার খাদ্য, যথা—ভাত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি নিশ্চিন্ত মনে ভোজন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ইনসুলিন্ ব্যবহার করিলেই আহায়ে 'সাতখুন মাপ' হইবে। যে পরিমাণ ইনসুলিন প্রয়োগ করা হয়, তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত খেতসার

খাদ্য কখনও রোগীকে আহাৰ করিতে দেওয়া কৰ্ত্তব্য নহে। ইন্সুলিন্ ব্যবহার করিলেও, রোগীকে আত্মীয় পথ্য সম্বন্ধে চিকিৎসকের মতানুযায়ী চলিতে হইবে।

ইন্সুলিন্ চিকিৎসা আরম্ভকালে দৈনিক অন্ততঃ একবার করিয়া রক্ত-শর্করা পরীক্ষা করিতে পারিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ, রোগীর যদি মূত্র-গ্রন্থির রোগ (nephritis etc.) থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রস্রাব পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া রোগ নির্ণয় করা চলে না। অনেক স্থানে দেখা যায় রোগী বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছে এবং তাহার রক্তেও এত অধিক শর্করা জমিয়াছে যে, গণ্ডী-ছাপাইয়া উহা প্রস্রাবের সহিত বাহির হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু রোগীর মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ থাকায়, উহার কোষের ভিতর দিয়া রক্তস্থ শর্করা যাইতে পারে না এবং তাহার ফলে প্রস্রাবে আদৌ শর্করা বাহির হয় না। এরূপ স্থলে প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায় না অথচ রক্ত পরীক্ষা করিলেই রক্তে শর্করার আধিক্য দৃষ্ট হয় এবং তখনি বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে।

বহুমূত্ররোগে ইন্সুলিন্ দ্বারা চিকিৎসা-প্রণালী :—বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ—অথচ অত্যন্ত কঠিন। সহজ এইজন্য যে, কেবলমাত্র পথ্য নিৰ্ব্বাচনের দ্বারা অনেক সময় রোগ আরোগ্য করা যায়, আবার কঠিন এইজন্য যে, প্রত্যেক রোগীরই সমস্যা বিভিন্ন—প্রত্যেক রোগীর রোগের অবস্থা ও তাহার সহ্যক্ষমতা অনুসারে তাহার পথ্য ও ঔষধ স্থির করিতে হয় ; ইহাই বিষয় সমস্যা।

আমি যে প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসা করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফল লাভ করিয়াছি নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

ইনসুলিন প্রয়োগের পূর্বে কর্তব্য :- ইনসুলিন প্রয়োগের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা বিশেষ প্রয়োজন। যথা—

(১) রোগের গুরুত্ব (Severity of the disease) :-

রোগের প্রকৃত অবস্থা না বুঝিলে চিকিৎসার সুবিধা হয় না। এজন্য রোগী যখন প্রথম চিকিৎসাধীন হইবে, তখন প্রথম একদিন তাহাকে বিনা চিকিৎসায় রাখিয়া রোগী স্বভাবতঃ প্রত্যহ যাহা খায়, তাহাকে সেইরূপ আহার করিতে দিতে হইবে। ইহার পর প্রস্রাব ও রক্ত-শর্করা পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে যে—রোগ সহজ, না কঠিন।

(২) রোগীর শ্বেতসার খাদ্য সহনীয়তা (Carbohydrate Tolerance) :-

আমরা যখন কাজকর্ম করি, তখন আমাদের বেশী খাদ্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু যখন আমরা কোন প্রকার পরিশ্রম না করিয়া বিশ্রাম করি, তখন জীবন ধারণ ব্যতীত, খাদ্যের অল্প আবশ্যকতা থাকে না। সুতরাং বিশ্রামাবস্থায় প্রাণ বাঁচাইয়া রাখার জন্য যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন, কেবল সেইটুকু দিলেই চলে। কারণ, অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুন অতিরিক্ত কোন খাদ্যের দরকার হয় না।

সম্পূর্ণ বিশ্রামাবস্থায় কত অল্প পরিমাণ খাদ্য আহার করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা ডুবয় (Du Bois) নামক একজন চিকিৎসক হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন। মানুষের দেহের ওজন অনুসারে এই খাদ্যের পরিমাণের কমবেশী করা হয়। রোগীর দেহের ওজন কত তাহা জানিতে পারিলে, ডুবয়ের তালিকা হইতে সেই রোগীর জীবন রক্ষার উপযোগী পথ্যের (basal requirements) পরিমাণ জানা যাইতে পারে।

রোগীর দেহের ওজন লইয়া, সেই ওজনের রোগীর জীবন রক্ষার জন্য কত খাদ্য খাওয়া উচিত; তাহা ডুবয়ের তালিকা হইতে দেখিয়া

লওয়া কর্তব্য। রোগীকে দুইদিন সেই পরিমাণ খাদ্য আহার করিতে দিয়া দেখা কর্তব্য যে, উহাতেও তাহার প্রস্রাবে চিনি বাহির হয় কি না। সাধারণতঃ এইরূপ পথ্য প্রদানের পর আর প্রস্রাবে শর্করা (চিনি) থাকে না। যদি এই পথ্য প্রদানের ফলে প্রস্রাব হইতে চিনি অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ খাদ্য দ্রব্যে যে পরিমাণ খেতগার আছে, তাহা রোগীর কার্যে লাগিতে পারে।

অতঃপর একরূপক্ষেত্রে রোগীর পথ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিয়া দেখিতে হইবে যে, কি পরিমাণ পর্য্যন্ত খাদ্য বৃদ্ধি করিলে রোগীর প্রস্রাবে চিনি দেখা দেয়। প্রত্যহ অল্প করিয়া খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া, প্রস্রাবে চিনি আছে কি না, দেখিতে হইবে। এইরূপে খাদ্য বৃদ্ধি করিতে করিতে যখন দেখা যাইবে—প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যাইতেছে, তখন খাদ্য বৃদ্ধি বন্ধ করিতে এবং খাদ্যের পরিমাণ অল্প কমাইয়া দিতে হইবে।

বিশ্রামাবস্থায় জীবন রক্ষার জন্য যে টুকু খাদ্য প্রয়োজন (basal requirements), তাহা অপেক্ষা যদি ৫০০ ক্যালোরি তাপ উৎপাদন করিতে পারে—এরূপ পরিমাণ খাদ্য রোগী আহার করিয়া পরিপাক করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সে রোগীকে আর ইন্সুলিন দিবার প্রয়োজন হয় না। তবে রোগী যদি এইরূপ অতিরিক্ত ৫০০ ক্যালোরি খাদ্যও পরিপাক করিতে না পারে এবং জীবন রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক খাদ্য দিলেই প্রস্রাবে চিনি বাহির হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ইন্সুলিন প্রয়োগ করা কর্তব্য।

পূর্বে প্রণালী অনুসারে চলিলে, চিকিৎসা আরম্ভের পূর্বে রোগীকে সম্পূর্ণ উপবাস দিবার প্রয়োজন হয় না।

(৩) ইন্সুলিন প্রয়োগ-প্রণালী (Method of Insulin treatment) :—বহুস্তরোপে প্যানক্রিয়াসের ইন্সুলিন

নিঃসরণ ক্ষমতা কমিয়া যায় বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়। ইন্সুলিন চিকিৎসার উদ্দেশ্য—দেহমধ্যে এই অন্তঃরসের অভাব পূরণ করা। কিন্তু দেহ মধ্যে অন্তঃরসের অভাব কি পরিমাণে ও কতদূর হইয়াছে, তাহা জানিতে না পারিলে চিকিৎসা করার সুবিধা হয় না। দেহে ইন্সুলিন যেটুকু কম পড়িতেছে, তাহা অপেক্ষা ওঁদধের পরিমাণ যদি অল্প হয়, তাহা হইলে অভাব সম্পূর্ণ পূর্ণ না হওয়ায়, আশানুরূপ ফল হইতে পারে না। আবার অভাবের অতিরিক্ত ইন্সুলিন প্রয়োগও নিরাপদ নয়। সুতরাং রোগীর প্যানক্রিয়াসে কি পরিমাণ ইন্সুলিন প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহা দেহের প্রয়োজন হইতে কত কম, প্রথমে তাহা বতদূর সম্ভব জানিতে হইবে।

ইন্সুলিন প্রয়োগের পূর্বে যে কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করিবার কথা বলা হইয়াছে, তদ্বারা পূর্বেই জানিতে পারা যায় যে, রোগী কি পরিমাণ খাদ্য নিরাপদে আহাৰ করিতে পারে। ইহাতে যে পরিমাণ খাদ্য আহাৰে প্রস্রাবে চিনি দেখা না যায়, সেই পরিমাণ খাদ্য পরিপাক করিবার মতন ইন্সুলিন যে রোগী প্যানক্রিয়াসে তখনও প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহার অতিরিক্ত যে খাদ্য রোগীর প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্য সেই পরিমাণ ইন্সুলিন প্রয়োগ করিতে হইবে। সাধারণতঃ ইন্সুলিন প্রয়োগকালে দৈনিক ২০০০ ক্যালোরির অধিক খাদ্য দেওয়া হয় না।

মধ্যাহ্ন ও রাত্রি ভোজনের কিছু পূর্বে, এই দুইবার ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যেকবার ১০ ইউনিট মাত্রা যথেষ্ট। অনাহার অবস্থায় কখনও ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া কর্তব্য নহে।

কয়েকদিন এইভাবে পথ্যের ব্যবস্থা ও ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন দিলে প্যানক্রিয়াস বিশ্রামের সুযোগ লাভ করে এবং রোগ যদি পূর্বেই কঠিন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আরোগ্য আশা করা যাইতে পারে।

ইন্সুলিন্ প্রয়োগকালে মূত্রপরীক্ষা :—ইন্সুলিন্ দ্বারা চিকিৎসাকালে রোগীর প্রস্রাবে শর্করা আছে কি না, তাহা প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য। ইন্সুলিন্ অযথা ব্যবহারে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ইহা স্মরণ রাখা উচিত। রোগীকে প্রস্রাব পরীক্ষা-প্রণালী অনায়াসে শিখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মূত্রপরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি জিনিষ নাত্র প্রয়োজন হইয়া থাকে। যথা :—

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| (১) ফেলিং সলিউশন (Fehling's Solution) | ১ নং (ঘোর নীলবর্ণ) |
| (২) ফেলিং সলিউশন | ২ নং। |
| (৩) স্পিরিট ল্যাম্প | ১ টা। |
| (৪) ট্রেট টিউব | ৬ টা। |

প্রথমে একটা ট্রেট টিউবে অল্প ১নং ফেলিং সলিউশন দিয়া, উহার সহিত সমপরিমাণে ২নং ফেলিং সলিউশন মিশাইলে যতটা হইবে, সেই পরিমাণ প্রস্রাব উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে গরম করিতে হইবে। প্রস্রাবে যদি চিনি থাকে, তাহা হইলে ইহাতে ফেলিং সলিউশনের নীলবর্ণ রূপান্তরিত হইয়া ঘোর রক্তবর্ণে পরিণত হইবে।

যেখানে রোগীকে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখিবার সুবিধা নাই, সেখানে আমার মতে—প্রস্রাব একেবারে শর্করাবিহীন না করিয়া, বাহাতে খুব সামান্য পরিমাণে (trace) চিনি বাহির হয়, রোগীকে এরূপ অবস্থায় রাখাই শ্রেয়ঃ। ইহাতে ইন্সুলিনের অতিক্রিয়ার ফলে কোন কুফল হইবার আশঙ্কা কম থাকে।

অনেক সময় এমন হয় যে, ইন্সুলিন্ ফুরাইয়া "গিয়াছে" এবং বাজারেও পাওয়া যাইতেছে না। রোগীর চিকিৎসাকালে যদি এরূপ

হয় এবং সময় মত ঔষধ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে রোগীর খাণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া এক তৃতীয়াংশ ($1/3$ অংশ) করা এবং পাছে ডায়েবিটিক কোমা হয়, সেজন্য বি প্রভৃতি মেদজাতীয় খাদ্য ব্যবহার নিষেধ করা কর্তব্য। বতদিন ইন্সুলিন্ প্রয়োগের সুবিধা না হয়, ততদিন রোগীকে এইরূপ ভাবে থাকিতে হইবে।

বহুমূত্ররোগে বিষাক্ততা ও অজ্ঞান অবস্থার চিকিৎসার্থ ইন্সুলিন্ প্রয়োগ

(Use of Insulin in Acidosis and Diabetic Coma)

বহুমূত্ররোগে যখন দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে ; তখন যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বহুমূত্ররোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, তাহাকে বাঁচাইবার কোন উপায় পাঁচ বৎসর পূর্বে ছিল না। কিন্তু এখন ইন্সুলিন্ আবিষ্কারের ফলে, এরূপ মৃতপ্রায় রোগীকেও আশ্চর্যরূপে বাঁচিয়া উঠিতে দেখা যাইতেছে। ইন্সুলিনের বিজয় বৈজয়ন্তী এইখানে।

বহুমূত্রজনিত সংজ্ঞাহীনতার চিকিৎসা করিতে হইলে, অধিক মাত্রায় ইন্সুলিন্ প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রথমেই ২০ ইউনিট ইন্সুলিন্ ইঞ্জেকসন দিয়া, তাহার পর প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর ১০ ইউনিট মাত্রায় দিবে। ছয়ঘণ্টা অন্তর রোগীর প্রস্রাবের শর্করা পরীক্ষা করিবে। এইরূপ ২৩টা ইঞ্জেকসনে অনেক সময় উপকার হয়।

রোগী হাঁসপাতালে থাকিলে ঘন ঘন রক্ত-শর্করা পরীক্ষার সুবিধা হয় ; এবং আরও অধিক মাত্রায়ও ইন্সুলিন্ দেওয়া যাইতে পারে। এরূপক্ষেত্রে ২০ হইতে ৪০ ইউনিট ইন্সুলিন্ চারি ঘণ্টা অন্তর ইঞ্জেকসন করা যায় এবং যতক্ষণ রক্ত-শর্করা স্বাভাবিক অবস্থায় না আসে, ততক্ষণ

পর্যন্ত ইঞ্জেক্সন দিতে হয়। রোগীর গৃহে—বিশেষতঃ, পল্লীগ্রামে কিন্তু এরূপ অধিক মাত্রার ইন্সুলিন্ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

ইন্সুলিনের সঙ্গে সঙ্গে গ্লুকোজ্ সলিউশন রোগীর শিরামধ্যে বা অন্ততঃ মলদ্বারপথে ইঞ্জেক্সন করিবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ২% সোডিয়াম বাইকার্বনেট্ সলিউশন ইঞ্জেক্সন্ দেন ; কিন্তু অধুনা এসম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। একটা রোগীর বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

রোগী :—একজন ডায়েবিটিক কোমাগ্রস্ত পুরুষ। আমি এই রোগীর উপর প্রথম ইন্সুলিন্ পরীক্ষা করি। তখন কলিকাতায় কেহ এই ঔষধ বোধ হয় ব্যবহার করেন নাই এবং অন্য কোন রোগীকে প্রয়োগ করিতে আমারও ইহার পূর্বে সাহস হয় নাই। এই রোগী অনেকদিন বহুমূত্ররোগে ভুগিতেছিলেন এবং কলিকাতার একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, সেই চিকিৎসক তাহার বাঁচিবার কোন আশা নাই বলিয়া, সরিয়া পড়েন।

আমি যখন রোগীকে দেখি, তখন রাত্রি দশটা। রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান অকস্মাৎ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া প্রচুর শর্করা, এসিটোন ও ডাই-এসেটিক এসিড পাওয়া গেল। রক্তশর্করা পরীক্ষার জন্ত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উহার সুবিধা হইয়া উঠিল না। তখন রোগীর শিরামধ্যে এক পাইন্ট গ্লুকোজ্ সলিউশন ইঞ্জেক্সন দিলাম ; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। শেষে নবাবিকৃত “ইন্সুলিন্” দ্বারা একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে সক্ষম করিলাম। ইন্সুলিন্ আমার নিকটেই ছিল। রাত্রি চারিটার সময় ১০ ইউনিট্ ইন্সুলিন্ অধঃস্থায়িক ইঞ্জেক্সন দিলাম। ইহার চারিঘণ্টা পরে অর্থাৎ প্রাতে আটটার সময় অদরও

১০ ইউনিট দেওয়া হইল। ইহার পর রোগ র ঘেন একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে বনিয়া মনে হইল। প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—শর্করার পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। বেলা ১০টার সময় আর এক পাইন্ট গ্লুকোজ সলিউশন শিরামধ্যে ইঞ্জেকশন দিলাম। ইহার পর পুনরায় আর ১০ ইউনিট ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন করা হইল।

অতঃপর রোগী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। এইরূপে ইন্সুলিন রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল।

বহুমূত্ররোগীর ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল্ প্রভৃতির চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে সতর্কতাঃ—বহুমূত্র রোগীর দেহ রোগপ্রবণ হইয়া উঠে—বিশেষতঃ, চর্মরোগ বেশী হয়। অনেক রোগীরই ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল (carbuncle), গলিত ক্ষত (gangrene) প্রভৃতি হইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রে মূল বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

অস্ত্রোপচারের পর বহুমূত্র রোগীর দেহের ক্ষত শীঘ্র সারিতে চাছে না এবং কোমা প্রভৃতি বিপদের আশঙ্কাও থাকে। এজন্য বহুমূত্র রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করিবার পূর্বে, উহার রক্ত-শর্করার (blood sugar) পরিমাণ কমাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিতে চেষ্টা করা উচিত। প্রথমে ১০ ইউনিট মাত্রায় ২/৩টি ইন্সুলিন ইঞ্জেকশন ও পথ্য নিয়ন্ত্রণ করিলেই রক্তে শর্করা কমিয়া যাইবে। ইহার পর অস্ত্রোপচার করিলে বিপদের ভয় কম হয়।

কিন্তু, যেখানে শীঘ্র অস্ত্রোপচার না করিলে উপায় নাই, সেখানে পূর্বেকৃত প্রণালী অনুসারে রক্তশর্করা কমাইবার সময় থাকে না। এক্ষেত্রে রোগীকে দুই আউন্স গ্লুকোজ সেবন করিতে দিয়া, একেবারে

৩০ ইউনিট ইন্সুলিন্ ইঞ্জেকসন দেওয়া কর্তব্য। ইহার পর অঙ্গোপচার করা যাইতে পারে।

ইন্সুলিন্ ব্যবহারে সতর্কতা :—ইন্সুলিনের অপব্যবহারে নিম্নলিখিত বিপদ সংঘটিত হইয়া থাকে।

(১) রক্তশর্করার (blood-sugar) অতি হ্রাস :— ইহাকে হাইপোগ্লাইসিমিয়া—“Hypo glycaemia” বলে।

ইন্সুলিনের মাত্রা অধিক হইলে এই উপসর্গজনিত সমূহ বিপদের ভয় আছে। ইন্সুলিন্ রক্তে শর্করার পরিমাণ (blood-sugar) কনাইয়া দেয়। ইহার মাত্রা যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে রোগীর রক্তশর্করা কমিতে কমিতে—শেষে স্বাভাবিক অপেক্ষাও কম হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ হইলেই তাহাকে “হাইপোগ্লাইসিমিয়া” বলে। এইরূপ অবস্থায় রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

দেহের কোষগুলির পুষ্টিসাধনের জন্ত রক্তে অন্ততঃ ০.১% পারসেন্ট শর্করা থাকা আবশ্যিক ; ইহার বেশী হইলে বহুমূত্র রোগ হয়, কম হইলেও বিপদ। বহুমূত্র রোগের লক্ষণ সকলেই জানেন, কিন্তু বহুমূত্রের বিপরীত অবস্থা যে কিরূপ, তাহা পূর্বে কেহ জানিতেন না ; অধুনা ইন্সুলিনের দৌলতে তাহা জানা গিয়াছে।

বহুমূত্র রোগজনিত অজ্ঞানতা এবং ইন্সুলিনের অপব্যবহার জনিত অজ্ঞানতা :—বহুমূত্ররোগে রোগীর অজ্ঞানতা উপস্থিত হইতে পারে এবং ইন্সুলিনের অপব্যবহারেও রোগীর অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উভয় অজ্ঞানতার পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য পরপৃষ্ঠাষি কোষ্ঠকে প্রদর্শিত হইল।

বহুমূত্রজনিত অজ্ঞান অবস্থার সহিত ইন্সুলিনের
অপব্যবহার জনিত অজ্ঞানতার পার্থক্য

লক্ষণ	ইন্সুলিন অপব্যবহারের ফলে সংজ্ঞাভাব বা অজ্ঞানতা (Hypoglycaemic Coma)	বহুমূত্রজনিত সংজ্ঞাভাব বা অজ্ঞানতা (Diabetic Coma)
(১) শ্বাসপ্রশ্বাস	(১) অগভীর নিশ্বাস।	(১) শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর—প্রায়
(২) নাড়ী	(২) নাড়ী দ্রুত ও জোর—যেন লাফাইয়া লাফাইয়া চলে।	(২) নাড়ী খুব দুর্বল।
(৩) চর্মোপরি দৃশ্যমানশিরা (superficial Veins)	(৩) চর্মের শিরাগুলি যেন কুণ্ডিয়া উঠে ও অধিকতর পরিষ্কৃত হয়।	(৩) চর্মের শিরাগুলি চূপসাইয়া যায়।
(৪) রক্ত-শর্করা	(৪) রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক (০.১%) অপেক্ষা কম হইয়া যায়।	(৪) রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিক হয়।

রক্তে শর্করা স্বাভাবিক অপেক্ষা যদি কমিয়া যায় এবং তাহার ফলে কুফল দেখা দেয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 'রক্তশর্করার অতিহাস' (hypoglycæmia) হইয়াছে। ইহার লক্ষণ নিয়ে প্রদত্ত হইল।

রক্তশর্করার অতিহাসের লক্ষণ (Symptoms of hypoglycæmia) :—প্রথমে রোগীর একটু অস্থির ভাব দেখা যায় এবং গায়ে ঘাম হয় ও হাত পা কাঁপে। পরে চিন্তাশক্তির গোলযোগ উপস্থিত হয়। রোগী শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। খাসপ্রশ্বাস অগভীর হয়, কিছু নাড়ী দ্রুত ও জোর চলিতে থাকে। ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

রক্ত-শর্করার পরিমাণ অনুসারে লক্ষণসমূহের তারতম্য :—রক্তশর্করার পরিমাণের উপর উল্লিখিত লক্ষণসমূহের কম বেশী নির্ভর করে। যথা :—

(ক) রক্তশর্করা ০.০৭% পর্য্যন্ত কমিলে—রোগীর অস্থির ভাব, হস্তপদের কম্পন ও ঘর্ম্ম হয়।

(খ) রক্তশর্করা ০.০৫% পর্য্যন্ত কমিলে—চিন্তাশক্তির গোলযোগ উপস্থিত হয়।

(গ) রক্তশর্করা ০.০৩২% পর্য্যন্ত কমিলে—রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

রক্তশর্করা অতিহাসের চিকিৎসা (Treatment of hypoglycæmia) :—রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হইলে, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহার চিকিৎসা করা যায়। যথা—

(১) রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি :—রক্তে শর্করার পরিমাণ অতিরিক্ত হ্রাস পাওয়ার জন্মই, পূর্কোক্ত ঐ সকল কুলক্ষণ দেখা দেয়।

সুতরাং কোন উপায়ে যদি রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে এই সকল লক্ষণের শাস্তি হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। এক্ষণে একরূপে রোগীকে গ্লুকোজ্ (Glucose—ড্রাক্‌শর্করা) প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। রোগীর যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে অর্ধ আউন্স গ্লুকোজ্ অথবা দুই আউন্স কমলালেবুর রস সেবন করাইতে এবং রোগীর যদি জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে ১০০ ভাগ পরিশ্রুত জলে ৫ ভাগ গ্লুকোজ্ মিশাইয়া (অর্থাৎ ৫% সলিউশন) শিরামধ্যে ইঞ্জেকশন দিতে ইহবে।

(২). এড্রিনালিন্ প্রয়োগ :—ইন্সুলিন প্রয়োগের পর কুলক্ষণ দেখা দিলে, তৎক্ষণাৎ ১/২ হইতে ১ সি, সি, মাত্রায় এড্রিনালিন্ ক্লোরাইড সলিউশন (১ : ১০০০) অধঃস্থাতিক ইঞ্জেকশন দিলে সফল পাওয়া যায়।

ইন্সুলিন্ চিকিৎসার পূর্বে সতর্কতা :—বহুমূত্রের চিকিৎসা করিতে গিয়া ইন্সুলিনের অপব্যবহারের ফলে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং ইন্সুলিন্ চিকিৎসাকালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা এবং রোগীকে নিজের পর্যবেক্ষণে রাখা কর্তব্য। রোগীর রক্তের শর্করার পরিমাণ ২।৩ দিন অন্তর পরীক্ষা করিতে পারিলে ভাল হয় ; অন্ততঃ প্রত্যহ প্রস্রাব পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক ; প্রস্রাব শর্করাবিহীন করিতে যেটুকু ইন্সুলিন প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা পরিমাণে অধিক দিবে না। বরং আমি দেখিয়াছি যে, প্রস্রাবে যৎসামান্য চিনি বর্তমান থাকিতে দিলে, রক্তের শর্করা অতিহাসের ফলে আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

ইন্সুলিন্ প্রয়োগকালে রোগীকে এই ঔষধের বিপদ ও তাহার প্রতিকার বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে ভুলিবে না। সর্বদা নিকটে

এক শিশি গ্লুকোজ রাখিতে রোগীকে উপদেশ দিবে। অস্থির ভাব, ঘর্ম, হস্তপদের কম্পন বা মানসিক গোলযোগ বোধ হইলে, তখনই অর্ধ আউন্স গ্লুকোজ সেবন করা কর্তব্য। এতদ্বিন্ন রোগীর বাড়ীতে এক শিশি এড্রিনালিন্ সলিউসন (১ : ১০০০), হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ ও এক শিশি গ্লুকোজ সলিউট এলকোহল রাখা উচিত।

যে সকল রোগীর ইন্সুলিন্ সহ্য হয় না, তাহাদিগকে ইঞ্জেক্সনের পূর্বে ক্যালসিয়াম্ ল্যাক্টেট ৫ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

ডুওডিণামের অন্তমুখী রস.

Internal Secretion of the Duodenum.



পাকস্থলী হইতে খাদ্য অগ্নে গিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র অগ্নের প্রথম ভাগের নাম—ডুওডিণাম (৩২শ চিত্রস্থ “৯” চিহ্নিত স্থান দ্রষ্টব্য) পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক সম্পূর্ণ হয় না—ডুওডিণামের মধ্যেও এই পরিপাক ক্রিয়া চলিতে থাকে। খাদ্য পরিপাকের জন্য যে পাচকরস প্রয়োজন, ডুওডিণামে তাহা প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা বাতীত এক প্রকার অন্তমুখী রসও এখানে উৎপন্ন হয়।

ডুওডিণামের অন্তমুখী রসের অস্তিত্বের প্রমাণ :—ডুওডিণামের অন্তর্বিহীতে (internal mucous membrane) অল্প পদার্থ দিলে, প্যানক্রিয়াস হইতে রসনিঃসরণ হইতে দেখা যায়। এখন কথা হইতে পারে যে, ইহা হয় ত আয়ুর উত্তেজনার ফল; কিন্তু ডুওডিণামের ও প্যানক্রিয়াসের আয়ু কাটিয়া দিলেও এরূপ হয়। সুতরাং আয়ুর উত্তেজনা ইহার কারণ হইতে পারে না। সুতরাং ডুওডিণাম হইতে যে, অন্তমুখী রস নিঃসৃত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন প্রাণীকে ডুওডিণামের অন্তর্বিহীর সার ইঞ্জেক্সন্ দিলেও, প্যানক্রিয়াস হইতে অধিকতর পরিমাণে রস নিঃসরণ হয়।

ইহা যে প্রকৃত অন্তমুখী রস, তাহার প্রমাণ এই যে—ইহাও উত্তাপ বা এলকোহলে নষ্ট হয় না।

ক্রিয়া :—ডুওডিণামের অন্তর্বিহী হইতে যে, অন্তমুখী রস প্রস্রাব হয়, সেই অন্তমুখী রস প্রথমে শক্তিহীন অবস্থায় থাকে। পাকস্থলী হইতে যখন হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ নিঃসৃত হইয়া ডুওডিণামে উপস্থিত

হয়, তখন সেই এসিডের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ নিষ্ক্রিয় অন্তর্মুখী রস, শক্তিশালী সিক্রিটিনে (secretine) পরিণত হইয়া থাকে। এজন্য ডুওডি নামের মূল অন্তর্মুখী রসকে “সিক্রিটিনের অগ্রদূত” বা “প্রো-সিক্রিটিন” (pro-secretine) বলা যাইতে পারে। প্রো সিক্রিটিন যেন নির্জীব ভাবে ডুওডি নামের অন্তর্বিহীলীর কোষ মধ্যে নিঃসৃত হইয়া স্তম্ভ থাকে ; পাকস্থলীর অম্লরস যেমনি ডুওডি নামে আসে, তেমনি তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে স্তম্ভ সিক্রিটিন জাগিয়া উঠে এসিড না আসিলে ডুওডি নামের অন্তর্মুখী রস কার্যকরী হয় না।

এইরূপে সিক্রিটিন প্রস্তুত হইয়া উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে ইহা প্যানক্রিয়াসে যায় এবং প্যানক্রিয়াসকে পাচকরস নিঃসরণে উদ্বুদ্ধ করে।

পরিপাককালে প্যানক্রিয়াসের পাচকরস কখন প্রয়োজন হইবে, তাহার সংবাদ এইরূপে ডুওডি নাম হইতে প্যানক্রিয়াসে যায়।

প্রয়োগরূপ :—ইহার নিম্নলিখিত দুইটি প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়। যথা :—

(১) লাইকর ডুওডিনেনিস্ বা লাইকর সিক্রিটিন (Liq. Duodenalis or Liq. Secretine) :—ইহা নিম্নলিখিতরূপে প্রস্তুত হয়। যথা :—

প্রথমে সঞ্চারিত ছাগের বা ভেড়ার ডুওডি নামের অন্তর্বিহীলী টাছিকা লওয়া হয়। তৎপরে এই অন্তর্বিহীলীর সহিত ০.৪৫% পারসেন্ট ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ফুটাইতে হইবে। এসিড যোগ করার ফলে এই ঔষধ অত্যন্ত অম্ল হইয়া যায় ; এজন্য ইহার সহিত একরূপ পরিমাণে স্নায় প্রয়োগ করিতে হয়—যেহা, উহা সামান্য মাত্র অম্লরসাত্মক থাকে।

তারপর উহা কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে নীচে তলানি পড়িবে। তখন ঐ তলানি বাদ দিয়া তরল ঔষধ শিশিতে রাখিয়া দিবে।

এই ঔষধ ৪।৫ দিনের অধিক থাকে না ; একজন্য প্রয়োজনমত টাটকা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়।

মাত্রা :—ইহা দুই হইতে চারি চা-চামচ পরিমাণে দৈনিক তিনবার করিয়া আহারের পর সেব্য। এই ঔষধ কখনো শূন্য পেটে অথবা আহারের পূর্বে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

(২) পাল্ভ্ ডুওডিনেলিস (Pulvis Duodenalis or Duodenal Powder) :—শুকের ডুওডিনামের অন্তর্ভুক্তি শুধু করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা তিন হইতে দশ গ্রেণ মাত্রায় সেব্য। পাল্ভ্ ডুওডিনেলিস সেবনের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ ফোঁটা ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়।

সিক্রিটিনের অল্পতা ও তাহার ফল :— ডিম্পেসিয়া দুই প্রকার। এক প্রকার ডিম্পেসিয়ায় পাকস্থলীর অম্লরস কমিয়া যায়। ইহাকে “এটোনিক ডিম্পেসিয়া” (Atonic Dyspepsia) বলে ; অন্য প্রকারে এই এসিডের পরিমাণ অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, ইহাকে “এসিড ডিম্পেসিয়া” (Acid Dyspepsia) বলে। দুর্বল রোগীদের যে ডিম্পেসিয়া হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলেই এসিড কমিয়া যায়।

এটোনিক ডিম্পেসিয়া (Atonic Dyspepsia) বা অন্য কারণে পাকস্থলীতে যদি প্রয়োজনানুরূপ অম্লরস না জন্মে, তাহা হইলে এসিডের অভাবে ডুওডিনামে সিক্রিটিন ঠিকমত প্রস্তুত হইতে পারে না। সিক্রিটিন উৎপন্ন না হইলে, প্যানক্রিয়াসকে পৃথক-রসভাবে উত্তেজিত করিবে কে? সুতরাং প্যানক্রিয়াসের পাচকরসও নিঃসরণ

হইতে পারে না। এইরূপে সিক্রিটিনের অল্পতার ফলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

সিক্রিটিন ব্যবহারের উদ্দেশ্য :—ডুওডিনামে সিক্রিটিনের অভাব পূরণ, প্যানক্রিয়াসের পাচকরসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অন্ত্রের সঙ্কোচন প্রবাহের (peristalsis) উত্তেজনা, এই সকল উদ্দেশ্যে সিক্রিটিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—নিম্নলিখিত কয়েকটি রোগে ঔষধরূপে সিক্রিটিন ব্যবহৃত হয়।

(১) দৌর্বল্যজনিত অজীর্ণ রোগে (Atonic Dyspepsia) :—রোগীর দৌর্বল্যের ফলে যদি পাকস্থলী মধ্যে এসিড নিঃসরণ ঠিকমত না হয়, তাহা হইলে এসিড্ মিক্চারের সহিত লাইকর ডুওডিনেলিস্ সেবন করিতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। এতদর্থে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দুইটি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়।

Re.

এসিড্ হাইড্রোক্লোরিক্ ডিন্	১০	মিনিম্।
পেপেন্	১	গ্রেণ।
স্টেচার নক্সভমিকা	৩	মিনিম্।
লাইকর ডুওডিনেলিস্	১/২	ড্রাম।
ইন্ফিউসন জেনসিয়ান্	মোট ১	আউন্স।

একত্র একমাত্রা। আহারের পর দৈনিক ২ বার সেব্য। অথবা—

২। Re.

লাইমো-পেপেন্	১	ড্রাম।
লাইকর ডুওডিনেলিস্	১/২	ড্রাম।
একোয়া ক্লোরোফর্ম্	১	আউন্স।

একত্র এক মাত্রা। আহারের পর সেব্য।

প্যানক্রিয়াসের পাচকরসের অল্পতার ফলে ডিম্পেস্টিয়া হইলেও ইহাতে উপকার হয়।

(২) পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে :— দুর্বল ডিম্পেস্টিয়াগ্রস্ত রোগীদের প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। এরূপক্ষেত্রে সিক্রিটিন ব্যবহারে সফল হইতে পারে। কারণ, ইহা অস্ত্রের স্বাভাবিক কুঞ্জন প্রবাহ (intestinal peristalsis) উত্তেজিত করে এবং ডিম্পেস্টিয়ার পক্ষেও উপকারী। নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করা যায়।

Re.

সিক্রিটিন	...	৩ গ্রেণ।
বাইল সল্ট	...	১ গ্রেণ।
সুপ্রারেনাল্	...	১/৪ গ্রেণ।

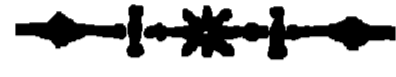
একত্র এক মাত্রা। এরূপ প্রতি মাত্রা দৈনিক তিনবার সেব্য।

এই ব্যবস্থাপত্রে যে সিক্রিটিন আছে, তাহা প্যানক্রিয়াসের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অস্ত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া মল দূরীভূত করিতে সাহায্য এবং সুপ্রারেনাল্ কতকটা অস্ত্রের টনিকের কার্য করিবে।

লিভার—The Liver.

যকৃত

(৩২শ চিত্রস্থ “৭” চিহ্নিত যন্ত্র দ্রষ্টব্য) .



লিভার (যকৃত) দেহের একটি মহা প্রয়োজনীয় যন্ত্র । ইহার মধ্যে পিত্ত উৎপন্ন এবং ইউরিয়া ও রক্তের বর্গদ অংশ প্রস্তুত হয় । এতদ্বিধ যকৃতমধ্যে খাদ্যের শর্করা, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্ত গ্লাইকোজেন্ আকারে সঞ্চিত থাকে । লিভারের দূষিত পদার্থনাশ ক্ষমতাও নাকি আছে । লিভারের এই সকল ক্রিয়া, ইহা কোন্ শক্তিবলে হইয়া থাকে ? ইহার উত্তরে কেহ কেহ লিভারের মধ্যে অন্তর্মুখী রসের অস্তিত্ব কল্পনা করেন ।

ক্রিয়া ৪—লিভারের এই কাল্পনিক অন্তর্মুখী রসের সম্বন্ধে নানা মতামত প্রচলিত আছে । নিম্নে এই মতামতগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে ।

(১) পরিপাক ক্রিয়ার উপর প্রভাব ৪—পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে খাদ্য পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম অংশে পরিণত হয় এবং এইরূপে উহা পোর্টাল শিরার (portal vein) রক্তের সহিত মিশে ।

(ক) শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যের পরিণতি ৪—খাদ্যের মধ্যে যে শ্বেতসার থাকে, তাহা রক্তে মিশিবার পূর্বেই গ্লুকোজ্ (glucose) জাতীয় শর্করায় পরিণত হয় । এই গ্লুকোজ্ পোর্টাল শিরা কর্তৃক লিভারে আনীত হইলে উহা গ্লাইকোজেন্ (শর্করাজন্) আকারে রূপান্তরিত হইয়া লিভার মধ্যে সঞ্চিত হয় ; পরে দেহের যখন শর্করার প্রয়োজন হয়, তখনই এই ভাণ্ডার টান পড়ে—সঞ্চিত গ্লাইকোজেন্ পুনরায় গ্লুকোজে পরিবর্তিত হইয়া রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হয় । এই যে

পরিবর্তন ; ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ? এইখানে লিভারের অস্তুমুখী রসের কল্পনার আবগুকতা হইয়া পড়ে। এই অস্তুমুখী রসের (অবশ্য যদি সত্যই ইহা থাকে !) প্রভাবে শর্করাজন্ পুনরায় শর্করায় রূপান্তরিত হইয়া দেহের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে পোর্টাল রক্তের সহিত যে ইন্সুলিন্ লিভারে আসে, ইহাও তাহারই কার্য।

(খ) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হইতে ইউরিয়া প্রস্তুত (Formation of urea) :—খাদ্যে যে প্রোটিন্ জাতীয় পদার্থ থাকে, পরিপাকের ফলে তাহা রূপান্তরিত হইয়া এমিনো-এসিড (amino-acid), লিউসিন (leucin), টাইরোসিন (tyrosin) প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। এইগুলি রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন লিভারে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইহা হইতে ইউরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে, লিভারের এই ইউরিয়া সৃষ্টির ক্ষমতার পশ্চাতেও কোন অস্তুমুখী রসের প্রভাব বর্তমান আছে। কিন্তু ইহারও প্রমাণাভাব।

(২) রক্তের বর্ণদ অংশ উৎপাদন (Formation of blood pigments) :—প্লীহা হইতে যে রক্তপ্রবাহ লিভারে যায়, তাহার মধ্যে অনেক রক্তকণিকার ধ্বংসাবশেষ থাকে। , পিত্তের বর্ণ ইহা হইতে প্রস্তুত হয়। পিত্তের বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন্ (Bilirubin and Biliverdin) এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন্ (লৌহ অংশ বাদে) প্রায় এক পদার্থ। প্লীহার এই ক্রিয়ার পশ্চাতেও কেহ কেহ অস্তুমুখী রসের শক্তি দেখিয়া থাকেন।

(৩) পিত্তনিঃসরণের উপর প্রভাব :—লেভিন্ (Levin) নামক একজন বৈজ্ঞানিক “লিভার সার” (liver extract) ইঞ্জেক্সন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহার ফলে লিভার হইতে অধিক পরিমাণে পিত্ত নিঃসৃত হয়।

(৪) দূষিত-পদার্থ-নাশ ক্ষমতা (Antitoxic power) :—অন্ত্রमध्ये মল সঞ্চিত হইয়া অবিরত নানারূপ দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। এইগুলি যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া লিভারে উপস্থিত হয়, তখন সেখানে লিভারকোষগুলি ইহাদের নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফল, কিম্বা যকৃতের অন্তর্মুখী রসের কার্য, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে।

(৫) রক্তরোধক শক্তি (Hæmostatic action) :—লিভার সারের (liver extract) নাকি রক্তের সংযমন শক্তি বৃদ্ধির (coagulability) ক্ষমতা আছে এবং এই ক্রিয়ার ফলে ইহা রক্তরোধ করিতে পারে। কিন্তু এ বিষয়েও সকলে একমত নহেন।

উপরে লিভারের অন্তর্মুখী রসের যে সকল ক্রিয়া লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশই এখনো প্রমাণিত হয় নাই। লিভারের অন্তর্মুখী রস এখনো কল্পনার রাজ্যে রহিয়াছে।

প্রয়োগরূপ :—ঔষধরূপে লিভারের নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়।

(১) টাট্কা লিভার (Fresh liver) :—সদ্যঃ কাটা পাঠার মেটলি ব্যবহৃত হয়। ইহার ঝোল প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ এক ড্রাম মাত্রায় সেব্য।

(২) শুষ্ক লিভার চূর্ণ (Dried liver substance) :—ইহার একভাগ, ৬ হইতে ৮ ভাগ টাট্কা লিভারের সমান। ইহা ১৫ হইতে ৬০ গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

(৩) এলিক্সার লিভার সাব্‌স্ট্যান্স (Elixir of liver substance) :—ইহার প্রতি ড্রামে ১৫ গ্রেণ শুষ্ক লিভার থাকে।

মাত্রা :—এক ড্রাম।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—নিম্নলিখিত কয়েকটি রোগে ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) লিভারের রোগ :—কোন রোগের ফলে যখন লিভার অক্ষয় হইয়া পড়ে, তখন উহার রসের পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

(ক) লিভারের বিশীর্ণতায় (Cirrhosis of the liver) :—লিভারের সিরোসিস রোগে ইহার মধ্যে তন্তু বৃদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে লিভার ছোট ও শক্ত হইয়া যায়। ইহাতে লিভারের ক্রিয়াশক্তি প্রায় বিলুপ্ত হয় এবং পিত্তনিঃসরণ, শর্করাসঞ্চয় প্রভৃতি কার্য ঠিকমত হয় না। এরূপক্ষেত্রে লিভার ঔষধরূপে প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি ইন্ফ্যান্টাইল লিভারে ইহা ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু আশানুরূপ সফল পাই নাই।

(খ) মধুমূত্র রোগে :—লিভারের বৈকল্যের ফলে কদাচিৎ মধুমেহরোগ উৎপন্ন হয়। এরূপক্ষেত্রে লিভার ঔষধরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

(২) অন্ত্রमध्ये উৎপন্ন দূষিত পদার্থ দ্বারা বিষাক্ততায় (Intestinal intoxication) :—অজ্ঞাত বিষাক্ততায় যেখানে লিভারের ক্রিয়াহীনতার ফলে দেহে দূষিত পদার্থ জন্মে, সেখানে লিভার প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহার সহিত থাইরয়েড্ দিলে ভাল হয়। নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবহার করা যায়। যথা :—

Re.

লিভার সাব্‌ষ্ট্যান্স (ডেসিক্) ... ২ গ্রেণ।

থাইরয়েড্ ডেসিক্ ... ১/২০ গ্রেণ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া একবার। এইরূপ ঔষধ তিনবার দৈনিক তিনবার সেব্য।

প্লীহা—The Spleen.



ম্যালেরিয়া ও কালাজরের কল্যাণে প্লীহার সহিত বাঙ্গালাদেশের বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু এই বৃহৎ যন্ত্রটি যে, দেহের কি কার্যে আসে ; তাহা এখনও সম্যকরূপে জানা যায় নাই তবে এটুকু নিশ্চয় যে, ম্যালেরিয়া ও কালাজরে বড় হওয়া ব্যতীত, ইহার অন্য কার্যও আছে।

কয়েকটি গ্রন্থির মধ্যে অস্তমুখী রস আবিষ্কারের পর হইতে দেহের যেখানে যে যন্ত্র আছে, তাহাকেই লইয়া সকলেই টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। প্লীহাও বাদ পড়ে নাই। অনেক বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ ও হিমোগ্লোবিনের সিরাপের মধ্যে প্লীহাসার (Spleen Extract) থাকে এবং বিজ্ঞাপনে ইহার অস্তমুখী রসের বিপুল গুণাবলী প্রদত্ত হয়। কিন্তু সত্যই কি প্লীহামধ্যে কোন অস্তমুখী রস উৎপন্ন হয়? আমরা এসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(১) পরিপাক ক্রিয়ার সহিত প্লীহার সম্বন্ধ :—
কাহারও কাহারও মতে প্লীহামধ্যে অস্তমুখী রস উৎপন্ন হইয়া উহা রক্তে মিশ্রিত হয়। এই রস পাকস্থলী, প্যানক্রিয়াস ও লিভারের মধ্যে গিয়া উহাদের অস্তমুখী রসনিঃসরণে উদ্রিক্ত করে। এই মতটি বেশ মুখরোচক। কিন্তু সম্প্রতি মোল্লো (Mollo) নামক একজন জার্মান চিকিৎসক কুকুরের প্লীহা উচ্ছেদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উচ্ছেদের পরে পরিপাক ক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব পরিপাক ক্রিয়ার সহিত প্লীহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকের মনে যে ধারণা আছে, তাহার মূলে সম্ভবতঃ কোন সত্য নাই।

(২) রক্তকণিকার উপর ক্রিয়া (Action on blood Corpuscles) :—রক্তে যে সকল রক্ত-কণিকার ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত

হওয়া যায়, সেগুলি সম্ভবতঃ প্লীহামধ্যে নষ্ট হইয়া রক্তে মিশ্রিত হয়। প্লীহামধ্যে অপ্রয়োজনীয় রক্তকণিকার ধ্বংসসাধন যে, কি উপায়ে হয়; তাহা আমরা জানি না। কেহ কেহ অনুমান করেন—নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টির ক্ষমতাও প্লীহার আছে; কিন্তু তাহারও বিশেষ প্রমাণ নাই।

মন্তব্য :—উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, প্লীহার অন্তর্মুখী রসের অস্তিত্ব এখনও বৈজ্ঞানিকগণের কল্পনাজগতেই রহিয়াছে। প্লীহার্ণো লৌহ আছে। প্লীহা ব্যবহারে আমরা যে, সময় সময় উপকার পাই, তাহা এই লৌহের জগ্ন।

প্রয়োগরূপ :—ঔষধরূপে ইহার নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ কয়েকটি ব্যবহৃত হয়।

(১) টাট্কা প্লাহার মজ্জা (Pulp of raw spleen) :—সত্ত্ব কাটা ছাগলের টাট্কা প্লীহা আনিয়া, উহার ঝোল রন্ধন করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায়।

(২) স্পিন্‌ এলিক্সার (Elixir of fresh spleen)।

(৩) শুষ্ক প্লীহাচূর্ণ (Dried spleen substance) :—ইহার একভাগ টাট্কা প্লীহার একভাগের সমান; ইহা ১-৮ গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

ঔষধরূপে প্লীহার ব্যবহার :—নিম্নলিখিত কয়েকটি রোগে ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করা হয়। যথা :—

(১) প্লীহার রোগে (Diseases of Spleen) :—

কালাজ্বর, ম্যাগেরিয়া প্রভৃতি রোগে প্লীহার আকার বিরাট হইলেও, তাহার কার্যশক্তি অনেক কমিয়া যায়। একরূপক্ষেত্রে ঔষধরূপে প্লীহা প্রয়োগ করিলে, উহার মধ্যে লৌহ থাকার জগ্ন হউক বা যে কারণেই হউক, কখনও কখনও তাহাতে তাহার উপকার পাওয়া যায়। ইহার

সহিত অল্প পরিমাণে সুপ্রোরেনাল্ প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। নিম্নলিখিত-
রূপে ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

Re.

শুক গ্নীহা চূর্ণ ... ১ গ্রেণ।

সুপ্রোরেনাল্ ডেসিক্ ... ১/৮ গ্রেণ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা। এইরূপ প্রতি মাত্রা প্রত্যহ
ছইবার সেব্য।

টাইফয়েড ফিভারেও গ্নীহা সামান্য বড় হইতে দেখা যায়। কোন
কোন ইউরোপীয় চিকিৎসক এজন্য টাইফয়েড ফিভারে গ্নীহাচূর্ণ ব্যবহাবে
পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি উহাতে কোন উপকার হইতে দেখি নাই।

(২) রক্তহীনতায় (Anaemia) :—রক্তহীনতায় গ্নীহা
ব্যবহারে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। প্রয়োজন বোধ করিলে
গ্নীহার সহিত নিউক্লিন্ ও হিমোগ্লোবিন্ দেওয়া যাইতে পারে।
নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবহার করা যায়।

Re.

শুক গ্নীহা চূর্ণ ... ১ গ্রেণ।

হিমোগ্লোবিন্ পাউডার ... ১/২ গ্রেণ।

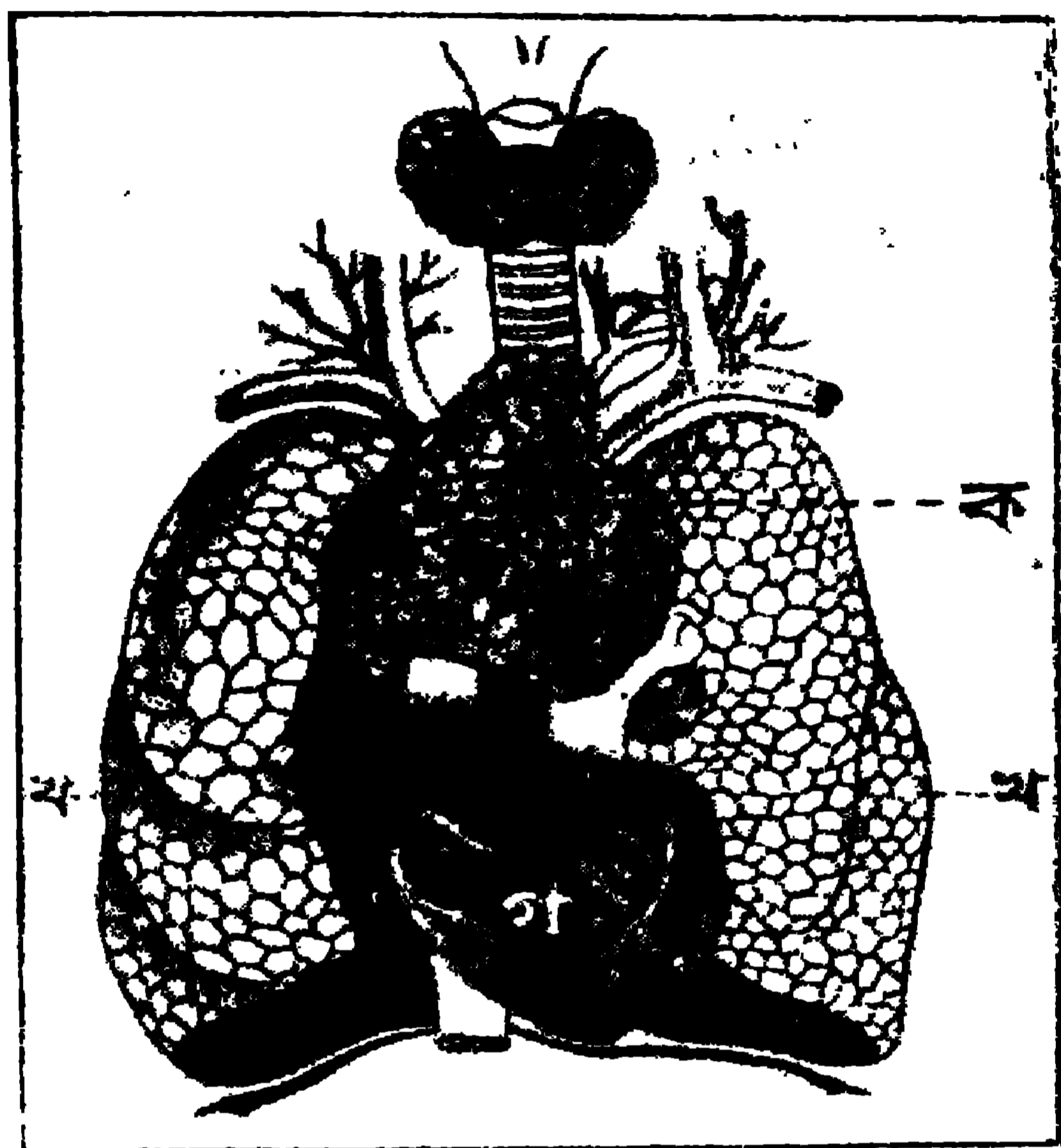
নিউক্লিন্ ... ১/২ গ্রেণ।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা। এইরূপ প্রতিমাত্রা আহাৰেব
পূর্বে প্রত্যহ ছইবার করিয়া সেব্য।

ইহার পরিবর্তে সিরাপ হিমোজেনের সহিত গ্নীহাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া
সেবন করিতে দেওয়া চলে। এক চা-চামচ সিরাপ হিমোজেন্ লইয়া
সেবনের অব্যবহিত পূর্বে উহার সহিত এক গ্রেণ গ্নীহাচূর্ণ মিশ্রিত
করিয়া সেব্য।

সতর্কতা :—রোগীর উদরাময় বা রক্তামাশয় থাকিলে কখনও
ঔষধরূপে গ্নীহা সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে।

৩৬শ চিত্র—থাইমাস গ্রাণ্ড



(২৭৭ পৃষ্ঠা)

বাল্যাবস্থায় লক্ষণস্বরূপ যন্ত্রসমূহ

৩৬শ চিত্র পরিচয় :—

ক—হৃদপিণ্ড (Heart) .

খ—ফুসফুস (Lungs) :

গ—থাইমাস গ্রাণ্ড (Thymus gland)

(২৭৭ পৃষ্ঠায় থাইমাস গ্রন্থির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে)

থাইমাস্—Thymus.

—:~:—

শৈশবে ও বাল্যাবস্থায় বক্ষঃস্থলে একটা গ্রন্থি দেখা যায় (ক—চিত্র দ্রষ্টব্য)। বক্ষঃস্থির (Sternum) উর্দ্ধভাগের ঠিক পশ্চাতে, এই গ্রন্থিটা থাকে। ইহার কতক বক্ষে ও কতক গলদেশে অবস্থিত। এই গ্রন্থির নাম—“থাইমাস্”। (৩৬শ চিত্রস্থ “গ” চিহ্নিত গ্রন্থি দ্রষ্টব্য)

থাইমাসের পরিণতি :—জন্মকালে থাইমাসের ওজন প্রায় অর্ধ আউন্স থাকে ; যৌবনের প্রারম্ভে ইহার ওজন দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ হয়। কিন্তু তাহার পূর্বে ইহার লীলাখেলা সাক্ষ হইয়া যায়। যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেহের সকল অংশ মুগ্ধরিয়া উঠে, তখন থাইমাস্ বিশীর্ণ হইতে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তির থাইমাস্ থাকে না।

আকার :—থাইমাস্ গ্রন্থিটা একটা আবরণীর (capsule) ভিতরে থাকে। ইহার দুইটা অংশ বা খণ্ড (lobes) আছে। প্রত্যেক অংশ আবার কতকগুলি বিভাগে (lobules) বিভক্ত।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে থাইমাসের ঐ বিভাগগুলির মধ্যে কতকগুলি ফলিকল্‌স্ (follicles) দেখা যায়। এই ফলিকল্‌গুলির (follicles) অন্তর্ভাগ (medulla—মজ্জা) ও বহির্ভাগ (cortex—খোসা) থাকে।

(ক) মজ্জা (Medulla) :—ইহাতেও ল্যুসিকাভাসী তন্তু থাকে ; এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে সমস্ত সমস্ত আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়। এই অদ্ভুত জিনিসটা—একটা দীপের স্তম্ভ। ইহাতে কতকগুলি এপিথিলিয়াল কোষ কেন্দ্রাকারে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে

এবং দ্রুপের গ্রন্থি দেখায়। এগুলিকে হ্যাসেলের কেন্দ্রীভূত রক্তকণিকা (concentric corpuscles of Hassel) বলে।

(খ) বহির্ভাগ বা খোসা (Cortex) :—ইহার মধ্যে অনেক লোসিকাজাতীয় তন্তু (lymphoid tissue) ও লোসিক কণিকা (lymph corpuscles) দেখা যায়।

ক্রিয়া (Functions) :—বৃদ্ধির থাইমাস্ থাকে না, কিন্তু শিশু ও বালকের ইহা থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে, শৈশব ও বাল্যাবস্থায় এমন কোন কার্য ইহার উপর নির্ভর করে—যাহার জন্য এই সময়ে ইহার প্রয়োজন। সেই কার্য যে কি, তাহা আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি নাই। তবে যতদূর জানা গিয়াছে; তাহা হইতে মনে হয় যে, ইহার নিম্নলিখিত কয়েকটা ক্রিয়া আছে। যথা :—

(১) অস্থিগঠনের উপর প্রভাব (Influence on the structure of bones) :—শৈশবে ও বাল্যে দেহের অস্থিদ্রুহ গঠিত হয়। অস্থিগুলি চূর্ণজাতীয় (ক্যালশিয়াম—Calcium) সমৃদ্ধ; সুতরাং অস্থিগঠনের জন্য প্রচুর ক্যালশিয়াম প্রয়োজন। শৈশব ও বাল্যে অস্থিগঠনের সময় ক্যালশিয়াম সরবরাহ যদি ঠিকমত না হয়, তাহা হইলে অস্থিগুলি নরম হইয়া যাইবে। কোন প্রাণীর থাইমাস্ কাটিয়া বাদ দিলেও ঠিক এইরূপ হয়। উহার অস্থিগুলি বিকৃত হইতে থাকে এবং ভগ্নপ্রবণ হওয়ার অল্প আধাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু এই সমস্যা যদি অল্প প্রাণী হইতে থাইমাস্ কাটিয়া, ঐ পরীক্ষাধীন প্রাণীর দেহমধ্যে কক্ষ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অস্থিগুলি পুনরায় পরিপূর্ণ ও বৃদ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া থাইমাস্ গ্রন্থি যে, বাল্যে ক্যালশিয়াম পরিপাক ও অস্থিগঠনে সহায়তা করে, তাহা ধরিয়া লওয়া-যাইতে পারে।

(২) কেন্দ্রীয় স্নায়ুগুণীর উপর প্রভাব (Influence on the central nervous system) :—থাইমাস্ গ্রন্থির মধ্যে যথেষ্ট ফস্ফরাস্ আছে। স্নায়ুগুণীরও একটা প্রধান উপাদান—ফস্ফরাস্। এজন্য অনেক মনে করেন যে, থাইমাস্ হয়ত স্নায়ুগুণী গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু অনুমান ব্যতীত ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

(৩) জননেদ্রিয়ের বৃদ্ধি দমনকারী ক্ষমতা (Influence on the sexual organs) :—থাইমাসের অন্তর্মুখী রস, শৈশবে ও বাল্যে জননেদ্রিয়কে সংযত করিয়া রাখে—অকালে বৃদ্ধি হইতে দেয় না।

শৈশবে কোন জন্তুর থাইমাস্ গ্রন্থি যদি কাটিয়া বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জননেদ্রিয় বৃহদাকার ধারণ করে (৩৬শ চিত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং থাইমাস্ যে, জননযন্ত্রগুলির অস্বাভাবিক পরিবর্দ্ধন দমন করিয়া রাখে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৪) দূষিত দ্রব্যনাশক ক্ষমতা (Antitoxic function) :—থাইমাসের এরূপ কোন ক্ষমতা আছে কি না, তাহা এখনো সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয় নাই।

অন্যান্য গ্রন্থির সহিত থাইমাস্ গ্রন্থির সম্বন্ধ (Relation to other endocrine glands) :—নিম্নলিখিত কয়েকটা গ্রন্থির সহিত থাইমাসের সম্বন্ধ আছে। যথা :—

(১) অণ্ডগ্রন্থি ও ডিম্বাধার (Testis and Ovary) :—শৈশবে কোন জন্তুর থাইমাস্ উচ্ছেদ করিলে, তাহার জনন-যন্ত্রগুলির অতিবৃদ্ধি হয়। অল্প দিকে টেস্টিস্ বা ওভারি বাদ দিয়াও দেখা

গিয়াছে যে, থাইমাস্ বড় হয়। সুতরাং এই দুইটা গ্রন্থির ক্রিয়া, থাইমাসের বিপরীত বলিয়া মনে হয়।

(২) থাইরয়েড্ (Thyroid) :—যে সকল রোগীর থাইরয়েড বড় হয়, তাহাদের থাইমাস্ও সঙ্গে সঙ্গে বড় হইতে দেখা যায়। আবার থাইমাস্ বড় থাকিলে, প্রায়ই থাইরয়েডও বড় থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে—থাইমাস্ ও থাইরয়েড্, এই দুইটা গ্রন্থি পরস্পরকে সাহায্য করে।

(৩) সুপ্রারেণাল (Suprarenal) :—থাইমাসের আকার বড় হইলে, গলদেশে যে সহানুভূতিক স্নায়ু আছে, তাহার নিম্নকেন্দ্রস্থ স্নায়ুজালের (inferior cervical ganglia of the sympathetic nerve) উপর চাপ পড়ে। সহানুভূতিক স্নায়ুর সহিত সুপ্রারেণাল গ্রন্থির সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এজন্য থাইমাস্ বড় হইলে সুপ্রারেণাল গ্রন্থি উত্তেজিত হয় এবং উহা হইতে অধিক পরিমাণে এড্রিনালিন্-রসস্রাব হইতে থাকে।

প্রয়োগরূপ (Preparations) :—ঔষধরূপে ইহার নিম্নলিখিত কয়েকটা প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়।

(১) টাট্কা থাইমাস্ (Raw thymus of sheep) :—কসাইখানা হইতে সন্তোনিহত ভেড়ার থাইমাস আনাইয়া ঔষধার্থ উহা ১ হইতে ৩ ড্রাম মাত্রার পাউরুটির সহিত খাইতে দেওয়া হয়। বাসি জিনিষ বিষতুল্য, কখনও তাহা ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

(২) শুষ্ক থাইমাস্ (Thymus siccum or desiccated thymus) :—ইহা পাউডার ও ট্যাবলেট, উভয় আকারেই পাওয়া যায়। ইহার ৫ গ্রেণ, ৩০ গ্রেণ টাট্কা থাইমাসের সমান। বয়স্ক ব্যক্তিকে ইহা ৫ গ্রেণ মাত্রায় দৈনিক দুইবার সেবন

করিতে দিতে পারা যায়। শিশুদের দৈনিক ১৫ হইতে ৩ গ্রেণের বেশী প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

(৩) এক্সট্রাক্ট থাইমাস লিকুইড অর্থাৎ থাইমাসের তরলসার (Liquid Extract of thymus) :—টাটকা থাইমাসের সহিত গ্লিসারিন-মিশ্রিত জল যোগ করিয়া, উহার তরলসার প্রস্তুত করা হয়। ইহা ৫ হইতে ১৫ মিনিম মাত্রায় সেব্য।

প্রয়োগ-বিধি (Mode of Administration) :—থাইমাস গ্রন্থি আহারের পর বা কোন খাদ্যের সহিত একত্রে সেবন করা সুবিধাজনক। প্রথমে অল্প মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

থাইমাসে নিউক্লিন জাতীয় পদার্থ থাকায়, যে সকল রোগী গেষ্টে বাতে ভুগিতেছে, তাহাদের ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। গর্ভাবস্থায় ও থাইমাস্ প্রয়োগ না করাই ভাল।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—নিম্নলিখিত কয়েকটা পীড়ায় থাইমাস গ্রন্থি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

(১) অস্থিঘটিত রোগে (Diseases of the bone) :—নিম্নলিখিত কয়েকটা অস্থিসংক্রান্ত রোগে ইহা ব্যবহার করা যায়।

(ক) রিকেট্ (Rickets) :—ছোট ছেলের রিকেট রোগ হইলে অস্থিগঠন সূচারূপে হয় না। এই রোগের মর্হৌষধ—সূর্য্যালোক ও কব্‌লিভার অয়েল। ইহার সহিত কেহ কেহ প্রত্যহ ১ হইতে ৩ গ্রেণ মাত্রায় থাইমাস প্রয়োগের ব্যবস্থা দেন। অস্থিগুলির ক্যালশিয়াম্ ও ফস্‌ফরাস্ গ্রহণে ইহা হয়ত সাহায্য করিতে পারে।

(খ) সন্ধিবিকৃতি বাতে (Arthritis deformans) :-

এইরূপ বাতে কেহ কেহ থাইমাস ব্যবহারের উপদেশ দেন ।

(গ) অস্থিভঙ্গ (Fractures) :- দেহের কোন অস্থি, কোন

কারণে ভাঙ্গিবার পর যদি উহার সংযোগ হইতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে রোগীকে ২ গ্রেণ মাত্রায় থাইমাস্ সেবন করিতে দিলে উপকার পাওয়া যায় । ইহার সহিত ক্যালশিয়াম্ গ্লিসিরোফস্ফেট্ প্রয়োগ করিলে আর ও ভাল হয় । নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

Re.

থাইমাস্ ... ২ গ্রেণ ।

ক্যালশিয়াম্ গ্লিসিরোফস্ফেট্ ... ২ গ্রেণ ।

একত্র একমাত্রা । এইরূপ প্রতি মাত্রা প্রত্যহ দুইবার সেব্য ।

(২) থাইরয়েডের অতিক্রিয়া দমনার্থ (To control hyperthyroidism) :- থাইরয়েডের অতিশ্রাব হইলে অতিরিক্ত

পরিমাণে থাইরক্সিন উৎপন্ন হয় এবং দেহমধ্যে ফস্ফরাস কমিয়া যায় । থাইমাস্ প্রয়োগে এই ফস্ফরাসের অভাব পূর্ণ হয় বলিয়া সম্ভবতঃ ইহাতে কিছু উপকার পাওয়া যায় । আমি একরূপক্ষেত্রে থাইমাসেব সহিত কুইনাইন হাইড্রোব্রোমাইড্ দিয়া থাকি । নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবস্থা করা যায় ।

Re.

থাইমাস্ ... ৫ গ্রেণ ।

কুইনাইন হাইড্রোব্রোমাইড্ ... ৫ গ্রেণ ।

একত্র একমাত্রা । একরূপ প্রতি মাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেব্য ।

থাইমাস গ্রন্থির বিকৃতি

Disorders of the thymus.

থাইমাস্ গ্রন্থির, দুই প্রকার বিকৃতাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে।

যথা :—

- (১) থাইমাসের বর্দ্ধিতাবস্থা এবং উহার অন্তঃরসাধিক্য (Enlargement of the Thymus and status lymphaticus) ।
- (২) থাইমাসের অন্তঃরসাল্পতা (deficiency of Thymus or Hypothymea.

যথাক্রমে এই-বিবিধ বিকৃতির বিষয় বলা যাইতেছে ।

(১) থাইমাসের বর্দ্ধিতাবস্থা ও অতিপ্রাব (Enlargement of the Thymus and Status Lymphaticus) :—সাধারণতঃ সাত বৎসর বয়স অবধি থাইমাস গ্রন্থি বড় হয় ; তাহার পর ইহার আকার ছোট হইতে হইতে শেষে ১৪।১৫ বৎসর বয়সের সময় ইহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায় ; ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু কোন কোন লোকের যৌবন সমাগমেও থাইমাস্ বিলুপ্ত হয় না—বরং আকারে বড়ই থাকিয়া যায় । থাইমাস্ আকারে এইরূপ বড় থাকিলে, যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে “ষ্টেটাস্ লিম্ফাটিকাস্” (Status Lymphaticus) বলে ।

কারণ নির্ণয় :—অনেক বালকবালিকা দেখা যায়—যাহাদের গলায় ‘বীচি’ লাগিয়াই থাকে এবং টনসিলও মধ্য মধ্য ফুলিয়া উঠে । এই সকল রোগীর সাধারণতঃ থাইমাস্ও বড় থাকে ।

থাইমাসের অতিবৃদ্ধি থাকিলে অনেক সময় রোগীর হাঁপ হয়। ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে, অনেক সময় কোন না কোন বিজাতীয় প্রোটিনের (foreign protein) উদ্ভেজনা উহার মূলে আছে। ইহা দেখা যায়। এইরূপ তুলার সূক্ষ্মকণা, বিড়াল, অথ প্রভৃতির লোমকণা, এবং ডাল, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য সহ না হওয়ার ফলে হাঁপানি হইতে দেখিয়াছি। অধুনা কেহ কেহ বলিতেছেন যে, স্টেটাস লিম্ফাটিকাস্ও (status lymphaticus) হয়ত এইরূপ কোন বিজাতীয় প্রোটিনের উদ্ভেজনার ফল।

লক্ষণ :—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাইমাস্ অস্বাভাবিক বড় হইলেও, বাহিরে কোন রকম লক্ষণ দেখা যায় না এবং রোগীর জীবদশায় রোগ প্রায়ই ধরা পড়ে না। অনেক রোগীর অল্প রোগে মৃত্যুর পর শব্দাবচ্ছেদ করিয়া প্রকাণ্ড থাইমাস্ দেখা গিয়াছে। এরূপ রোগী নামাত্র কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। অস্ত্রোপচারকালে দেহে ছুরি বসাইবার সময়, অথবা ইঞ্জেকসনকালে যে সকল আকস্মিক মৃত্যুর কাহিনী শুনা যায়, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাইমাসের অতিবৃদ্ধি মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

থাইমাসের আকার বৃদ্ধি হইলে কোন কোন রোগীর কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। যথা :—

(ক) শ্বাসকষ্ট (dyspnoea) :—ছোট ছোট ছেলের অনেক সময় হাঁপানির মতন টান হইতে দেখা যায়, অথচ ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে থাইমাসের আকার বৃদ্ধি সন্দেহ করা যাইতে পারে। থাইমাস্ বড় হইলে হাঁপানি হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, থাইমাস্ গলনলীর (trachea) সন্নিকটে অবস্থিত; সুতরাং ইহার আকার বৃদ্ধি হইলে গলনলীর

২৭শ চিত্র—বাল্যে পিনিয়াল গ্রন্থি বিনষ্ট বা উহাতে
আব (টিউমার) হইলে অকাল যৌবন



ক

খ

“ক”—এই বালকটির বয়সক্রম মাত্র ৪ বৎসব। কিন্তু এই বয়সেই ইহার দেহে যৌবনের লক্ষণ বিকশিত এবং জননেন্দ্রিয় অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। পিনিয়াল গ্রন্থিতে আব (টিউমার) হওয়াই ইহার কারণ। ২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

“খ”—এই বালিকাটির বয়সক্রম মাত্র ৩ বৎসর। কিন্তু ইহার পিনিয়াল গ্রন্থি বিনষ্ট হওয়ায়, এই বয়সেই ইহার যৌবনের সব লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ২০৮ পৃষ্ঠায় এই বালিকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

উপর চাপ পড়ে এবং তাহার ফলে খাসপ্রকাশের ব্যাঘাত ঘটিয়া, খাসকষ্ট (হাঁপানি) উপস্থিত হয়।

এই হাঁপানি অল্প হইতে খুব বেশী হইতে পারে। অল্প হাঁপে গলার জ্বিতর সামান্য ঘড়্, ঘড়্ শব্দ হয়, হাঁপ অধিক হইলে শিশুর দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতে পারে।

(খ) কাশি (Cough):—থাইমাস বড় হইলে মধ্য মধ্য-শুষ্ক কাশি হইতে থাকে। থাইমাসের বৃদ্ধির ফলে গলনলী ও শ্বাসনলির উপর ইহার চাপ পড়ায় এইরূপ কাশির উদ্ভেদ হয়।

(গ) সায়েনোসিস্ (Cyanosis):—রোগীর মুখ ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নীলবর্ণ (cyanosis) হইয়া যায়।

(ঘ) শারীরিক দৌর্বল্য (Asthenia):—থাইমাস বড় এবং উহার অতিক্রম হইলে রোগীর দুর্বলতা উপস্থিত হয়।

বাহ্যিক লক্ষণ (Signs):—থাইমাস বড় হইলে রোগীর নিম্নলিখিত কয়েকটি বাহ্যিক-চিহ্ন বা লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

যথা:—

(ক) রোগীর গলার চতুর্দিকে 'বীচি' হইতে থাকে এবং টনলিস্ বড় হয়।

(খ) দস্তপাটির মধ্যে—সম্মুখের উপরের দস্ত দুইটি প্রায়ই বড় হয়।

(গ) রোগী দেখিতে বেশ মোটাসোটা, কিন্তু তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসপেশী খলখলে হয়।

(ঘ) রোগীর রক্ত লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, শ্বেতকণিকার সংখ্যা (Lymphocytosis) প্রায় দ্বিগুণ (৫০%) হইয়াছে।

রোগ-নির্ণায়ক পরীক্ষা (Diagnostic points) :-
থাইমাস বড় হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরীক্ষায় উহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। যথা—

(১) অভিঘাতন (Percussion) :- রোগীর বক্ষঃস্থলে বক্ষাস্থির (sternum) উপর করাঙ্গুলী দ্বারা আঘাত (percuss) করিলে যদি থাইমাস বড় হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই স্থানে ঢাব্‌চেবে আওয়াজ বা নিরেট শব্দ (dullness) শুনিতে পাওয়া যায়।

থাইমাসের বৃদ্ধির ফলে যে স্থান ঢাব্‌চেবে হয় (dull area), তাহার একটু বিশেষত্ব থাকে। এই স্থান কতকটা ত্রিকোণাকার হয়। এই ত্রিকোণের তলদেশ (base) উপরদিকে—ইই কঠাস্থির (clavicle) মধ্যে এবং কোণ নাচের দিকে—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্জরাস্থি যেখানে বক্ষাস্থির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তাহার মাঝামাঝি থাকে।

(২) এক্স-রে পরীক্ষা (X-Ray examination) :- এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা করিলেও থাইমাস বড় হইয়াছে কি না, বুঝা যায়।

(৩) রক্তপরীক্ষা (Blood Examination) :- রক্তপরীক্ষা করিলে লিম্ফোসাইটের বৃদ্ধি দেখা যায়।

চিকিৎসা :- থাইমাসের আকার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হইলে, তাহার আকার যাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। এতদর্থে নিম্নলিখিত চিকিৎসা অবলম্বনীয়।

(১) কডলিভার অয়েল ও তৎসহ সিরাপ ফেরি-আয়োডাইড :- এরূপ অবস্থায় কডলিভার সহ সিরাপ ফেরি-আয়োডাইড সেবন করিতে দিনে উপকার পাওয়া যায়।

(২) এক্স-রে দ্বারা চিকিৎসা :- এক্স-রে আলোকে থাইমাস বিশীর্ণ হইয়া যায়; এজন্য থাইমাস অত্যন্ত বড় হইলে রোগীর কণ্ঠ

ও বক্ষঃস্থলের উপর এক্স-রে রশ্মি প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি থাইমাস বড় হইয়াছে কি না; তদসম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়া, কখনও এইরূপে কোন শিশুকে এক্স-রে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। কারণ, সূক্ষ্ম শিশুকে এক্স-রে প্রয়োগ করিলে থাইমাস নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে।

থাইমাসের বিবৃদ্ধিতে এক্স-রে চিকিৎসাকালেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য। একবারে কখনও $2\frac{1}{2}$ H ইউনিটের অধিক মাত্রায় এক্স-রে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। এক্স-রে রশ্মি দেহের উপর কেলিবার পূর্বে দুই মিলিমিটার এলুমিনিয়াম ফিল্টারের মধ্য দিয়া উচা•লইয়া যাওয়া উচিত; তাহা হইলে এক্স-রের উগ্রতা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে, এবং কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিবে না।

(২) থাইমাসের অন্তঃস্রবীরসের অল্পতা (Hypo-thymea) :- সূক্ষ্ম লোকের যৌবন সমাগমে থাইমাস স্বভাবতঃই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, যৌবনের পর আর ইহার কোন প্রয়োজনই থাকে না। থাইমাসের প্রয়োজন—শৈশব ও বাল্যে। কিন্তু এসময় যদি দেহ প্রয়োজনমত থাইমাসের অন্তঃস্রব না পায়, তাহা হইলে রোগ হইতে পারে।

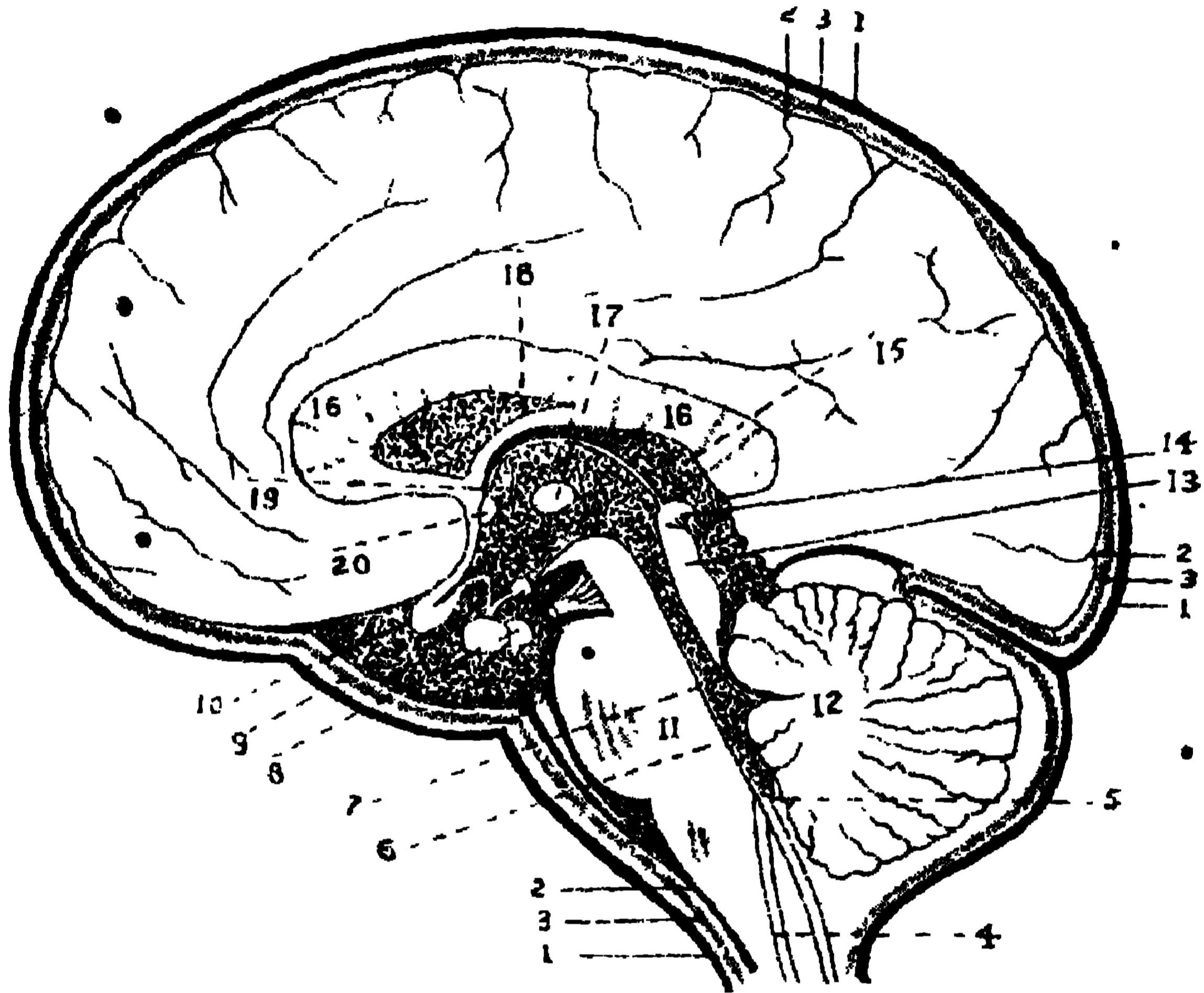
লক্ষণ :- শৈশবে বা বাল্যাবস্থায়ই যদি কাহারও থাইমাস অকালে অকস্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে প্রথমতঃ ক্যালশিয়াম পরিপাকের ব্যাধাত হওয়ায়, অস্থিগঠন সূচ্যরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহার ফলে, রোগীর দেহের বৃদ্ধির ব্যাধাত হইতে পারে।

তারপর, থাইমাসের রসাল্পতা হেতু শিশুকালে জননেন্দ্রিয় অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়। কারণ, থাইমাস গ্রন্থির ক্রিয়া ফলে জননেন্দ্রিয়ের অতি বর্দ্ধন দমিত থাকে, সুতরাং থাইমাস অকস্মণ্য হইয়া

পড়িলে জননযন্ত্রগুলিকে দমনে রাখিবে কে? এই কারণেই থাইমাসের রসান্নতার ফলে শিশু বা বালকের দেহে অকালে যৌবনের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে—শিশু, যুবকে পরিণত হয়। বয়সের তুলনায় তাহার জননেক্রিয় আকারে বড় হইয়া যায়। (৩৭শ চিত্র দ্রষ্টব্য)

চিকিৎসা ৪—থাইমাসের অন্তর্মুখী রসের অল্পতা ঘটিলে থাইমাস দ্বারা চিকিৎসা করিলে সুফল হইতে পারে।

৩৮শ চিত্র—পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland



(২৮২ পৃষ্ঠা)

[মস্তিষ্কের ও মাস্তিক্কেয় বিাল্লী-সমূহের পার্শ্ব প্রতিকৃতি]

চিত্র পরিচয় :--

১৩—এটিরিথর কর্পোবা কোয়ার্ডিজেনা ;

১৪—পিনিয়াল গ্রন্থি ।

অপ্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহ স্থানের পরিচয় প্রদত্ত হইল না ।

পিনিয়াল্ গ্রন্থি—The Pineal Gland.

অবস্থান :—মস্তিষ্কের তলদেশে পিট্যুইটারি গ্রন্থি লুক্কায়িত থাকে, ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। মস্তিষ্কের ভিতর আর একটি অন্তঃরসস্রাবী গ্রন্থি আছে—সেটি “পিনিয়াল্ গ্রন্থি”। মস্তিষ্কের মধ্যে—এন্ট্রিয়ার কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনার উপরে ইহা অবস্থিত। (ক—চিত্র এবং ৩৮শ চিত্রস্থ “১৪” চিত্রিত ক্ষুদ্রতম গ্রন্থিটি দ্রষ্টব্য)।

আকার :—পিনিয়াল্ গ্রন্থির আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র—ইহার আকার একটি ক্ষুদ্র মটরের অপেক্ষা বড় হইবে না। ইহার আকৃতি কতকটা পাইনগাছের মুকুলের (cone) ঠায়, এজন্য ইহার নাম হইয়াছে—“পিনিয়াল্”।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে পিনিয়ালের মধ্যে অনেকগুলি নল ও থলির (tubes and saccules) মত দেখা যায়। এই সকল থলির ভিতর এক প্রকার পার্শ্বিক লবণ (earthy salts) থাকে; ইহাকে “মস্তিষ্কের বালি” (brain sands) বলে। এতদ্ব্যতীত ঐ থলির মধ্যে কয়েকটি বিশীর্ণ স্নায়ুকোষ (atrophied nerve cells) ও নিউরোগ্লিয়া কোষও (neuroglia cells) দেখা যায়।

প্রয়োগরূপ :—ঔষধরূপে ইহার নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপটি ব্যবহৃত হয়।

(ক) শুষ্ক পিনিয়াল্ গ্রন্থি বা পিনিয়াল্ গ্রন্থি ডেসিক্ (Dried pineal substance for Pineal Gland Desic.) :—অর্ধ গ্রেণ টাটকা পিনিয়াল্ গ্রন্থি হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহাতে ১/১০ গ্রেণ ঔষধ পাওয়া যায়। ইহার মাত্রা—১/২০ হইতে ১/১০ গ্রেণ।

ক্রিয়া :—পিনিয়াল গ্রন্থির ক্রিয়া এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারি নাই। তবে ইহা না থাকিলেও যে, জীবন-যন্ত্র অচল হয় না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, প্রাণীর পিনিয়াল গ্রন্থি উচ্ছেদ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার ফলে তাহার মৃত্যু হয় না।

পিনিয়াল গ্রন্থিতে মধ্যে মধ্যে “আব”—(tumour) হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর পর শবব্যবচ্ছেদের ফলে প্রকৃত রোগ ধরা পড়ে। জীবদশায় যে সকল ব্যক্তির পিনিয়ালে আবেব ফলে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তদসমুদয় পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই গ্রন্থির ক্রিয়া আমরা কিছু জানিতে পারিয়াছি। এই লক্ষণগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে। যথা :—

(১) বাল্যে জননযন্ত্র বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা :—শৈশব ও বাল্যে থাইমাস্ ও পিনিয়াল্, এই উভয় গ্রন্থির ক্রিয়া প্রবল থাকে। পিনিয়াল্ গ্রন্থিও থাইমাসের মত, জননেন্দ্রিয়কে দমন করিয়া রাখে, এবং অকালে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। এ বিষয়ে এই দুই গ্রন্থি একযোগে কার্য্য করে।

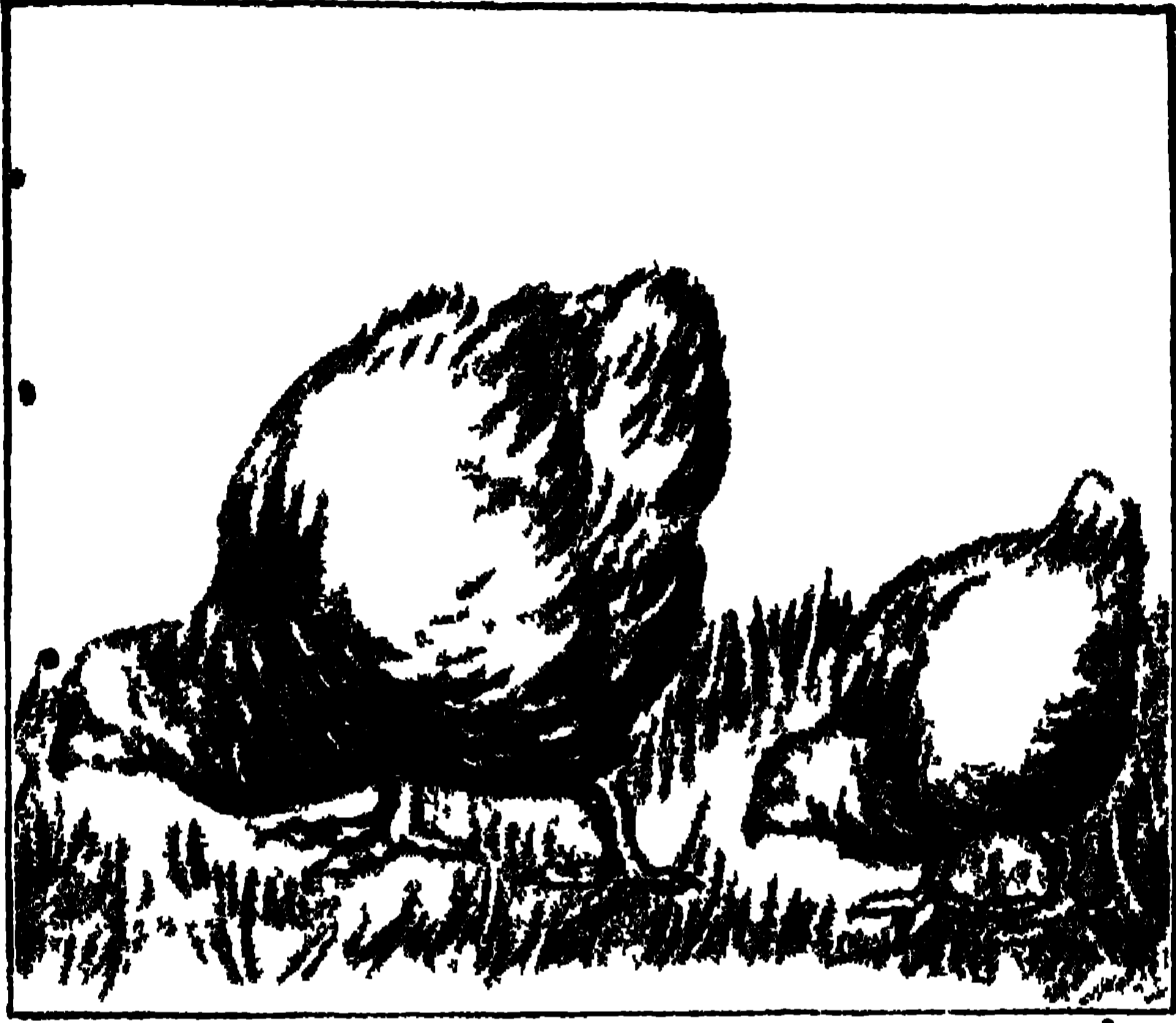
যৌবনের পূর্বে পিনিয়াল্ জননেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া রাখে বলিয়াই, বাল্যে ও কৈশোরে দেহের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির সুযোগপ্রাপ্ত হয়।

যৌবন সমাগমে পিনিয়াল্ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া পড়ে এবং জননেন্দ্রিয়েব উপর ইহার প্রভাব অপসানিত হওয়ায়, জননেন্দ্রিয় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে।

যৌবনের পর থাইমাস্ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পিনিয়াল্ শক্তিহীন হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় না।

(২) সাধারণ পরিপোষণ ও দেহ বৃদ্ধি :—কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে বাল্যে ও শৈশবে মাংসপেশীব গঠনে পিনিয়াল

৩৯শ চিত্র—পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড সেবনের ফল



বাল্যে বা শৈশবে পিনিয়াল গ্রন্থি অসুস্থী বস মাংসপেশীর গঠনে ও মস্তিষ্কের পৰিপোষণে সহায়তা করে। শৈশব ও বাল্যাবস্থায় থাইবয়েড, বা পিচুইটারি গ্রন্থির ক্রিয়াহীনতা বশতঃ দেহের বর্দ্ধনাভাবে পিনিয়াল সাবষ্ট্যান্স সেবন করাহলে নৈহিক পৰিপুষ্টি সাধিত হয়। উপবিস্তৃত ৩৯শ চিত্রস্থ ২টি একই বয়সের মূবগী শাবকের মধ্যে বামদিকের মূবগীটিকে সামান্য মাত্রায় পিনিয়াল সাবষ্ট্যান্স সেবন করিতে দেওয়ায়, ডানদিকের পৰিপুষ্টি ডানদিকের মূবগীটি অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে।

অন্তর্গত রসের প্রভাব বর্তমান। কিন্তু এসময়ে এখনও যথেষ্ট মতবৈধ আছে।

(৩) মস্তিষ্কের পরিবর্তন :—পিনিয়াল গ্রন্থি মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার অন্তর্গত রস মস্তিষ্কে যায়। একজন অনেকে মনে করেন যে, স্নায়ুকোষগুলির পরিপোষণের সহিত হয়ত এই গ্রন্থির রসের কোন সম্বন্ধ আছে। পিনিয়ালের রোগে মানসিক পরিবর্তন হয় বলিয়া মনে হয় যে, এই ধারণা সত্য হইলেও হইতে পারে।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—পিনিয়ালের অন্তর্গত রস মস্তিষ্কের কোষগুলির পুষ্টিসাধনে সহায়তা কবে, এই ধারণায় অনেকে নিরীক্ষা-শিশুদের চিকিৎসায় ইহা ব্যবহার কবেন। কোন শিশুর বয়সের অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত না হইলে, পিনিয়াল গ্রন্থি সেবন করিতে দেওয়া হয়।

পিনিয়াল গ্রন্থিতে অর্কুদ (Pineal tumour)

অনেক সময় পিনিয়াল গ্রন্থিতে অর্কুদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসাদি বধাক্রমে বলা যাইতেছে।

লক্ষণ :—পিনিয়ালে যদি “আব্” (tumour) হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়। যথা :—

(১) আকৃতিগত পরিবর্তন :—যৌবনের পূর্বে যদি কাহারও পিনিয়ালে “আব্” হয়, তাহা হইলে অকালে সেই শিশু বা বালকের দেহে যৌবন দেখা দিবে এবং জননেত্রিয়ের আকার পূর্ণবয়স্কের তুল্য হইবে।

লেবেবুলে (Lereboullette) নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক একটা বালককে দেখিয়াছিলেন। তাহাকে সপ্তাহে দুইবার কামাইতে হইত—নতুবা তাহার গৌফদাড়ি গজাইয়া উঠিত।

(২) মস্তিষ্কের উপর অর্কবুদের চাপ ও তাহার ফল :—
পিনিয়াল গ্রন্থির “আব” বড় হইলেই মস্তিষ্কের উপর চাপ পড়ে। যেখানেই চাপ পড়ুক না কেন, কতকগুলি লক্ষণ সকল ক্ষেত্রেই উপস্থিত হইয়া থাকে—যেমন শিরঃপীড়া, মাথাঘোরা, বমন, আক্ষেপ প্রভৃতি।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। মস্তিষ্কের প্রত্যেক অংশের ক্রিয়া বিভিন্ন। সুতরাং যে অংশের উপর আবেগ চাপ পড়ে, তাহার ক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হওয়ায়, তদনুযায়ী লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা :—

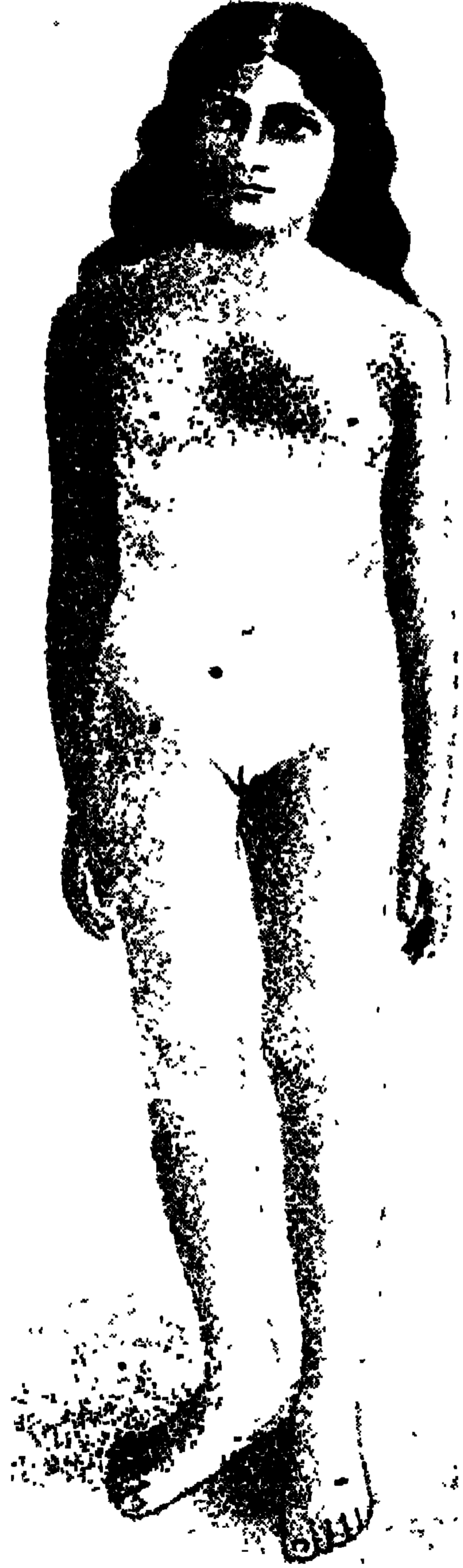
(ক) কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনার (Corpora Quadrigemina) উপর চাপের ফল :—ইহা পিনিয়াল গ্রন্থির অতি সন্নিকটে থাকায়, চাপ প্রথমে ইহার উপরেই পড়ে। এই স্থান হইতে চক্ষের স্নায়ু বাহির হইয়াছে, এজন্য চাপের ফলে রোগীর দৃষ্টিশক্তির গোলযোগ উপস্থিত হয়।

(খ) মস্তিষ্কজাত কয়েকটা স্নায়ুর (Cranial nerves) উপর চাপের ফল :—মস্তিষ্কের কয়েকটা স্নায়ুর উপর চাপ পড়িতে পারে। চতুর্থ মস্তিষ্ক-স্নায়ুর উপর চাপ পড়িলে, এক বা উভয় চক্ষুপল্লবের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে।

মুখের স্নায়ুর (facial nerves) উপর চাপ পড়িলে মুখের পক্ষাঘাত হয়।

(গ) সিল্ভিয়াসের প্রণালীর (aqueduct of Sylvius) উপর চাপের ফল :—সিল্ভিয়াসের প্রণালী নামক মস্তিষ্কমধ্যে যে

৪০শ চিত্র—পিনিয়াল গ্রন্থিতে আব (টিউমার) হওয়ায় :
অকাল যৌবন ।



(২৯১ পৃষ্ঠা)

৪০শ চিত্রস্থ বালিকাটির বয়স ৭ বৎসর । বাল্যে ইহার পিনিয়াল গ্রন্থিতে আব (টিউমার) হওয়ায় এই বয়সেই বালিকাটির দেহে যৌবনের লক্ষণ বিকশিত হইয়াছে ।

প্রণালী আ.ছ, তাহার ভিতর দিয়া স্নায়ুরস (cerebro-spinal fluid) বাতায়িত করে। পিনিয়ালের আবের চাপে যদি এই প্রণালী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে স্নায়ুরস বাহির হইতে না পারিয়া মস্তিষ্কমধ্যে জমিতে থাকে এবং তাহার ফলে মস্তিষ্ক বৃহদাকার ধারণ করে।

(ঘ) সেরিবেলামের (Cerebellum) উপর চাপের ফল :—সেরিবেলামের উপরে ও চাপ পড়া সম্ভব।

চিকিৎসা :—পিনিয়ালের আবের কোন চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়। ইহা এমন স্থানে অবস্থিত—যেখানে অস্ত্রচিকিৎসা চলে না। সম্প্রতি রেডিয়াম দ্বারা চিকিৎসায় নাকি ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

রোগের শেষ অবস্থায় যখন “আব” বড় হয়, পিনিয়াল গ্রন্থি তখন একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার অন্তর্স্থরসের অভাব হয়। একপক্ষেত্রে ঔষধরূপে পিনিয়াল প্রয়োগ করা বাইতে পারে।

শিরঃপীড়া সাময়িক উপশমের জন্ত সেফাল্পিরিন, মাইগ্রেনোল, ভেরোনাল্ প্রভৃতি বেদনানাশক ও নিদ্রাকারক ঔষধ ব্যবহার ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

টনসিল—The Tonsil.

মুখের ভিতর—আলজিহ্বার উভয় পাশে গলনদীর দ্বাররক্ষকের স্থায় দুইটি টনসিল আছে।

টনসিল্‌ যে কেন থাকে, তাহা আমরা এখনও জানি না। তবে শৈশবে টনসিলের বোগ হইলে দেহের আকৃতির যে পরিবর্তন হয়, তাহা হইতে মনে হয় যে, দেহের কোন প্রয়োজনীয় কার্য সাধনের ক্ষমতা ইহাব প্রয়োজন আছে। টনসিলের কোন অস্তমুখীরসও অতীবদিকি আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু ইহার যে একটি বিশেষ অস্তমুখীরস আছে; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ক্রিয়াকলাপঃ—পূর্বেই বলিয়াছি যে, টনসিলের ক্রিয়া যে কি; তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। এসম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। আমরা নিম্নে এইরূপ দুইটি মত সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন যে, টনসিলের অস্তমুখীরস শর্করা পবিপাকের (Glycolytic action) সহায়তা করে। তরুণ টনসিল প্রদাহে (acute tonsillitis) তাঁহারা নাকি প্রস্রাবে শর্করা বাহির হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু আমি এরূপ অনেক ক্ষেত্রে মূত্রপরীক্ষা করিয়া শর্করার লেশমাত্রও পাই নাই। আমার পরামর্শমত যে সকল শিশুর টনসিল কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদেরও প্রস্রাবে শর্করা দেখা দেয় নাই।

টনসিল প্রয়োগে মূত্রবৃদ্ধি হয়, এরূপ মতও শুনা যায়। কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

মোটের উপর টনসিল্‌ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড় অল্প।

টনসিল বৃদ্ধির লক্ষণ ১—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনেক সময় টনসিল বড় হয়। এই বোগ পুৰাতন হইলে শিশুকে দেখে নানারূপ পরিবর্তন হইতে দেখা যায়।

টনসিল বড় হওয়ায় খাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয় এবং তাহার ফলে শিশু মুখ বুঝিয়া ঘুমাইতে পাবে না ও ঘুমাটবার সময় নাক ডাকে। ইহাদের মুখের ভিতরের অস্থির গঠনপ্রণালী পরিবর্তিত এবং সম্মুখের দাঁত দুইটা উচ্চ হয়। দূর হইতে দেখিলেই এরূপ শিশু ধরা যায়। এই যে লক্ষণগুলি—এগুলি কিন্তু দৈহিক ক্রিয়াব ব্যতিক্রম (mechanical) মাত্র; ইহাদের সহিত কোন অন্তর্মুখীরসের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরূপ শিশুকে মাংসপেশী ধম্বলে হয়; মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষমিয়া যায়। বক্ষঃপরীক্ষা করিলে দেখা যায়—শ্বেত কণিকাব (leucocytes) সংখ্যাবৃদ্ধি ও এককেন্দ্রবিশিষ্ট শ্বেতকণিকা গুলিব (lymphocytes) সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। এই পরিবর্তনগুলিকে কখনই টনসিলের আকার বৃদ্ধির ফল (অর্থাৎ mechanical) বলা যায় না। সম্ভবতঃ রুগ্ন টনসিলের বিকৃত অন্তর্মুখীরস নিঃসরণের ফলে এই পরিবর্তনগুলি উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা ১—শিশুকে টনসিল রুগ্ন ও অকর্মণ্য হইলে উহা কাটিয়া বাদ দেওয়াই ভাল। শেষবে যাদ একপে টনসিল উচ্ছেদ করা হয়, তাহা হইলে শিশুকে কিছুদিন খবিয়া প্রত্যহ ঔষধরূপে টনসিল সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য। ইহার পূর্ণমাত্রা ৫ গ্রেণ! শিশুদ্বয়কে ১ গ্রেণ হইতে ২ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া কর্তব্য।

মূত্রগ্রন্থি – The Kidneys.

(২৩শ চিত্রস্থ “B” চিত্রিত গ্রন্থিঘর দ্রষ্টব্য)



মূত্রগ্রন্থির সংস্কৃত নাম—বৃক্ক ; কিন্তু আমরা ইহাকে “মূত্রগ্রন্থি” বলিব।

মূত্রগ্রন্থি হইতে মূত্র নিঃসৃত হয়, ইহা সকলেই জানেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হইতে এক প্রকার অস্তুমুখীরসও নিঃসৃত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন সেকার্ড (Brown Sequard) কতকগুলি জস্তুর মূত্রগ্রন্থি বাদ দিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহীদের দেহ বিষাক্ত হইয়া উঠে (uraemia) এবং মৃত্যু হয়। ইহা হইতে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, মূত্রগ্রন্থির অভাববশতঃ শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইতে না পারায় এরূপ হয়। মূত্রগ্রন্থি কতকটা দেহের ড্রেনের (drains) কার্য্য করে। কোন বাড়ীর ড্রেন যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহার ফল কি হইবে, সহজেই তাহা অনুমেয়।

• মূত্রগ্রন্থি-সার (Kidney extract) ইঞ্জেক্সন দিলে রক্তচাপ (blood pressure) বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু এই ক্রিয়া সম্ভবতঃ মূত্রগ্রন্থির নহে। মূত্রগ্রন্থির ঠিক উপরেই সুপ্রারেণাল গ্রন্থি অবস্থিত এবং ইহার অস্তুমুখীরস—“এড্রিনালিন্” প্রায়ই মূত্রগ্রন্থি মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব মূত্রগ্রন্থি-সার ইঞ্জেক্সনে যে, সময় সময় রক্তচাপ বর্দ্ধিত হয়, তাহা সম্ভবতঃ এই এড্রিনালিনের ক্রিয়ার ফল।

প্রয়োগরূপ ৪—ঔষধরূপে ইহার নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়।

(১) টাট্কা কিডনি (Fresh kidney substance) :—সঞ্ছানিহত ভেড়ার টাট্কা মূত্রগ্রন্থি আনিয়া, প্রথমতঃ

উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ধুইয়া লওয়া হয়—বাহাতে মূত্রগ্রন্থিস্থিত মূত্র সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইতে পারে। তারপর, এই খণ্ডগুলি হামানদিহার ১২ আউন্স জলের সহিত পেষণ করতঃ, উহাতে অর্ধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিতে হইবে। অতঃপর ইহা চারিঘণ্টা একটি পরিষ্কার পাত্রে শীতল স্থানে রাখিয়া, কেবল উপরের জলীয় অংশটুকু লইয়া ব্যবহার করা হয়।

মূত্রগ্রন্থির এই সার সত্ত্ব প্রস্তুত করিয়া ঝালের সহিত প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

স্মৃষ্টি জিনিষ কখনও ব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

• (২) কিডনি ডেসিক্কেটেড (Kidney desiccated) :—

ইহার মাত্রা ৫ গ্রেণ মাত্র।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—নিম্নলিখিত পীড়াসমূহে ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার হয়।

মূত্রগ্রন্থির পীড়া :—কোন কারণে মূত্রগ্রন্থি রুগ্ন ও অকর্মণ্য হইলে, কিডনি সাবষ্ট্যান্স ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হয়। পুরাতন মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ, ইউরিমিয়া, মূত্ররোধ, দানাদার মূত্রগ্রন্থি (granular kidney) প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া দেখা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার পাওয়া যায় নাই।

প্রস্টেট বা পৌরুষ গ্রন্থি

Prostate gland.

(৪১শ চিত্রস্থ "২" চিহ্নিত গ্রন্থিগণের দ্রষ্টব্য)

অবস্থান :—প্রস্টেট গ্রন্থি, বহিঃগহ্বরের মধ্যে—মূত্রাধারের নিম্নে ও সম্মুখে অবস্থিত। ইহা মূত্রনদীর মূলদেশ বেঁটন করিয়া অবস্থান করে।

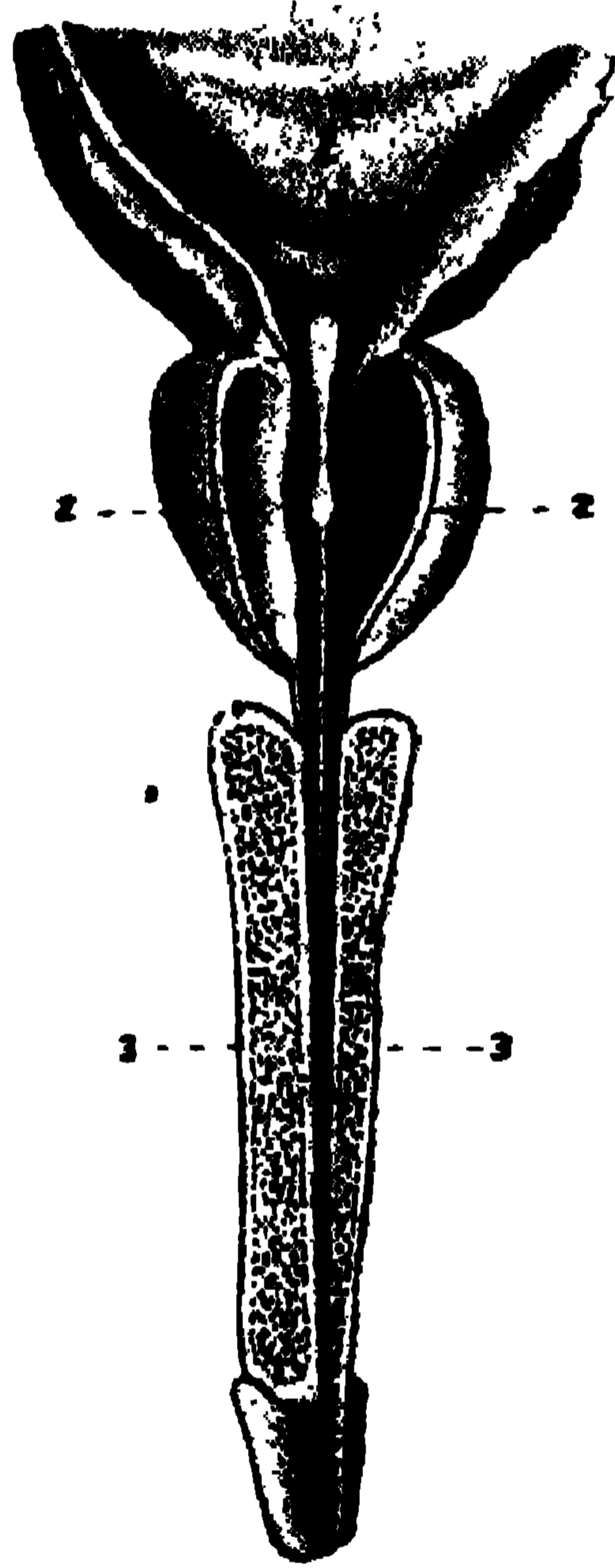
আকৃতি :—প্রস্টেটের আকার কতকটা বাদামের মত। স্থূলবিশেষে এই আকৃতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। চূড়া (এপেক্স) হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত (বেস) ইহা দৈর্ঘ্য প্রায় ১½ ইঞ্চি; চওড়া ইহাপেক্ষা কিছু প্রশস্ত, কিন্তু স্থূলতা কম। ইহার সম্মুখ অংশ—অগ্রাংশ অংশ অপেক্ষা ছোট, পার্শ্বদেশ গোল এবং পশ্চাদংশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও চেপ্টা। প্রস্টেটের তলদেশ মূত্রাধারের গ্রীবার সহিত দৃঢ় সংলগ্ন।

ক্রিয়া :—প্রত্যেক পুরুষেরই প্রস্টেট গ্রন্থি থাকে। কিন্তু ইহা যেরূপে দেহের কোন উপকারে আসে, তাহা আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা হইতেও কোন অস্ত্রমুখারস নিঃসৃত হয় এবং স্নায়ুগুলীর উপর এই রসের প্রভাব আছে। যে সকল রোগীর মানসিক গোলযোগ থাকে, তাহাদের প্রায়ই প্রস্টেট বড় দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, এই ধারণার মধ্যে কোন সত্য থাকা একান্ত অসম্ভব নয়।

অন্যান্য গ্রন্থির সহিত প্রস্টেট গ্রন্থির সম্বন্ধ :—প্রস্টেট গ্রন্থির সহিত নিম্নলিখিত ২টা গ্রন্থির সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৪১ চিত্র--প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland),



(২৯৮ পৃষ্ঠা)

চিত্র-পরিচয় :—

1—মূত্রাধার (Bladder)।

2—প্রোস্টেট গ্রন্থি, ইহা মূত্র-প্রণালীর মূলদেশ বেটন করিয়া

• অবস্থিত।

(১) অণ্ডগ্রন্থি (testis) :—কোন লোকের অণ্ডগ্রন্থি উচ্ছেদ করার পর হইতে তাহার প্রস্টেট্ বিশীর্ণ হইতে দেখা যায়। অতএব ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ অণ্ডগ্রন্থির অন্তঃস্থরসের উপর প্রস্টেটের ক্রিয়া নির্ভর করে।

(২) পিটুইটারি :—পিটুইটারি গ্রন্থির অন্তঃরসাতাব হইলে প্রায়ই প্রস্টেট্ বিশীর্ণ হইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রস্টেটের বৃদ্ধির জন্য পিটুইটারি অন্তঃস্থরসের প্রয়োজন।

প্রস্টেট্‌গরুপ :—ঔষধরূপে ইহার নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয় :

প্রস্টেট্ ডেসিক্‌টেড্ (Prostate desiccated or dried prostatic substance) :—ইহার মাত্রা ১ হইতে ৩ গ্রেণ। আহারের পর সেব্য।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—নিম্নলিখিত স্থলে এই গ্রন্থি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা :—

(১) প্রস্টেট্ গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি (Enlargement of the prostate) :—প্রস্টেট্‌গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি হইলে, উহা অকর্মণ্য হইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উহার অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে কেহ কেহ প্রস্টেট্ সেবনের ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু তাহাতে উপকার বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না।

(২) মানসিক ও স্নায়বিক রোগের সহিত প্রস্টেট্ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি :—যদি মানসিক ও স্নায়বিক রোগের সহিত প্রস্টেট্ বৃদ্ধিত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলেও প্রস্টেট্ সেবন করিতে দেওয়া

হয়। প্রেস্টেট ও অণুগ্রন্থির সহিত সম্বন্ধ থাকায়, এই দুইটা গ্রন্থি একত্রে ব্যবহার করা হয়। ইহার সহিত আয়ুপোষক গ্লিসিরোফস্ফেট্‌ মিলে ফল আরও সন্তোষজনক হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিতরূপে ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

Re.

প্রেস্টেট্‌ ডেসিকেটেড ... ২ গ্রেণ।

অর্কিক্‌ ... ১ গ্রেণ।

ক্যালসিয়াম্‌ গ্লিসিরোফস্ফেট্‌ ... ২ গ্রেণ।

একত্র একমাত্রা। ক্যাপ্সুলে ভরিয়া প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

হিমোগ্লোবিন্—Hæmoglobin'.

—:~:—

বাঙ্গালা দেশের জীলোকদের একটা ধারণা আছে যে, ছন্ধ পান করিলে স্তনছন্ধ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ মাংস ভোজনে দেহে মাংসবৃদ্ধি ও রক্তপানে রক্ত বৃদ্ধি প্রভৃতি ধারণা, প্রাচীন যুগ হইতে মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

রক্তে রক্ত বাড়ে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেক স্ত্রীহীন মাছ-মাংস রন্ধনকালে তাহার রক্ত ফেলিয়া দিতে চাহেন না। অধুনা চিকিৎসকস্বৰ্গা যে হিমোগ্লোবিনের সিরাপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাও রক্ত হইতে প্রস্তুত। ইহা রক্তের বর্ণদ অংশ ; ইহাতে রক্তমধ্যস্থ লৌহ থাকে বলিয়া ইহার আদর এত বেশী। হিমোগ্লোবিনের কোন অস্তমুখী রস সম্ভবতঃ নাই ; তথাপি এই ঔষধটা প্রাণীজ ও আজকাল ইহার অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে বলিয়া, আমরা এস্থলে ইহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

প্রস্তুত-প্রণালী :—যে সকল বিলাতী হিমোগ্লোবিন, সিরাপ বা অন্য আকারে বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা সাধারণতঃ গো বা শূকরের রক্ত হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এজন্য অনেক রোগী ইহা ব্যবহার করিতে চাহেন না। সম্প্রতি এদেশেও হিমোগ্লোবিনের বিবিধ প্রয়োগরূপ প্রস্তুত হইতেছে ; ইহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল লেবরেটরি কর্তৃক প্রস্তুত সিরাপ হিমোজেনলে ভেড়ার রক্ত ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই সিরাপ হিমোজেনল ব্যবহারে এদেশের হিন্দু বা মুসলমানের কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

সেবন-বিধি :—সিরাপ হিমোজেনল আহারের অব্যবহিত পরেই সেবন করা উচিত। সেবনকালে ইহার সহিত ইচ্ছামত অন্য জল,

ঈষদ্রুক্ষ দুধ, লেমনেড বা সোডা ওয়াটার মিশ্রিত করা যায়। গরম চা বা মদের সহিত কখনো এই ঔষধ সেবন করা কর্তব্য নহে।

মাত্রা :—পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে সিরাপ হিমোগেনলের মাত্রা—
২ হইতে ৪ চা চামচ ; দৈনিক দুইবার সেব্য। বার বৎসরের অনধিক
বয়স্ক বোগীকে ১/২ হইতে ১ চা চামচ মাত্রায় দৈনিক দুইবার প্রযোজ্য।

ক্রিয়া :—হিমোগ্লোবিন শরীরস্থ হইয়া নিম্নলিখিত ক্রিয়া প্রকাশ
কবে। যথা :—

(১) নূতন রক্তকণিকা গঠন ও রক্তে হিমোগ্লোবিনের
অভাব পূরণ :—হিমোগ্লোবিন রক্তের প্রধান উপাদান। রক্তহীনতায়
রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাব হইলে ইহা প্রয়োগে সেই অভাব পূর্ণ হয়।
হিমোগ্লোবিনের মধ্যে লৌহ ঋকায়ও ইহা নূতন রক্তকণিকা গঠনে
সাহায্য করে।

(২) বিষনাশক শক্তি (antitoxic function) :—রক্তে
বিষনাশক শক্তি আছে এবং এই শক্তি হিমোগ্লোবিন অংশেই বিদ্যমান
থাকে। কোন রোগ-জীবাণু যখন দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষ (toxin)
উৎপাদন করিতে থাকে, তখন হিমোগ্লোবিনের এই শক্তিদ্বারা ঐ বিষ
নষ্ট হইয়া থাকে।

ঔষধরূপে ব্যবহার :—হিমোগ্লোবিন নিম্নলিখিত
পীড়াগুলিতে ফলপ্রদরূপে ব্যবহৃত হয়।

(১) রক্তহীনতায় (anaemia) :—লৌহঘটিত ঔষধমাত্রই
রক্তহীনতায় উপকারী ; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ছুপ্পাচ্য বলিয়া সকল রোগী
সহ্য করিতে পারে না। হিমোগ্লোবিনের মধ্যে যে লৌহ আছে, তাহা
কিন্তু ছুপ্পাচ্য নহে। ইহা পাকস্থলীতে গিয়া কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত
করে না।

পার্নিশাস্ এনিমিয়া (pernicious anæmia) ও ক্লোরোসিস্ (chlorosis)—এই রোগ দুইটীতে রক্তহীনতা যে কেন হয় ; তাহা অস্বাভি ঠিক জানা যায় নাই । ইহার মধ্যে পার্নিশাস্ এনিমিয়া কঠিন রোগ । ইহাতে লৌহঘটিত ঔষধ সেবনে কোন উপকার হয় না ; কিন্তু ইহাতে হিমোগ্লোবিন্ ব্যবহারে অধিকতর ফল পাওয়া যায় । আমি পার্নিশাস্ এনিমিয়া রোগে ইহা নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক উপকার পাইয়াছি । বথা :—

প্রাতে জলযোগের পর—অর্ধ আউন্স সিরাপ হিমোজেনল্ অল্প গরম ছুধের সহিত সেব্য ।

মধ্যাহ্নভোজনের পর—নিম্নলিখিত মিক্চার সেব্য ।

Re.

লাইমো পেপেন	১/২ ড্রাম !
টিংচার নক্লভমিকা	৩ মিনিম !
একোয়া ক্লোরোকর্ম	মোট ১ আউন্স

একত্র একমাত্রা । প্রত্যহ আহারের পর সেব্য ।

সন্ধ্যাকালে আহারের পর নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থায় । বথা—

Re.

লাইকর আসে নিকেলিস্	৫ মিনিম !
জল	মোট ১ আউন্স

একত্র একমাত্রা । আহারের পর সেব্য ।

অন্য কারণে রক্তহীনতা হইলেও (secondary anæmia) সিরাপ হিমোজেনল ব্যবহারে অধিক উপকার পাওয়া যায় ।

(ক) রক্তস্রাবের ফলে রক্তহীনতা :—রক্তস্রাবের ফলে রক্তহীনতা হইয়া রোগী যদি দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে অবস্থায়

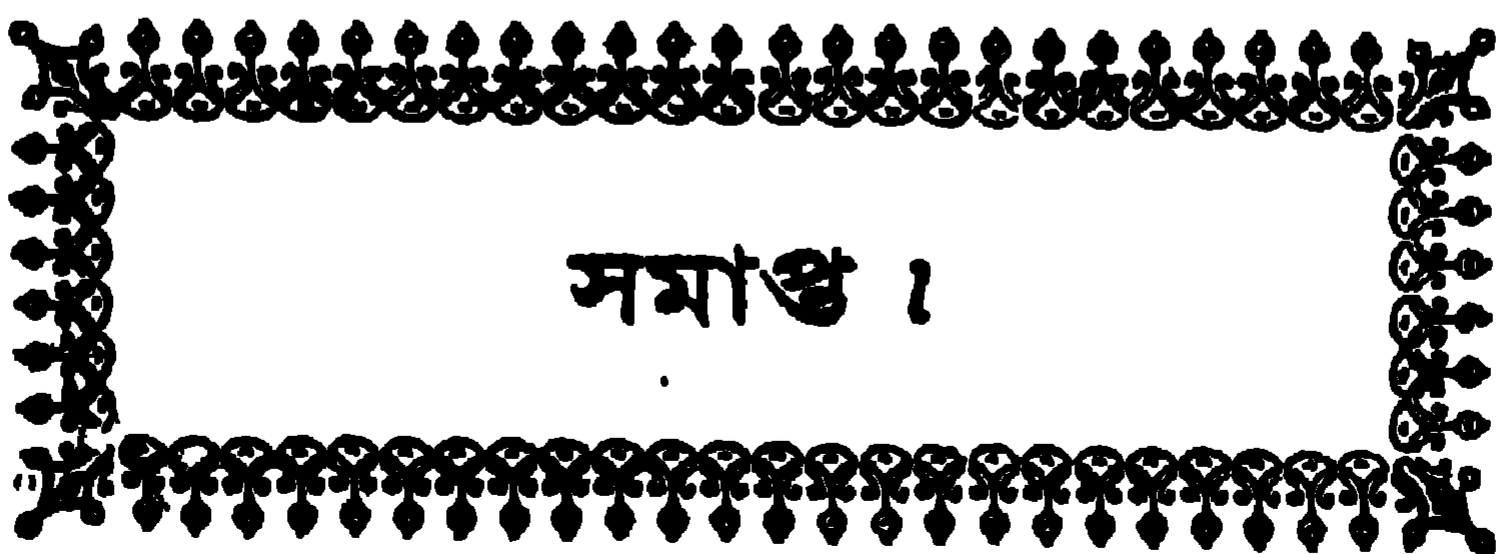
সিরাপ হিমোজেনলের ত্রায় ফলপ্রদ ঔষধ খুব কম আছে। এজন্য আঘাত বা অস্ত্রোপচারের ফলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি রোগে আপনা হইতে দেহের চারিদিকে রক্তপাত হইতে থাকে; যেমন—হিমোফিলিয়া (রক্তস্রাবপ্রবণ ব্যাধি)। ইহাতেও হিমোজেনল উপকারী। এতব্যতীত যে সকল রোগে রক্তস্রাব হয়, যেমন—স্ত্রীলোকদের অতিরিক্ত: (menorrhagia), এবং যক্ষ্মারোগে রক্তোৎকাশ (hæmatemesis) এবং রক্তবমন (hæmoptysis), রক্তভেদ (melæna) প্রভৃতিতেও ইহা অত্যন্ত উপকারী।

(খ) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বা ডিম্পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি রোগের ফলে, খাদ্য পরিপাক শক্তি না থাকায়, যেখানে রোগী রক্তহীন হইয়া পড়ে, সেখানেও পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাদ্য ও হিমোগ্লোবিন ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। ...

(গ) প্রসবের পর বা সন্তানকে স্তন্যদানকালে জননীর রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে হিমোগ্লোবিন সেবনে উপকার হয়।

(ঘ) যে কোন রোগের ফলে রক্তহীনতা হইলেও হিমোগ্লোবিন উপকারী। এজন্য কালাজর, পুরাতন ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে রক্তবৃদ্ধির জন্ত ইহা ব্যবহৃত হয়। টাইফয়েডের পরও ইহা ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ...

(২) শারীরিক দৌর্বল্যে, পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে হিমোগ্লোবিন প্রয়োগ করা যায়।



সমাপ্ত !

১শে চিত্র—এক্রোমেগালি রোগীর মুখাকৃতির
পরিবর্তন

Facial Changes due to Acromegaly.



ক

খ

গ

পরিচয় :—উপরিস্থ ওটা নৃপাকৃতি একই ব্যক্তির। পঁড়ুর বিভিন্ন অবস্থার এই
 ব্যক্তির মুখাকৃতি নিম্নলিখিত তরুণে পরিবর্তিত হইয়াছিল। যথা—
 “ক” — ১৩ বৎসর বয়সের সময়—পঁড়ু। আক্রান্তের পক্ষে রোগীর নৃপাকৃতি।
 “খ” — ২৬ বৎসর বয়সের সময়—পঁড়ু ও ইহাবাছিক, সেই সময়ের মুখাকৃতি।
 “গ” — ৬০ বৎসর বয়সে—পঁড়ু ও বহুতরুণের মুখাকৃতি।

২৬শ চিত্র—পিটুইটারি গ্রন্থির রসাধিক্যজনিত
দেহের অস্থির অতিবৃদ্ধি



(১১৭ পৃষ্ঠা)

গ্রহি-রসতত্ত্ব বা এণ্ডোক্রিনোলজি

সাধারণ সূচীপত্র
(বাঙ্গলা বর্ণমালানুক্রমিক)



অ

বিষয়—			পত্রাঙ্ক
অকস্মণ্য থাইরয়েড	• ৫৭
অতিকায় রোগ (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	• ১১৪
অণ্ডগ্রন্থি (টেস্টিস)	১৮৬
অন্তমুখী রস	•
অন্তঃরসের অভাব	• ১২৪
অন্তঃরসের অভাবজনিত পীড়া	•
” প্রমাণ	• ১৮৬
ঔষধরূপে ব্যবহার	• ১২২
উন্মাদ রোগে	• ১২৪
ধ্বজভঙ্গ রোগে	• ১২২
পুরুষত্বহানী রোগে	•
স্বায়বীয় দৌর্বল্যে	• ১২৩

অ

বিষয়—			পত্রাঙ্ক
অণুগ্রন্থি (টেস্টিস)	১৮-৬
ক্রিয়া	১৯১
ক্যালসিয়াম পরিপোষণ	"
জননেদ্রিয়ের বৃদ্ধি	"
সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ	"
পিটুইটারির সঙ্গে সম্বন্ধ	"
প্রয়োগরূপ	১৮৮
অর্কাইটেসি সেরোনো	"
অর্কিক ডেসিক	"
টেস্টোভিরিডিন	১৯০
বৈধানিক তত্ত্ব	১৮৬
অস্থিমূখী রস	৪
অস্তিত্বের প্রমাণ	১৩
আবিষ্কারের ইতিহাস	৮
প্রাচীন যুগে	"
বৈজ্ঞানিক যুগে	১০
ঔষধের সহিত সম্বন্ধ	২৬
ক্রিয়ানুসারে শ্রেণীবিভাগ	২৭
বহিমূখী রসের সহিত পার্থক্য	১৯, ২৩, ২৪
ভিটামিনের সঙ্গে সম্বন্ধ	" ২৫
আয়বীর শক্তির সঙ্গে পার্থক্য	" ২৯

বিষয়—	অ			পত্রাঙ্ক
অন্তঃস্রাবী রস	৪
অন্তঃবস চিকিৎসা	৭
অন্তঃরাস্ত্রাবী গ্রন্থি	৪
আবিষ্কারের ইতিহাস	৮
ঔষধরূপে ব্যবহার	৩২
গ্রন্থির ক্রিয়া	১৮
“ “ অনুসারে বিভাগ	২৭
গ্রন্থি সমূহের তালিকা	৫, ৩৬
গ্রন্থির উপর স্নায়বীর উত্তেজনার ফল	২১
জীবনের অবস্থার সহিত সম্বন্ধ	২৯
প্রোঢ়াবস্থায়	৩০
বার্দ্ধক্যে	৩
যৌবনে	৩
যৌবনের প্রারম্ভে	৩
শৈশবে	৩
পাব্ধিক সম্বন্ধ	২৭
প্রয়োগের উদ্দেশ্য	২২
বিভাগ	২৭
ব্যবহার (ঔষধরূপে)	৩২

ই

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

ইনসুলিন	২৩৩, ২৩৫, ২৩৭
অন্তঃস্রাবের সহিত সম্বন্ধ	২৪৭
অপব্যবহারে অজ্ঞানতা	২৬০
অভাবের ফল	২৪৭
বহুমূত্রে (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	২৪৯
আবিষ্কারের ইতিহাস	২৩৭
ইঞ্জেকসন-প্রণালী	২৪৬
কার্যকরী শক্তি পরীক্ষা	২৪০
ক্রিয়া	২৪৫
নামাস্তর	২৪১
প্রয়োগরূপ	২৪২
এম্পুল	"
ট্যাবলেট	"
প্রয়োগকাল	২৪৬
প্রয়োগ প্রণালী	২৪৩, ২৫৩, ২৫৪
বহুমূত্ররোগে	২৫০, ২৫২, ২৫৪
প্রয়োগকালীন মূত্রপরীক্ষা	২৫৬
প্রয়োগের পূর্বে কর্তব্য	২৫৩
প্রকৃতি	২৪১
প্রস্তুত প্রণালী	২৩৯

ই

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

ইন্সুলিন	২৩৩, ২৩৫, ২৩৭
ব্যবহার	২৫০
বহুমূত্র রোগে	"
ব্যবহারে সতর্কতা	২৬০, ২৬৩
মাত্রা	২৪৪
অবস্থানুসারে মাত্রা	"
স্বরূপ	২৪১

এ

একোমেগালি (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	১১৪, ১১৯
এক্সফ্‌থ্যালমিক গয়টার (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৮৪
এন্টিরিয়র পিটুইটারি	১১২
এডিসন্স ডিজিজ (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	১৭৯
এড্রিনাল গ্রন্থি (সুপ্রাৱেনাল গ্রন্থি)	২১, ১৪০
অন্তঃরস	১৪২
অন্তঃরসের অল্পতা	১৬৭
কারণ নির্ণয়	"
চিকিৎসা	১৭১
নির্ণায়ক পরীক্ষা	১৭০
লক্ষণ	১৬৯
অবস্থান	১৪০

এ

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

এড্রিনাল গ্রন্থি (সুপ্রাটরেনাল গ্রন্থি) ...	২১,১৪০
অংশ	১৪১
কর্টেক্স	"
মজ্জা	"
মজ্জা ও এড্রিনালিন	১৪২
আকার	১৪০
শরীর-তত্ত্ব	"
এড্রিনালিন	১৪২
অন্যান্য ঔষধ সহ প্রয়োগে সতর্কতা	১৪৪
অন্যান্য গ্রন্থিবসেব সহিত সম্বন্ধ	১৫৪
ক্রিয়া	১৫০
ধমনীর উপর ক্রিয়া	"
পরিপোষক ক্রিয়া	১৫৪
বিষক্রিয়া	১৬৬
স্নায়ুর উপর ক্রিয়া	১৫২
স্বদৃপিত্তের উপর ক্রিয়া	১৫০ — ১৫২
ঐ রোগীর বিবরণ	১৫১
পরীক্ষা-প্রণালী	১৪৩
পিটুইট্রিনের সহিত সম্বন্ধ	১৫৪
ক্রিয়ার সঙ্গে পার্থক্য	১৫৫

এ			
বিষয়—			পত্রাক
এড্রিনালিন	১৪২
প্রয়োগ বিধি	১৪৮
, অধঃস্থায়িক ইঞ্জেকসন...	”
জিহ্বানিয়ে প্রয়োগ	”
পেশীমধ্যে	”	...	১৪৯
, মলদ্বারপথে	”	...	১৪৮
শিরামধ্যে	”	...	১৪৯
” প্রয়োগ-নির্দেশ...	”
” প্রয়োগে সতর্কতা	”
সেবনরূপে প্রয়োগ	১৪৮
প্রয়োগরূপ	১৪৫
একমল	১৪৮
এড্রিনালিন অয়েন্টমেন্ট	১৪৬, ১৫৮
” এণ্ড কোকেন ট্যাবলেট	১৪৭
” ট্যাবলেট	১৪৫
” নেবুলা	”
” পিটুইটারি সলিউসন	১৪৭
” এণ্ড বেঞ্জামিন ট্যাবলেট	১৪৬
” ল্যামেলি	১৪৫
” সলিউসন	”
” সাপোজিটরি	১৪৬

এ

বিষয়—			পত্রাঙ্ক
এড্রিনালিন	১৪২
প্রয়োগরূপ	১৪৫
এভাটমাইন	১৪৭
লাইকর এড্রিনালিন এণ্ড বোরিকাস	১৪৬
বিভিন্ন নাম	১৪২
ব্যবহার	১৫৬
অর্শ হইতে রক্তস্রাবে...	১৫৮
অস্ত্রোপচারের পূর্বে	১৬০
আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবে	১৫৬
” ” নিষিদ্ধ প্রয়োগ	১৫৭
আমবাতে	১৬৪
আসে নিকের কুফল নিবারণে	”
উত্তেজকরূপে	১৬০
উদরী রোগে	১৬৫
গলাভ্যন্তরের পীড়ায়...	১৫৯
চক্ষুপীড়ায়	”
জরায়বীয় রক্তস্রাবে	১৫৮
নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে	১৫৭
বমনে	১৫৬, ১৬৪
বসন্তরোগে (রক্তস্রাবী)	১৫৬
রক্তবাহ্যে (টাইফয়েড ফিভারে)	”

এ

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
এড্রিনালিন ...	১৪২
ব্যবহার ...	১৫৬
রক্তপ্রস্রাবে ...	১৫৯
খাসকণ্ঠে ...	১৬৩
স্থানিক রক্তপ্রস্রাবে ...	১৫৭
ইপানি ...	১৬১
হিমোফিলিয়া রোগে ...	১৫৬
ভূপিংকশিতে ...	১৬৩
ক্ষত হইতে রক্তপ্রস্রাবে ...	১৫৭
ব্যবহারের সতর্কতা ...	১৬৫
বাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল ...	১৪৩
এণ্ডিরিয়র পিটুইটারি ...	১১২, ১৪৪
অন্তঃরসের প্রকৃতি ...	১১২
অন্তঃরসাধিক্য জনিত পীড়া ...	১১৬
অতিকায় (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য) ...	১২৪
একোমেগেনি (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য) ...	"
অন্তঃরসাধিক্যের ফল ...	১১৫
জননেক্রিয়ের বৃদ্ধি ...	১১৬
দেহের অতি বৃদ্ধি ...	"

		এ	
বিষয়—			পত্রাঙ্ক
এন্টিরিমর পিটুইটারী	...		১১২, ১৪৪
অন্তঃরসাধিকের ফল	...		১১৫
মস্তিষ্কে চাপের ফল	...		১১৭
মুখাকৃতির পরিবর্তন	...		১১৮
মূত্রে শর্করা	...		১১৬
স্নায়ুর উপর চাপের ফল	...		১১৭
অন্তঃরসাল্পতাজনিত পীড়া	...		১২১
চিকিৎসা	...		১২৩
লক্ষণ	...		১২১
প্রয়োগরূপ	...		১১৩
পিটুইটারি ডেসিক	...		"
টেথেলিন	...		১১২

৩

ওভারি (ডিম্বাধার)	২০২
অন্যান্য গ্রন্থির সহিত সম্বন্ধ	২০৭
থাইমাসের সহিত সম্বন্ধ	"
পিটুইটারির " "	"
পিনিয়াল গ্রন্থির " "	২০৮
অন্তঃস্থীরস	২০৫
অন্তঃস্থীরসের অস্তিত্ব	২০৪
" " প্রকারভেদ	২০৫

৩

বিষয়—

পত্রিক

ওভারি (ডিম্বাধার)

... ..

২০২

অস্তুমুখীরসের অল্পতা

... ..

২১০

কারণ

"

চিকিৎসা

২১২

লক্ষণ

২১১

ওভারি উচ্ছেদের ফল

... ..

২০৪

যৌবনের পূর্বে

... ..

"

ঔষধরূপে ব্যবহার

... ..

২০৬

ঋতুবন্ধের পর উপসর্গে

... ..

"

কষ্টরজঃ পীড়ায়

... ..

"

মেদবৃদ্ধি

"

রক্তোহীনতা

"

ওভারির ক্রিয়াধিক্য

... ..

২১৩

কারণ

"

চিকিৎসা

২১৮

প্রয়োগরূপ

২০২

ওভারো কার্টিলিন

... ..

২০৩

" " কেরাসিন

... ..

"

ওক ওভারি

... ..

২০২

বৈধানিক তত্ত্ব

... ..

২০১

ও

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

ওভারি (ডিম্বাধার)	২০১
লক্ষণ	২১৪
অতিরজঃ	"
কামপ্রবৃত্তির অতি বৃদ্ধি	২১৫
কামুক বালিকার বিবরণ	"

ঔ

ঔষধ ও অন্তর্মুখীরসের সম্বন্ধ	২৬
ঔষধরূপে অন্তঃরসশাবী গ্রন্থির ব্যবহার	৩২

ক

কর্পাস লিউটিয়াম	২১৯
অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে সম্বন্ধ	২২২
থাইরয়েডের সঙ্গে সম্বন্ধ	"
প্যাড়াথাইরয়েডের সহিত সম্বন্ধ	২১৩
ঔষধরূপে ব্যবহার	২২৩
অতিরজঃরোগে	"
গর্ভকালে বিবিধ উপসর্গে	"
বন্ধ্যাত্ত	"
রক্তশাবজনিত উপসর্গে	"
ক্রিয়া	২১৯
ঋতুবন্ধ	২২০

		ক	পত্রাঙ্ক
বিষয়—			
কর্পাস লিউটিয়াম	২১৯
ক্রিয়া	২১৯
গর্ভোৎপাদন	২২১
ছগ্নসঞ্চারক	”
বিষনাশক	২২২
স্তনবর্দ্ধক	২২৩
প্রয়োগরূপ	২২৪
কর্পাস লিউটিয়াম ডেসিক	”
কর্পোরা লুটিয়া সলিউবল এক্সট্রাক্ট	”
ব্যবহারে সতর্কতা	২২৪
ক্রোতিনিজম বা জড় বামনত্ব (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)			৭৭
ক্রোম (প্যানক্রিয়াস দ্রষ্টব্য)	২৩৩
		খ	
খাদ্য ও অন্তমুখীরসের সম্বন্ধ	২৫
		গ	
গয়টার (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৮৬
গ্রহিরস	৪
গ্রহিরসের বহির্গমন	৪
গ্রহির অন্তমুখীরস	৪
বহির্মুখীরস	৪

গ			
বিষয়—			পত্রাঙ্ক
গ্রন্থি সমূহ	৫, ৬
অস্থঃরসস্রাবী গ্রন্থি	৪
তালিকা	৫, ৬
নলবিহীন গ্রন্থি	৩
নলযুক্ত গ্রন্থি	৯
গ্রন্থির প্রকার ভেদ	৭
জ			
জড়বামনস্থ (ক্রেটিনিজম দ্রষ্টব্য)	৭৭
জস্থর থাইরয়েড উচ্ছেদের ফল	৭০
ট			
টেট্যানি (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	১০৪
চিকিৎসা	১০৬
ড			
ডিহ্যাথার (ওভারি দ্রষ্টব্য)	২০১
ড্যুওডিনাম	২৬৫
অস্থঃরস	"
" নিষ্ক্রিয়	২৬৬
অস্থঃরসের প্রকৃতি	"
ঔষধরূপে ব্যবহার	২৬৮
অর্জীর্ণরোগে	"
কোষ্ঠকাঠিন্যে	২৬৯
ব্যবহারের উদ্দেশ্য	২৬৮

		ড	
বিষয়—			পত্রাঙ্ক
ড্যাওডিনাম	২৬৫
ক্রিয়া	২৬৫
প্রয়োগরূপ	২৬৬
পালভ ড্যাওডিনেলিস	২৬৭
লাইকর সিক্রিটিন	২৬৬
		ধ	
থাইমাস গ্রন্থি	২৭৭
অন্যান্য গ্রন্থির সহিত সম্বন্ধ		...	২৭৯
অণুগ্রন্থির সহিত সম্বন্ধ	"
ওভারির সহিত সম্বন্ধ	"
থাইরয়েডের সহিত সম্বন্ধ	২৮০
সুপ্রারেনাল " "	"
অন্তঃরসের অল্পতা	২৮৭
চিকিৎসা	...	—	২৮৮
লক্ষণ	২৮৭
অন্তঃরসের আধিক্য	২৮৩
অবস্থান	২৭৭
অংশ	২৭৭
আকার	২৭৭

বিষয়—	থ	পত্রাঙ্ক
থাইমাস গ্রন্থি	...	২৭৭
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২৮১
অস্থিভঙ্গে	...	২৮২
অস্থি রোগ	...	২৮১
থাইরয়েডের অতিক্রিয়া দমনে	...	২৮২
রিকেট পীড়ায়	...	২৮১
সন্ধিবাত	...	২৮২
ক্রিয়া	...	২৭৮
অস্থি গঠনের উপর ক্রিয়া	...	"
জননেন্দ্রিয়ের বর্ধন দমন	...	২৭৯
তৃষিত দ্রব্যনাশক	...	"
স্নায়ুগুণীর উপর ক্রিয়া	...	"
থাইমাসের পীড়া	...	২৮৩, ২৮৬
থাইমাস গ্রন্থি	...	২৭৭
প্রয়োগরূপ	...	২৮০
টাটকা থাইমাস	...	"
থাইমাসের তরলসার	...	২৮১
শুক থাইমাস	...	২৮০
প্রয়োগ-বিধি	...	২৮১
পরিণতি	...	২৭৭

খ

বিষয়—			পত্রাঙ্ক
থাইমাস গ্রন্থি	২৭৭
বিভাগ	”
কর্টেক্স	২৭৮
মজ্জা	২৭৭
গাইরক্লিন	৩৭
থাইরয়েড গ্রন্থি...	২১, ৩৫
অকর্মণ্য থাইরয়েড	৫৭
সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতা		...	৭১
সামান্য ”	৫২, ৬০
” ” রোগীত্ব		...	৬১
” ” লক্ষণ		...	৬০
অকর্মণ্যতার কারণ	৫৮
” প্রকারভেদ	’ ৫২
অন্তঃরস	৩৬
অন্তঃরসের অল্পতা	৬৪
লক্ষণ	’ ৬৫
অন্তঃরসের রাসায়নিক উপাদান	’ ৩৬
” ” সহিত আহারের সম্বন্ধ		...	”
” ” সহিত এড্রিনালিনের সম্বন্ধ		...	’ ৪৮

বিষয়—	থ	পত্রাঙ্ক
থাইরয়েড গ্রন্থি	...	২১, ৩৫
অন্তঃরসাল্পতার সহিত পীড়ার সম্বন্ধ	...	৬৪
গর্ভকালীন বিবাক্ততা	...	৬৪, ৬৯
প্রসবাস্তিক উন্মাদ	...	৬৬, ৬৯
বার্কক্যের রোগ	...	৬৭
বিবিধ চর্মরোগ	...	৬৫, ৬৯
” ” রোগীত্ব	...	৬৫
মাথাধরা	...	৬৪, ৬৮
মেদ বৃদ্ধি	...	৬৭, ৬৯
শয্যামূত্র	...	৬৭
অন্তঃরসের সম্পূর্ণ অভাব	...	৭১
অভাবের ফল	...	৭১
” ফলে ক্রেটিন	...	৭১, ৭৭
” মিক্সিডিয়া	...	৭১, ৭২
অন্তঃরসের আবাধিক্য	...	৮২
” ” চিকিৎসা	...	৯১
” আবাধিক্যের ফল	...	৮৩
” ” সঙ্কণ	...	৮৪
অবস্থিতি	...	৩৫
আকৃতি	...	৩৫
— জীপুরুষ ভেদে	...	৪২

বিষয়—	থ	পত্রাঙ্ক
থাইরয়েড গ্রন্থি	...	২১, ৩৫
'ক্রিয়া	...	৩৭
ক্রিয়াবিকৃতির কারণ	...	৫৮
'খাদ্য বিশেষের উপর ক্রিয়া	...	৩৮
পরিপাকের উপর	...	৩৭
বয়সভেদে	...	৪০
'বিষক্রিয়া	...	৫৫
" জনিত লক্ষণ	...	৫৬
" প্রতিকার	...	"
বিষনাশক ক্রিয়া	...	৩৯
রোগ-প্রতিষেধক ক্রিয়া	...	৩৯
গ্রন্থি উচ্ছেদের ফল	...	৭০
গ্রন্থি-পরীক্ষা	...	৪৩
গ্রন্থি পরীক্ষা-প্রণালী	...	৪৩
গ্রন্থির ক্রিয়া পরীক্ষা	...	৪৪
নিষিদ্ধ প্রয়োগ	...	৫৫
প্রয়োগ-প্রণালী	...	৫৪
প্রয়োগে সতর্কতা	...	৫৫
প্রয়োগরূপ	...	৫০
'থাইরক্সিন	...	৩৭, ৫৩
'লাইকর থাইরয়ডাই	...	৫৩

বিষয়—	থ	পত্রাঙ্ক
থাইরয়েড গ্রন্থি	...	৩৫
প্রয়োগরূপ	...	৫০
শুষ্ক থাইরয়েড	...	৫০
থাইরয়েড ঔষধের বিষাক্ততা	...	"
	দ	
দেহস্থ গ্রন্থিসমূহ	...	৩
দেহের ভিতর ঔষধ ভাণ্ডার	...	১,২
	ন	
নলবৃত্ত গ্রন্থি	...	৩
নলহীন গ্রন্থি	...	"
	প	
প্যানক্রিয়াস (ক্লেম)	...	২৩৩
অন্তমুখী রস	...	২৩৫
অন্তমুখী রসের দ্বারা পরিপাক	...	"
অন্তঃরসস্রাবী দ্বীপ	...	২৩৪
আকৃতি	...	২৩৩
ইন্সুলিন ("ই" পর্যায়ে দ্রষ্টব্য)	...	২৩৩, ২৩৫, ২৩৭
ক্রিয়া	...	২৩৪
বহিমুখী পাচক রস	...	২৩৪
বহিমুখী রসস্রাবী গ্রন্থি	..	২৩৩

বিষয়—	প	পত্রাঙ্ক
প্যারা থাইরয়েড গ্রন্থি	...	৯৮
অকস্মণ্যতা	...	১০১
সম্পূর্ণ অকস্মণ্যতা	...	১০১, ১০২
সামান্য	...	১০১, ১০৩
অকস্মণ্যতাজনিত পীড়া	...	১০৩
টেটানি (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	...	১০৪
অন্তঃরসের প্রকৃতি	...	৯৮
অবস্থান	...	"
আকৃতি	...	"
আনুবীক্ষণিক আকৃতি	...	"
ক্রিয়া	...	৯৯
ক্যালসিয়াম পরিপোষণ	...	"
দূষিত পদার্থনাশক	...	১০০
প্রয়োগরূপ	...	৯৯
শুষ্ক প্যারাথাইরয়েড	...	"
সম্পূর্ণ অকস্মণ্যতার ফল	...	১০৩
সামান্য অকস্মণ্যতার ফল	...	১০১
চিকিৎসা	...	১০২
প্লাটসেটা (ফুল—ভ্রূণপুষ্প)	...	২২৫
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২২৯
অতিরজঃশাবে	...	২৩০

প

বিষয়—		পত্রাঙ্ক
প্ল্যাসেন্টা (ফুল—ক্রমপুষ্প)	...	২২৫
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২২৯
গর্ভস্রাবাশঙ্কা নিবারণার্থ	...	"
স্তনদুগ্ধ বর্ধনার্থ	...	২২৯
ক্রিয়া (জরায়ু অভ্যন্তর)	...	২২৬
ক্রিয়া (ঔষধরূপে)	...	২২৭
ঋতুস্রাব দমনকারক ক্রিয়া	...	২২৮
জরায়ু সঙ্কোচক	...	"
স্তন্যবর্ধক	...	"
স্তনবর্ধক	...	"
প্রয়োগরূপ	...	২২৯
প্ল্যাসেন্টাক্রিনোল	...	"
শুষ্কফুল	...	"
পিটুইটারি গ্রন্থি	...	১০৯, ২৪৭
অপর নাম	...	"
অবস্থান	...	"
আকৃতি	...	"
উৎপত্তির বিবরণ	...	১১২
পিটুইটারি গ্রন্থির অংশ	...	১১০
এন্টিরিয়র পিটুইটারি ("এ" পর্যায়ে দ্রষ্টব্য)	...	১১০, ১১২
পোস্টেরিয়র পিটুইটারি	...	১১০, ১১১, ১২৪

প

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

পিটুইট্রিন	...	১২৫, ১২৬, ১২৯
আময়িক প্রয়োগ	...	১৩৫
অহ্নের দৌর্ধল্যে	...	১৩৫
অস্ৰোপচারে	...	১৩২
জরায়বীয় রক্তস্রাবে	...	১৩১
জরায়ু সংকোচনার্থ	...	১৩২
প্রসব কার্যে	...	১৩৩
প্রসবকালে জরায়ুর অবসাদে	...	১৩৩
প্রসবাস্তিক জরায়ুর দৌর্ধল্যে	...	"
" রক্তস্রাবে	...	"
প্রস্রাববন্ধে	...	১৪০
প্রস্রাব স্বল্পতায়	...	"
রক্তচাপ বর্ধনার্থ	...	১৩০
রক্তভেদে	...	১৩২
রক্তস্রাবে	...	১৩১
রক্তোৎকাশে	...	১৩২
শক	...	১৩০
হৃদপিণ্ডের অবসাদনে	...	"
" দৌর্ধল্যে	...	"
ইন্ডেক্স-প্রণালী	...	১২৭

প

বিষয়—			পত্রাঙ্ক
পিটুইট্রিন	১২৪, ১২৬
ক্রিয়া	১২৮
অস্ত্রের উপর	১২৯
জরায়ুর উপর	"
পরিপোষণের উপর	১৩০
পৈশিক সঙ্কোচক ক্রিয়া	"
মূত্রযন্ত্রের উপর	১২৯
রক্তসঞ্চাপের উপর	১২৮
হৃৎপিণ্ডের উপর	১২৯
স্তনদুগ্ধের উপর	"
নিষিক্ত প্রয়োগ	১৩৪
প্রয়োগ	১৩৫
ব্যবহার-প্রণালী	১৩০
ব্যবহারে সতর্কতা	১২৭
শক্তি	১২৬
পিটোসিন	১২৬, ১৩৬
পিট্রেসিন	১২৬, ১৩৭
পিনিয়াল গ্রন্থি	২৮৯
অবস্থান	"
অর্কুদ (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৫৯১
আকার	১২৮৯

বিষয়—	প	পত্রাঙ্ক
পিনিয়াল গ্রন্থি	...	২৮৯
আণুবীক্ষণিক গঠন	...	"
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২৯১
ক্রিয়া	...	২৯০
জননেদ্রিয়ের বৃদ্ধি দমন	...	"
দেহ বৃদ্ধি	...	"
মস্তিষ্কের পরিবর্তন	...	২৯১
প্রয়োগরূপ	...	"
শুষ্ক পিনিয়াল গ্রন্থি	...	"
পিনিয়াল গ্রন্থির অর্কুদ (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	...	২৯১
গ্লীহা	...	২৭৪
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২৭৫
গ্লীহারোগে	...	"
রক্তহীনতায়	...	২৭৬
পরিপাকের সহিত গ্লীহার সঞ্চক	...	২৭৪
প্রয়োগরূপ	...	২৭৫
এলিক্সার অবস্পীন	...	"
টাটকা গ্লীহামজ্জা	...	"
শুষ্ক গ্লীহাচূর্ণ	...	"
ব্যবহারে সতর্কতা	...	২৭৬
রক্তকণার উপর ক্রিয়া	...	২৭৪

প

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

পোষ্টেরিসের পিটুইটারি ...	১১০, ১১১, ১১২, ১২৪
অন্তঃরস ...	১২৯
অন্তঃরসের অভাবজনিত পীড়া (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	" "
" অল্পতা ...	১২৪
" প্রকৃতি ...	"
আকৃতি ...	"
প্রয়োগরূপ ...	১২৯
পিটুইট্রিন ("পি" পর্যায় দ্রষ্টব্য)	১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩১
পিটুইটারি ডেসিকেটেড ...	১২৫
" সলিউসন ...	"
প্রোষ্টেট গ্রন্থি ...	২৯৮
অন্যান্য গ্রন্থির সঙ্গে সম্বন্ধ ...	"
অণুগ্রন্থির " " ...	২৯৯
পিটুইটারির " " ...	"
অবস্থান ...	২৯৮
আকৃতি ...	"
ঔষধরূপে ব্যবহার ...	২৯৯
প্রোষ্টেট গ্রন্থির অতিবৃদ্ধিতে ...	" "
মানসিক পীড়াসহ প্রোষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধিতে ...	" "
স্নায়বিক পীড়া " " " " ...	" "
ক্রিয়া ...	২৯৮

বিষয়—	প	পত্রাঙ্ক
প্রোস্টেট গ্রন্থি	...	২৯৮
প্রয়োগরূপ	...	২৯৯
প্রোস্টেট ডেসিকেটেড	...	"
ব		
বহুমূত্র পীড়া (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	...	২৪৭
ম		
ম্যামারি গ্রাণ্ড	২৩৯
অন্তঃরস	...	"
অন্তঃরস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত	...	"
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২৩২
অতি রক্তঃস্রাবে	...	"
জরায়ুর অস্বাভাবিকত্বে	...	"
স্তনদুগ্ধের স্বল্পতায়	...	"
প্রয়োগরূপ	...	২৩২
ম্যামারি ডেসিকেটেড	...	"
মিক্সিডিমা (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	...	১৭১, ১৭২, ১১৯
মূত্রগ্রন্থি (কিডনী)	...	২৯৬
ঔষধরূপে ব্যবহার	...	২৯৭
প্রয়োগরূপ	...	২৯৬
কিডনী ডেসিক	...	২৯৭

		ষ	
বিষয়—			পত্রাঙ্ক
যক্ষত (লিভার)	২৭০
অস্তুরস	"
ঔষধরূপে ব্যবহার	২৭৩
অঙ্গজাত বিষাক্ততায়	"
মধুমূত্র রোগে	"
যক্ষত পীড়ায়	"
ক্রিয়া	২৭০
দূষিত পদার্থনাশক ক্রিয়া	২৭২
পরিপাকের উপর ক্রিয়া	২৭০
পিত্তনিঃসরণের ,, ,,	২৭১
রক্তরোধক ক্রিয়া	২০২
রক্তের বর্ণদ অংশ উৎপাদন...	২৭১
প্রয়োগরূপ	২৭২
এলিয়ার লিভার সাব্‌ষ্ট্যান্স...	"
টাটকা লিভার	"
তুক্ষ লিভার চূর্ণ	"
		শ	
শয্যামূত্র (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৬৭
শৈশবীয় ক্রেকটিন (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৭৭,৮০
শৈশবীয় মিন্ডিডিমা (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৭৩

স

বিষয়—		পত্রাঙ্ক
সাধারণ গরুটার (রোগ-নির্ঘণ্ট দ্রষ্টব্য)	৮৬
সিক্রিটিন (ড্যাওডিনাম দ্রষ্টব্য)	২৬৬
“ অল্পতার ফল	২৬৭
সুপ্রাৱেন্নাল কর্টেক্স (এড্রিনাল গ্রন্থি দ্রষ্টব্য)		
		১৪১, ১৭৩
অন্তঃরসাদিক্যের ফল	১৭৪
জন্মের পর অন্তঃরসাদিক্যের ফল	...	১৭৭
ক্রম অবস্থায় “ “ “	...	১৭৪
স্ত্রীলোকের পুরুষত্ব	১৭৫
“ “ রোগী-ত্ব	...	“
“ “ সঙ্গম শক্তি...	...	১৭৬
বৌবনের পর অন্তঃরসাদিক্যের ফল	...	১৭৭
ক্রিয়া	১৭৩
গাত্রবর্ণের উপর ক্রিয়া	১৭৪
পুরুষত্বের “ “	১৭৩
মস্তিষ্কের “ “	“
সুপ্রাৱেন্নাল গ্রন্থি (এড্রিনাল গ্রন্থি দ্রষ্টব্য)		১৪০
বিনাশের ফল	১৭৮

হ

বিষয়—

পত্রাঙ্ক

হিমোগ্লোবিন	৩০১
ঔষধরূপে ব্যবহার	৩০২
কালাজরে	৩০৪
ক্রোরোসিস রোগে	৩০৩
পার্গিশাস এনিমিয়া	"
ম্যালেরিয়া	৩০৪
যক্ষ্মা	৩০৪
রক্তবমন	৩০৪
রক্তভেদ	"
রক্তহীনতা	৩০২
" রক্তশ্রাবজনিত	৩০৩
" স্তন্যদানজনিত	৩০৪
রক্তোৎকাশ	৩০৪
শারীরিক দৌৰ্ব্বল্য	৩০৪
হিমোফিলিয়া	৩০৪
ক্রিয়া	৩০২
প্রস্তুত-প্রণালী	৩০১
মাত্রা	৩০২
সেবন বিধি	৩০১

সাধারণ সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
অজ্ঞানভাব ...	১৭৯, ২৬০
অজ্ঞানতা—ইন্সুলিন ব্যবহারে ...	২৬০, ২৬১
” —বহুমূত্র রোগে ...	২৪৯
অতিকায় রোগ ...	১১৪
অতিরিক্ত: ...	৬১, ২১৪, ২২৩, ২৩০, ২৩২
অণুগ্রন্থির রসাতাবজনিত পীড়া ...	১২৪
অণুকোষের শিথিলতা ...	১৮৯
অন্ত্রপ্রদাহ ...	১০২
অন্ত্রজাত বিষাক্ততা ...	২৭৩
অন্ত্রের দৌর্বল্য ...	১৩৫, ১৩৭
অর্কুন (পিনিয়াল গ্রন্থির) ...	২৯১
অর্শ হইতে রক্তস্রাব ...	১৫৮
অস্থির অতিবৃদ্ধি ...	১১৬
অস্থিগঠনে বাধা ...	২৮৭
অস্থিভঙ্গ ...	২৮২
অস্থিরোগ ...	২৮১
অন্ত্রপোচারে রক্তস্রাব ...	১৩২
আধকপালে মাথাধরা ...	৬৪
আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব (রক্তস্রাব দ্রষ্টব্য) ...	১৫৭
আমবাত ...	১৬৪
আসেনিক ঘটিত ঔষধে কুফল ...	—

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
উত্তাপাধিক্য	৮৬
উদরাময়	৮৬, ১৮৩
উদরী	১৬৬
উন্মাদ	১২৪
„ প্রসবাস্তিক	৬৬, ৬৯
ঋতু দর্শনে বিলম্ব	৬১, ২০৪
„ „ রোগীর বিবরণ	৬১
ঋতুবন্ধের পর উপসর্গ	২০৯
ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া	১৩১, ১৫৮, ২০৯, ২১৪, ২২৩, ২২৮, ২৩০, ২৩২
ঋতুস্রাবজনিত উপসর্গ	২২৩
একজিমা	৬৫, ১০২
এক্রেমেগালি	১১৪, ১১৫, ১১৯
চিকিৎসা	১২০
প্রভেদ নির্ণয়	১১৯
মিক্সিডিয়ার সহিত প্রভেদ	„
বয়স	১১৫
রোগ-নির্ণয়	১১৮
লক্ষণ	১১৫
এক্সফথ্যালমিক গয়টার	৮৪, ৮৬
চিকিৎসা	৯১—৯৭
রোগীর বিবরণ	৮৯
লক্ষণ	৮৫
এণ্ডোক্রিনোলজি—২২	

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
কণ্ঠরজঃ ...	২০৯
কামেচ্ছার অতিবৃদ্ধি ...	২১৫
" " রোগীর বিবরণ ...	৩
" হ্রাস ...	৬১
কালাজ্বর ...	৩০৪
কাশি ...	২৮৫
" হুপিংকাশি ...	১৬৩
ক্যালসিয়ামের অভাব ...	১০৩
কেশের অকাল পক্বতা ...	৬০
ক্রেটিনিজম (জড়বামনত্ব) ...	৭১, ৭৭
কারণ ...	৭৭
চিকিৎসা ...	৮০
রোগী-তত্ত্ব ...	৭৮, ৭৯
লক্ষণ ...	৭৭
শৈশবীয় ক্রেটিনিজম ...	৮০
" " রোগী-তত্ত্ব ...	৮১
কোমা ...	২৪৯
কোলাইটিস ...	১০২
কোল্যাপ্স ...	১২৭
কোষ্ঠবদ্ধ ...	৬০, ২৬৯
গর্ভকালীন বমন ...	২২৩
" " বিষাক্ততা ...	৬৪, ৬৯
" " শিরঃপীড়া ...	২২৩

বিষয়—				পত্রাঙ্ক
গর্ভস্রাবাশঙ্কা	২৩০
গলার পীড়া	১৫৯
গয়টার	৮-৬
এক্সফথ্যালমিক ("এ" পর্যায় দ্রষ্টব্য)	৮৪, ৮৬
সাধারণ	৮৬
স্মুডিকাশি	১৬৪
চক্ষুরোগ	৬৫, ৬৯, ১০২
চক্ষুপীড়া	১৫৯
চিন্তাশক্তির গোলযোগ	২৬২
চুলকানী	৫৬
জননেদ্রিয়ের খর্বতা	১১৩, ১১৬, ১২২, ২০৪
" বৃদ্ধি	১১৬, ২৮০
জরায়বীয় রক্তস্রাব	১৩১, ১৩৩, ১৫৮, ২১৪, ২২৩
জরায়ুর অবসাদ (প্রসবকালে)	১৩৩
" অস্বাভাবিকত্ব	২৩২
" সঙ্কোচাভাব—প্রসবাস্ত্রে	১২২
জড়বামনত্ব (ক্রেটিন দ্রষ্টব্য)	৭৭
টিন্সিলাইটিস্	২৮৫, ২২৪
টাইফয়েড অরে রক্তভেদ	১৩২, ১৫৬
টেটানি পাড়া	১০৩, ১০৪
চিকিৎসা	২০৬
" আক্কেপকালে	"
" বিরামকালে	"

বিষয়—				পত্রাঙ্ক
টেটানি পীড়া	১০৩, ১০৪
বয়স প্রভৃতি	১০৪
রোগ-নির্ঘণ	১০৫
রোগ-নির্ঘায়ক পরীক্ষা	"
লক্ষণ	১০৪
টোনেন পরজনিং	৫৬
থাইমাসের পীড়া	২৮৩
" অতিশ্রাবজনিত পীড়া	"
" রসাল্পতাজনিত পীড়া	২৮৭
থাইরয়েড অকর্মণ্যতাজনিত পীড়া	৫৭, ৬৪
সামান্য অকর্মণ্যতাজনিত পীড়া	৬০
সম্পূর্ণ রসাল্পতাজনিত পীড়া	৭১
ক্রেটিনিজম	৭১, ৭৭
মিস্লিডিমা	৭২
থাইরয়েডের' শ্রাবাধিক্যজনিত পীড়া	৮৩
এক্সফথ্যালমিক গয়টার	৮৪
সাধারণ গয়টার	৮৬
দাঁত নড়া	৬০
দাঁতে পোকা	"
দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব	১০১
দেহে বিঘাত্ত পদার্থ সঞ্চয়	"
দেহের ওজন হ্রাস	৮৬
দৃষ্টিশক্তির হ্রাস	১১৮

বিষয়—			পত্রাঙ্ক
দৌর্বল্য—অজীর্ণতাজনিত	২৬৮
” —অশ্বের	১৩৫, ১৩৭
” —জননেক্রিয়ের	১৮৯, ১৯০
” —জরায়ুর	১৩৩, ১৩৭
” —বার্দ্ধক্যের	১৬২, ১৬৭
” —মানসিক	১৬৯
” —মূত্রাধারের	১৩৬
” —শারীরিক	...	১৬৯, ১৮০, ১৮২, ৩০৪	
” —শৈশবীয়	১৬৮
” —নাসবীয়	...	৬০, ১৬৯, ১৯৩, ২১২	
” —হৃদপিণ্ডের	...	১২৯, ১৩০, ১৬০, ১৭৯	
ধ্বজভঙ্গ	১৮৯, ১৯০, ১৯২
ধানশক্তির অভাব	১৮৯, ১৯০
নারীঃস্বর লক্ষণহীনতা	২০৪
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব	১৫৭
পচন	২৪৯
প্রসবাস্তিক উন্মাদ	৬৬, ৬৯
” জরায়ুর দৌর্বল্য	১৩৩
” রক্তস্রাব	”
প্রস্রাব আধিক্য	১২৩
” বন্ধ	১৩৬
” বৃদ্ধতা	”
পার্ণিসাস এনিমিয়া	৩০৩

বিষয়—	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্যানক্রিয়াসের রসালতাজনিত পীড়া ...	২৪৭
প্যারথাইরয়েডের অকর্মণ্যতাজনিত পীড়া ...	১০৩
পিটুইটারি-রসালতাজনিত পীড়া ...	১২৪
পিনিয়াল গ্রন্থির অর্ধুদ ...	২৯১
" বিনষ্টজনিত পীড়া ...	২০৭
অকাল যৌবন ...	২০৮, ২৮৮
শ্রীহার পীড়া ...	২৭৫
পুরুষত্বহানি ...	১৯২, ১৯৫
প্রোস্টেট গ্রন্থির অতিরিক্তি ...	২৯৯
স্বক্যাঙ্ক ...	২২৩
বমন ...	১৫৬, ১৫৭, ১৬৪, ১৬৬, ১৮৪
" গর্ভকালে ...	১৬৪, ২২৩
বসন্ত ...	১৫৬
বহুমূত্র ...	২৪৭, ২৭৩
উৎপত্তির কারণ ...	২৪৭
চিকিৎসা ...	২৫২
বহুমূত্ররোগে অজ্ঞানতা ...	২৫৭, ২৬০
" অস্বোপচারে সতর্কতা ...	২৫৯
" ইন্সুলিন প্রয়োগ ...	২৫০, ২৫৭
" " প্রয়োগ-প্রণালী ...	২৫৪
" " প্রয়োগের পূর্বে কর্তব্য ...	২৫৩
" " " সাবধানতা ...	২৬৩
" " " প্রয়োগকালে মূত্রপরীক্ষা ...	২৫৬
" " " মাত্রা নির্ণয় ...	২৪৪

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
বহুমূত্ররোগে কোমা	৪৯
” কার্বাইকল	২৫৯
” পচন	২৪৯
” মূত্রে শর্করা	২৪৭, ২৪৮
” ফোটক	২৫৯
বার্ভিকোর পীড়া	৬৭, ১৭২
” দৌর্ভল্য	১৭২, ১৯৭
বিস্ফারিত চক্ষু	৮৭, ৯২
বিষাক্ততা	২৪৯
” থাইরয়েড সেবনে	৫৫, ৫৬
বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়	১০১
সুন্দা মেয়ে মানুষ	১৭৮
মধুমেহ (বহুমূত্র দ্রষ্টব্য)	২৪৭, ২৭৩
মস্তিষ্কের উপর পিটুইটারি গ্রন্থির চাপের ফল	১১৭
মাথাধরা	৬১, ৬৪, ৬৮, ১১৭, ২০৫, ২২৩
মানসিক উত্তেজনা	২১৪
” দৌর্ভল্য	১৬৯
” পীড়া	২৯৯
ম্যালেরিয়া	৩০৪
মিষ্টিভিমা	৭১, ৭২
অধিক বয়সে মিষ্টিভিমা	৭৩

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
মিস্কিডিমা ...	৭১, ৭২
চিকিৎসা ...	৭৫
চিকিৎসাকালে সাবধানতা ...	”
চিকিৎসিত নোগীর বিবরণ ..	৭৩
লক্ষণ ...	৭২
শেষবকালে মিস্কিডিমা ...	৭৩
মুগাকৃতির পরিবর্তন ...	২১৬
মূত্রগ্রন্থির পীড়া ...	২২৭
মূত্রাল্পতা ...	১৩৬
মূত্রবন্ধ ...	”
মূত্রাধারের দৌর্বল্য ...	”
মূত্রে শর্করা ...	১১৬, ২৪৫, ২৪৬
মেদবৃদ্ধি ...	৬০, ৬৭, ১১৩, ১২২, ১২৫, ২০৫, ২০৯
যক্ষ্মের পীড়া ...	২৭০
যক্ষ্মা ...	৩০৪
রক্ত:স্রাবজনিত উপসর্গ ...	২২৩
রক্তোদিক্য ...	১১, ১৩১, ২৫৮, ২১৪, ২১৫, ২৩০, ২৩২
রক্তহীনতা ...	৩০২
রক্তোৎকাশ ...	১৩২, ৩০৪
রক্তপ্রস্রাব ...	১৫৯
রক্তবর্ষন ...	৩০৬
রক্তশ্লেদ ...	১৩২, ১৫৬, ৩০৪
রক্তশর্করার অতিহাস ...	২৬০

বিষয়—	পত্রাঙ্ক
বৃক্কসঞ্চাপ বৃদ্ধি	১১১
" হ্রাস	১৩০, ১৭৯
রক্তশ্রাব—অল্প হইতে	১৫৬, ১০৪
" —অর্ধ হইতে	১৫৮
" —আত্যন্তিক	১৩১, ১৫৭
" —ঋতুকালীন	১৫৮
" —কৃত হইতে	১৫৭
" —জরায়ু হইতে	১৫৮
" —নাসিকা হইতে	১৫৭
" —প্রসবেন পনে	১৩৩, ১৫৮
" —মূত্রনালী হইতে	১৫৯
বৃক্কশ্রাবপ্রবণতা	৩০৪
রক্তহীনতা	২৭৬, ৩০৩
" অন্ত্রকারণ জনিত	৩০৩
" অজীর্ণতাজনিত	৩০৪
" পার্ণিসাস্	৩০৩
" প্রসবের পবে	৩০৪
" পীড়াজনিত	"
" " রক্তশ্রাবজনিত	"
" " স্বল্পদানজনিত	"
রতিশক্তিহীনতা	১২০
রিকেট পীড়া	২৮১
শব্দ	১৩০

বিষয়—	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রবণশক্তির হ্রাস ...	১১৮
শব্দানুভূতি ...	৬৭
শারীরিক দৌর্বল্য ...	১৬৯, ১৮২, ৩০৪
শ্বাসকষ্ট ...	৫৬, ৮৬, ১৬১, ১৬৩, ২৮৪
শিরঃপীড়া ...	৬১, ৬৪, ৬৮, ১১৭, ২০৫
" গর্ভকালে ...	২২৩
শীঘ্র শুক্রপাত ...	১৮৯
শুক্রে বিকৃতি ...	১৯০
শুক্রেতারল্য ...	১৮৯, ১৯০
শুক্রে অল্পতা ...	"
শুক্রে শুক্রকীটের অভাব ...	১৮৯
শৈশবীয় ক্রেটিন ...	৭৭, ৮০
" দৌর্বল্য ...	১৬২
" মিগ্‌রিডিয়া ...	৭৩
" রক্তঃস্রাব ...	২০৮
সঙ্গমশক্তির হ্রাস ...	১২২
সন্ধিবাত ...	২৮২
স্তনস্থলের অল্পতা ...	২২৯
স্তনের বর্ধনাভাব ...	২২৮
বৃদ্ধিদোষ ...	১৮৯
সাধারণ গরুর ...	৮৬
স্নায়বীয় উত্তেজনা ...	৯১

বিষয়—	পত্র
স্নায়বীয় দৌৰ্বলা ...	৬০, ১৬৯, ১৯৩
„ পীড়া
স্নায়ুর উপর পিটুইটারি গ্রন্থির চাপ ...	১৯
সিক্রিটিন অন্ততাজনিত পীড়া ...	২১
স্ত্রীলোকের বালকত্ব ...	২
„ পুরুষ কণ্ঠস্বর
„ স্ত্রীসঙ্গম শক্তি ...	১৭
„ মদ্যভাব ...	১
সুপ্রোরেনাল গ্রন্থির বিনাশজনিত পীড়া... ..	১০
ফোটিক ...	১০২, ২৫
সোরায়েসিস ...	১৫
হৃদকম্পন ...	৮৫, ২৫
হৃদকম্পন ...	৫৬, ৮৫, ১৭৯, ২১
হৃদপিণ্ডের অবসাদ ...	১৩০, ১৭
„ দৌৰ্বলা ...	১৩০, ১৬০, ১৭
হাংগুনি ...	১৪৮, ১৬১, ২
হিমোফিলিয়া ...	১৫৬, ৩
হপিংকফ ...	১
ক্ষুভ হইতে রক্তস্রাব ...	২

রোগ-নির্ঘণ্ট সমাপ্ত ।

